সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী—৯৩

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

(গদ্যের প্রথম যুগ)

শ্রীসজনীকান্ত দাস

মিত্রালয়
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা

নিবেদন

আমি পণ্ডিত নই, একনিষ্ঠভাবে বাংলাসাহিত্যের গবেষণার কাজেও নিযুক্ত থাকি নাই। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্ররোচনায় (নিন্দার্থেই ব্যবহার করিলাম) কিছুদিন শ্রীরামপুর কলেজে ও অন্যত্র বাংলা গদ্যসাহিত্যের গোড়ার যুগের ইতিহাসের কিছু মালমশলা সংগ্রহ করিয়াছিলাম। মাস ছয়েক মাত্র গুরুতর পরিশ্রম করিয়াছিলাম। বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস রচনার উপকরণ-সংগ্রহের কাজে ব্রজেন্দ্রবাবু যে অমানুষিক এবং অবিচ্ছিন্ন পরিশ্রম করিতেছেন আমি কাঠবিড়ালীর মত তাঁহাকে কিঞ্চিৎ জোগান দিতে পারিয়াও আনন্দিত আছি। এই পুস্তকের জন্য তাহার অধিক মর্য্যাদা আমি দাবি করি না।

আমার পরিকল্পিত গ্রন্থের ইহা একচতুর্থাংশ—মাত্র প্রথম যুগ; ব্রজেন্দ্রবাবুর ও পূর্ব্বগামীগণের উপকরণের সাহায্য লইয়া বাকি তিন যুগের ইতিহাস খাড়া করিবার চেষ্টায় আছি, কিছু অগ্রসরও হইয়াছি, একেবারে পুস্তকাকারে সেই তিন খণ্ড প্রকাশের ইচ্ছা রহিল। প্রথম খণ্ডটি 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় ধারাবাহিকরূপে মুদ্রিত হইয়াছিল। পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষ পুস্তকাকারে প্রকাশের অনুমতি দিয়া এবং তাঁহাদের প্রস্তুত ব্লকগুলি ব্যবহার করিতে দিয়া আমাকে অচ্ছেদ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক পুস্তকটিকে "পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী"ভুক্ত করিয়াও আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন।

ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে শেষ কথা কেহ বলিতে পারেন না, নিত্য নূতন আবিষ্কার ও গবেষণার ফলে পুরাতন ইতিহাস রূপান্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য। সমগ্র উপকরণ দেখিয়াছি বা ব্যবহার করিয়াছি—এ কথা কাহারও পক্ষে বলা সম্ভব নয়। পূর্ব্বগামীগণ যাহা দেখেন নাই, আমি কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাহা দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। আমি যাহা দেখি নাই, স্বভাবতঃই অন্যে তাহা দেখিবেন। আমি এ বিষয়ে শেষ কথা বলিলাম, এমন অহমিকা কাহারও থাকা উচিত নয়,—অন্ততঃ আমার নাই। আমি অপেক্ষাকৃত অন্ধকার যুগের ইতিহাসের একটা কাঠামো দাঁড় করাইয়াছি—চূণ সুরকি প্রলেপ এবং কারুকার্য্যের অনেক অবকাশ রহিল। তবে একটা কথা বলা আবশ্যক যে, যেটুকু নূতনের সন্ধান আমি দিয়াছি তাহা আমার নিজের চোখে দেখা, পরের মুখে ঝাল খাই নাই।

ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীলকুমার দে নিতান্ত স্নেহপরবশ হইয়া এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। তিনি বিশ্বখ্যাত পণ্ডিত এবং তিনিই বাংলাসাহিত্যের

ইতিহাস-রচনায় সর্ব্বপ্রথম ইউরোপীয় পণ্ডিতসুলভ বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অনুসরণ করেন। তাঁহার ভূমিকা আমাকে আশাতিরিক্ত গৌরব দান করিয়াছে।

স্নেহভাজন শ্রীমান গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের আগ্রহাতিশয্যেই এই পুস্তকের প্রকাশ সম্ভব হইল। তিনি প্রভূত যত্ন করিয়াছেন। কিন্তু আমি স্থানান্তরে থাকায় এবং নিজে প্রুফ সংশোধন না করিতে পারায় কিছু কিছু ভুলত্রুটি রহিয়া গেল, যতদুর সম্ভব একটি "শুদ্ধিপত্র" দিলাম। তাড়াতাড়ির জন্য এই খণ্ডে বিস্তৃত সূচী দেওয়া সম্ভব হইল না, শেষ খণ্ডে তাহা সংযোজিত করিবার ইচ্ছা রহিল।

২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
১১ আষাঢ় ১৩৫৩

শ্রীসজনীকান্ত দাস

ভূমিকা

বাঙালী পাঠকের কাছে শ্রীযুক্ত সজনীকান্তের নূতন করিয়া পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। কিন্তু যাঁহার স্বতঃসিদ্ধ পরিচয় সাহিত্যিক হিসাবে, বর্ত্তমান গ্রন্থে তাঁহার পুরাতাত্ত্বিক-রূপে আবির্ভাব হয়ত অপ্রত্যাশিত ও বিস্ময়কর। কাব্য ও কৌতুক, বাস্তব ও ব্যঙ্গ, মধু ও হুল লইয়া যাঁহার কারবার, তিনিই আবার বিগত কালের দুষ্প্রাপ্য কীটদষ্ট দলিল-দস্তাবেজ ঘাঁটিয়া, ঐতিহাসিক সাধনার কঠিন পথে, রসিকের ধর্ম্মের সহিত পণ্ডিতের কর্ম্মের মণিকাঞ্চন সংযোগ ঘটাইয়াছেন!

ইহা সম্ভব হইয়াছে, কারণ বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রতি সজনীকান্তের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ অপরিসীম। ঐতিহাসিক তথ্যান্বেষণের ইহাই তাঁহার আন্তরিক প্রেরণা, যাহা আজ বহুরূপী বিদূষককে বহুসন্ধানী গবেষকে পরিণত করিয়াছে। এই পরিণতি যে নিষ্ফল হয় নাই, তাহার নিদর্শন বর্ত্তমান গ্রন্থেই পাওয়া যাইবে; কিন্তু গ্রন্থের পিছনে গ্রন্থকারের যে নিবিষ্টতা ও নিষ্ঠা রহিয়াছে, তাহাই ইহার সত্যকার পরিচয় বহন করিতেছে। অতি-আধুনিক লেখকের মত আগামী কালের স্পর্দ্ধায় স্ফীত না হইয়া, সুস্থিতবুদ্ধি সজনীকান্ত গত যুগের গৌরবে শ্রদ্ধাশীল।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নূতন শিক্ষা ও আদর্শের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে যে দেশব্যাপী জাগরণের সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহাই বাংলা গদ্যের প্রথম যুগের সূত্রপাত করিয়াছিল। কিন্তু বেশিদিনের কথা না হইলেও এই সদ্যোবিগত শতাব্দীর ইতিবৃত্ত আমরা প্রায় ভুলিতে বসিয়াছি। প্রাচীনতর যুগ সম্বন্ধে আমরা অনেক সংবাদ রাখি, কিন্তু যে-যুগ আমাদের এত নিকটবর্ত্তী এবং আমরা এখনও যে-যুগের ভাব-বিপ্লবের ফলভাগী, তাহার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যে খুব বেশি তাহা বলা যায় না। যাহা সুদূর তাহার সম্বন্ধে মোহ থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু যাহা সমীপবর্ত্তী এবং যাহা আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ, তাহার বিচিত্র কাহিনীও কম চিত্তাকর্ষক হইবার কথা নয়। হয়ত আমরা পুরাবৃত্তের অধিকতর পক্ষপাতী, কিন্তু যাহা আমাদের ঘরের কথা, আমাদেরই পিতামহদের বিস্মৃত বৃত্তান্ত, তাহাও শুনিতে কৌতূহলের অভাব থাকিতে পারে না। গত শতাব্দী সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতার কারণ উদাসীনতা নয়; স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তকে যাহা লেখা থাকে তাহাই আমরা শিখি; তাহাতে পুরাকালের কথাই বেশি পাইয়া থাকি, গতযুগের বাংলা দেশের কথা এত সহজলভ্য নয়।

সহজলভ্য নয়, কারণ যাঁহারা এই সকল পাঠ্যপুস্তক লেখেন, তাঁহাদের সময় অল্প, শক্তিও সীমাবদ্ধ। যে সকল মূলগ্রন্থ ও সাময়িক নথিপত্রাদি হইতে গত যুগের

বৃত্তান্ত উদ্ধার করা যাইতে পারে, তাহাও আবার নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত ও দুষ্প্রাপ্য, দেশের জলহাওয়ার প্রভাবে লুপ্তপ্রায়, অথবা চেষ্টা ও অনুরাগের অভাবে সযত্নে রক্ষিত হয় নাই। এগুলির অনুসন্ধান ও সংগ্রহ যে কত কষ্টসাধ্য, তাহা যাঁহারা এই ক্ষেত্রে কাজ করিয়াছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু উপযুক্ত উপকরণ সংগ্রহ না করিয়া পাঠ্যপুস্তক লেখা চলে, পূর্ণাঙ্গ ইতিবৃত্ত রচনা করিতে যাওয়া বাতুলতা বা সৌখিনতা মাত্র। বড় বড় সৌখিন বই লিখিয়া গৌরব অর্জ্জন করিবার সহজ উপায় অনেকেই খুঁজিয়া থাকেন; কষ্ট করিয়া উপকরণ সংগ্রহের কাজ ত মুটে-মজুরের কাজের সামিল! কিন্তু একথা মনে রাখা উচিত, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা এত অধিক যে, ঐতিহাসিক সৌধ-নির্ম্মাণে মুটে-মজুরের কাজই আমাদের একমাত্র কাজ, ইমারত গাঁথিয়া নক্‌শা কাটিবার সময় এখনও আসে নাই। নিতান্ত সহজপ্রাপ্য কয়েকটি তথ্য বা ঘটনা লইয়া বাকিটুকু সুলভ কল্পনার দ্বারা পরিপূরণ করিয়া, গত যুগের একটি চমকপ্রদ বিবরণ রচনা করা কঠিন নয়; কিন্তু এরূপ রচনার কোনও স্থায়ী মূল্য নাই। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিবৃত্ত রচনা করিতে হইলে যে তথ্যানুসন্ধান ও সূক্ষ্ম পরীক্ষণের প্রয়োজন, তাহা অশেষ ধৈর্য্য, পরিশ্রম ও যত্ন সাপেক্ষ। এইরূপ কঠোর ঐতিহাসিক সাধনার সরণি অবলম্বন করিবার অধ্যবসায় ও অনুরাগ সকলের নাই; থাকিলেও সহজ পথ ও সুলভ যশের প্রলোভন সংবরণ করা দুঃসাধ্য।

এই অনুরাগ ও অধ্যবসায় আছে বলিয়াই সজনীকান্ত নিছক সাহিত্যিকের সৌখিনতা পরিত্যাগ করিয়া বাংলা গদ্যের প্রথম যুগের একটি তথ্যবহুল, প্রামাণ্য ও সংযত ইতিহাস রচনা করিতে পারিয়াছেন। বাংলা দেশে উনবিংশ শতাব্দীর অন্যান্য কীর্ত্তির মধ্যে গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টিও একটি প্রধান কীর্ত্তি। স্বয়ং লব্ধপ্রতিষ্ঠ গদ্য-লেখক বলিয়া বাংলা গদ্যের উৎপত্তি ও বিকাশের ধারা সম্বন্ধে সজনীকান্তের আকর্ষণ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু বাংলা গদ্যের জন্মকাল হইতে প্রথম যুগে যে সকল পুস্তক রচিত হইয়া ইহার গঠন ও স্থায়িত্বলাভে সহায়তা করিয়াছিল, সেগুলি ঐতিহাসিকের অমূল্য ও অপরিহার্য্য উপাদান হইলেও, সাহিত্যিকের আদর ও আবেগের বস্তু নয়। কারণ এগুলির অধিকাংশ অভিধান, ব্যাকরণ, পাঠ্যপুস্তক বা অনুবাদ হিসাবে রচিত বলিয়া রস-সাহিত্যের অঙ্গ হইয়া উঠিতে পারে নাই, এবং ইহাদের ভাষাও সাহিত্য-শিল্পাগারে শিক্ষার্থীমাত্র। এই নীরস ও অপরিণত রচনা-গুলির আদ্যন্ত পাঠ বা পরীক্ষা করিবার উৎসাহ ও একাগ্রতা আজকালকার দিনে সুলভ নয়,—তাই নিছক সাহিত্যিক নাকি ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে বিশ্বাস করেন না! কিন্তু এই গদ্যের উপরেই পরবর্ত্তী গদ্যের প্রতিষ্ঠা; সজনীকান্ত অসাধারণ তথ্যনিষ্ঠার সহিত বাংলা গদ্যের এই মগ্ন ভিত্তিমূলের যতদূর সম্ভব নিখুঁত ও নিরপেক্ষ

বিবরণ দিয়াছেন। তাঁহার রস-পিপাসা কোথাও তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাকে ক্ষুণ্ণ করে নাই।

পথিকৃৎ না হইলেও সজনীকান্তের রচনা তাঁহার পূর্ব্বগামীদের রচনার পূরণ ও সংশোধন হিসাবে বহু অজ্ঞাত ও মূল্যবান্ তথ্যের সন্ধান দিয়াছে। শ্রীরামপুর কলেজের ও অন্যান্য স্থলের বিক্ষিপ্ত দপ্তরে অনেক পুরাতন কাগজপত্র পরীক্ষা করিবার সৌভাগ্য তিনি পাইয়াছেন, যাহা তাঁহার পূর্ব্বগামীদের নাগাল বা নজরের বাহিরে পড়িয়া ছিল। নূতন তথ্যের উদাহরণ হিসাবে বলা যাইতে পারে, রামরাম বসু, গোলোকনাথ শর্ম্মা ও উইলিয়ম কেরি সম্বন্ধে তিনি অনেক নূতন কথা বলিতে পারিয়াছেন, মিলার ও আপজনের পুস্তক তিনি প্রথম আবিষ্কার করিয়া আমাদের গোচরে আনিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থটিকে বিশেষজ্ঞের সঙ্কলন মাত্র অথবা গবেষকের প্রমাণপঞ্জী বলিয়া ধরিলে ভুল করা হইবে। সজনীকান্তের লেখনী-নৈপুণ্য শুধু তথ্যমাত্রসন্ধানী নয়, নীরস বস্তুকে অপরূপ সরসতায় অভিষিক্ত করিবার ক্ষমতাও রাখে।

যে-যুগে নাটক নভেল কবিতা ও মাসিক পত্রিকার প্রতি একান্ত পক্ষপাত, সে-যুগে এই ধরণের পুস্তক প্রকাশ ও প্রচার কিরূপ অসমসাহসিকতার কাজ, আশা করি, তাহা স্বয়ং সাহিত্য-ব্যবসায়ী হইয়া সজনীকান্ত ভাল করিয়াই জানেন। তথাপি এ কথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না যে, শিক্ষিত সমাজ, নাটক নভেল কবিতা ও মাসিক পত্রিকা ভিন্ন অন্য ধরণের পুস্তকের আদর জানে না। তবে বাংলা দেশের শিক্ষিত সমাজের কথাই আলাদা!

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১০ই আষাঢ়, ১৩৫৩

শ্রীসুশীলকুমার দে

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়কে

যৌবনের উদ্ধত চাপল্যে একদিন 'শনিবারের চিঠি'তে "দীনেশ-নামা" লিখিয়াছিলাম,
উদারহৃদয় দীনেশচন্দ্র শেষবয়সে আমাকে ক্ষমা তো করিয়াছিলেনই,
আন্তরিক আশীর্ব্বাদও করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়,
তাঁহার জীবিতকালে আমার অপরাধের
প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারি নাই,
আজ করিলাম।

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

শুদ্ধিপত্র

[প্রচলিত ইংরেজী ও বাংলা শব্দের ও গোলোক প্রভৃতি কয়েকটি নামের বানান ভুল সহজেই ধরা যাইবে—সুতরাং শুদ্ধিপত্রে সেগুলি দেওয়া হইল না।]

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	২৫	বাংলা ভাষায়	বাংলা ভাষার
১৩	২৬	শকাব্দীর	শতাব্দীর
১৪	৬	পহুছিয়া	পহুচিয়া
১৫	২৬	যাচক	যাজক
১৬	১৫	Franciso	Francisco
১৮	১৩	মানোএল দের	মানোএল দো
	৩০	পরমেশ্বর	পরমেশর
১৯	১৭	হস্তলিপি	হস্তলিখিত
২০	২৩	*Physiues*	*Physiques*
		Phistoire	*l'histoire*
২১	১৩	*Illustrate*	*Illustrata*
২২	২৪	আশাল	আঁশাল
	২৭	অম্নান	অন্যান
২৩	১৯	জোন্স্ গিল্ক্রাইষ্ট	জোন্স্, গিলক্রাইষ্ট
২৫	২৯	এই মুদ্রাক্ষর	সেই মুদ্রাক্ষর
৩০	৩	পারাসীবিশারদ	পারসীবিশারদ
৩২	৮	অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন	প্রকাশ করেন
	১৩	ঐ	ঐ
	১৯	*Bangalee*	*Bongalee*
	২৪	'শিক্ষ্যা গুরু'	'সিক্ষ্যা গুরু'
৩৪	৭	'ইস্পে কোড'	'ইস্পে কোড'
	৩১	পুরনিয়ার	পূরনিয়ার
৩৫	২৩	যথন	জথন
৪২	১৯	*Conguest*	*Conquest*
৪৬	২৭	(p. lxi)	(p. lxix)
৪৯	২৭	Encouragent	Encouragement
৫৩	৩০	Ten Commandments	The Ten Commandments

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫৮	১২	"এই সংখ্যায় মুদ্রিত প্লেটগুলিও সেখান হইতে গৃহীত।" কথা কয়টি বর্জ্জনীয়।	
৬০	১৩	আনে	অ্যান
		চার বৎসর	পর বৎসর
৬০-৬১	শেষ ও ১ম	"গত সংখ্যায়…লিপিবদ্ধ হইয়াছে।" কথা কয়টি বর্জ্জনীয়।	
৭১	২৮	Soorools	Soorool,
৭২	২-৩	*The story*…1st year p.	*The Story of the Lall-Bazar Baptist Church*
৭৬	৩২	composed of	composed by
৭৮	৮	য়াঁকুবকে	যাঁকুবকে
৯৩	২৩	চতুঃপার্শ্বে	তচ্চতুঃপার্শ্বে
১০২	১৫	গত সংখ্যায়	পূর্বে
১১২	১৬	বউবাঁড়ি	বউরাঁড়ি
১১৩	১০	Psalms Isaiah	Psalms and Isaiah
১১৮	২৯	progress to	progress of
১২৮	১১	ঊর্দ্ধ-কলঙ্কমুক্ত	ঊর্দ্ধ্-কলঙ্কমুক্ত
	১৪	প্রবন্ধে	পুস্তকে
	১৪-১৫	"('সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ৪৫ বর্ষ, ২য় সংখ্যা)" বর্জ্জনীয়।	
১৪২	২১	রামায়ণ ৫ম খণ্ড	রামায়ণ ৫ খণ্ড
১৪৭	২৮	কিছু হইয়াছিল।	কিছু হইয়াছিল না।
১৬১	২০	pp. 388-89.	pp. 288-89.
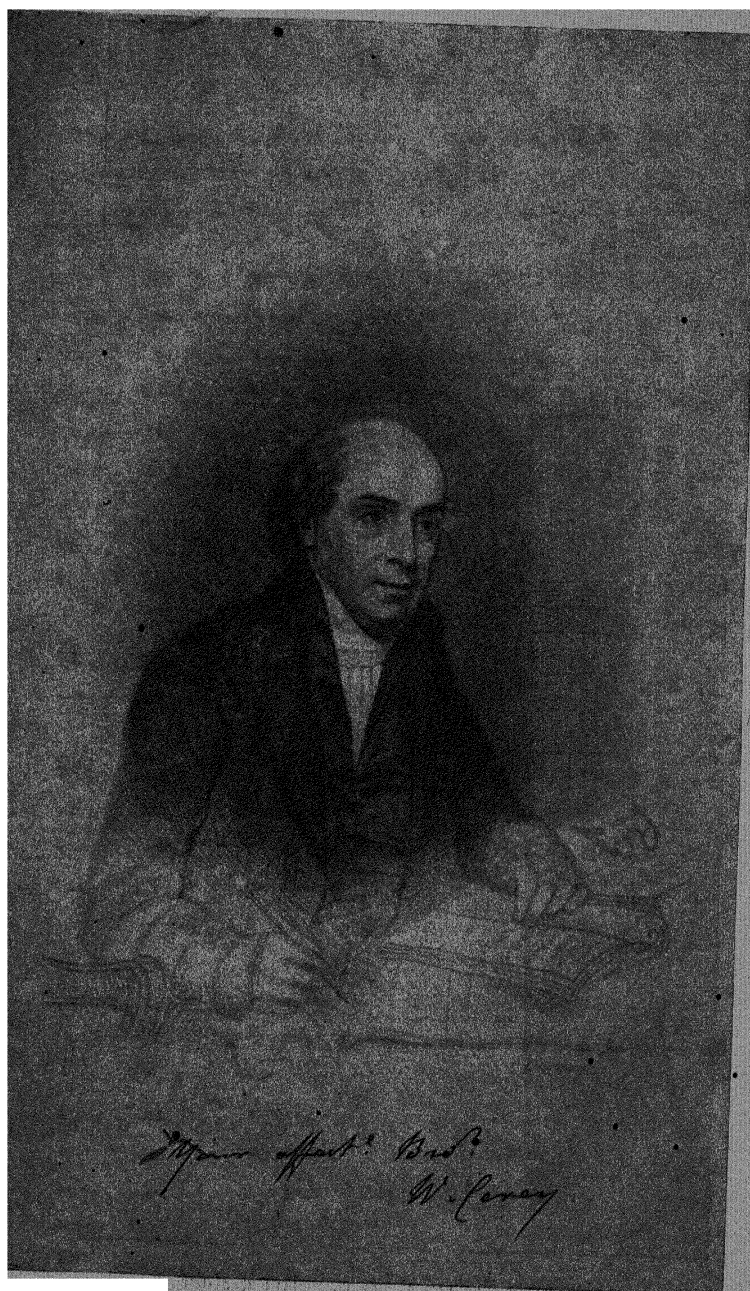
উইলিয়ম কেরী

আমারদের জামাই কালি আসিয়াছে রায়মুনিকে নিতে। তাইতে শাকের ঘণ্ট সুকতনি আর বড়া বাগুন ভাজা মুগের ডাইল ইলসা মাছের ভাজা ঝোল ডিমের বড়া আর পাকা কলার অম্ল হইয়াছিল।

কে রান্ধেছিল বড় বৌ না মেঝো বৌ।

বড় বৌই রান্ধিয়াছিল তিনি কুটনা বাটনা করে দিয়াছেন।

তোদের বৌ কেমন। রান্ধিতে বাড়িতে পারে।

হাঁ বুন সেই বৈ আর কে রান্ধে মেয়েরা কেহ এখানে নাই আপনি কাঁচা বাচা নিয়া লড়িতে পারি না। সকল কাযি বড় বৌ করে ছোট বৌটা বড় হিজল দাগুড়া অঙ্গ লাড়ে না আর সদায় তার ঝাকড়া কি করিব বুন সহিতে হয় যদি কিছু বলি তবে লোকে বলিবে দেখ এ মাগী বৌদের দেখিতে পারে না। কিন্তু বুন কালা হাঁড়ি পানে চেয়ে বড় বৌটি অতি ভাল এই সংসারের কায কাম করে আর ছেলে পিলে খাওয়াইয়া আচিয়া দেয় আর আমারদের সেবা সুস্থ করে তাহার জন্যে আমার কোন ব্যামহ নাহি।

প্রথম সংস্করণ *Dialogues*…এর একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি
(পৃষ্ঠা ১০৮)

বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ

ভূমিকা

পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসেই দেখা যায় যে সূত্রপাত পদ্যে, গদ্যের আবির্ভাব পরে। ইহার অর্থ এই নয় যে, কোনও দেশ বা জাতির মৌখিক ভাষা পদ্য হইতে ক্রমশ গদ্যে রূপান্তরিত হয়; সর্ব্বত্র লোকে বরাবরই গদ্যেই কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে—ভাষা ও সাহিত্য লিখিতে গেলেই স্বভাবত প্রথমে ছন্দ ও মিল বাহন হইয়া বসে। লেখনীমুখে মানুষ গদ্যের সাহায্যে পরে মনের ভাব ব্যক্ত করিতে অভ্যস্ত হয়।

প্রাচীনতম বাংলা চর্য্যাপদকে যদি ৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি রচিত বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে এখন পর্য্যন্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের যতটুকু জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহাতে নিঃসন্দেহে বলিতে পারি—সাহিত্যপদবাচ্য না হইলেও উল্লেখযোগ্য বাংলা গদ্য ইহার ঠিক ৮৫০ বৎসর পরে, ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে রামরাম বসু কর্ত্তৃক রচিত ও শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে মুদ্রিত হয়। অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতকের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা গদ্যের যথার্থ সূত্রপাত। বাঙালী যে গীতিপ্রধান কবির জাতি, ইহা তাহার আর একটি প্রমাণ; অন্য কুত্রাপি গদ্যের প্রাদুর্ভাব এত দীর্ঘবিলম্বিত হয় নাই।

সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাংলা গদ্যের ইতিহাস নিতান্ত হাঁটি-হাঁটি-পা-পা অবস্থার ইতিহাস। বাংলা গদ্যের ভাষা তখন পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যের বাহন হইয়া উঠিবার মত সামর্থ্য অর্জ্জন করে নাই; যে অবসর এবং মনের উদ্বৃত্ত শক্তি মানুষের শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা দান করে এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সামান্যতাকে অতিক্রম করিয়া অসামান্য কল্পনালোকে বিহার করিবার অবকাশ ও উপাদান জোগাইয়া তাহাকে মহত্তর জীবনের পথে লইয়া যায়, বাঙালী তখন মঙ্গলকাব্য, টপ্পা, পাঁচালী ও কবিগান রচনায় সেই অবসর ও শক্তি নিয়োগ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেছিল। তাম্রশাসন, চিঠিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজে নিতান্ত মামুলি প্রয়োজনের খাতিরে বাংলা গদ্য ব্যবহৃত হইতেছিল, এই পর্য্যন্ত।

রবীন্দ্রনাথ 'একটা আষাঢ়ে গল্পে' নিরুপদ্রব তাসের দেশে রাজপুত্রের হঠাৎ আগমনে যে বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল, তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। এই রূপক বাংলা গদ্যসাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে খাটে। সমুদ্রপারের সওদাগর ও পাদ্‌রিদের আগমনে কবিতাপ্রবণ বাংলা দেশে যে আলোড়ন উপস্থিত হয়, তাহার ফলেই সত্যকার বাংলা গদ্যসাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ, এবং বাঙালীর আত্মচেতনা উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহার পরিণতি। বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইহাই সংক্ষিপ্ততম ইতিহাস।

ইতিহাসের উপকরণ

বিচ্ছিন্ন এবং সংক্ষিপ্ত হইলেও রাজপুত্রের সোনার কাঠির স্পর্শের পূর্ব্বেকার একটা ইতিহাস আছে; তাহা সমসাময়িক ও প্রামাণিক নয়; পূর্ব্বগামীরা কল্পনা ও কিম্বদন্তীর সাহায্যে এই যুগের যতটুকু পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমাদের উপজীব্য। যে যুগে প্রাকৃত ও অপভ্রংশের খোলস সদ্য পরিত্যাগ করিয়া দুর্ব্বোধ্য সন্ধ্যাভাষায় বৌদ্ধচর্য্যাপদ রচিত হইয়াছিল, সে যুগে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কোন্ ভাষায় পরস্পর মনের ভাব ব্যক্ত করিতেন, অনুমান করা ছাড়া তাহা জানিবার আজ উপায় নাই। ইতিহাসের উপকরণ যৎসামান্য। এখন পর্য্যন্ত ইতিহাস বলিয়া যাহা চলিতেছে, তাহার অধিকাংশই প্রমাণসাপেক্ষ দলিলের উপর গঠিত নয়; যে সকল উপকরণের উপর ইহার নির্ভর, সেগুলি প্রায়ই ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে গোপনে সুরক্ষিত অথবা একেবারেই অস্তিত্ববিহীন; চেষ্টা করিলেও চোখে দেখিবার উপায় নাই। নকলের নকলে বহুলপ্রচারের ফলে এগুলিই প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য; বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সত্যকার ইতিহাস রচনায় ঐতিহাসিকের এইখানেই বিপদ। এই তমসাচ্ছন্ন যুগের ভাষার ও বাক্যগঠন-রীতির নমুনা হিসাবে যাহা সচরাচর দাখিল করা হইয়া থাকে, আধুনিক ইতিহাস-বিজ্ঞানের যুক্তিপ্রণালী অনুসরণ করিলে সেগুলি গ্রহণযোগ্য না হইবারই কথা। যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা কাহিনী রচনা করিয়াছেন, ইতিহাস লেখেন নাই।

আসলে ইতিহাস বস্তুটা আমাদের খাতস্থ নয়। যাহাদের জাতীয় ইতিহাস পুরাণ-কাহিনীতে পর্য্যবসিত, তাহাদের ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস না থাকিবারই কথা। বিশেষ করিয়া, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য দেশের পণ্ডিত-সমাজে স্বীকৃত হইয়াছে বহু বিলম্বে। বৈদেশিক রাজকর্ম্মচারী ও ধর্ম্মপ্রচারক পাদ্রিগণই গোড়ার দিকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে কিঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠা দিতে সহায়তা করিয়াছিলেন। শ্রীরামপুর মিশন কর্ত্তৃক পরিচালিত সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ' ও মাসিক 'দি ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'তেই সর্ব্বপ্রথম বাংলা ভাষায় রচিত পুস্তক ও পত্রিকা সম্বন্ধে আলোচনা দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে এই দুই স্থলেই ইতিহাসের সূত্রপাত। 'দি ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র প্রথম বৎসরের তৃতীয় সংখ্যায় (জুলাই, ১৮১৮) ৫৯ হইতে ৬৪ পৃষ্ঠায় বাংলা ভাষায় ইতিহাসের গোড়াপত্তন দেখিতে পাই। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে উক্ত পত্রিকার কোয়ার্টারলি সিরিজ প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৮২১-এর ১ম সংখ্যায় ও ১৮২৫-এর ১ম সংখ্যায় "On the effect of the Native Press in India" ও "On the progress and present state of the Native Press in India" শীর্ষক দুইটি প্রবন্ধে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলিতে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন ও বাংলা হরফ প্রস্তুত করিয়া নাথানিয়েল ব্রাসি হাল্‌হেডের ইংরেজী ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রণ হইতে আরম্ভ করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে সমাচার-পত্রিকার সকল প্রকাশ পর্য্যন্ত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। 'দি ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র মাসিক ও

ত্রৈমাসিক সংখ্যাগুলিতে এবং 'সমাচার দর্পণে' তৎকালীন প্রসিদ্ধ কয়েকটি বাংলা পুস্তকের বিষয়বস্তু, রচনাভঙ্গী ও লেখক সম্বন্ধেও ঐতিহাসিক আলোচনা করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে 'সমাচার চন্দ্রিকা', 'সংবাদ প্রভাকর', 'সম্বাদ ভাস্কর', 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ', 'সোমপ্রকাশ' ও 'রহস্য-সন্দর্ভ' পত্রিকায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের বহু উপকরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রকাশিত 'দি ক্যালকাটা রিভিয়ু' ত্রৈমাসিকেও রেভারেণ্ড লং প্রমুখ বহু বৈদেশিক ও দেশীয় পণ্ডিত লিখিত প্রবন্ধে এবং পত্রিকাশেষে সন্নিবিষ্ট দেশীয় ভাষার পুস্তক-সমালোচনার মধ্যে যথেষ্ট উপকরণ আছে। রেভারেণ্ড লং, জে. ওয়েঙ্গার, জে. মার্ডক প্রভৃতিও অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষায় এবং বাংলা ভাষা সম্বন্ধে প্রকাশিত পুস্তকের কয়েকটি তালিকা প্রস্তুত ও প্রকাশ করিয়া ইতিহাস-রচনার বহু উপকরণ জোগাইয়া গিয়াছেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষ চতুর্থাংশ হইতে 'ক্যালকাটা গেজেটে'র লিটারারি সাপ্লিমেণ্টে সেই বৎসর হইতে প্রকাশিত যাবতীয় বাংলা পুস্তকের তালিকা দেওয়া হইতেছে।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি তারিখে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস ও ৪ঠা মে তারিখে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পত্তন হইতে শুরু করিয়া ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মে 'সমাচার দর্পণে'র প্রকাশকাল পর্য্যন্ত এই আঠার বৎসরের ইতিহাস অতিশয় মূল্যবান। ডক্টর সুশীলকুমার দে ও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অশেষ অধ্যবসায়ের ফলে সম্পূর্ণ আধুনিক পদ্ধতিতে এই যুগের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে—ইঁহারাই সর্ব্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর অনুসরণ করেন। এই উভয়ের, বিশেষ করিয়া ব্রজেন্দ্রবাবুর যত্নলব্ধ গবেষণার উপর নির্ভর করিয়া বর্ত্তমানে যে কেহ এই যুগের ইতিহাস রচনা করিতে পারেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী ও পূর্ব্ববর্ত্তী বাংলা গদ্যসাহিত্যের উপকরণ এখনও পর্য্যাপ্ত নয়।

মুদ্রিত ইতিহাস

সুশীলকুমার দে ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্ব্বে অনেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস, পুস্তক ও পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করিয়াছেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা কুমারটুলি ১৯নং জয় মিত্র ঘাট লেনের মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথম 'বঙ্গভাষার ইতিহাস' পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। অনেকে ভুল করিয়া 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব'-রচয়িতা রামগতি ন্যায়রত্নকে প্রথম ইতিহাস রচনার সম্মান দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পুস্তকের প্রকাশকাল ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে (১৭৯৭ শকে) প্রকাশিত পদ্মনাভ ঘোষাল ও অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'গৌড়ীয় ভাষা-তত্ত্ব' পুস্তকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-প্রসঙ্গ সামান্যই আছে। রমেশচন্দ্র দত্তের *The Literature of Bengal* পুস্তক ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয়। "জাতীয় সভা"য় প্রদত্ত রাজনারায়ণ বসুর

'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা' ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে, ঢাকার কলেজ-ভবনে প্রদত্ত গঙ্গাচরণ সরকারের 'বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা বিষয়ে বক্তৃতা' ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে এবং "সাবিত্রী লাইব্রেরি"র বাৎসরিক অধিবেশন উপলক্ষে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক পঠিত "বর্ত্তমান শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য" ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। কৈলাসচন্দ্র ঘোষের 'বাঙ্গালা সাহিত্য' পুস্তক ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কুমিল্লা হইতে দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' পুস্তক প্রকাশ করেন। কৈলাসচন্দ্র সিংহ ধারাবাহিকভাবে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় (দশম কল্প, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ, ১৮৮১-৮২ খ্রীঃ) এবং বঙ্কিমচন্দ্র 'ক্যালকাটা রিভিয়ু' পত্রিকার ১০৪ সংখ্যায় (১৮৭১ খ্রীঃ) বেনামিতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণী* প্রকাশ করেন, তাহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয় নাই। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত জন ক্লার্ক মার্শম্যানের 'দি লাইফ অ্যাণ্ড টাইমস অব কেরী মার্শম্যান অ্যাণ্ড ওয়ার্ড' পুস্তকের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। রামকমল সেনের *A Dictionary in English and Bengalee* (১৮৩৪ খ্রীঃ) পুস্তকের ভূমিকায় এবং মার্শম্যানের বাংলার ইতিহাস-অবলম্বনে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রকাশ করেন (১৮৪৮ খ্রীঃ) তাহাতেও কিছু উপকরণ আছে।†

বিংশ শতাব্দীতে, বিশেষ করিয়া বিগত দশ বৎসরের মধ্যে, ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে অনেকগুলি পুস্তক ও পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। সকলগুলির পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয় এবং তাহার প্রয়োজনও নাই। ইহার মধ্যে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গভাষার লেখক', ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিত', ১৯১৩ ও ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বিপিনবিহারী গুপ্তের 'পুরাতন প্রসঙ্গ' ১ম ও ২য় পর্য্যায়, ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত কেদারনাথ মজুমদারের 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য' ১ম খণ্ড, ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে প্রণীত *History of Bengali Literature in the Nineteenth Century, 1800—1825*, ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের *The Origin and Development of the Bengali Language* এবং ১৯৩২ হইতে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' তিন খণ্ড, 'দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস'

*"Bengali Literature", pp. 294-316.

† কালিদাস মৈত্র প্রণীত 'বাষ্পীয় কল ও ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে' (১৮৫৫ খ্রীঃ), হরিমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'কবিচরিত' (১৮৬৯ খ্রীঃ) এবং 'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন' প্রভৃতি পুস্তকে ইতিহাসের উপাদান থাকিলেও ঠিক ইতিহাসের পর্য্যায়ে এগুলিকে ফেলা চলে না।

প্রথম খণ্ড, 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা ১-১৩ এই কয়খানি পুস্তকই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাংলা গদ্যের ইতিহাস অসম্পূর্ণ ও পরস্পরবিরোধী

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে যে সকল পুস্তক লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ সম্পর্কে এমন পরস্পরবিরোধী সংবাদ পাওয়া যায় যে, একটা ধারাবাহিক ইতিহাস গড়িয়া তোলা কঠিন। অধ্যবসায় এবং উপকরণের অভাবে ইঁহারা প্রত্যেকেই ভ্রান্ত এবং কল্পিত বিবরণী দিয়াছেন। বিংশ শতাব্দীতে এই যুগের একটা সত্য ইতিহাস রচনার প্রয়াস আরম্ভ হয়। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত দীনেশচন্দ্র সেনের *History of Bengali Language and Literature* পুস্তকের ৮২৮ হইতে ৮৪৪ পৃষ্ঠায় বাংলার প্রাচীনতম গদ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। ইহা মূলত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু-সঙ্কলিত অষ্টাদশ ভাগ 'বিশ্বকোষে'র (১৯০৭ খ্রীঃ) "বাঙ্গালা সাহিত্য" বিষয়ক আলোচনা হইতে গৃহীত। বস্তুত পরবর্ত্তী কালে এই 'বিশ্বকোষ'কেই কেন্দ্র করিয়া বাংলা গদ্যের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র ২য় বৎসরে (১৮৯৫ খ্রীঃ) রজনীকান্ত গুপ্ত "বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্য" (পৃ. ৩০-৫০) নাম দিয়া এক বিস্তৃত নিবন্ধ প্রকাশ করিয়া গদ্যসাহিত্য সম্বন্ধে স্বতন্ত্র আলোচনায় সকলকে উৎসাহিত করেন। পরে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে *History of Bengali Literature in the Nineteeth Century* পুস্তকের Appendix I (পৃ. ৪৫৫-৮৬)-এ প্রথম যুগের বাংলা গদ্যের আর একটু সুষ্ঠু এবং ধারাবাহিক ইতিহাস দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। দীনেশচন্দ্র সেন-সম্পাদিত 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়ে'র দ্বিতীয় খণ্ডে এবং শিবরতন মিত্র-সম্পাদিত *Types of Early Bengali Prose* (১৯২২ খ্রীঃ) ও ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেনের 'প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন' (১৯৪২) পুস্তকে প্রাচীনতম বাংলা গদ্যের অনেক নমুনাও উদ্ধৃত হইয়াছে। কেদারনাথ মজুমদার-প্রমুখ কয়েক জন কেবলমাত্র বাংলা গদ্যসাহিত্যের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে ডক্টর সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য' (১৯৩৪ খ্রীঃ) ও শ্রীযুক্ত জহরলাল বসুর 'বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস' (১৯৩৬ খ্রীঃ) অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আলোচনা। কিন্তু উপকরণের অভাবে এ ইতিহাসগুলি সম্পূর্ণ নয়। বহু পরস্পরবিরোধী কথাও আছে।

এই বহুলপরিমাণে কল্পিত ও পরস্পরবিরোধী উপকরণের মধ্য হইতে একটা ধারাবাহিক ইতিহাস গড়িয়া তোলা সহজ নয়। অধুনা-অজ্ঞাত উপাদানে ও পদ্ধতিতে নির্ম্মিত কোনও প্রাচীন মন্দির ভাঙিয়া গেলে আমরা যেমন বিচ্ছিন্ন উপাদানগুলিই দেখাইতে পারি, তদ্দ্বারা কিছু গড়িয়া তুলিতে পারি না, আজিকার দিনে বাংলা গদ্যের আদিম অবস্থা বুঝাইতে হইলে আমাদিগকে সেইরূপ বিচ্ছিন্ন উপাদানই দেখাইতে হইবে।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গোড়ার কথা

প্রথমেই শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের *The Origin and Development...* পুস্তকের ভূমিকায় "Oldest Remains of Bengali" শীর্ষক আলোচনা হইতে (পৃ. ১০৮-১৩৫) গোড়ার কয়েকটি কথা সঙ্কলন করিতেছি।

১। সংস্কৃত—>প্রাকৃত—>অপভ্রংশ হইতে খ্রীষ্টীয় দশম শতকের কোনও সময়ে পুরাতন বাংলার জন্ম।

২। উড়িয়া, আসামী ও বাংলা সমগোত্রজ।

৩। ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে প্রাচীনতম বাংলার নমুনা—

(ক) কয়েকটি শিলা ও ধাতু লেখে এবং প্রাচীন পুস্তকে ব্যবহৃত স্থানের নাম। পঞ্চম শতাব্দী হইতেই এগুলির সূত্রপাত। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পণ্ডিতেরা এই নামগুলিকে সংস্কৃতরূপ দিবার প্রয়াস করিয়াছেন।

(খ) বন্দ্যঘাটীয় বাঙালী পণ্ডিত সর্ব্বানন্দ-কৃত (১১৫৯ খ্রীঃ) 'অমরকোষে'র টীকায় ('টীকাসর্ব্বস্ব') ত্রিশতাধিক বাংলা শব্দ। এই গ্রন্থ বাংলা দেশে লুপ্ত হইয়া মালাবার অঞ্চলে রক্ষিত ছিল। ১৩২৬ বঙ্গাব্দের ২য় সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় রায়বাহাদুর যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি ("সাড়ে সাত শত বৎসর পূর্ব্বের বাংলা শব্দ") ও শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় ("দ্বাদশ শতকের বাংলা শব্দ") এই শব্দগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

(গ) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক নেপালে আবিষ্কৃত ৪৭টি চর্য্যাপদ। এগুলি শাস্ত্রীমহাশয়-সম্পাদিত ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত—'হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা', (১৯১৬ খ্রীঃ) পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে।

৪। ইহার পরেই বাংলা ভাষার নমুনা হিসাবে চণ্ডীদাস-কৃত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' ও রমাই (বা রামাই) পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ' উল্লিখিত হইয়া থাকে। এগুলি খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ হইতে ষোড়শ শতকের মধ্যে রচিত। বিজয়চন্দ্র মজুমদার 'প্রাকৃতপিঙ্গল' নামক অপভ্রংশ ভাষায় বিরচিত গ্রন্থের কয়েকটি গানকে বাংলা বলিয়াছেন; এগুলি ৯০০ হইতে ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত। শিখেদের 'আদিগ্রন্থে' দুইটি পদ জয়দেবের রচিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে; কাহারও কাহারও মতে তাহাও প্রাচীন বাংলায় রচিত। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'কেও অনেকে প্রাচীন বাংলা হইতে পরে সংস্কৃতে রূপান্তরিত বলিয়া মনে করেন। জয়দেব খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের কবি।

৫। ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলা ভাষা সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত।

৬। ১৫০০ খ্রীঃ হইতে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইহার পূর্ণ বিকাশ।

বাংলা গদ্যের অন্ধকার-যুগ

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই নয় শত বৎসরের সাহিত্যের ইতিহাসে গদ্যের স্থান নাই। খ্রীষ্টীয় ১৭৪৩ অব্দে পোর্ত্তুগালের লিসবন নগরে প্রথম বাংলা গদ্যগ্রন্থ 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' মুদ্রিত হয়। এই তারিখকে বাংলা গদ্যের প্রামাণিক যুগের সূত্রপাত ধরিয়া বাংলা ভাষার জন্ম হইতে (৯০০ খ্রীঃ) উক্ত ১৭৪৩ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ৮৪৩ বৎসর বাংলা গদ্যের অন্ধকার-যুগ।

কিছু শিলালেখ ও তাম্রশাসন, কিছু দলিল-দস্তাবেজ ও চিঠিপত্র, কয়েকটি গ্রন্থের অংশ এবং কয়েকটি সম্পূর্ণ সহজিয়া পুথি এই যুগের গদ্যের নমুনা হিসাবে উল্লিখিত ও প্রদর্শিত হইয়া থাকে। যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন,* তাঁহাদের সকলেরই মূল অবলম্বন 'বিশ্বকোষে'র "প্রাচীন গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস" প্রবন্ধ। 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র নানা প্রবন্ধেও বহু নূতন উপকরণের সন্ধান পাওয়া যায়। এই সকল উপকরণের প্রামাণিকতা নির্ণয়ের উপায় নাই। এইগুলিকে বিশ্বাস করিলে এই যুগের বাংলা গদ্যসাহিত্যের বিচ্ছিন্ন রূপ ধারাবাহিকভাবে এইরূপ দাঁড়ায়—

চণ্ডীদাসের 'চৈতন্যরূপপ্রাপ্তি' ও রমাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণান্তর্গত 'বারমাসি' প্রভৃতি গদ্যাংশ বাংলা গদ্যের আদিমতম নমুনা বলিয়া উল্লিখিত হয়। বর্ত্তমানে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, চণ্ডীদাস ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষপাদের লোক; শূন্যপুরাণ (যাহা আমরা মুদ্রিত আকারে পাইতেছি) সপ্তদশ শতকের রচনা। প্রথম বাংলা গদ্যের যে নমুনা তারকেশ্বর-মোহন্তের প্রসিদ্ধ মামলার আপীলের পেপার-বুক হইতে জহরলাল বসু কর্ত্তৃক তাঁহার 'বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসে' উদ্ধৃত (পৃ. ২৫) হইয়াছে, তাহা যে প্রামাণিক নয়, "সন ৭৮৫ সাল" এইরূপ উল্লেখেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। রাজা ভারামল্ল রায় প্রদত্ত ছাড়পত্রটি ৭৮৫ সালের ১০ই চৈত্র লিখিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; ইংরেজী ১৩৭৮-৭৯ খ্রীষ্টাব্দ। পত্রটি এইরূপ—

"৺শ্রীশ্রীরাম

স্বস্তি সকল মঙ্গলময় শ্রীশ্রী৺তারকেশ্বর ঠাকুর চরণযুগলেষু—

দেবত্তর জমি পত্রহ মিদং কার্য্যনঞ্চাগে পরগণে বালিগড়ি ও সেনাবাগ দীঃ গ্রাম জোতশমস, ভঞ্জপুর, নাগাদী সাহাপুর—এই সকল গ্রাম সেবার কারণ—জমি শালীওনা

* বিশ্বকোষ, প্রথম সংস্করণ, ১৮ ভাগ, পৃ. ১৮৮-১৯৬; দীনেশচন্দ্র সেন—Bengali Language and Literature, ১৯১১, পৃ. ৮২৮-৮৪৪; ঐ—'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৫৬৫-৫৭০; ঐ—'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়', ২য় ভাগ, পৃ. ১৬৩০-৪৩, ১৬৫৫-৫৬, ১৬৭২-১৬৭৯; শিবরতন মিত্র—Types of Early Bengali Prose, ১৯২২; সুশীলকুমার দে—Bengali Literature in the Nineteenth Century, 1919, পৃ. ৪৫৫-৮৬; জহরলাল বসু—'বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস' ১৯৩৬, পৃ. ২০-৫৪; সুরেন্দ্রনাথ সেন—'প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন' ১৯৪২।

হর্দ্দ মহদ্দুদ ঘোড় দৌড় জত জোত করিতে পার তাহা জোত করিবে—সেবাত শ্রীযুক্ত মায়াগিরি ধুম্রপান মোহন্তীতে নিযুক্ত থাকিয়া [য়া ?] জুতিয়া যোতায়া শ্রীশ্রী৺সেবা করহ এ সকল জমির রাজস্ব সহিত দায় নাস্তি ইতি সন ৭৮৫ সাল ১০ই চৈত্র।

শ্রীরাজা ভারামল্ল রায় [নাগরীতে]"

রায়নার কৈলাসচন্দ্র ঘোষ তাঁহার 'বাঙ্গালা সাহিত্য' (১২৯২ বঙ্গাব্দ) পুস্তকে আদি-যুগের বাংলা গদ্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"গোবিন্দ দাস, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস রচিত বহুল গদ্য রচনা পাঠ করিয়াছিলেন ; সেই জন্যই তিনি বিদ্যাপতি প্রভৃতির বন্দনাস্থলে এ কথার উল্লেখ করিয়াছেন,...

কিয়ে কিয়ে করে চিত চমকয়ে ঐছন,
রসময় চম্পূ বিথারি ॥ ইত্যাদি।

চম্পূ শব্দের অর্থ গদ্য পদ্যময় কাব্য ;...আরও দেখিতে পাই, বৈষ্ণব কবি বৈষ্ণবদাস [পদকল্পতরুকার] কবিবন্দনাস্থলে...লিখিয়াছেন...

জয় জয় চণ্ডীদাস রস শেখর
অখিল ভুবনে অনুপম ॥
যাকর রচিত মধুর রস নিরমল
গদ্য পদ্যময় গীত।" [পৃ. ৭২-৭৩]

সুতরাং চণ্ডীদাস যে গদ্য লিখিয়াছিলেন, এই বিশ্বাস বহুদিন হইতেই চলিতেছে। 'বিশ্বকোষ'-কার চণ্ডীদাসকৃত 'চৈত্যরূপপ্রাপ্তি'র পরিচয় দিয়াছেন—"ইহার যে সকল পাণ্ডুলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহা বাং ১০৮১ সালের লিখিত।" ভাষার নমুনা এইরূপ—

"চৈতরূপের রা চ অধরূপ লাড়ি। রা অক্ষরে রাগ লাড়ি। চ অক্ষরে চেতন লাড়ি। র এতে চ মিশিল, রা এতে বসিল। ইবে এক অঙ্গা লাড়ি।...জিহু রজকিনী তিহু রাগময়ী। রাগ আত্মা শ্রীমতীর অঙ্গ এক হন। জিহু চেতনরূপ তিহু চণ্ডীদাস। কার দেহ। শ্রীমতীর অন্তরঙ্গা দেহ। রজকিনী কার দেহ। চণ্ডীদাসের অন্তরঙ্গা দেহ।"

চৈতন্যদেবের পার্শ্বচর রূপগোস্বামী-কৃত 'কারিকা' গদ্যে লিখিত। কৈলাসচন্দ্র ঘোষ ইহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ভাষা এইরূপ—

"প্রথম শ্রীকৃষ্ণ গুণ নির্ণয়। শব্দগুণ গন্ধগুণ রূপগুণ রসগুণ স্পর্শগুণ এই পাঁচ গুণ। এই পঞ্চগুণ শ্রীমতি রাধিকাতেও বসে।...পূর্ব্বরাগের মূল দুই হটাৎ শ্রবণ অকস্মাৎ শ্রবণ।"

বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম নমুনার অন্যতম, রূপগোস্বামী-কৃত 'কারিকা'টিও কোনও সাধারণ প্রতিষ্ঠানে সযত্নে রক্ষিত হওয়া উচিত।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে শূন্যপুরাণের যে সংস্করণ বাহির হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, পুস্তকটি মূলত পদ্য হইলেও মধ্যে মধ্যে ভাঙা গদ্য-রচনা আছে। নগেন্দ্রনাথ

১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত ভারতীয় বর্ণমালার প্রতিলিপি

(*Aurenk Szeb* পুস্তকে প্রথম মুদ্রিত)

(পৃষ্ঠা ২০)

বসু মহাশয় যে পুথি হইতে ইহা সম্পাদনা করিয়াছেন, তাহা সপ্তদশ শতকের লেখা বলিয়া অনুমান হয়। শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মনে করেন—

"......the so-called prose passages, if not the verse, reveal a much earlier and more antique form of diction. If the language of the recently published *Sri Krsna Kirtana* belongs to the early part of the 14th century, we can safely assume that the prose of *Sunya Puran* must have had its origin in a some what earlier age"......—*Bengali Literature in the Nineteenth Century*, p. 457.

এই উক্তি সত্য বলিয়া মানিয়া লইলে শূন্যপুরাণের ভাঙা গদ্যকেই প্রথম বাংলা গদ্যের গৌরব দিতে হয়। ভাষার নমুনা এইরূপ—

"কোন মাসে কোন রাসি। চৈত্র মাসে মীন রাসি। হে কাল্লিন্দিজল বারু ভাই বার আদিত্ত। হস্ত পাতি লহ সেবকর অর্ঘ পুষ্পপানি। সেবক হব সুখি আমনি ধামাৎ কম্নি। গুরু পণ্ডিত দেউল্যা দানপতি। সাংসুর ভোক্তা আমনি।"

এইগুলি ব্যতীত শ্রীনীলাচলদাস-কৃত 'দ্বাদশপাট নির্ণয়', কৃষ্ণদাস কবিরাজ-কৃত 'রাগময়ীকণা' ও 'আলম্বনচন্দ্রিকা', নরোত্তম দাসের 'রাগমালা' ও 'শিক্ষাপটল' এবং সহজিয়া সম্প্রদায়ের নিম্নলিখিত পুথিগুলি 'বিশ্বকোষ' কর্তৃক বাংলা গদ্যের এই অন্ধকার-যুগের নমুনা হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছে।—

আশ্রয় নির্ণয়, আত্মজিজ্ঞাসা, দাস্যাখ্যভাবার্থ, উপাসনাতত্ত্ব, সিদ্ধতত্ত্ব, ত্রিগুণাত্মিকা, আত্মসাধন, ভোগপটল, দেহভেদতত্ত্বনিরূপণ, চন্দ্রচিন্তামণি, আত্মজিজ্ঞাসা-সারাৎসার, তিন মানুষের বিবরণ, সাধনাশ্রয়, সিদ্ধান্তটীকা, কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ, উপাসনানির্ণয়, স্বরূপবর্ণন, দেহকড়চ, চম্পককলিকা, আত্মতত্ত্ব, তত্ত্বকথা, পঞ্চাঙ্গনিগূঢ় তত্ত্ব, হরিনামের অর্থ, গোষ্ঠীকথা, সিদ্ধিপটল, জিজ্ঞাসাপ্রণালী, প্রবামঞ্জরী, ব্রজকারিকা, রসভজনতত্ত্ব ইত্যাদি।

এগুলির ভাষা প্রায় সর্বত্রই এক, যে কোনও পুথির নমুনা দিলেই সাধারণভাবে ইহাদের ভাষা সম্বন্ধে ধারণা জন্মিবে। 'ব্রজকারিকা' হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

"এই পঞ্চগুণ হইতে প্রেমবৃক্ষ হৈল। সেই সে রাধিকার রূপ। সেই বৃক্ষে দুই শাখা নিকসিল। সে কে কে? এক সখীভাব আর শাখাবিভাব। ক্রমে দক্ষিণ বাম জানিবেন। দর্শন আনন্দ মহাভাব দক্ষিণে। বিচ্ছেদ স্পর্শন বামশাখাতে নিকসিল। এই দুই শাখাবৃক্ষ উজ্জ্বল হইল। তাহার ফল দক্ষিণ শাখার ফল তার নাম মিলন।"

এই অন্ধকার-যুগের শেষের দিকে আরও কয়েকটি গ্রন্থ লিখিত ও প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। ভাষা তখন রূপ লইয়াছে; নিতান্ত খাপছাড়া বা ভাঙা ভাঙা সন্ধ্যাভাষা নয়। গ্রন্থগুলির নাম ও সংক্ষেপ বিবরণ এইরূপ—

১। বৃন্দাবনপরিক্রমা। যে পুথি হইতে ইহা উদ্ধৃত হইয়া থাকে, তাহা ১২১৮ সালে

লিখিত। কেহ কেহ অনুমান করেন এই পুথি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত হইয়াছিল।

২। বৃন্দাবনলীলা। দুই শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। ভাষা প্রাঞ্জল।

৩। বেদাদিতত্ত্ব নির্ণয়।

৪। ভাষাপরিচ্ছেদ। যে পুথি হইতে উহা উদ্ধৃত, তাহার তারিখ—বঙ্গাব্দ ১১৮১। সম্ভবত উহা ঐ নামীয় সংস্কৃত মূলের বঙ্গানুবাদ।

৫। জ্ঞানাদি সাধনা। পুথির তারিখ—১১৫৮ বঙ্গাব্দ। ১৩০৪ বঙ্গাব্দের 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র ৩৪১ পৃষ্ঠায় 'সাধনা কথা' নামে উল্লিখিত।

৬। ব্যবস্থাতত্ত্ব।

৭। স্মৃতিকল্পদ্রুম।

৮। বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্রের অনুবাদ।

৯। দেব ডামর তন্ত্র।

১০। পাচনসংগ্রহ।

১১। কবিরাজী পাতড়া।

১২। কামিনীকুমার। দীনেশবাবুর বিবেচনায়, ইহা ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত।

১৩। কুলজীপটী ব্যাখ্যা।

১৪। জয়নাথ ঘোষের রাজোপাখ্যান।

দৃষ্টান্ত হিসাবে 'ভাষাপরিচ্ছেদ' অংশত উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই অন্ধকার-যুগের কথা শেষ করিতেছি।—

"গোতম মুনিকে শিষ্য সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমারদিগের মুক্তি কি প্রকারে হয় তাহা কৃপা করিয়া বলহ। তাহাতে গোতম উত্তর করিতেছেন তাবৎ পদার্থ জানিলেই মুক্তি হয়। তাহাতে শিষ্যেরা সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন পদার্থ কতো। তাহাতে গোতম কহিতেছেন। পদার্থ সপ্ত প্রকার। দ্রব্য গুণ কর্ম্ম সামান্য বিশেষ সমবায় অভাব। তাহার মধ্যে দ্রব্য নয় প্রকার।"*

এই সকল পুথি ও পুস্তকের অস্তিত্ব মানিয়া লইলে বাংলা গদ্যের বয়স যথেষ্ট বাড়িয়া যায় সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রদর্শিত নমুনাগুলি যে সকল পুথি হইতে সংগৃহীত, তাহাদের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট অবকাশ আছে। অনেকগুলি নমুনা হইতে

* "We have, besides, in prose a vast number of treatises on medicine and on the genealogies of old families written within the last three centuries."—D. C. Sen : *Bengali Languages and Literature*, p. 835

সন্দেহ হয়, সেগুলি গদ্য নয়, গুহ্যসাধন-সম্পর্কিত (সন্ধ্যাভাষায়) কতকগুলি ইঙ্গিত মাত্র। শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দের মতে, এগুলি বাংলা গদ্যের সূত্রপাতের যুগের নমুনা। আমাদের মনে হয়, তৎকাল-প্রচলিত কথ্য গদ্য ভাষার সহিত ইহাদের সম্পর্ক নাই। এগুলি সন্ধানী লোকের পরস্পর জানিত ইঙ্গিত—পরবর্ত্তী কালের বহু সহজিয়া পুথিতে এই ভাষারই ক্রমপরিণতি লক্ষিত হয়। বাংলা গদ্যের ইতিহাসে পাশাপাশি বসানো এই সকল দুর্ব্বোধ্য শব্দ লইয়া আলোচনা সমীচীন হইবে না।

অন্ধকার-যুগের অপেক্ষাকৃত প্রামাণিক পরিচয় •

তারিখ-সম্বলিত চিঠিপত্র দলিল-দস্তাবেজগুলিকে প্রামাণিক বলিয়া মানিয়া লইলে ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মহারাজ নরনারায়ণের পত্র হইতে শুরু করিয়া হালহেডের ব্যাকরণে মুদ্রিত (১৭৭৮ খ্রীঃ) ১১৮৫ বঙ্গাব্দের ১১ শ্রাবণ তারিখে লিখিত জগতধির রায়ের পত্র পর্য্যন্ত অপেক্ষাকৃত প্রামাণিক যুগ। প্রাচীনতম প্রামাণিক পত্রটি ১৪৭৭ শক অর্থাৎ ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কুচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণ কর্ত্তৃক আহোম বা আসামরাজ চুকামফা স্বর্গদেবকে (ওরফে খোঁড়া রাজা) লিখিত হয়। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জুন তারিখের 'আসামবন্তি' পত্রিকায়* ইহা সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত হয়; পরে ১৩১৬ বঙ্গাব্দের উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের তৃতীয় (গৌরীপুর) অধিবেশনের সভাপতির (পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ) অভিভাষণে (কার্য্যবিবরণী, পৃ. ৩৭) এই পত্র পুনর্মুদ্রিত হয়। পত্রটি এইরূপ—

"স্বস্তি সকলদিগদন্তিকর্ণতালাস্ফালসমীরণপ্রচলিতহিমকরহারহাসসকাশকৈলাসপাণ্ডরযশোরাশিবিরাজিতত্রিপিষ্টপত্রিদশতরঙ্গিণীসলিলনির্ম্মলপবিত্রকলেবরধীষণপ্রচণ্ডধীরধৈর্য্যমর্য্যাদাপারাবারসকলাদিক্‌কামিনীগীয়মানগুণসন্তানশ্রীশ্রীস্বর্গনারায়ণমহারাজপ্রচণ্ডপ্রতাপেষু।

লেখনং কার্য্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। অখন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে। তোমার আমার কর্ত্তব্যে বার্দ্ধতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। আমরা সেই উদ্যোগত আছি। তোমারো এগোট কর্ত্তব্য উচিত হয় না কর তাক আপনে জান। অধিক কি লেখিম। সত্যানন্দ কর্ম্মী রামেশ্বর শর্ম্মা কালকেতু ও ধুমা সর্দ্দার উদ্ভণ্ড চাউনিয়া শ্যামরাই ইমরাক পাঠাইতেছি তামরার মুখে সকল সমাচার বুঝিয়া চিতাপ বিদায় দিবা।

অপর উকীল সঙ্গে ঘুড়ি ২ ধনু ১ চেঙ্গর মৎস ১ জোর বালিচ ১ জকাই ১ সারি ৫ খান এই সকল দিয়া গৈছে। আর সমাচার বুজি কহি পাঠাইবেক। তোমার অর্থে সন্দেশ

* আসাম, তেজপুর হইতে প্রকাশিত।

সোমচেং ১ ছিট ৫ খাগরি ১০ কৃষ্ণচামর ২০ শুক্লচামর ১০। ইতি শক ১৪৭৭ মাস আষাঢ়।”

১৫৫৩ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে গৌহাটীর তদানীন্তন ফৌজদার নবাব আলেয়ার খাঁকে কোনও আসামী নৃপতি-লিখিত একখানি পত্রও ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট তারিখের ‘আসামবন্তি’তে “ঐতিহাসিক চিঠি” শীর্ষক প্রবন্ধে মুদ্রিত হইয়াছে। এই পত্রের ভাষা অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য। পত্রটি এই—

“স্বস্তি বিবিধ গুণগাম্ভীর্য্য পরমোদার শ্রীযুক্ত নবাব আলেয়ার খাঁ সদাশয়েষু। সস্নেহ লিখনং কার্য্যঞ্চ। আগে এথা কুশল। তোমার কুশল সততে চাহি। পরং সমাচার পত্র এহি। এখন তোমার উকিল পত্র সহিত আসিয়া আমার স্থান পহুঁছিল। আমিও প্রীতিপ্রণয়পূর্ব্বক জ্ঞাত হইলাম। আর তুমি যে লিখিয়াছ তোমার উত্তম পত্র আসিতে আমার কিঞ্চিৎ মনস্বিতা না রহে এ যে তোমার ভালাই দৌলত। অতএব আমিও পরম আহ্লাদরূপে জানিতে আছো তোমার আমার অদ্বয়ভাব প্রীতি ঘটিলে মনমাফিক সন্তোষ কি কারণ না হইবেক।...”

অষ্টাদশ শতকে বাংলা-গদ্যের ভাষা একটা নির্দ্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। এখন পর্য্যন্ত পুরাতন পত্র ও দলিলাদি যাহা কিছু বাংলা-গদ্যের নমুনা হিসাবে আবিষ্কৃত হইয়াছে, উপরোক্ত কয়েকটি দৃষ্টান্ত বাদে তাহার অধিকাংশই অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা। ‘বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয়ে’র ১৬৭৩ পৃষ্ঠায় ১৬৮৯ ও ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের লিখিত দুইখানি পত্র মুদ্রিত আছে, কিন্তু এই পত্রগুলির মূল ও তাহাদের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কোনও পরিচয় দীনেশ-বাবু দেন নাই। সপ্তদশ শতকের বাংলা-গদ্যের সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক নমুনা ব্রিটিশ মিউজিয়মের বাংলা কাগজপত্র হইতে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ফটোগ্রাফ করিয়া আনিয়া ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ‘সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা’র তৃতীয় সংখ্যায় (পৃ. ১১২) প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা একখানি প্রাচীন চুক্তিপত্র। ১১০৩ সাল অর্থাৎ ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা রচিত হইয়াছিল। চুক্তিপত্রটি এইরূপ—

“শ্রীকৃষ্ণ | সাখি শ্রীধর্ম্ম

শ্রীযুত মিত্রি গই সাহেব মিত্রি গারবেস মহাসহেষু

লিখিতং শ্রীকৃষ্ণদাস ও নরসিংহ দাস আগে আমরা দুই লুকে করার করিলাম জে কিছু বারে সুনারগায় ও গর থ রিকরি সকরাত ২ দু ই রূপাইয়া করিআ আরত দলালি লইব আর কুন দায়া নাই খুরাক সমেত এই নিঅমে করা পত্র দিলাম স ১১০৩ ত্তে ১৪ আগ্রান”।

সুনীতিবাবু ব্রিটিশ মিউজিয়ম হইতে ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দের একটি পত্র এবং অষ্টাদশ শতকে রচিত ‘৺মহারাজ বিক্রমাদিত্য চরিত্র’ নামক গদ্যগল্পেরও নকল আনিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই গল্পটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।—

"৺মহারাজ বিক্রমাদিত্য চরিত্র।—

সাং অবন্তিকে—

মোং ভোজপুর শ্রীযুত ভোজরাজা তাহার কন্যা নাম শ্রীমতি মৌনাবতি সোড়ষ বরিস্যা বড় সুন্দরি মুখ চন্দ্রতুল্য কেষ মেঘের রঙ্গ চক্ষু আকর্ণ পর্য্যন্ত যুগ্ম্য ভ্রূর ধনুকের নেয়ায় ওষ্ঠ রক্তিমে বর্ণ হস্ত পদ্মের মৃণাল স্তন দাড়িম্ব ফল রূপলাবন্য বিদ্যুৎছটা তার তুলনা আর নাঞী এমন সুন্দরি সে কন্যার বিবাহ হয় নাঞী। কন্যা পন করিয়াছে রাত্রের মধ্যে জে কথা কহাইতে পারিবেক তাহাকে আমি বিভা করিব। একথা ভোজরাজা সুনে বড় বড় রাজার পুত্রকে নিমন্ত্রন করিয়া আনিলেক এক২ রাজার পুত্রকে এক২ দীন রাত্রের মধ্যে এক২ জোন কে সয়ন ঘরে লইয়া সয়ন করায় সে ঘরে আর কেহো থাকে না কেবল কন্যা: আর রাজপুত্র এক খাটে কন্যা সোয়ে: এক খাটে রাজপুত্র সোয়ে। জে রাজপুত্র জেমন জ্ঞানবান হয়। সে: সেইরূপ কথা সারারাত্র কহে। কন্যাকে কথা কহাইতে পারে না: সকালে উঠে: রাজপুত্র: ঘরে জায়। এইরূপ প্রকারে কত ২ রাজপুত্র আইল কেহো কথা কহাইতে পারিলেক না: কতমৎ প্রকার করিলেক তবু: কন্যাকে: কথা কহাইতে পারিলেক না।..."

১১৭৮ সালের (ইংরেজী ১৭৭১) ২৯শে পৌষ তারিখে মহারাজ নন্দকুমার লিখিত একটি পত্র ইতিহাসের দিক দিয়া বাংলা গদ্যসাহিত্যের কাহিনীতে স্থান পাইবার যোগ্য। মহারাজ নন্দকুমার ইহা পুত্র গুরুদাসকে লিখিয়াছিলেন।

"প্রাণপ্রতিমেষু পরম শুভাশীর্ব্বাদশিবঞ্চ বিশেষ:—

তোমার মঙ্গল সর্ব্বদা বাসনা করনক অত্র কুশল পরন্তু: ২৫ তারিখের পত্র ২৭ রোজ রাত্রে পাইয়া সমাচার জানিলাম শ্রীযুত ফেতরত আলি খাঁ এর এখানে আইশনের সম্বাদ জে লিখিয়াছিলে এতক্ষণ তক পঁহুছেন নাই পঁহুছিলেই জানা জাইবেক শ্রীযুত রায় জগৎচন্দ্র বিষরোজের পর বাটী হইতে আসিয়াছেন যেমত২ কুচেষ্টা পাইতেছেন তাহা জানাই গেল তিনি যথা২ জাউন ফলত কার্য্যের দ্বারাতেই বুঝিবেন পষ্ট হইয়া আপনারি মন্দ করিতেছেন সে সকল লোকেও অবশ্য বুঝিবেক।"

বাংলা গদ্যের প্রথম যুগের ভাষার নমুনা-স্বরূপ আরও অনেকে অনেক চিঠিপত্র ও দলিল প্রকাশ করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে কেরী ও টমাস নবদ্বীপ বেড়াইতে গিয়া কয়েকটি গদ্যে লিখিত পুথি দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের চিঠিপত্রে এরূপ উল্লেখ আছে। সবগুলি প্রায়ই একই রীতিতে লিখিত, সুতরাং প্রত্যেকটির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বাংলা হরফে সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড প্রণীত ও ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলিতে মুদ্রিত *A Grammar of the Bengal Language* পুস্তকে এই জাতীয় একটি পত্র আছে। বাংলা হরফে সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত বাংলা গদ্যের নমুনা হিসাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকা প্রয়োজন।—

"৭ শ্রীরাম—

গরিবনেওয়াজ শেলামত—

আমার জমিদারি পরগনে কাকজোল তাহার দুই গ্রাম দরিয়াশীকিশ্‌তী হইয়াছে শেই দুই গ্রাম পয়শ্‌তী হইয়াছে চাকলে একবরপুরের শ্রীহরেকৃষ্ণ চৌধুরি আজ রায় জবরদস্তী দখল করিয়া ভোগ করিতেছে আমি মালগুজারির শরবরাহতে মারা পড়িতেছি উমেদওয়ার যে সরকার হইতে আমিন ও এক চোপদার সরজমিনেতে পহুছিয়া তোরফেনকে তলব দিয়া লইয়া আদালত করিয়া হকদারের হক দেলায়া দেন ইতি শন ১১৮৫ শাল তারিখ ১১ শ্রাবন

ফিদবি

জগতধির রায়"

এই নমুনাটুকু হইতেই প্রাক্‌-আধুনিক যুগের বাংলা গদ্যের রীতি ও প্রকৃতি সুস্পষ্ট ধরা পড়িবে। মূল কাঠামোটি বাংলা হইলেও আরবি ও পারসি শব্দের প্রয়োগবাহুল্যে ইহা প্রায় দুর্বোধ্য; অথচ আরবি ও পারসি শব্দে বাংলা প্রত্যয় নিরঙ্কুশভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।

বাংলা গদ্যের ইতিহাসে পোর্ত্তুগীস প্রভাব

চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত 'চৈত্যরূপপ্রাপ্তি'র 'রা অক্ষরে রাগ লাড়ি' অথবা 'শূন্যপুরাণে'র 'হস্ত পাতি লহ সেবকর অর্ঘ পুষ্পপানি' হইতে আরম্ভ করিয়া উপরিউক্ত ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের 'তোরফেনকে তলব দিয়া' পর্য্যন্ত ভাষার একটা প্রগতি ও ধারাবাহিকতা প্রায় অব্যাহত আছে। বাংলা-গদ্যের উহাই মূল ধারা। এই ধারাই পরবর্ত্তী কালে শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, ভবানীচরণ ও রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র ও অক্ষয়কুমার, কৃষ্ণমোহন ও রাজেন্দ্রলাল, ভূদেব ও বঙ্কিম কর্ত্তৃক পরিপুষ্ট হইয়া বর্ত্তমান বাংলা গদ্য-সাহিত্যরূপ সুবিশাল নদীতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু মধ্যে ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ভূমিকম্পের মত একটা আকস্মিক বিপর্য্যয় ঘটিয়া গিয়াছে; অন্ততঃ আজিকার দিনে ধারাবাহিকতার দিক্‌ দিয়া বিচার করিতে বসিয়া ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনাকে আকস্মিক বলিয়াই মনে হইতেছে। আকস্মিক না হউক মূল ধারার সহিত ইহার বিশেষ যোগ নাই।

সৌভাগ্যের বিষয়, এই ব্যাপারের মুদ্রিত দলিল আছে; 'অন্ধকার যুগ' এবং 'চিঠিপত্র ও দলিলের যুগে'র মত আমাদিগকে সম্পূর্ণ অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয় না। এবং এই কারণেই আমরা ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দেই প্রাথমিক যুগের সূত্রপাত বলিয়াছি।

১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ইতিহাসকে স্বতন্ত্র করিবার অথবা সাধারণ ধারার মধ্যে একটা বিপর্য্যয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার কারণ এই যে, এই ইতিহাস একটি বিশেষ প্রাদেশিক কথিত ভাষা সম্পর্কিত এবং এই আলোড়নের তরঙ্গ সীমাবদ্ধ কাল ও দেশে পরিসমাপ্ত।

এই আলোড়নের ইতিহাস ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে আরম্ভ এবং ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত; ইহা সম্পূর্ণ পোর্তুগীস প্রভাবের ফল। ষোড়শ শতাব্দী হইতেই এই প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।* ইহার ফলে বাংলা ভাষায় যে কিছু কাজ হইয়াছিল সমসাময়িক চিঠিপত্র ও বিবরণী হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যথা—

১। Father Marcos Antonio Santucci, S. J., the Superior of the Misson among these Bengali converts between 1679 and 1684, wrote from Nolua Cot to the Provincial of Goa on January 3, 1683 : "The Fathers [Ignatius Gomes, Manoel Sarayva and himself] have not failed in their duty : they have learned the language well, have composed vocabularies, a grammar, a confessionary and prayers; they have translated the Christian Doctrine [*Doutrina Christa* or Catechism], etc., nothing of which existed until now." [*O Chronista de Tissuary*, Goa, vol. II., 1867, p. 12.(—Father Hosten in *Bengal: Past & Present*, Vol IX, Part I, p. 46.

২। "১৫৯৯ সালের ৭ই জানুয়ারী তারিখে যেসুইট্-সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্ম্মপ্রচারক Francisco Fernandes ফ্রান্সিস্কো ফের্নান্দেস্ পূর্ব্ব-বঙ্গে সোনারগাঁর সন্নিকটস্থ শ্রীপুর হইতে গোয়ায় উক্ত সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ Nicolas Pimenta নিকোলাস পিমেন্তা-র নিকট একখানি পত্র লেখেন, তাহাতে এই কথার উল্লেখ আছে যে, ফের্নান্দেস্ খ্রীষ্টান ধর্ম্মের মূল কথাগুলির ব্যাখ্যানপ্রসঙ্গে ছোট একখানি বই এবং একখানি প্রশ্নোত্তরমালা লেখেন, এবং ফের্নান্দেসের সহকর্ম্মী পাদ্রি Dominic de Souza দোমিনিক্-দে-সুজা বাঙ্গালাভাষা শিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; তিনি এই দুইখানি বই বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন।"—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ', প্রবেশক, পৃ, ॥/•

৩। "Father Barbier, as early as 1723, mentions that he prepared a little catechism in Bengali."—শ্রীসুশীলকুমার দে, *Bengali Literature*, p. 68.

৪। ১৫৯৯ সালে দোমিনিক সোসা নামক আর একজন যীশুট যাচক বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রকারের গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ("Sosa endeavoured to learn the Bengalan Language and translated into it a tracte of Christian

*...John Sylveira was the first Portuguese who came to Bengal; he arrived in 1518, and remained long time "learning the commodities of the country and the manners of the people"—Calcutta Review.

Religion in which were confuted the Gentile and Mahumetan errours: to which was added a short Catechisme by way of Dialogue, which the children frequenting the schoole learned by heart." *Purchas His Pilgrimes*, Vol. X. p. 205)…১৫৯৯ হইতে ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত একাধিক খ্রীষ্টান প্রচারক এই জাতীয় পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন।—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ', প্রস্তাবনা, পৃঃ ২।৴০-২।৶০

কিন্তু এই সকল রচনার অধিকাংশই আজও পর্য্যন্ত আমাদের অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে।

তিনটি মাত্র গ্রন্থ আমাদের কাল পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। তন্মধ্যে আমাদের বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আলোচ্য পুস্তক দুইখানি—

(ক) Crepar Xaxtrer Orth, Bhed | Xixio Gurur | Bichar | Fr Manoel | da Assumpcam | Liqhiassen, O buzhaiassen Bengallate | Baoal dexe; Xon-hazar Xat Xoho pointix bossor | Christor Zormo bade | Bhetton | corilo boro Tthacurque | D. Fr Miguel | de Tavora | Evorar Xohorer Arcebispo | + Lisboate | Franciso | da Sylvar Xaze | Patxaer quitaber Xap | corinia | Xpor Zormo bossore 1743 | Xocol Uchiter hucume.

এই পুস্তকের এক খণ্ড ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এভোরার লাইব্রেরিতে রক্ষিত ছিল, সম্প্রতি তাহা লিসবনে স্থানান্তরিত হইয়াছে। একটি খণ্ডিত পুস্তক কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরিতে আছে। এই পুস্তক সম্বন্ধে যাঁহারা বিস্তৃতভাবে জানিতে চান, তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধ পড়িতে হইবে।

১। "The Three First Type-Printed Bengali Books"—H Hosten, S. J.; *Bengal: Past & Present,* Vol IX. Part I, July-Sept, 1914, pp. 40-63.

২। "ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তক"—শ্রীসুশীলকুমার দে; 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,' ত্রয়োবিংশ ভাগ, ৩য় সংখ্যা, ১৩২৩, পৃ. ১৭৯-১৯৫।

৩। "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ ও বাঙ্গালা উচ্চারণতত্ত্ব"—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়; ঐ, ঐ, ঐ, পৃ. ১৯৭-২১৭।

৪। *Bengali Literature in the Nineteenth Century*—S. K. De, 1919, pp. 67-75.

৫। 'পাদ্রি মানোয়েল-দা-আস্‌-সুম্প্‌সাম্‌-রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ'—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৯৩১, 'প্রবেশক' ও 'প্রবেশকের পরিশিষ্ট'। পৃ. ৴০-৩৶০

X. Podarthoná zanilé.
C. Xú rupé manité que moté zanibeq?
X. Zanilé o manilé, o buzhilé axthar bhed xocol.
G. Carzió punió corite que moté zanibeq?
X. Dox Agguia, o pans Agguia zanilé; e bong tahandiguer palon corile, zemot uchit.
G. Ar qui zanibeq?
X. Muctir mulier tingun: *Axthá* manité; *Axá* manguité: *Corunó*, carzió punió corité.
G. Zanó ni podar thoná?
X. Hoé, zaní.
G. Cohó, deqhi;

Podar Thoná.

X. PItá amardiguer,
Poromo xorgué aſſó;
Tomar xidhi nameré
Xeba houq:
Aixuq amardigueré
Tomar raizot:
Tomar zé icha,
Xei houq:
Zemon porthibité,
Temon xorgué:

Amar-

১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' গ্রন্থের
একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি
(পৃষ্ঠা ১৭)

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ

ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ

ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন

প ফ ব ভ ম য র ল ব

শ ষ স হ ক্ষ

ক কা কি কী কু কূ

কে কৈ কো কৌ কং কঃ

अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ

ऌ ॡ ए ऐ ओ औ अं अः

क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ

ट ठ ड ढ ण त थ द ध न

प फ ब भ म य र ल व

श ष स ह क्ष

क का कि की कु कू

के कै को कौ कं कः

১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত বাংলা ও দেবনাগরী বর্ণমালা

(পৃষ্ঠা ২১)

৬। 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ'—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, ১৯৩৭, 'প্রস্তাবনা' পৃ. ১৶০-৩৷৶০।

এই পুস্তক কলিকাতা রঞ্জন পাবলিশিং হাউস হইতে শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লিখিত ভূমিকা ও টীকা সহিত বাহির হইয়াছে।*

(খ) 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ,—ভূষণার রাজপুত্র দোম আন্তোনিয়ো দো রোজারিয়ো প্রণীত।

এই পুস্তক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেনের সম্পাদনায় বাহির হইয়াছে। ফাদার হষ্টেনের নিকট লিখিত ফাদার লোপেসের পত্রে এটিও ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে লিসবনে ফ্রান্সিস্কো দা সিলভার ছাপাখানায় মুদ্রিত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে; শ্রীযুত সুরেন্দ্রবাবু তাহা বিশ্বাস করেন না। তিনি এভোরাতে ইহা পাণ্ডুলিপি আকারেই দেখিয়াছেন এবং মূল পুথির ১২০ পৃষ্ঠার মধ্যে ৮৫ পৃষ্ঠা নকল করিয়া আনিয়া ছাপাইয়াছেন। এই পুস্তক সম্বন্ধে তিনি ছাড়া এখন পর্য্যন্ত অন্য কেহ বিশেষ আলোচনা করেন নাই। "প্রস্তাবনা" দ্রষ্টব্য।

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' ও 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ'

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পোর্ত্তুগালের লিসবন শহরে সম্পূর্ণ রোমান অক্ষরে মুদ্রিত হয়। ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৩৯১; গ্রন্থের বাঁ-দিকের পৃষ্ঠায় বাংলা এবং ডান দিকের পৃষ্ঠায় পোর্ত্তুগীস ভাষায় গুরুশিষ্যে রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে—সুতরাং বাংলা অংশের পরিমাণ ছাপার অক্ষরে প্রায় দুই শত পৃষ্ঠার মতন। টাইটেল পেজে গ্রন্থকর্ত্তা-হিসাবে পাদ্রী মানোএল দা আসসুম্পসাঁউ-এর নাম আছে। ইনি পোর্ত্তুগালের এভোরা শহরের অধিবাসী এবং পূর্ব্বভারতের মণ্ডলীভুক্ত অগস্তিনীয় সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ছিলেন। ইনি ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে আগমন করেন এবং ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই দেশে ক্যাথলিক ধর্ম্মপ্রচারে ব্যাপৃত থাকেন, তাহার প্রমাণ আছে। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে'র ভূমিকা হইতে জানা যায় যে, এই পুস্তক ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ভাওয়াল পরগণার নাগরীতে লিখিত হয়। মূল পোর্ত্তুগীস অংশ মানোএলের লেখা, তিনি সম্ভবতঃ কোনও দেশীয় খ্রীষ্টানকে দিয়া বাংলা অনুবাদ করাইয়া লইয়াছিলেন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে চন্দননগরের ফরাসী পাদ্রী ফাদার গেরে (Guerin) 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে'র একটি বিশুদ্ধীকৃত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই সংস্করণের লাতিন ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন যে, অনুবাদের কালে বৃদ্ধ ফাদার মানোএল মাঝে মাঝে যখন ঝিমাইয়া পড়িতেন, তখন দেশীয় অনুবাদক তাঁহার অজ্ঞাতে খ্রীষ্টধর্ম্মবিরোধী নানা গালগল্প নিজেই জুড়িয়া দিত—অনেক ক্ষেত্রে মূল পোর্ত্তুগীসে ও

* দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা নং ১২

অনূদিত বাংলায় মিল না থাকার ইহাই কারণ। পাদ্রী গেরের উক্তি সত্য হইলে বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম বাংলা গদ্য-পুস্তকের রচয়িতা কোনও অজ্ঞাতনামা দেশীয় রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান—ভাওয়ালের কোনও অধিবাসী। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' ভাওয়ালে প্রচলিত মৌখিক ভাষায় লিখিত। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেনের 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ' পুস্তকের "প্রস্তাবনা" হইতে জানা যায়, "১৮৬৯ সালে গোয়ার সন্নিহিত মারগাঁও শহরে ক্রেপার শাস্ত্রের অর্থভেদ তৃতীয় বার মুদ্রিত হয়। লিসবনের জাতীয় গ্রন্থালয়ে (*Bibliotheca Nacional*) প্রথম ও তৃতীয় সংস্করণের পুস্তক আছে।"

'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ' ভূষণার রাজপুত্র দোম আন্তোনিয়োর রচিত। এ সম্বন্ধে যে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে তাহা বিশ্বাস করিলে বলিতে হয়, 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ' সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রচিত হইয়াছিল—অর্থাৎ ইহা 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদের'ও পূর্ব্বের রচনা এবং ইহা নিঃসন্দেহে বাঙালীর রচনা। ভূষণার রাজপুত্র বাল্যকালে ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মগেদের দ্বারা অপহৃত হইয়া আরাকানে নীত হন। সেখানে ফাদার মানোএল দের রোজারিও নামক একজন সেণ্ট অগস্তিন মণ্ডলীর ধর্ম্মযাজক তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। কথিত আছে যে, পরবর্ত্তী কালে ইঁহার প্রচারে ও প্রভাবে ঢাকা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রায় ত্রিশ হাজার লোক রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদে' একজন ব্রাহ্মণ ও একজন ক্যাথলিকের মধ্যে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে খ্রীষ্ট-মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে'র ভাষার সহিত ইহার ভাষা খুব বেশী পৃথক্ নহে।

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে'র ভাষার নমুনা—

গুরু। অপূর্ব্ব কথা কহিলা। কিন্তু কেহ কহিবে: আমি মালা জপি না; তথাচ আন ধরণ ভজনা করি; জপি খ্রিস্তর কাছে, আর আর সিদ্ধারে ভজনা করি, এহি ভজনার কারণ আশা রাখি স্বর্গের যাইবার, তাহান কৃপায়। তুমি কি বল।

শিষ্য। যে আমি কহি, তাহা তুমি শোন; সকল যত ভজনা ভালো, কিন্তু বিনে ঠাকুরাণীর ভজনায় কিছু নাহি, এবং ঠাকুরাণীর ভজনা বিনে আর যত ভজনায় বাছ মুক্তি পাইবার পাপ না করিলে। এবং ঠাকুরাণীর ধ্যান সকলের অতি উত্তম মালার ধ্যান। আশ্চর্য্য বুঝাই শোন।—পৃ. ৫৪

'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদে'র নমুনা—

ব্রা। যদি পরমার্থে জিগাসো, তবে যে বিচার তুমি কহো, এহাতে তো চিতে কদাচিতো লএনা যে পরমেশ্বর এমত করেন; কিন্তু শাস্ত্রে কহে যে এ কথা যেতো কালের পাপে করমাক্কিতে লওয়াএ।—পাণ্ডুলিপি পৃ. ৬

১৭৪৩—১৭৭৮

ইহার পরেই বেণ্টো ডি সেলভেস্ত্রে বা ডিসুজা-রচিত দুইখানি পুস্তকের উল্লেখ পাওয়া যায়। বেণ্টো সম্ভবত ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে গোয়া নগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরে কলিকাতা ও বাণ্ডেলে আসিয়া বাস করেন। কথিত আছে, তিনি প্রায় পনর বৎসর বঙ্গদেশে ছিলেন এবং এখানে অবস্থানকালে 'বুক অব কমন প্রেয়ার' ও 'ক্যাটিকিজম' পুস্তকের অনেক অংশ বাংলায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করেন। তাঁহার পুস্তক দুইটি 'প্রশ্নোত্তরমালা' ও 'প্রার্থনামালা' নামে রোমান্ অক্ষরে লণ্ডনে মুদ্রিত হয় এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। 'বিশ্বকোষে' শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় 'প্রশ্নোত্তর-মালা'র প্রকাশ-তারিখ ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়াছেন, কিন্তু শ্রীসুশীলকুমার দের মতে ইহার প্রকাশ-কাল আর কয়েক বৎসর পরে। এই দুইটি পুস্তক সম্বন্ধে আমাদের কোনও প্রত্যক্ষ পরিচয় নাই। কুত্রাপি ইহার অস্তিত্ব আছে বলিয়াও আমরা জানি না। বেণ্টোর পুস্তকের সন্ধান এবং ভাষার নমুনাও কেহ দেন নাই।*

বাংলা অক্ষরের মুদ্রিত প্রতিলিপি

(১৬৯২-১৭৭৬)

এ পর্য্যন্ত বাংলা গদ্য সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইল, 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' ব্যতীত তাহার কোনটিরই মুদ্রিত প্রমাণ নাই; 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'ও রোমান অক্ষরে মুদ্রিত। বাংলা উপকরণস্বরূপ কতকগুলি হস্তলিপি পুঁথি, চিঠিপত্র ও দলিল মাত্র সম্বল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাংলা-গদ্যের ইতিহাসের সহিত ছাপাখানা ও ছাপার অক্ষরের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। বাংলা-গদ্যের আলোচনা সম্পর্কে বাংলা অক্ষরের মুদ্রিত প্রতিলিপি, মুদ্রাযন্ত্র ও ছাপার হরফের ইতিহাস আলোচনাও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে এখন পর্য্যন্ত আলোচনাই হয় নাই। ডক্টর জি. এ. গ্রিয়ারসন তাঁহার বিখ্যাত *Linguistic Survey of India*, 1903, পুস্তকের পঞ্চম খণ্ডে "Specimens of the Bengali and Assamese Languages" প্রসঙ্গে (পৃ. ২৩) বাংলা অক্ষর সম্বন্ধে প্রথম আলোচনা করেন। পরে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ('বাঙ্গলা ব্যাকরণ'—প্রবেশক) এ বিষয়ে বিস্তৃততর আলোচনা করেন।

বাংলা অক্ষরের মুদ্রিত প্রতিলিপির আদিমতম নিদর্শনের উল্লেখ করিয়াছেন ফাদার এইচ. হষ্টেন। ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত একটি পুস্তকে বাংলা অক্ষরের প্রতিলিপি সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত হয়।† মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রণের কথা বলিতেছি, কারণ শিলা ও তাম্রলিপিতে,

* Hyde: *Parochial Annals of Bengal*, P. 155

† "It was published with a Burmese alphabet in 1692 in a work

তালপাতায় এবং তুলোট কাগজে বাংলা অক্ষর বহুকালাবধি খোদিত বা লিখিত হইয়া আসিতেছে। ইহার ইতিহাস ১২০০ বৎসরের কম হইবে না। বাংলা অক্ষরের দ্বিতীয় নমুনা পাওয়া যায় ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর লাইপ্‌ৎসিক নগরে মুদ্রিত Georg Jacob Kehr (গেওর্গ য়াকোব্‌ কের্‌) প্রণীত লাটিন ভাষায় *Aurenk Szeb* নামক পুস্তকে। এই পুস্তকের ৪৮ পৃষ্ঠাতে ১ হইতে ১১ পর্য্যন্ত বাংলা সংখ্যা এবং ৫১ পৃষ্ঠার সম্মুখের প্লেটে বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ ও একটি জার্মান নাম "শ্রীসরজন্ত বলপকাং মাএর্‌" (Sergeant Wolffgang Meyer) বাংলা অক্ষরে ছাপা আছে। বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের এই চিত্রটিই পরে (১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে) লাইপ্‌ৎসিক নগর হইতে মুদ্রিত যোহান ফ্রীদ্‌রিখ্‌ ফ্রিৎস্‌ (Johann Friedrich Fritz) লিখিত 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাষা শিক্ষক' (*Orientalischer und Occidentalischer Sprachmeister*) নামক পুস্তকে পুনর্মুদ্রিত হয়। বাঙালী পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য আমরা বাংলা অক্ষরের এই আদি নমুনার প্রতিলিপি প্রকাশ করিলাম।

১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দের পরই ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে হল্যাণ্ডের লাইডেন নগর হইতে ডেভিড্‌ মিল (Davidis Millius) *Dissertationes Selectae* নামক (লাটিন ভাষায়) একখানি বই প্রকাশ করেন। এই বইয়ের শেষে Joannes Josua Ketelaer লিখিত 'Miscellanea Orientalia' নামক হিন্দুস্থানী ভাষার একটী ব্যাকরণ আছে। এই ব্যাকরণ-অংশে বাংলা ও দেবনাগরী বর্ণমালার প্রতিলিপি দুইটি স্বতন্ত্র প্লেটে ছাপা আছে। এখানে তাহা পুনর্মুদ্রিত হইল।*

কেটেলের নিজে ওলন্দাজ ছিলেন এবং তিনি ওলন্দাজ ভাষাতেই তাঁহার ব্যাকরণ

containing observations by the Jesuit Fathers Jean de Fontenay, Guy Tachard, Etienue Noel and Claude de Beze. The title of the book is *Observations Physiues et Mathematiques pour servir a l'histoire naturelle, et a la perfection de l'Astronomie et de la Geographie : Envoyees des Indes et de la Chine a l' Academie Royale des Sciences a Paris, per les Peres Jesuites. Avec les reflexions de Mrs. de l' Academie, et les Notes du P. Gouye, de, la Compagnie de Jesus.* A Paris, de l' Imprimerie Royale, M.DC.XCII ; 4°, pp, 113, 2 maps and 1 plate containing the characters of the people of Bengala and Baramas [Burma]—*Bengal : Past & Present*, vol. IX, Part I, p. 40.

* ডেভিড মিলের পুস্তকের এক খণ্ড ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সংগ্রহে আছে। তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে পুস্তকটি ব্যবহার করিতে দিয়াছেন। Georg Jacob Kehr প্রদত্ত নমুনা ব্রিটিশ মিউজিয়াম হইতে আনাইয়াছি।—লেখক।

I. *Devanagaram*

a ā i ī u ū ru rū lu lū ie ei o au am ahá ká kāgá gā

nu schu scha dsu dsi gná ta tu tu thā na ta tá dā dá na pā pa bā ba

na ja ra la wa schū schā sa hu la tra ra i Ithi

II *Balabandu*

Wo na ma siddham. A ā ī ī ū ū ri rī li lī ie ei o au am.

ahà ka kā ga gā nha ta tā tā se se je tha thā da da na ta da da

da na pa ba ba ba ma ie ra la wa sa scha scha ha la itscha.

১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মুদ্রিত দেবনাগরী বর্ণমালার প্রতিলিপি

(পৃষ্ঠা ২০)

লেখেন। ডেভিড্ মিল লাতিন ভাষায় তাহার অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। কেটেলের প্রণীত মূল ব্যাকরণ পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই আছে, ছাপা হয় নাই।

বাংলা বর্ণমালার প্রতিলিপি সম্বন্ধে ডেভিড্ মিল তাঁহার লাতিন ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন তাহা কৌতূহলোদ্দীপক।

"আমি আরও দুইটি বর্ণমালা তাম্রফলকে খোদাই করিয়াছি—ব্রাহ্মণদিগের বর্ণমালার পরিচয় হিসাবে এখানি মূল্যবান বিবেচিত হইবে।...টেব্‌ল III Bতে যে ব্রাহ্মণ বর্ণমালা [অর্থাৎ বাংলা] প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা সমগ্র ভারতবর্ষে—বিশেষ করিয়া বাংলা, বেহার ও উড়িষ্যায় ব্যবহৃত হয়।"

বাংলা বর্ণমালা কোনও কালে সমগ্র ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হইত কি না ভাষাতত্ত্ব-বিদ্‌দের তাহা অনুসন্ধানের বিষয়।

মিল-প্রদত্ত দেবনাগর বর্ণমালা তেমন সুষ্ঠু নয়। সম্ভবতঃ লেখকের দোষে এইরূপ ঘটিয়াছে। ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে আমস্টারডামে প্রকাশিত আতানাসিউস কির্খের (Athanasius Kircher) লিখিত *China Illustrate* পুস্তকে দেবনাগরী বর্ণমালার সর্ব্বপ্রথম প্রতিলিপি পাওয়া যায়।

১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড অনূদিত *A Code of Gentoo Laws* পুস্তকে দুইটি স্বতন্ত্র প্লেটে বাংলা ও হিন্দী বর্ণমালা মুদ্রিত আছে। তাহার প্রতিলিপিও এই সঙ্গে প্রকাশিত হইল।

ইহার দুই বৎসর পরে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা হরফের জন্ম। এবং তখন হইতেই বাংলা গদ্যের উন্নতির সূত্রপাত।

ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্র

এখন পর্য্যন্ত যত দূর জানা যায়, ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম ছাপাখানার প্রবর্ত্তন করেন পোর্ত্তুগীসেরা।* ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে তাঁহারা প্রথম আসেন এবং দক্ষিণ-ভারতের গোয়া অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করেন। ইহার অত্যল্প কাল মধ্যেই তাঁহারা ইউরোপ হইতে দুইটি মুদ্রাযন্ত্র আনাইয়া সেখানে স্থাপন করেন। ইহারই একটিতে ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টধর্ম্মবিষয়ক একটি গ্রন্থ পোর্ত্তুগীস ভাষায় রোমান হরফে মুদ্রিত হয়। ইহাই ভারতবর্ষে মুদ্রিত সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ।

---

* ১২৮৪ বঙ্গাব্দের 'নববার্ষিকী'র ১৪৪ পৃষ্ঠায় "মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্র" শিরোনামায় যাহা লিখিত আছে, তাহা বিশ্বাস করিলে ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহার আরও পূর্ব্বে হইয়াছিল বলিতে হয়। 'নববার্ষিকী' লিখিয়াছেন—

"বহুকাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে মুদ্রাযন্ত্র ছিল তাহার একটী প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসন কালীন তিনি দেখিতে পান যে, বারাণসী জেলার একস্থলে মৃত্তিকার কিছু নীচে পশমের

ভারতীয় ভাষা প্রথম ছাপার হরফে উঠে কোচীনে। ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্ গোন্‌সালভেস্ নামক এক জন স্পেনদেশীয় পাদ্‌রি মালায়ালাম-তামিল অক্ষর প্রস্তুত করিয়া সেণ্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার-প্রণীত 'ক্রিশ্চিয়ান ডক্‌ট্রিন' নামক পুস্তকের অনুবাদ 'ক্রীষ্টা বন্নকনম্' মুদ্রিত করেন। ইহাই ভারতীয় ভাষায় সর্ব্বপ্রথম ছাপা বই। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর সংখ্যা 'দি নিউ রিভিউ' পত্রিকায় লিও প্রসারপিও-লিখিত "The First Printing Presses in India" প্রবন্ধে ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্ত্তনের বিশদ ইতিহাস দেওয়া আছে।

বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসরে বাংলা দেশের হুগলি শহরে ছেনি-কাটা বাংলা হরফে মুদ্রণ আরম্ভ হয়। অর্থাৎ এই বৎসর হইতে বাংলা অক্ষরে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে মুদ্রিত প্রমাণ বর্ত্তমান; কেবল সন্দেহজনক ব্যক্তিগত পুথি, নথি ও দলিলের উপর আমাদের নির্ভর নয়। পাশ্চত্য ভূখণ্ডে রোমান অক্ষরে মুদ্রিত চারিটি (কাহারও কাহারও মতে পাঁচটি) গ্রন্থ প্রাচীন বাংলা-গদ্যের নমুনা হিসাবে বর্ত্তমান থাকার প্রসিদ্ধি থাকিলেও আমরা এখন পর্য্যন্ত একটি ধর্ম্মগ্রন্থ ও একটি সম্মিলিত ব্যাকরণ-অভিধানেরই সন্ধান পাইয়াছি। এই দুইটিও একটি বিশেষ প্রাদেশিক কথিত ভাষা সম্পর্কিত—সমগ্র বাংলা দেশের লিখিত ভাষার সহিত ইহাদের সম্বন্ধ অল্প। সুতরাং ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দকেই আমরা বাংলা-গদ্যের ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভ বৎসর বলিব। এই বৎসরেই হুগলি শহরে প্রতিষ্ঠিত মুদ্রাযন্ত্রে নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড প্রণীত *A Grammar of the Bengal Language* পুস্তক ছাপা হয় এবং ইংরেজীতে লিখিত এই ব্যাকরণখানিতে দৃষ্টান্তস্বরূপ কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত ও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর হইতে অংশ-বিশেষ বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত হয়। এই পুস্তক ও ইহার মুদ্রণ সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে ইংলণ্ডীয়গণ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষীয় ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনার একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেওয়া প্রয়োজন।

স্থায় আশাল একরূপ পদার্থের একটী স্তর রহিয়াছে। মেজর রুবেক ইহার সংবাদ পাইয়া তথায় উপস্থিত হন এবং সে স্থান খনন করিয়া একটী খিলান দেখিতে পান। পরিশেষে খিলানের অভ্যন্তর-দেশে প্রবেশ করিয়া দর্শন করেন যে, তথায় একটী মুদ্রাযন্ত্র ও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অক্ষর মুদ্রাঙ্কণের নিমিত্ত সাজান রহিয়াছে। মুদ্রাযন্ত্র ও অক্ষর পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত হয়, সে সকল একালের নয়, অন্যূন এক সহস্র বৎসর এই অবস্থায় রহিয়াছে।"

১২৮৪ সালের আশ্বিন মাসের বঙ্গদর্শনে 'Gentleman's Magazine' হইতে বিনা প্রমাণে গৃহীত উপরোক্ত অদ্ভুত উক্তির জন্য 'নববার্ষিকী'র নামহীন সম্পাদককে যথেষ্ট উপহাস করা হইয়াছে।

ধ্যান ভাঙ্গি সোমদত্ত দেখিল মহেশ ।
বিভুতি ভুসন অঙ্গ জটা ভার কেশ ॥

আনন্দিত সোমদত্ত দেখিয়া চান্দরে ।
বিবিধ প্রকারে রাজা অতি স্তুতি করে ॥

সোমদত্ত বলে যদি হইলা কৃপাবান ।
এক নিবেদন আমি করি তোর স্থান ॥

সভা মধ্যে সেনী মোরে অপমান কৈল ।
জতেক ভুপাতি গন বসিয়া দেখিল ॥

অগ্নিবত অঙ্গে দহে সেই অপমান ।
এই নিবেদন আমি করি তোর স্থান ॥

যদি মোরে বর দিবা দেব পসুপাতি ।
মহা ধনুর্দ্ধর হউক আমার সন্ততি ॥

তার পুত্রে মোর পুত্র জিনুক সমরে ।
রাজা গন মধ্যে জেন অপমান করে ॥

ইহা বিনু অন্য বর নাহি চাহি আমি ।
এই বর মোরে দেব আজ্ঞা কর তুমি ॥

নাথানিয়েল ব্রাসি হাল্‌হেড রচিত *A Grammar of the Bengal Language* (১৭৭৮ খ্রীঃ) পুস্তকের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি। এই পুস্তকে বাংলা ছাপার অক্ষর সর্ব্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়

(পৃষ্ঠা ২২)

বান্তারন্দীর কমিসনর সাহেবেরা
সকল লোককে জ্ঞাত কারণ খবর
দেন জদী কেহ টেক্কের কোন বাবদীর
বেয়াত কারণ আরজী দেন তাহার
যে কারণের নিমিত্তে আরজী দিবেন
সেই কারণের তিন মাসের মধ্যে
আরজী দেন এবং টেক্কের কমিটের
সাহেবের রসিদ দেখাবেন যে তাহার
উপর টেক্কের বাবদী দাওয়ানাই
তবে সাহেবেরা আরজী লইবেন
এবং আরজী কিমজীম তজবিজ
করিয়া জদি টেক্কের টাকা ফিরিয়া
দিতে হয়ে তাহা ফিরিয়া দেয়াবেন
কিম্বা যে বিহিত হয়ে তাহা করিবেণ

২রা সেপ্টেম্বর ১৭৮৪ তারিখের *Calcutta Gazette*
পত্রে মুদ্রিত বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপি

ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যচর্চ্চায় ইংরেজ

মুর্শিদাবাদ জিলায় কাশিমবাজারের কুঠীতে জে. মার্শাল (J. Marshall) নামক একজন ইংরেজ নিযুক্ত ছিলেন। ১৬৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা সুরু করেন ও শ্রীমদ্ভাগবতের ইংরেজী অনুবাদ করেন।* পরবর্ত্তী প্রায় শতাব্দী কাল ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোনও কর্ম্মচারী আর এ বিষয়ে উৎসাহ প্রকাশ করেন নাই। ইহার পরেই গবর্মেণ্টের অপ্রকাশিত রেকর্ডে (No. 355—Consultations, July 3) দেখা যায় যে ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে দেশীয় ভাষা না জানার দরুন কটকের তদানীন্তন প্রেসিডেণ্ট মিঃ ব্রিষ্টোকে (Mr. Bristow) অপসারিত করা হইয়াছিল।† সুতরাং বুঝা যাইতেছে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় হইতেই কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি কর্ম্মচারীদিগের দেশীয় ভাষা শিক্ষার প্রতি নিবদ্ধ হইয়াছিল। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস হইতেই শহরের বাজারে বাজারে বিভিন্ন দেশীয় ভাষায় লিখিত ঘোষণাপত্র লটকাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে ক্লাইব কোর্ট অব ডিরেক্টরদের নিকট একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন—

Mr. Watts still accompanies me in this campaign, and I cannot omit the opportunity of remarking of what great service he is to your affairs by his thorough knowledge of the language and people of this country.

অষ্টাদশ শতাব্দীর সপ্তম দশক হইতে ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইন, হালহেড, চার্লস উইলকিন্স, জোনস্ গিল্‌ক্রাইষ্ট প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে পণ্ডিত-জনোচিত উৎসাহ ও কৌতূহল লইয়া গবেষণা সুরু করেন। ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইন ইঁহাদের অগ্রণী। ওয়ারেন হেষ্টিংস তাঁহাকে প্রাচ্য ভাষাতত্ত্বালোচনায় যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর তারিখে কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম এলাকা হইতে গ্ল্যাডউইন হেষ্টিংসকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসের কিছু উপকরণ আছে। গ্ল্যাডউইন তৎপূর্ব্বেই *A Compendious Vocabulary, English and Persian, Compiled for the East India Company* নামক শব্দসংগ্রহ রচনা শেষ করিয়াছিলেন। গ্ল্যাডউইন লিখিয়াছিলেন,

...I have placed the Languages in the Order you see them,

* "He made a translation of the *Sanskrit Book entitled Serebaugabut Pooran* in the English language which was transmitted to England and was deposited in the British Museum." (B. M. Harl. MS. 4253-55).—*The Calcutta Review,* No. CCLXX, p. 397.

† *Selections from Unpublished Records of Government,* Vol. I, p. 146.

Gentlemen, to shew in what Manner the Arabic is incorporated with the Persic, and to exhibit how the Persic is inflicted in the Hindouse, as well as to endeavour to discover some Traces of the Shanskerit Language in the Bengal Dialect......

গ্ল্যাডউইনের শব্দকোষ ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে মালদহ হইতে প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষা সম্বন্ধে এই সর্ব্বপ্রথম একজন ইংরেজের দৃষ্টি আকর্ষিত হইল।

১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড এদেশীয় ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন; তাঁহার হিন্দু আইনের বিখ্যাত অনুবাদ-পুস্তক *A Code of Gentoo Laws* লণ্ডন হইতে ঐ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের একটি অধ্যায়ে শব্দসংগ্রহের তালিকায় অনেকগুলি বাংলা শব্দ স্থান পাইয়াছে; বেনা, বেত, বহেড়া, ব্যাপারী, ভেড়ুয়া, ভাণ্ডারা, বাঁধ, কাহন, চণ্ডাল, চৈত, চৌকী, কুলী, কোল, পছাড়ি, ডাল, ঘি, ঘড়ি, গোমস্তা, গণ্ডা, হাট, হরকরা, হাওলা, কাঁসা, নালা, পান, পিপুল, ফটিক, পেয়াদা, পুথি, সাধ, শাক, ঠাকুর, তরকারী, টুকরি, তোলা, উকীল প্রভৃতি শব্দ তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

বাংলা দেশে মুদ্রাযন্ত্র ও বাংলা ছাপার হরফ

A Code of Gentoo Laws পুস্তকে যাহার সূত্রপাত, *A Grammar of the Bengal Language* পুস্তকে তাহারই পরিণতি দেখিতে পাই। কোম্পানীর ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগকে বাংলা ভাষায় অভিজ্ঞ করিয়া তুলিবার জন্য হালহেড সাহেব উক্ত ব্যাকরণ রচনা করিয়া তদানীন্তন গবর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসকে উহার মুদ্রণের ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করেন। হালহেডের ব্যাকরণ মুদ্রণের কাজে বাংলা হরফ অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে। তখন পর্য্যন্ত বাংলা হরফ প্রস্তুতের কোনও ব্যবস্থা হয় নাই। বোল্টস নামক কোম্পানীর এক জন ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী লণ্ডনে বসিয়া একবার এ বিষয়ে চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হন নাই। ওয়ারেন হেষ্টিংস বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত (এবং পরে শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার সুবিখ্যাত অনুবাদক) চার্লস উইলকিন্সকে স্মরণ করিলেন। হেষ্টিংস জানিতেন উইলকিন্স একবার নিতান্ত অবসরবিনোদনের জন্য ছেনি কাটিয়া দুই একটি বাংলা হরফ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বন্ধু হালহেডের পুস্তক-মুদ্রণে সহায়তা করিবার জন্য উইলকিন্স উৎসাহিত হইয়া কাজে লাগিলেন।* হালহেড ও উইলকিন্স উভয়েই তখন হুগলীর

* "উইলকিন্স সাহেব (যিনি পরে সার চার্লস্ উইলকিন্স নামে খ্যাত হন) নিজ হস্তে প্রথমে বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষর প্রস্তুত করেন। তৎপর পঞ্চানন কর্ম্মকার নামক এক ব্যক্তিকে ছেনী প্রস্তুত করিবার পন্থা শিখাইয়া দেন। ১৭৮৫ অব্দে সার ইলাইজা ইম্পের সংগৃহীত ইংরেজি ব্যবস্থা সকল জোনাথন ডন্‌কেন

কুঠীতে কর্ম্মচারী। উইলকিন্স হরফ-প্রস্তুতের কাজে পঞ্চানন কর্ম্মকার নামক স্থানীয় এক জন কামারের সাহায্য গ্রহণ করেন। পরবর্ত্তী কালে পঞ্চানন এই কাজে দক্ষ হইয়াছিলেন এবং এই পঞ্চানন ও তাঁহার জামাতা মনোহর শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনের সাহায্যে এদেশীয় বহু ভাষার অক্ষর প্রস্তুত করিয়াছিলেন ; এখন পর্য্যন্ত বাংলা দেশে যে অক্ষর প্রচলিত আছে তাহা পঞ্চানন ও মনোহর নির্ম্মিত অক্ষরের আদর্শেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে যাঁহারা বিস্তৃত বিবরণ জানিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত "বাংলা ছাপার হরফের জন্মকথা" প্রবন্ধ পড়িতে বলি।

বাংলা ছাপার হরফ সম্বন্ধে এখানে একটি কথার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। যেদিন হইতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সূত্রপাত (১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে) হইয়াছে, সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত এক দল পণ্ডিত একটা মোটা ভুল করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের ধারণা, গোড়ার দিকে কাঠের অক্ষরে বাংলা বই ছাপা হইয়াছিল। এই ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা মুদ্রিত পুস্তক ও সেই সম্পর্কে ইতিহাসাদি আলোচনা করিয়া আমরা নিঃসংশয় হইয়াছি যে, সেকালে বাংলা ভাষার একটি পুস্তকও কাঠের অক্ষরে মুদ্রিত হয় নাই। প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ *A Grammar of the Bengal Language* হইতে সুরু করিয়া যাবতীয় বাংলা অক্ষর সম্বলিত পুস্তক ছেনি-কাটা ছাঁচে ধাতুদ্রব্যে ঢালাই-করা অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছিল। কাটা হরফগুলি সমান ও সুদৃশ্য না হওয়াতেই ঐরূপ একটা ভ্রান্ত ধারণা আজও পর্য্যন্ত গল্পপ্রবণ গবেষকদের দ্বারা প্রচারিত হয়। আমাদের উক্তির প্রমাণ নিম্নলিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধে মিলিবে :—

১। *A Grammar of the Bengal Language* N. B. Halhed, 1778, Preface pp. xxii—xxiv.

২। *The Friend of India*, July 1818, pp. 61-62, 64 ; "Progress of Indian Literature."

৩। *The Life and Times of Carey, Marshman and Ward* by

সাহেব কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া কোম্পানির যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। কিন্তু বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষর-সৃষ্টির দিবস হইতে সাতবৎসর কাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষরের কিঞ্চিৎ মাত্র উন্নতি দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অতঃপর ফষ্টর [ফরষ্টর] সাহেব, কর্ণওয়ালিসের ১৭৯৩ অব্দের ব্যবস্থা যখন সরল ও চলিত ভাষায় অনুবাদ করিয়া মুদ্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হন, তখন যে অক্ষরের প্রয়োজন হয়, পঞ্চানন কর্ম্মকার নূতন এক সেট তাবা নির্ম্মাণ করিয়া তাহা প্রস্তুত করেন। এই মুদ্রাক্ষর উৎকৃষ্ট বলিয়া তৎকালে বিশেষ আদৃত হইয়াছিল। কালীকুমার রায় নামক এক ব্যক্তি সুছাঁদ লিখিতেন, তাঁহারই লেখা দেখিয়া বর্ত্তমান মুদ্রাক্ষরের ছাঁদ হইয়াছে। বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষরের যাহা কিছু উন্নতি তাহা শ্রীরামপুরে সংসিদ্ধ হইয়াছে।—'নববার্ষিকী' ১২৮৪, পৃ ১৪৪-৪৫।

John Clark Marshman, 1859; Vol. I, p. 70; "First Printing in Bengalee."

উইলকিন্স-কৃত হরফে হালহেডের ব্যাকরণ হুগলির যে ছাপাখানায় মুদ্রিত হইয়াছিল সেই ছাপাখানার বিষয়ে কিছুই জানা যায় না। নিম্নলিখিত দরখাস্তটি হইতে বুঝা যায় যে, ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস উইলকিন্সের তত্ত্বাবধানে গবর্ণর-জেনারেল ও কাউনসিল কলিকাতাতে একটি মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

To J. P. Auriol, Esq., Secretary to the General Department.

Sir,—The Hon'ble the Governor-General and Council having thought proper to establish a Printing Office under the Superintendence of Mr. Charles Wilkins, I am directed to transmit you the enclosed Copy of the Rates of Printing and to desire that you will prepare and furnish Mr. Wilkins with Copies of all such papers in your office as will admit of being printed, whether in the Persian, Bengal or Roman Character, leaving Blanks for Names, Dates and other occurrences as are liable to alter, and specifying the Number of each Form usually issued in the course of a year.

Revenue Department, I am, Sir,
Fort William, *the 8th January 1779.* Your most odedient Servant,
(Sd.) Geo. Hodgson,
Secretary.

Copy.

Rates of Printing.

For English Impressions.

For every Quire of Folio Post, Paper included.

If Printed on One Side. ... ... Sa. Rs. 3

If Printed on both sides ... ... " 5

For Persian and Bengali

For every Quire of Folio Post Printed on one side ... " 5

Do Do " 7

'Revenue Dept. (Sd.) W. Webber,
A true copy. *Sub-Secretary.*

১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে জেমস অগাষ্টাস হিকী তাঁহার 'বেঙ্গল গেজেট' মুদ্রণের জন্য কলিকাতায় সর্ব্বপ্রথম মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সিস গ্লাডউইন 'দি ক্যালকাটা গেজেট' প্রেস স্থাপন করেন। গবর্মেণ্টের যাবতীয় ছাপার কাজ এই ছাপাখানায় হইত।

মুদ্রাযন্ত্র-প্রতিষ্ঠার যুগে বাংলা গদ্য

সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত বাংলা-গদ্যের যে নমুনাটুকু ইতিপূর্ব্বে (জগতধির রায়ের দরখাস্ত) উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা হইতেই বাংলা-গদ্যের তৎকালীন প্রকৃতি ধরা পড়িবে; সেই গদ্যই কি ভাবে পরিবর্ত্তিত, পরিবর্জ্জিত ও রূপান্তরিত হইতে হইতে বর্ত্তমান অবস্থায় পৌঁছিল, তাহার ইতিহাস আজও পর্য্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে লিখিত হয় নাই। এক হিসাবে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে যে ভাষার প্রামাণিক আত্মপ্রকাশ দেখিতেছি, তাহা বাংলা দেশে মুসলমান-প্রভাবের ফল। ধর্ম্ম ও সমাজ জীবনে দীর্ঘ ছয় শত বৎসরের বৈদেশিক শাসন নানা ভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, সেই চাপে বাংলা ভাষার অন্তঃ ও বহিঃ প্রকৃতিও অব্যাহত থাকে নাই। কবিতায় ইহা তেমন প্রকট হয় নাই। একমাত্র ভারতচন্দ্র 'যাবনীমিশাল' ভাষা ইচ্ছা করিয়া প্রয়োগ করিয়াছিলেন; এমন কি, মুসলমান কবি আলাওলের ভাষাও সংস্কৃত-ঘেঁষা। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে প্রাত্যহিক প্রয়োজন সাধনে গদ্যের প্রয়োগ; সুতরাং আরবী ও পারসী শব্দকোষের দ্বারা বাংলা দেশের মৌখিক ও বৈষয়িক ভাষা প্রবলভাবে আক্রান্ত হইয়াছিল। এখন পর্য্যন্ত সে যুগের ভাষার নমুনা হিসাবে যত চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদি দাখিল করা হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটিতেই এই আক্রমণের আঘাত সুস্পষ্ট। বাংলা দেশে যদি ইংরেজের আগমন না ঘটিত তাহা হইলে আজিও আমাদিগকে বাংলা ভাষা লিখিতে বসিয়া "গরিবনেওাজ শেলামত" বলিয়া সুরু করিয়া "ফিদবি" বলিয়া শেষ করিতে হইত। তাহা মঙ্গলের হইত কি অমঙ্গলের হইত, আজ সে বিচার করিয়া লাভ নাই।

সংস্কৃতীকরণ

১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হালহেড এবং পরবর্ত্তী কালে হেন্‌রি পিট্‌স ফরষ্টার ও উইলিয়ম কেরী বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতজননীর সন্তান ধরিয়া আরবী পারসীর অনধিকার প্রবেশের বিরুদ্ধে রীতিমত ওকালতি করিয়াছেন এবং প্রকৃতপক্ষে এই তিন ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতের যত্ন ও চেষ্টায় অতি অল্প দিনের মধ্যে বাংলা ভাষা সংস্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এই আরবী-পারসী-নিসূদন-যজ্ঞের সূত্রপাত এবং ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে আইনের সাহায্যে কোম্পানীর সদর মফস্বল আদালতসমূহে আরবী পারসীর পরিবর্ত্তে বাংলা ও ইংরেজী প্রবর্ত্তনে এই যজ্ঞের পূর্ণাহুতি। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মও এই বৎসরে। এই যজ্ঞের ইতিহাস অত্যন্ত

কৌতূহলোদ্দীপক ; আরবী পারসীকে অশুদ্ধ ধরিয়া শুদ্ধ পদ প্রচারের জন্য সেকালে কয়েকটি ব্যাকরণ-অভিধানও রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল ; সাহেবেরা সুবিধা পাইলেই আরবী-পারসীর বিরোধিতা করিয়া বাংলা ও সংস্কৃতকে প্রাধান্য দিতেন ; ফলে দশ পনর বৎসরের মধ্যেই বাংলা-গদ্যের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর অষ্টম ও নবম দশকে স্বয়ং হালহেড এবং বাংলার ক্যাক্স্টন অদ্বিতীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ভগবদ্‌গীতার অনুবাদক চার্লস উইলকিন্স সংস্কৃত ও বাংলা শব্দসংগ্রহে* মনোনিবেশ করিয়া সংস্কৃত রীতিতে বাংলার শব্দকোষ সমৃদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৭৭৮ সালে লিখিত হালহেড সাহেবের মন্তব্যপাঠে এই সকল বৈদেশিক পণ্ডিতের মনোভাব সুস্পষ্ট ধরা পড়িবে। তিনি লিখিয়াছিলেন—

Hitherto we have seen the formation and construction of the Bengal language in all its genuine simplicity ; when it could borrow Shanscrit terms for every circumstance without the danger of becoming unintelligible, and when tyranny had not yet attempted to impose its fetters on the freedom of composition····· how far the Modern Bengalese have been forced to debase the Purity of their native dialect, by the necessity of addressing themselves to their Mahommedan Rulers ···[who] obliged the natives to procure a Persian translation to all the papers which they might have occasion to present. This practice familiarised to their ears such of the Persian terms as more immediately concerned their several affairs; and by long habit they learnt to assimilate them to their own language, by applying the Bengal inflexions and terminations. †

অর্থাৎ, বাংলা-গদ্যের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাংলা লিখিত ভাষা প্রয়োজনমত সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার হইতে শব্দসম্ভার আহরণ করিত বলিয়াই ভাষার রীতি ও প্রকৃতি অকৃত্রিম ও সরল ছিল। কিন্তু মুসলমান-শাসনকর্ত্তাদের অত্যাচারে সকল ব্যাপারে পারসী-ব্যবহার বাধ্যতামূলক হওয়াতে চলিত ভাষার শুদ্ধতা নষ্ট হইয়াছে এবং কেবল মাত্র অভ্যাসের দোষে বহু পারসী শব্দ বাংলা ভাষার অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে।

হালহেড তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় আরও বলিয়াছেন যে, খাঁটি বাংলা ভাষার

---

* N. B. Halhed প্রণীত (*A Code of Gentoo Laws* (১৭৭৬ খ্রীঃ) ও হটন সাহেবের বাংলা-ইংরেজী অভিধানের (লণ্ডন ১৮৩৩) ভূমিকায় স্যর চার্লস্ উইলকিন্সের শব্দসংগ্রহের উল্লেখ দ্রষ্টব্য।

† N. B. Halhed : *A Grammar of the Bengal Language*, pp. 207-8

ব্যাকরণ দ্বারা অধুনা বাংলা দেশে ব্যবহৃত ভাষার সম্যক্ হালচাল উপলব্ধি সম্ভব নয়। যে বহুসংখ্যক রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্বারা বাংলা দেশ পীড়িত হইয়াছে সেগুলি দেশের ভাষার সারল্যও নষ্ট করিয়াছে এবং ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী, ভিন্নদেশবাসী ও পৃথক্ রীতিনীতিসম্পন্ন লোকদের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী লেনদেনের ফলে বাঙালীর কানে বৈদেশিক শব্দ আর অপরিচিত ঠেকে না। মুসলমান, পোর্ত্তুগীজ ও ইংরেজ পর-পর সকলেই ধর্ম্ম, আইন, কারুশিল্প ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত বহু শব্দসম্ভার বাংলা ভাষার কাঁধে চাপাইয়া দিয়াছে।*

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে হেন্‌রি পিট্‌স্ ফরষ্টার তাঁহার সুবিখ্যাত ইংরেজী-বাংলা অভিধান সঙ্কলন করিতে গিয়া বাংলা ভাষা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

it [তাঁহার শব্দসংগ্রহ] will nevertheless assist in forming an idea of the richness of the language, and tend to show its capability of being applied to every species of composition, and of expressing every idea of the mind, without the use of Persian or Arabick pedantisms :— which, as far as my limited knowledge has enabled me, I have studiously endeavoured to avoid, while I have been solicitous to restore to their proper rank, the pure Bongalee terms, whose places they had usurped.·········Introduction, i.

······Exclusive of a stock of original words, more copious than the Greek itself, the polite Bongalee possesses a very great variety of modifying particles, which add much to the beauty and energy of the Tongue—*Ibid*, ii.

It must surely then appear a glaring inconsistency, that we should continue to use the Persian, with which the natives are as little acquainted as ourselves, as the official language ; and daily experience proves the disadvantages of our not being able to hold a general personal intercourse, with the people committed to our superintendence, except through the medium of a third person, too frequently interested in imposing on both parties—*Ibid*, iv.

ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝাইবার জন্য ফরষ্টার সাহেব আদালতের একটি বিচারের দৃষ্টান্ত দ্বারা এই ভাষা-বিভ্রাট প্রকট করিয়াছেন।

সম্পূর্ণ বর্ণজ্ঞানহীন সর্ব্বনিম্ন ডোম-শ্রেণীর এক জন ফরিয়াদী প্রথমতঃ থানার দারোগার

* Halhed : *A Grammar of the Bengal Language*, pp. xx-xxi.

নিকট কাহারও বিরুদ্ধে সামান্য নালিশ জানাইল। পারসী ভাষায় তোতাকাহিনী পর্য্যন্ত দারোগা সাহেবের বিদ্যা। ডোমের আরজি দারোগা সাহেব পারসী অথবা বাংলাতে লিখিয়া লইলেন; যদি পারসীতে লেখেন তাহা হইলে এই পারাসীবিশারদ পারসী হরফে কুৎসিত বাংলা লিখিবেন, মধ্যে মধ্যে পারসী বাক্যবিন্যাস থাকিবে; আর যদি বাংলায় লেখেন তাহা হইলে ফরিয়াদীর নালিশ তিনি এই শ্রেণীর পারসীতেই অনুবাদ করিয়া লইবেন!—সাক্ষীদের বক্তব্যও এই সঙ্গে এই পদ্ধতিতে লিখিয়া লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠান হইল; সেখানেও আর এক দফা পারসীতে বাংলাতে তালগোল পাকাইল এবং শেষ পর্য্যন্ত নিজামৎ আদালতের নিকট ঘটনার বিবরণ বিচারার্থ প্রেরিত হইল। সেখানে এই অদ্ভুত বিবরণের ইংরেজী অনুবাদ যাহা দাঁড়াইল তাহাতে আসামীর দীর্ঘ কারাবাস, দ্বীপান্তর অথবা ফাঁসি পর্য্যন্ত হওয়া বিচিত্র নয়।

উইলিয়ম কেরীরও বিশ্বাস ছিল—

The Bengalee language is superior in point of intrinsic merit to every language spoken in India and in point of real utility yields to none.

এই আন্দোলনের ফলে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের দিকে বাংলা ভাষা যে রূপ লইয়াছিল W. S. Seton-Karr সে সম্বন্ধে ঐ সালে লিখিয়াছিলেন—

Closely dependant on the parent Sanskrit, it possesses many of the advantages, and few of the blemishes, which characterize that first of Indo-Germanic tongues. Though not without a few dialectical variations, it preserves mainly an unbroken regularity, from the banks of the Subhanrika [সুবর্ণরেখা], to the frontiers of Assam. It is simple in its structure, lucid in its syntax, and vigorous in its expressions, and above all, it is inseparably connected in our mind with those pleasing recollections, which the progress of education, and the first dawning of enlightened opinions in the Lower-Provinces, cannot fail to excite···It has frequently been remarked that Bengali more closely resembles Sanskrit than Italian does Latin. We might go further, and almost say that it has altered very little more from the original, than modern Greek has from the language of Thucydides and Plato. Bengali has experienced but a moderate change from the vicissitudes of conquest, and the successive sway of Mussulman or Affghan dynasties. It is true that

the influx of Persian and Arabic substantives, into the spoken and even the written dialect, has been very considerable : but the great landmarks of the language have remained fixed and unalterable.

এরূপ বিস্তৃতভাবে বাংলা ভাষা সম্পর্কে তৎকালীন ইংরেজ পণ্ডিতদের মতামত উদ্ধৃত করিবার কারণ এই যে, বর্ত্তমানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বলিয়া যাহা খ্যাত, অষ্টাদশ শতাব্দীর নীহারিকা-অবস্থা হইতে তাঁহাদের সম্মিলিত চেষ্টাতেই তাহা প্রথম নির্দ্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করে। এ বিষয়ে বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতি সম্পূর্ণভাবে তাঁহাদের কাছেই ঋণী ; অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসে বাঙালীর দান নাই বলিলেই হয়। যে এক জন মাত্র বাঙালীর নাম অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে পাই, তিনিও ইঁহাদের সহিতই সম্বন্ধযুক্ত, ইঁহাদের উৎসাহ ও অয়ে প্রতিপালিত ; স্বাধীনভাবে বাংলা-সাহিত্য সম্পর্কে ইঁহার কোনও কীর্ত্তিই নাই। এই একক বাঙালীর নাম রামরাম বসু। জন টমাস ও উইলিয়ম কেরী প্রবর্ত্তিত শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশন সম্পর্কে ইঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে যাহার সূত্রপাত, ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাহার একুশ বৎসরের ইতিহাস খুব বিরাট ও বিচিত্র হইবার কথা নয়, কিন্তু তথাপি সেগুলিই গোড়ার কথা এবং সত্য ও কৃতজ্ঞতার খাতিরে এই ইতিহাস আমাদিগকে জানিতেই হইবে। সত্য বটে কোনও মৌলিক রচনা এই কালে রচিত হয় নাই, সত্য বটে লেখক ও সংগ্রাহক মাত্রেই বৈদেশিক, তথাপি একথা আমাদের আজ অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে ইঁহাদের সমবেত চেষ্টাতেই বাংলা লিখিত-গদ্য একটা রূপ ধারণ করিতেছিল—যাহা বাঙালী-লেখকের লেখনীমুখে সর্ব্বপ্রথম 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া রাজা রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমে পরিণতি লাভ করিয়াছে।

১৭৭৮—১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ

এই একুশ বৎসরের ইতিহাসে আমরা মাত্র ছয় জন বৈদেশিক কর্ম্মীর নাম পাইতেছি ; ইঁহাদের কীর্ত্তি ব্যাকরণ, অভিধান ও শব্দশিক্ষা প্রণয়নে এবং কয়েকটি আইনের বহির অনুবাদ রচনায় মাত্র পর্য্যবসিত। কিন্তু এই সকল মহানুভব ব্যক্তির অমানুষিক অধ্যবসায় ব্যতিরেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দুর্গম পথ দুর্গমই থাকিয়া যাইত ; আয়াসপ্রিয় ও শিথিলমনা বাঙালীর দ্বারা এই দুর্গম দুরারোহ ভূখণ্ডে ব্যাকরণ-অভিধানের খোন্তা-কোদাল চালাইয়া একটা পথ গড়িয়া তোলা কঠিন হইত। এই বৈদেশিক ছয় জনের নাম আমরা শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারণ করিতেছি।

প্রথম—নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড, ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজী ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ

A Grammar of the Bengal Language রচনা করিয়া চার্লস্ উইলকিন্স-নির্ম্মিত সীসার বাংলা হরফ ব্যবহার করিয়া তাহা মুদ্রিত করেন। মুদ্রণস্থল হুগলী।

দ্বিতীয়—জোনাথান ডানকান, ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে *Regulations for the Administration of Justice, in the Courts of Dewannee Adaulut* অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। মুদ্রণস্থল কলিকাতা, The Honorable Company's Press.

তৃতীয়—এন. বি. এডমন্‌ষ্টোন ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে *Bengal Translation of Regulations for the Administration of Justice, in the Fouzdarry, or Criminal Courts ; in Bengal, Behar and Orissa* অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। মুদ্রণস্থল কলিকাতা, The Honorable Company's Press.

ইনি ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে *Bengal Translation of Regulations for the guidance of the Magistrates. Passed by the Governor General in Council in the Revenue Department, on the 18th of May, 1792* [with some supplementary enactments] অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। মুদ্রণস্থল কলিকাতা, The Honorable Company's Press.

চতুর্থ—হেনরি পিট্‌স্ ফরষ্টার "১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত নবাব গবর্ণর জেনারল বাহাদুরের হজুর কৌনসেলের ১৭৯৩ সালের তাবৎ আইন। তাহা নবাব গবর্ণর জেনারল বাহাদুরের হজুর কৌনসেলের আজ্ঞাতে মুদ্রাঙ্কিত" করেন। মুদ্রণস্থল কলিকাতা।

এই হেন্‌রি ফরষ্টারই ছয় বৎসর পরে অর্থাৎ ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁহার সুবিখ্যাত *A Vocabulary in two parts, English and Bangalee, and vice versa* পুস্তকের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। ইহার দ্বিতীয় খণ্ড ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয়। মুদ্রণস্থল কলিকাতা, ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর প্রেস।

পঞ্চম—এ. আপজন্, ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার 'ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি' প্রকাশ করেন। মুদ্রণস্থল কলিকাতা, দি ক্রনিকল প্রেস।

এবং ষষ্ঠ—জন্ মিলার ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে *The Tutor* বা 'শিক্ষ্যা গুরু' পুস্তক প্রকাশ করেন। মুদ্রণস্থল অনির্দ্দিষ্ট, সম্ভবতঃ কলিকাতা।

বাংলা-গদ্যের ভিত্তিপত্তনে এই ছয় জন ইংরেজের ব্যক্তিগত চেষ্টা ও অধ্যবসায় সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের কালে লোকের মুখে মুখে প্রচলিত বিশৃঙ্খল বাংলা ভাষাকে তাঁহারাই ব্যাকরণ-অভিধানের গণ্ডীর মধ্যে বাঁধিয়া সাধারণের ব্যবহারের উপযোগী করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। বাংলা ভাষা ও তাহার উন্নতিসাধনে হালহেড ও ফরষ্টারের দান সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ প্রাচ্যভাষাবিৎ এইচ. টি. কোলব্রুক ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে 'এশিয়াটিক রিসার্চেস' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

Gaura, or, as it is commonly called, *Bengalah* or Bengali is the

ক		
কাঁটালিকলা	a plantain of an angular kind	କାଁଠାଳି କଦଳି
কাটাইতে	to cauſe to cut	କଟାଇବାକୁ
কাটার	a poignard, dagger	କଟାର
কাটারি	a crooked broad knife	କଟାରି
কাটিতে	to cut, to hew	କାଟିବାକୁ
কাটিতে অাখর	to blot a letter	କାଟିବାକୁ ଅକ୍ଷର
কাটনাকাটিতে	to ſpin	କାଟନା କାଟିବାକୁ
কাটরা	a fence of boards	କାଠରା
কাঠুরা	a wood-cleaver	କାଠୁରିଆ
কাঁটা	a thorn, a fork, a fiſh-bone	କଣ୍ଟା
কাঠ	wood	କାଠ
কাঠ বেরাল	a ſquirrel	କାଠ ବିଲେଇ
কাঠের	wooden, of wood	କାଠର
কাঠখড়	fire-wood	କାଠଖଣ୍ଡ
কাঠের মাড়	a float of timber	କାଠଭଗାଡ
কাঠা	a meaſure, a cotta or piece of ground [4 ells ſquare	କାଠା
কাড়াকাড়ি	force, violence	କଡାକଡି
কাড়িয়া আনিতে	to get by force	କାଢ଼ିଆଣିବାକୁ

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা ক্রনিকল প্রেসে মুদ্রিত সর্ব্বপ্রথম বাংলা-ইংরেজী
অভিধানের (আপজন্) একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি
(পৃষ্ঠা ৩২)

মপস্বল দেওয়ানি আদালত সকলের ও সদর দেওয়ানি আদালতের
বিচার ও ইনসাফ চলন হইবার কারণ ধারা ও নিয়ম

শ্রীযুত বড়সাহেব ও কৌন্সলের সাহেবলোক বিচারের যে নিয়ম ও ধারা
ইঙ্গরেজি ১৭৭২ সনের ২১ আগস্ত মাসে বাঙ্গলা ১১৭৯ সনের ৮
ভাদ্রে নিরূপণ করিয়াছিলেন তাহাতে পাটনা ও মুরশিদাবাদ ও ঢাকা ও
দিনাজপুর কিম্বা পুরনিয়া ও বর্দ্ধমান ও কলিকাতা এই সকল স্থানেতে
মপস্বলের দেওয়ানি আদালতের ও সহর কলিকাতায় সদর দেওয়ানি
আদালত আপিলের কচহরি স্থৈর্য্য হইয়াছিল তাহার পর ইঙ্গ ১৭৭৩
সন নাগায়দ ১৭৭৯ সন ইঙ্গরেজি সেই সদর আদালত স্থগিত ছিল
পরে ১৭৮০ সনে শ্রীযুত বড়সাহেব ও কৌন্সলি সাহেব লোকের
আজ্ঞামতে পুনশ্চ স্থৈর্য্য হইল কিন্তু শ্রীযুত বড় সাহেব ও কৌন্সলি
সাহেবলোক অনবকাস অন্য কখন সেই সদর আদালতে বসিতে
পারেন নাই একারণ সেই সনের অক্তোবর মাসের ২৪ বাঙ্গলা সন
১১৮৭। ১১ কার্ত্তিক তারিখে আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে সদর আদালতে

জোনাথান ডান্‌কান-অনূদিত ও ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত *Regulations for the Administration of Justice in the Courts of Dewannee Adaulut* পুস্তকের একটি পৃষ্ঠা।
(পৃষ্ঠা ৩৪)

language spoken in the provinces, of which the ancient city of *Gaur* was once the capital. It still prevails in all the provinces of Bengal, excepting perhaps some frontier districts ; but is said to be spoken in its greatest purity in the eastern parts only ; and, as there spoken, contains few words which are not evidently derived from *Sanscrit*. This dialect has not been neglected by learned men. Many *Sanscrit* poems have been translated, and some original poems have been composed in it. Learned *Hindus* in Bengal speak it almost exclusively : verbel instruction in sciences is communicated through this medium, and even publick disputations are conducted in this dialect. Instead of writing it in the *Devanagari*, as the *Pracrit* and *Hindevi* are written, the inhabitants of Bengal have adopted a peculiar character, which is nothing else but *Deva-nagari* differmed for the sake of expeditious writing. Even the learned amongst them employ this character for the *Sanscrit* language, the pronunciation of which too they in like manner degrade to the Bengali standard. The labours of Mr. Halhed and Mr. Forster have already rendered a knowledge of the *Bengali* dialect accessible ; and Mr. Forster's further exertions will still more facilitate the acquisition of a language, which cannot but be deemed greatly useful, since it prevails throughout the richest and most valuable portion of the British possessions in India. —Vol. VII, pp. 223-4.

হালহেড ও তাঁহার ব্যাকরণ, ফরষ্টার ও তাঁহার অভিধান সম্পর্কে ইতিপূর্ব্বে অনেকে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন ; তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয়ের আলোচনা উল্লেখযোগ্য। আপজনের অভিধান সম্পর্কে আমি ৪৩শ ভাগ 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র ৪র্থ সংখ্যায় যথাসম্ভব আলোচনা করিয়াছি। বাংলা-গদ্যের ইতিহাসে এগুলির বিস্তৃততর পরিচয় অনাবশ্যক।

জোনাথান ডান্‌কান

১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত জোনাথান ডানকান সাহেবের আইন-বহির অনুবাদটি বাংলা ভাষার ইতিহাসে একখানি মহামূল্য গ্রন্থ। বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত ইহাই সর্ব্বপ্রথম সম্পূর্ণ গদ্যগ্রন্থ। ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২১৫+৩১। যে-সকল আইন নন্দকুমার-মামলার

বিচারপতি বিখ্যাত স্যর ইলাইজা ইম্পে কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া 'ইম্পে কোড' নামে প্রসিদ্ধ ছিল, এই গ্রন্থ তাহারই অনুবাদ এদেশের কুত্রাপি এই পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যায় নাই ; লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ম ও ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরীতে ইহার এক খণ্ড আছে।

জোনাথান ডানকান ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সিবিলিয়ান রূপে কলিকাতায় পদার্পণ করেন এবং ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে অবস্থান করেন। তৎকালীন বাংলা ভাষায় ইঁহার অসাধারণ দখল দেখিয়া ওয়ারেন হেষ্টিংস ইঁহাকে 'ইম্পে কোড' অনুবাদে নিযুক্ত করেন। ১৭৮৮ সালে ইনি বারাণসীর রেসিডেণ্ট সুপারিণ্টেনডেণ্ট হইয়া যান। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস হইতে ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের ১১ আগষ্ট তারিখে মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি বোম্বাইয়ের গবর্ণর ছিলেন। টিপু সুলতানের সহিত যুদ্ধ ও মারাঠা-যুদ্ধ তাঁহার সময়েই সংঘটিত হয়।

জোনাথান ডানকানের ভাষার কিছু নমুনা দিতেছি—

মপস্বল দেওয়ানি আদালত সকলের ও সদর দেওয়ানি আদালতের বিচার ও ইনসাফ চলন হইবার কারণ ধারা ও নিয়ম—

শ্রীযুত বড়সাহেব ও কৌসলের সাহেবলোক বিচারের যে নিয়ম ও ধারা ইঙ্গরেজি ১৭৭২ সনের ২১ আগস্ত মাসে বাঙ্গলা ১১৭৯ সনের ৮ ভাদ্রে নিরুপণ করিয়াছিলেন তাহাতে পাটনা ও মুরসিদাবাদ ও ঢাকা ও দিনাজপুর কিম্বা পূরনিয়া ও বর্দ্ধমান ও 'কলিকাতা এই সকল স্থানেতে মপস্বলের দেওয়ানি আদালতের ও সহর কলিকাতায় সদর দেওয়ানি আদালত আপিলের কচহরি স্থৈর্য্য হইয়াছিল তাহার পর ইস্তক ১৭৭৪ সন লাগায়দ ১৭৭৯ সন ইঙ্গরেজি সেই সদর আদালত স্থগিত ছিল পরে ১৭৮০ সনে শ্রীযুত বড়সাহেব ও কৌসলি সাহেব লোকের আজ্ঞামতে পুনশ্চ স্থৈর্য্য হইল কিন্তু শ্রীযুত বড়সাহেব ও কৌসলি সাহেব লোক অনবকাশ জন্যে কখন সেই সদর আদালতে বসিতে পারেন নাই একারণ সেই সনের অক্টোবর মাসের ২৪ বাঙ্গলা সন ১১৮৭।১১ কার্ত্তিক তারিখে আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে সদর আদালতে এক জন হাকিম তাঁহারদিগের অভিপ্রায় মতে নিযুক্ত হবেন তিনি সেই আদালতে বসিয়া বিচার করিবেণ সংপতি তাহা অন্যথা হইয়া এই স্থির হইল যে সাহেবেরা আপনা হইতে অথবা আপনারদিগের প্রস্থে যাহারদিগকে নিযুক্ত করেণ তাঁহারা সেই কার্য্য করিবেণ আর মপস্বল দেওয়ানি আদালতের জিলাসকল বিস্তীর্ন জন্যে লোকের ব্যামোহ হইত ইহা জানিয়া ও বিচার শীঘ্র ও ভাল মতে হয় একারণ ১৭৮১ সনের ৬ ছয়ক্রি আপরিল বাঙ্গলা ১১৮৭ সনের ২৭ চৈত্রমাসে মপস্বলে আর কয়েক স্থানে নূতন দেওয়ানি আদালতের কচহরি মেদিনীপুর ও রঘুনাথপুর ও রঙ্গপুর ও চাতরা ও লোয়া ও দরভাঙ্গা ও ভাগলপুর ও নাটোর ও আজমিরিগঞ্জ ও বাকরগঞ্জ ও ইসলামাবাদ ও মুড়লিতে নিরুপিত হইয়াছে এবং পূর্ব্বে লোকের আয়াস ও ব্যামোহ না হয় এ জন্যে পুরনিয়ার আদালত তাজপুরে নিরুপিত হইয়াছিল এখনও সেই হেতু লোয়ার আদালত মিছইতে ও রঘুনাথপুরের

আদালত রাজহাট ও আজমিরিগঞ্জের আদালত মুলতানুইতে স্থৈর্য্য হইল আর ইহার পূর্ব্বে কোন ২ সময় কোন ২ কার্য্যের নিমিত্তে মপস্বলের সকল আদালত ও সদর আদালতের বিচারের কারণ অনেক প্রকার আজ্ঞা হইয়াছে কিন্তু তাহার মধ্যে অনেক কথা এমত আছে যে নূতন আদালত সকলের কার্য্যে আইসে না…

১৭৭৮ সনে মুদ্রিত যে পত্র পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, এই গ্রন্থের ভাষা তাহা অপেক্ষা কতখানি সংস্কৃত হইয়াছে তুলনা করিয়া দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

এন. বি. এডমনষ্টোন

নীল বেঞ্জামিন এডমনষ্টোনও সিবিলিয়ান ছিলেন। পার্লামেণ্টের সদস্য স্যর আর্চিবল্ড এডমনষ্টোনের এই পুত্র ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সিবিলিয়ান হইয়া কলিকাতায় আসেন ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে; সেক্রেটারিয়েট হইতে তিনি গবর্মেণ্টের পার্সী-অনুবাদক পদে উন্নীত হন। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গবর্ণর-জেনারেলের প্রাইভেট সেক্রেটরী নিযুক্ত হন। তিনি ১৮১২ সাল হইতে ১৮১৮ সাল পর্য্যন্ত সুপ্রীম কাউন্সিলের মেম্বর ছিলেন ও ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক জন ডিরেক্টর হইয়াছিলেন। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে তাঁহার মৃত্যু হয়।

এডমনষ্টোনের ভাষা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ও পার্সীঘেঁষা। দৃষ্টান্ত দিতেছি—

সেওয়ায় মহালাত মুতালুকে সহর মুরসিদাবাদ ও আজিমাবাদ ও জাহাগির নগর জে এই তিন মোকামে আদালতের সিরিস্তা আলাহিদা মোকরর হইল আর এই তিন আদালতের এলাকার সরঙ্গী সাহেব জিলাদিগের তজবিজমতে হইবে মঞ্জুর হইল এবং সেওায় সহর কলিকাতা জেবড় আদালতের তাবে আছে জারি থাকিবেক—

[অন্যত্র]—সকল ফেরকার লোককে রক্ষা করা হাকিমের কর্ত্তব্ব কর্ম্ম বিশেসত তাহাদিগে জাহারা সহজেই অত্যন্ত দুস্থ পেটার তালুকদারান ও রায়ত লোক ও আর খেত আবাদ করণওালা দিগের ভালর নিমিথ্যে ও রক্ষা করিবার নিমিথ্যে নবাব গবনর জানরেল বাহাদুর যথন মনাছেব বুঝেন আইন করিবেন…

হেন্‌রি পিট্‌স্ ফর্‌ষ্টার

হেন্‌রি পিট্‌স্ ফর্‌ষ্টারের জীবনী অনেকে আলোচনা করিয়াছেন।* তাঁহার বাংলা ও সংস্কৃত জ্ঞান ছিল অসাধারণ এবং প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে বাংলা ভাষা কিঞ্চিৎ মর্য্যাদা অর্জ্জন করিয়াছিল। সি. ই. বাক্‌ল্যাণ্ড তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

…largely through his efforts, Bengali became the official as well as the literary language of Bengal.…

---

* S. K. De: *Bengali Literature in the Nineteenth Century*, pp 89-92.

তাঁহার বিখ্যাত কর্ণওয়ালিস কোডের অনুবাদের একটু পরিচয় দিতেছি—

হাকীমের উচিত জে ছোট বড় সকল লোকের বিশেষতো দুস্থ ও গরিবদিগের রক্ষা নিয়ত করেণ অতয়েব ঐ শ্রীযুত সকল মফশ্বলী তলুকদার ও প্রজা প্রভৃতি চাসী লোকদিগের কল্যাণ ও কুশলের নিমিত্ত যে কালে যে আইন করণ উচিত জানেন সেকালে তাহাই নির্দ্দিষ্ট করেণ কিন্তু এমত সকল 'আইন নির্দ্দিষ্ট হইবাতে কোনো প্রকারে জমীদার ও হজুরী তালুকদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারীদিগের শিরে যে মোকররী জমার ধার্য্য রহে তাহা দিবার বিষয়ে তাহারদিগের কিছু আপত্য ও ওজর হইবেক না।

জন্ মিলার

এখন পর্য্যন্ত মিলারের নাম বাংলা-ইংরেজী অভিধান সম্পর্কে লঙের ক্যাটালগে, 'বিশ্বকোষে' ও ডক্টর সুশীল কুমার দের *History of Bengali Literature* পুস্তকে উল্লিখিত দেখিয়াছি, কিন্তু তাঁহার অভিধান কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাগারে আখ্যাপত্রহীন যে পুস্তকখানিকে মিলারের অভিধান বলিয়া সুশীলবাবু উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা পরে আপ্‌জনের 'বোকেবুলরি' বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং এত দিন মিলারের নামটাই ছিল—তাঁহার কীর্ত্তির কোনও পরিচয় পাওয়া যায় নাই। রামকমল সেনের *A Dictionary in English and Bengalee* (1834) পুস্তকের ভূমিকায় লিখিত আছে—

In 1801 a *Mr. Miller* compiled a work in English and Bengalee, containing in a thin folio volume about a hundred and forty pages, in which were given the alphabet, a few syllables, the names of a few of the productions, some elementary rules of Grammar and some stories not equal however to forty pages of the English Reader lately published by the School Book Society. He printed no fewer than 4000 copies of this work and the whole impression was subscribed for at 32 Rupees the copy, before the work issued from the press.—Pp. 17-18.

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকগণ সম্ভবতঃ রামকমলের এই বিবৃতিটুকু ভাল করিয়া দেখেন নাই, দেখিলে মিলারের ওয়ার্ডবুকটি 'অভিধান'-খ্যাতি লাভ করিত না। আমরা সম্প্রতি এই পুস্তকের একটি খণ্ডের সন্ধান পাইয়াছি ও পুস্তকের কয়েক পৃষ্ঠার ফোটোগ্রাফ আনাইয়াছি। জন মিলারের গ্রন্থের নাম—

The Tutor or a New English and Bengalee Work, well adapted to teach the Natives English in three parts.

[৮]

এগারবহ দুষ্টলোক দিগেকে গ্রেফতার করিয়া নিচের লিখা হুকুম মাফিক মোকদ্দমা তজবিজ করিয়া আদালতে দায়ের ও সায়েরের নিবিস্তার রুজুকারিবার জন্যে ঐ সকল দুষ্টলোকের হাজির জামিন লইবেন—

৪ ধারা—

জখন [illegible] আরবিশ কাহারনামে খুনি ও ডাকাতি ও দিগর তকসির দায়ের জরমাতে ফৌজদারির সাহেবের নিকট পঁউছে সাহেব মজকুর ফেরাদির মুকত্তা নালিসের উপর সুরুতি লওনের পর আসামী ধরিয়া আনার জন্যে একওয়ারিন্ত ফেরাদির ও মতের তফসিল তাহাতে লিখিয়া আপন মোহর ও দস্তখতে জারি করিবেন আর জখন সাহেব মজকুরের সাক্ষাতে আসামী পঁউছে তাহার তহমতে তকসির তজবিজ তদারি করিয়া জবানবন্দি কিম্বা সুরুতি লেখাইয়া লইবেন ও ফেরাদী ও মোকদ্দমার ওয়াকিফকার লোক দিগের জবানবন্দি সুরুতি করাইয়া লেখাইবেন যে সুরতে এইমত তহকিক ও তজবিজের পর সাহেব মজকুরের নিশ্চিত হয় যে তকসির মজকুর মুকত্তা হয় নাই কিম্বা সে তহমত আসামীর উপর নিতান্ত মিথ্যা সেইমতে আসামী মজকুরকে খালাষ দিবেন কিন্তু যে সুরতে এমত নিশ্চিত হয় যে তকসির মজকুর মুকত্তা বটে ও ঐ তকসির আসামী মজকুর করিয়াছে সাহেব মজকুর তকসিরের উপযুক্ত মাফিক কিম্বা তাহাকে চালান করিবেন কিম্বা আদালতে দায়ের ও সায়েরে সে মোকদ্দমার তজবিজের জন্যে তাহার হাজির জামিন লইবেন ও ফেরাদী ও ইসাদ লোক দিগের জামিন লইবেন মোকদ্দমার তজবিজ কালে বরাবর হাজির থাকেন—

৫ ধারা

এন. বি. এডমনস্টোন-অনূদিত ও ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত *Bengal Translation Regulations for the Administration of Justice in the Fouzdarry, or Criminal Courts in Bengal, Behar and Orissa* পুস্তকের একটি পৃষ্ঠা।

৭ শ্রীশ্রীরাম—

সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িস্যার জমিদারান ও হুজুরি তালুকদারান [illegible] জমিনের মালিক সদরে মালগুজারিকরে তাহার দিগকে এন্তেহার দেওয়া জাইতেছে—

প্রথম—

সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িস্যার সদর খাজানার দষ সালা বন্দবস্তের জে সকল আইন ইংরেজী সন ১৭৮৯ সালের মাহ সেপ্তম্বরের ১৮ তারিখে মুতাবিক ২৭ জেলহেজ সন ১২০৩ হিজরি মুতাবেক ৫ মাহ আশ্বিন সন ১১৯৬ বাঙ্গালা ও ইংরেজী সন ১৭৮৯ সালের মাহ নবম্বরের ২৫ তারিখে মুতাবেক ৭ রবিওল আওল সন ১২০৪ হিজরি মুতাবিক ১২ মাহ অগ্রহায়ন সন ১১৯৬ বাঙ্গালা ও ইংরেজী সন ১৭৯০ সালের মাহ ফেবরেলের ১০ তারিখে মুতাবিক ২৪ মাহ জমাদিওল আওল সন ১২০৪ হিজরি মুতাবেকে ১ মাহ ফাল্গুন সন ১১৯৬ বাঙ্গালায় হইয়াছে তাহাতে জমির মালিকের দিগে খবর দেওয়া গিয়াছে জাহারা সরকারের সহিত বন্দবস্ত করিবেন তাহা দিগের জমির জমা ঐ আইন মাফিক জাহা ধার্য্য হবেক তাহা দষ বৎসারের পরেও বরাবর ওহামেসা কায়েম থাকিবেক জদ্যপী শ্রীহুৎ ইংরেজ কোম্পানির তরফ বিলাতের কার্য্যের মুক্তিয়ার কারেরা মঞ্জুর করেন নতুবা কায়েম থাকিবেক না—

দ্বিতিয়দফা—

সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িস্যার জমিদারান ও হুজুরি তালুকদার ও আর জেকেহ জমিনের মালিক সদরে মালগুজারিকরে তাহার দিগকে [illegible] নবাব গবনর জেনরেল বাহাদুর খবর দিতেছেন জে শ্রীহুৎ ইংরেজ

এইচ. পি. ফরস্টার-অনূদিত ও ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত 'কর্নওয়ালিস কোড' পুস্তকের একটি পৃষ্ঠা

(পৃষ্ঠা ৩৬)

সিক্ষ্যাগুরূ কিম্বা এক নৈতন ইংরাজি আর বাঙ্গালা বহি ভালো উপযুক্ত আছে বাঙ্গালি দিগেরকে ইংরাজি সিক্ষা করাইতে তিন খণ্ডে Compiled Translated and Printed By John Miller 1797.

যে ক্যাটালগে এই পুস্তকের উল্লেখ দেখি তাহাতে ইহা 'শ্রীরামপুরে' মুদ্রিত বলিয়া উল্লেখ আছে। পুস্তকের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৬+১৬৪। কিন্তু শ্রীরামপুরে ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে কোনও মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া আমাদের জানা নাই। সেখানে উইলিয়ম কেরীর যত্নে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি তারিখে প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া আমরা জানি। সুতরাং সম্ভবতঃ পুস্তকটি কলিকাতার কোনও ছাপাখানায় মুদ্রিত হইয়া থাকিবে।

জন মিলারের কোনও পরিচয় সংগ্রহ করা দুরূহ। সেই সময় একাধিক 'জন মিলার' কোম্পানীর রাইটার রূপে নিযুক্ত ছিলেন; অন্য কোনও জন মিলারের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। এই পুস্তকের ভূমিকার ভাষা এত অদ্ভুত যে তাহা পড়িলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, জন্ মিলার বাংলা ভাষা সম্পর্কে নিরঙ্কুশ ছিলেন। ভূমিকাটি অংশতঃ এইরূপ—

বাঙ্গালিদিগেরকে

আমি এই অবধি বুঝিয়াছি বিশয়ের সহিত। জে কোনো কেতাব না অদ্যাবধি প্রকাশ পাইয়াছে সিখাইতে তোমাদিগেরকে ইঙ্গরাজি কথা সহজে আর অনাআসে। তাহাতে লউয়েছে আমারে সাংগ্রহ করিয়া তরজমা করিতে এই কেতাব। এই উমেদ কর্য়ে জে এ তোমাদিগের সাহযের দ্বারায় মঞ্জুর হয়।

আমার মনস্ত ছিলো সঁপরোধ করিতে এই কেতাব সমস্কৃততে। কিন্তু আমি এক্ষেনে দেখিলাম জে অতি অল্প লোক আছে জে আমার এ বিশয় বুঝে। অতয়েব আমি বিবেচনা করিয়া এ তরজমা করিয়াছি চলতি কথার দ্বারায়।

বাংলা-গদ্যের সহিত এই পুস্তকের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ না হইলেও বাংলা ভাষায় লিখিত প্রথম ইংরেজী ব্যাকরণ হিসাবে এই পুস্তক ইতিহাসে অতিশয় মূল্যবান্। প্লেটে মুদ্রিত সূচীপত্র হইতে এই পুস্তকের বিষয়বস্তুর ধারণা পাওয়া যাইবে। মিলার্ সাহেব ইংরেজী হইতে বাংলা অনুবাদের যে সহজ পদ্ধতি সেই যুগে আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক তাহা কিছুকাল অনুসৃত হইয়াছিল বলিয়া ফিরিঙ্গি বাংলার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল।

ইহার পরেই আমরা শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত বাংলা গদ্যের সম্পর্কের কথা বলিব।

চার্লস উইল্‌কিন্স ও পঞ্চানন কর্ম্মকার

বাংলা দেশে মুদ্রাযন্ত্র ও হরফ-নির্ম্মাণ প্রসঙ্গে চার্লস উইলকিন্স ও পঞ্চানন কর্ম্মকারের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ছাপার হরফের সহিত বাংলা-গদ্যের ক্রমোন্নতির কাহিনী ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত, সুতরাং উইলকিন্স-পঞ্চানন প্রসঙ্গ একটু বিস্তৃত করিলে দোষ হইবে না।

পঞ্চাননের জীবন-কাহিনী আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে খুব বেশী নয়। শ্রীরামপুরের মিশনরীদের বিবরণী হইতে এইটুকু মাত্র জানা যায়, হুগলির নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে তাহার নিবাস ছিল। 'বেঙ্গল পাষ্ট এণ্ড প্রেজেণ্টে' (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯১৬, পৃ. ১৪০) উদ্ধৃত শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নোট-বইয়ে তাহাকে ত্রিবেণীর লোক বলা হইয়াছে। ১৭৭৭-৭৮ খ্রীষ্টাব্দে উইলকিন্স যখন হালহেডের ব্যাকরণের জন্য হুগলিতে ছেনি কাটিয়া বাংলা হরফ প্রস্তুত করিতেছিলেন, তখন পঞ্চানন কর্ম্মকারের সাহায্য গ্রহণ করেন; তাঁহার শিক্ষকতায় পঞ্চানন ছেনিকাটা ও হরফ-ঢালাইয়ের কাজে দক্ষতা লাভ করে। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ফরষ্টার-অনূদিত কর্ণওয়ালিস কোড পুস্তক মুদ্রণে যে হরফ ব্যবহৃত হয়, তাহা পঞ্চাননের কৃত এবং উইলকিন্সের হরফ হইতে অনেক বেশী সুন্দর। পরে অনেক দিন পর্য্যন্ত এই হরফের ব্যবহার ছিল।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি তারিখে শ্রীরামপুরে ব্যাপটিষ্ট মিশনের পত্তন হয়; মুদ্রাযন্ত্রও প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহারই দুই তিন মাসের মধ্যে দেখি, পঞ্চানন মিশনের ছাপাখানায় অক্ষর-নির্ম্মাণের কাজে নিযুক্ত। ১৮০৩-৪ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু পর্য্যন্ত পঞ্চানন মিশনরীদের আশ্রয়ে থাকিয়া একটি নাগরী সাট (ফাউণ্ট) ও অপেক্ষাকৃত ছোট হরফের একটি বাংলা সাট তৈয়ারী করে। ত্রিবেণী-নিবাসী (শম্ভুচন্দ্রের মতে) যুবক মনোহর এই সময়ে প্রথমে পঞ্চাননের সহকারী, পরে জামাতা হইয়াছিল। মনোহর দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া (১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) ভারতবর্ষের প্রায় পনরটি প্রাদেশিক ভাষার এবং চীনা ভাষার হরফ প্রস্তুত করিয়া যশস্বী হইয়াছিল। তাহার পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র মিস্ত্রীও এই কার্য্যে খ্যাতি-লাভ করে। বস্তুতঃ পঞ্চাননকে কেন্দ্র করিয়া শ্রীরামপুরে একটি হরফ-কারখানা (টাইপ-ফাউণ্ড্রি) গড়িয়া উঠে। কেরীর জীবনীকার জর্জ স্মিথ লিখিয়াছেন, ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রাচ্য ভূখণ্ডে এমন কারখানা আর দ্বিতীয় ছিল না। শম্ভুচন্দ্র তাঁহার নোট-বইয়ে পঞ্চাননের দখল লইয়া কেরী ও কোলব্রুকের মধ্যে বিবাদের এক কৌতুককর বিবরণ দিয়াছেন।

চার্লস উইলকিন্স ১৭৫০ (১৭৪৯ ?) খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সমারসেটশায়ারের ফ্রোম নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা বিখ্যাত এনগ্রেভার রবার্ট বেটম্যান রে (Robert Bateman Wray)র সহিত সম্পর্কিতা (niece) ছিলেন। পিতা ওয়াল্টার উইলকিন্স। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে তিনি ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সিবিল সার্বিসে প্রবেশ করিয়া রাইটার রূপে বাংলা দেশে আগমন করেন। কলিকাতায় সেক্রেটরির

আফিসে দুই বৎসর কাজ করিয়া তিনি মালদহে কোম্পানীর কুঠিতে সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রূপে প্রেরিত হন। কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা তখন পর্য্যন্ত এদেশের ভাষা ও সাহিত্য শিখিবার কোনই প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেন না ; দোভাষীর সাহায্যে ব্যবসায়ের কাজ চলিত ; রীতিমত রাজ্যশাসনের দায়িত্বও তখন পর্য্যন্ত কোম্পানী গ্রহণ করেন নাই। দূরদর্শী উইলকিন্সই সর্ব্বপ্রথম এ-দেশের সহিত ভাষা-ও-সাহিত্যগত আত্মীয়তা গড়িয়া তোলার কথা চিন্তা করিয়াছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে বাংলা ও ফার্সী শিখিতে আরম্ভ করেন। অসাধারণ অধ্যবসায় ও ধীশক্তি বলে এই দুইটি ভাষা আয়ত্ত করিতে তাঁহার বেশী দিন লাগে নাই। তিনি অবিলম্বে বুঝিতে পারিলেন, ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য্য ও ঐতিহ্য এই সকল সাধারণ-ব্যবহৃত অপরিপুষ্ট প্রাকৃত ভাষার মধ্যে নয়, সুতরাং ভাষা ও সাহিত্যের আকর সংস্কৃতের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করিয়া ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত ভাষার একটি ছোট ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। সত্য বটে, জেণ্টু কোড ও বাংলা ব্যাকরণ প্রণেতা নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড উইলকিন্সের পূর্ব্বেই সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং উইলকিন্স একথা তাঁহার ব্যাকরণের ভূমিকায় স্বীকারও করিয়াছেন। কিন্তু হালহেডের সংস্কৃতজ্ঞান মোটেই গভীর ছিল না। উইলকিন্স সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার সংস্কৃত মহাভারতের অপূর্ব্ব অনুবাদ এই জ্ঞানের ফল।

ভারতবর্ষের তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল বহুনিন্দিত ওয়ারেন হেষ্টিংসের কথা এখানে কিছু বলা আবশ্যক। তাঁহার রাষ্ট্র-জীবন যাহাই হউক, এ-দেশের ভাষা, সাহিত্য ও শিক্ষার উন্নতি কল্পে তিনি যে পরিমাণ উদার ও সহৃদয় দৃষ্টি দিয়াছিলেন, নিতান্ত অকৃতজ্ঞ না হইলে আমরা চিরদিন তাহা স্মরণ করিব। তিনিই সর্ব্বপ্রথম ইউরোপীয় পণ্ডিতদের দৃষ্টি ভারতের জ্ঞানভাণ্ডারের দিকে আকর্ষণ করেন। নিজের শিক্ষাদীক্ষা যাহাই হউক, তাঁহার দূরদৃষ্টি ছিল অসাধারণ। জয়গর্ব্বিত ইংরেজকে বিজিত জাতির শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি তিনিই সর্ব্বপ্রথম শ্রদ্ধাসম্পন্ন করিয়া তোলেন। তাঁহারই চেষ্টায় এ-দেশের সংস্কৃত ব্যবহার-শাস্ত্র ও রাষ্ট্রনীতি বিখ্যাত পণ্ডিতদের দ্বারা সঙ্কলিত হইয়া ফার্সী অনুবাদের মধ্য দিয়া হালহেড কর্ত্তৃক 'জেণ্টু কোডে' রক্ষিত হয়। তিনিই উইলকিন্সকে দিয়া বাংলা হরফ প্রস্তুত করাইয়া হালহেডের বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রিত করান ; * কলিকাতা মাদ্রাসা তাঁহার

---

* "১৭৭৮ খ্রীঃ মিঃ এণ্ড্রুস নামক জনৈক ইংরেজ, হুগলী সহরে সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গলা মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন।...মিঃ হলহেড সাহেব সর্ব্বপ্রথমে 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' নামে গ্রন্থ রচনা করিয়া সেই মুদ্রাযন্ত্রে ছাপেন।"—'প্রচার', ফেব্রুয়ারি, ১৯০১।

"...The first book in which Bengalee types were used was Halhed's Bengalee Grammer printed at Hooghly, at the press established by

ব্যক্তিগত ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিবর্ত্তী কালে সার্ উইলিয়ম জোন্স, কোলব্রুক, অধ্যাপক উইলসন প্রভৃতি ব্যক্তিগত চেষ্টা ও এশিয়াটিক সোসাইটির সাহায্যে এ দেশের সংস্কৃতি-বিস্তারে যে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহার অনেকখানি কৃতিত্ব ওয়ারেন হেষ্টিংসের।

উইলকিন্সের মহাভারত-অনুবাদও হেষ্টিংসের উৎসাহের ফল। হেষ্টিংস স্বয়ং এই অনুবাদের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-অংশ ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে বারাণসী হইতে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তদানীন্তন চেয়ারম্যান নাথানিয়েল স্মিথের নিকট প্রেরণ করিয়া কোম্পানীর ব্যয়ে তাহা মুদ্রণ ও বিতরণ করিতে অনুরোধ করেন। বাংলা-গদ্যের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত না হইলেও হেষ্টিংস ও চার্লস উইলকিন্সকে বুঝিবার জন্য এই প্রসঙ্গে লিখিত হেষ্টিংসের ঐতিহাসিক পত্রের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। মনে রাখিতে হইবে, ইউরোপে ভারতীয় জ্ঞানবিস্তারের ইহাই সূত্রপাত। হেষ্টিংস লিখিতেছেন—

Might I, an unlettered man, venture to prescribe bounds to the latitude of criticism, I should exclude, in estimating the merit of such a production, all rules drawn from the ancient or modern literature of Europe, all references to such sentiments or manners as are become the standards of propriety for opinion and action in our own modes of life, and equally all appeals to our revealed tenets of religion, and moral duty. I should exclude them, as by no means applicable to the language, sentiments, manners, or morality appertaining to a system of society with which we have been for ages unconnected, and of an antiquity preceding even the first efforts of civilization in our own quarter of the globe, which, in respect to the general diffusion and common participation of arts and sciences, may be now considered as one community. . . . . .

Many passages will be found obscure, many will seem reduntant; others will be found clothed with ornaments of fancy unsuited to our taste, and some elevated to a track of sublimity into which our habits of judgment will find it difficult to pursue them; but few

---

Mr. Andrews, a bookseller, in 1778."—J. C. Marshman: *The Life and Times of Carey, Marshman and Ward*, vol. 1, p. 159.

"১৭৭৮ অব্দে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষর ব্যবহার হয়। এণ্ড্রুস সাহেব নামক জনৈক পুস্তক বিক্রেতা হুগলীতে একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত করেন, তথায় হল্‌হেড সাহেবের বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রথম মুদ্রিত হয়।"—'নববার্ষিকী', ১ম বৎসর, ১২৮৪, পৃ. ১৪৪।

THE

TUTOR,

OR A

New English & Bengalee Work,

WELL ADAPTED TO TEACH

THE NATIVES ENGLISH

IN THREE PARTS.

সিক্ষ্যা গুরু

কিম্বা এক নেতন ইংরাজি আর বাঙ্গালাবহি

ভালো উপযুক্ত আছে বাঙ্গালি দিগেরকে ইং

সিক্ষাকরাইতে তিনখণ্ডে

COMPILED, TRANSLATED, AND PRINTED,

By JOHN MILLER.

1797.

জন্ মিলার-লিখিত ও ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত 'সিক্ষ্যা গুরু' পুস্তকের আখ্যাপত্র

(পৃষ্ঠা ৩৭)

which will shock either our religious faith or moral sentiments . . . . the last sentence with which Kreeshna closes his instruction to Arjoon, and which is properly the conclusion of the Geeta : "Hath what I have been speaking, O Arjoon, been heard *with thy mind fixed to one point ?* Is the *distraction* of thought, which arose from thy ignorance, removed ?"

To those who have never been accustomed to this separation of the mind from the notices of the senses, it may not be easy to conceive by what means such a power is to be attained ; since even the most studious men of our hemisphere will find it difficult so to restrain their attention but that it will wander to some object of present sense or recollection ; and even the buzzing of a fly will sometimes have the power to disturb it. But if we are told that there have been men who were successively, for ages past, in the daily habit of abstracted contemplation, begun in the earliest period of youth, and continued in many to the maturity of age, each adding some portion of knowledge to the store accumulated by his predecessors ; it is not assuming too much to conclude, that, as the mind ever gathers strength, like the body, by exercise, so in such an exercise it may in each have acquired the faculty to which they aspired, and that their collective studies may have led them to the discovery of new tracks and combinations of sentiment, totally different from the doctrines with which the learned of other nations are acquainted : doctrines, which however speculative and subtle, still, as they possess the advantage of being derived from a source so free from every adventitious mixture, may be equally founded in truth with the most simple of our own . . . . . I hesitate not to pronounce the Geeta a performance of great originality ; of a sublimity of conception, reasoning, and diction, almost unequalled....

It now remains to say something of the Translator, Mr. Charles Wikins. This Gentleman, to whose ingenuity, unaided by models for imitation, and by artists for his direction, your govern-

ment is indebted for its printing-office, and for many official purposes to which it has been profitably applied, with an extent unknown in Europe, has united to an early and successful attainment of the Persian and Bengal languages, the study of the Sanskreet. To this he devoted himself with a perseverance of which there are few examples, and with a success which encouraged him to undertake the translation of the Mahabharat . . . . . he has at this time translated more than a third ; . . . . . he has rendered it with great accuracy and fidelity . . . . . .

I have always regarded the encouragement of every species of useful diligence, in the servants of the Company, as a duty appertaining to my office ; and have severely regretted that I have possessed such scanty means of exercising it . . . . .

Nor is the cultivation of language and science, for such are the studies to which I allude, useful only in forming the moral character and habits of the service. *Every accumulation of knowledge, and especially such as is obtained by social communication with people over whom we exercise a dominion founded on the right of conquest, is useful to the state : it is the gain of humanity* : in the specific instance which I have stated, it attracts and conciliates distant affections ; it lessens the weight of the chain by which the natives are held in subjection ; and it imprints on the hearts of our own countrymen the sense and obligation of benevolence. Even in England, this effect of it is greatly wanting. It is not very long since the inhabitants of India were considered by many, as creatures scarce elevated above the degree of savage life ; nor, I fear, is that prejudice yet wholly eradicated, though surely abated. Every instance which brings their real character home to observation will impress us with a more generous sense of feeling for their natural rights, and teach us to estimate them by the measure of our own. But such instances can only be obtained in their writings : *and these will survive when the British dominion in India shall have long*

ceased to exist, and when the sources which it once yielded of wealth and power are lost to remembrance . . . . .

I have seen an extract from a foreign work of great literary credit, in which my name is mentioned, with very undeserved applause, for an attempt to introduce the knowledge of Hindoo literature into the European world, by forcing or corrupting the religious consciences of the Pundits, or professors of their sacred doctrines. This reflexion was produced by the publication of Mr. Halhed's translation of the Poottee, or code of Hindoo laws; and is totally devoid of foundation. . . . . . It was contributed both cheerfully and gratuitously, by men of the most respectable characters for sanctity and learning in Bengal, who refused to accept more than the moderate daily subsistence of one rupee each, during the term that they were employed on the compilation; nor will it much redound to my credit, when I add, that they have yet received no other reward for their meritorious labors. Very natural causes may be ascribed for their reluctance to communicate the mysteries of their learning to strangers, as those to whom they have been for some centuries in subjection, never enquired into them, but to turn their religion into derision, or deduce from them arguments to support the intolerant principles of their own. . . . .

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতির মধ্যে ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রথম গবেষণার প্ররোচনা লুক্কায়িত আছে। এ বিষয়ে ওয়ারেন হেষ্টিংসের কীর্ত্তি কাহারও অপেক্ষা কম নয়।

হেষ্টিংসের সুপারিশে উইলকিন্স-অনূদিত *The Bhagvat-Geeta, or Dialogues of Kreeshna and Arjoon* কোম্পানীর ব্যয়ে বিলাতে মুদ্রিত হইয়া ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ মে প্রকাশিত হয়। ওয়ারেন হেষ্টিংসের নামে উৎসর্গপত্রে উইলকিন্স বলেন,

The world, Sir, is so well acquainted with your boundless patronage in general, and of the personal encouragement you have constantly given to my fell-servants in particular, to render themselves more capable of performing their duty in the various branches of commerce, revenue, and policy, by the study of the languages,

with the laws and customs of the natives, that it must deem the first fruit of every genius you have raised a tribute justly due to the source from which it sprang.

এই গীতাই ইউরোপীয়গণ কর্ত্তৃক ভারতীয় কাব্যগ্রন্থের সর্ব্বপ্রথম অনুবাদ।

"The effect which this little work, of only 156 pages, including notes, produced upon the literary public in England and throughout Europe, was electrical. All hailed its appearance as the dawn of that brilliant light, which has subsequently shone with so much lustre in the productions of Sir William Jones, Mr. Colebrooke, Professor Wilson, etc., and which has dispelled the darkness in which the pedantry of Greek and Hebrew Scholars had involved the etymology of the languages of Europe and Asia." *The Asiatic Journal*, July 1836, p. 166.

এই অধ্যায় এমন বিস্তৃতভাবে লিখিবার কারণ এই যে, হেষ্টিংস-হালহেড-উইলকিন্স-জোন্স-সম্প্রদায় ভারতবর্ষের সহিত ইউরোপের সংস্কৃতিগত ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত করিলেও নিজেরা শুধু দিতে ও শিখাইতে আসেন নাই; শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে ও শিখিতে আসিয়াছিলেন। একটা বর্ব্বর অসভ্য জাতিকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাইবার দম্ভ তাঁহাদের ছিল না; তাঁহারা সশ্রদ্ধ অন্তঃকরণে বিনীতভাবে আত্মীয় হস্ত প্রসারণ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে যে মিশনরী সম্প্রদায়ের কল্যাণে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাঁহারা বিপরীত মনোভাব লইয়া এদেশে আসিয়াছিলেন; ধর্ম্মহীনকে ধর্ম্ম শিখাইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ-প্রচারের প্রয়োজন আমাদের সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রয়োজন সাধন করিয়াছে, শাপে বর হইয়াছে। ইঁহাদের নামও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবার কালে আমরা যেন তাঁহাদের পূর্ব্বগামীদের অপরূপ সহৃদয়তা ও মহাপ্রাণতার কথা বিস্মৃত না হই।

বঙ্গদেশে অবস্থানকালে উইলকিন্স প্রাচ্য ভাষায় গ্রন্থমুদ্রণ-সমস্যা দূর করিতে চেষ্টিত হন, ফলে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাংলা হরফ প্রস্তুত করিতে সক্ষম হন। তিনি সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রণের জন্য নাগরী হরফও প্রস্তুত করিয়াছিলেন; এই সময়ে তিনি যে ফার্সী হরফ তৈয়ারী করেন, তাহা অনেক পরে ছাপার কাজে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং উইলকিন্সকে ভারতের ক্যাক্সটন বলিলে অন্যায় হইবে না।

স্যর্ উইলিয়ম জোন্স সুপ্রীম কোর্টের বিচারকরূপে ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে আসেন। উইলকিন্সের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি দীর্ঘকাল পরে আবার প্রাচ্য ভাষার চর্চ্চা সুরু করেন। উইলকিন্স এই সময়ে মনুস্মৃতির দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রথম চার অধ্যায়ের

অনুবাদ সমাপ্ত করিয়াছিলেন। জোন্স উৎসাহিত হইয়া মনু-অনুবাদের ভার নিজে লইতে চাহেন, উইলকিন্স আশ্চর্য্য উদারতার সহিত স্বকৃত অনুবাদ সহ অনুবাদের দায়িত্ব জোন্সকে অর্পণ করেন। ইহার ফলেই জোন্সের *Institutes of Hindu Law*। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহারা উভয়ে মিলিয়া এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের প্রতিষ্ঠা করেন।

দীর্ঘ ১৬ বৎসর কাল এদেশে থাকিয়া উইলকিন্সের স্বাস্থ্যহানি ঘটে; তিনি স্বাস্থ্য-কামনায় ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন ও বাথে (Bath) অবস্থান করেন। এখান হইতেই ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি Fables of Pilpay বা সংস্কৃত হিতোপদেশের অনুবাদ প্রকাশ করেন। পরে তিনি কেণ্টে একটি বাড়ী খরিদ করিয়া সেখানেই বসবাস করিতে থাকেন। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে অগ্নিদাহে এই গৃহ ভস্মীভূত হয়। ইহাতে তাঁহার পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের আংশিক ক্ষতি হয়, কিন্তু স্বহস্তনির্ম্মিত হরফ, পাঞ্চ ও ম্যাট্রিক্সগুলি একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে উইলকিন্স ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত হন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মে তারিখে মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি এই কাজেই নিয়োজিত ছিলেন। ১৮০৫ সালে ভারতীয় সিভিলিয়ানদের জন্য হেলিবেরিতে কলেজ স্থাপিত হইলে উইলকিন্স তাহার প্রাচ্য বিভাগের দর্শক নিযুক্ত হন। এই সময়ের মধ্যে (১৮০০-৩৬) তিনি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি সঙ্কলন বা সম্পাদন করিয়াছিলেন—

Richardson's *Persian, Arabic and English Dictionary*, new edition Vol. I, 1806.

Richardson's *Persian, Arabic and English Dictionary*, new edition Vol. II, 1810.

Sanskrit Grammar, 1808.

Radicals of the Sanskrit Language,* 1815.

Dushmanta and *Sakoontala* (Dalrymple's Oriental Repertory).

Translation of the *Mahabharata* (A portion, in the Annals of Oriental Literature).

এতদ্ব্যতীত *Asiatick Researches*-এর কয়েক সংখ্যায় তাঁহার কয়েকটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছিল।

উইলকিন্স রয়াল সোসাইটির ফেলো হইয়াছিলেন। ইনষ্টিটিউট অব ফ্রান্সও তাঁহাকে এক জন "ফরেন অ্যাসোসিয়েট" নির্ব্বাচিত করেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নাইটহুড প্রাপ্ত হন।

---

* A fragment of a Sanskrit vocabulary by Wilkins is preserved in MSS. Eur. D. 130 (India office).

চার্লস উইলকিন্স সম্বন্ধে যাঁহারা বিস্তৃততর বিবরণ চান, তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধ পড়িতে বলি—

(1) *The Library of the India Office* by A. J. Arberry (1938), pp. 13-56

(2) *The Asiatic Journal* for July, 1836, pp. 165-70. "Sir Charles Wilkins."

এই প্রবন্ধে রচয়িতার নাম না থাকিলেও ইহা বিখ্যাত প্রাচ্য-ভাষাবিৎ সার গ্রেভস চামনি হটনের রচনা বলিয়া জানা যায়।

জন টমাস

"খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করা যদিও ঐ সাহেবদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তথাপি তৎপ্রসঙ্গে তাঁহাদিগের দ্বারা বাঙ্গালাভাষার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। যেরূপ চৈতন্যসাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবদিগের দ্বারা বাঙ্গালাপদ্যরচনার উন্নতি হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, সেইরূপ খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী পাদরী সাহেবদিগের দ্বারাই বাঙ্গালাগদ্যরচনা সমধিক অনুশীলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।"—রামগতি ন্যায়রত্ন, 'বাঙ্গালাভাষা ও বাংলাসাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব,' ১ম সংস্করণ, সংবৎ ১৯৩০, পৃ. ২০২।

এই সাহেবদিগের অগ্রণী ছিলেন জন টমাস। ইনিই বঙ্গদেশে প্রথম ব্যাপটিষ্ট পাদরি। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে পোর্ত্তুগীজ রোমান কাথলিকদের ধর্ম্মপ্রচারের উৎসাহে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছিল, পূর্ব্বে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। পলাশী-যুদ্ধের পূর্ব্বেই পোর্ত্তুগীজ প্রভাব সম্পূর্ণ হ্রাস পাইয়াছিল, বর্ব্বর 'নেটিব'-দিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য নূতন কোন পাদরি-সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে নাই। পলাশী-যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইভ ট্রাঙ্কেবার মিশনের ডেনিশ পাদরি কিয়ারনাণ্ডারকে বাংলা দেশে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য আনাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কিয়ারনাণ্ডারের সহিত দেশীয় সম্প্রদায়ের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিশেষ যোগ ছিল না,*

---

* *The History of Christianity in India; from the commencement of the Christian era*—by the Rev. J. Hough, 1845, vols. 3rd, 4th পুস্তকের আলোচনা প্রসঙ্গে *The Calcutta Review*, vol. V. No. 9 (Jan-June 1846)-এ লিখিত হইয়াছে (p. lxi)।

"In 1759 he opened an English School for Armenians, Bengalis, English and Portuguese; in a year, it contained 135 scholars, some of whom were Brahmans, and made no objection to be taught the Christian doctrines—he also took charge of the Charity School (the present free school). One of his

জশুয়া মার্শম্যান
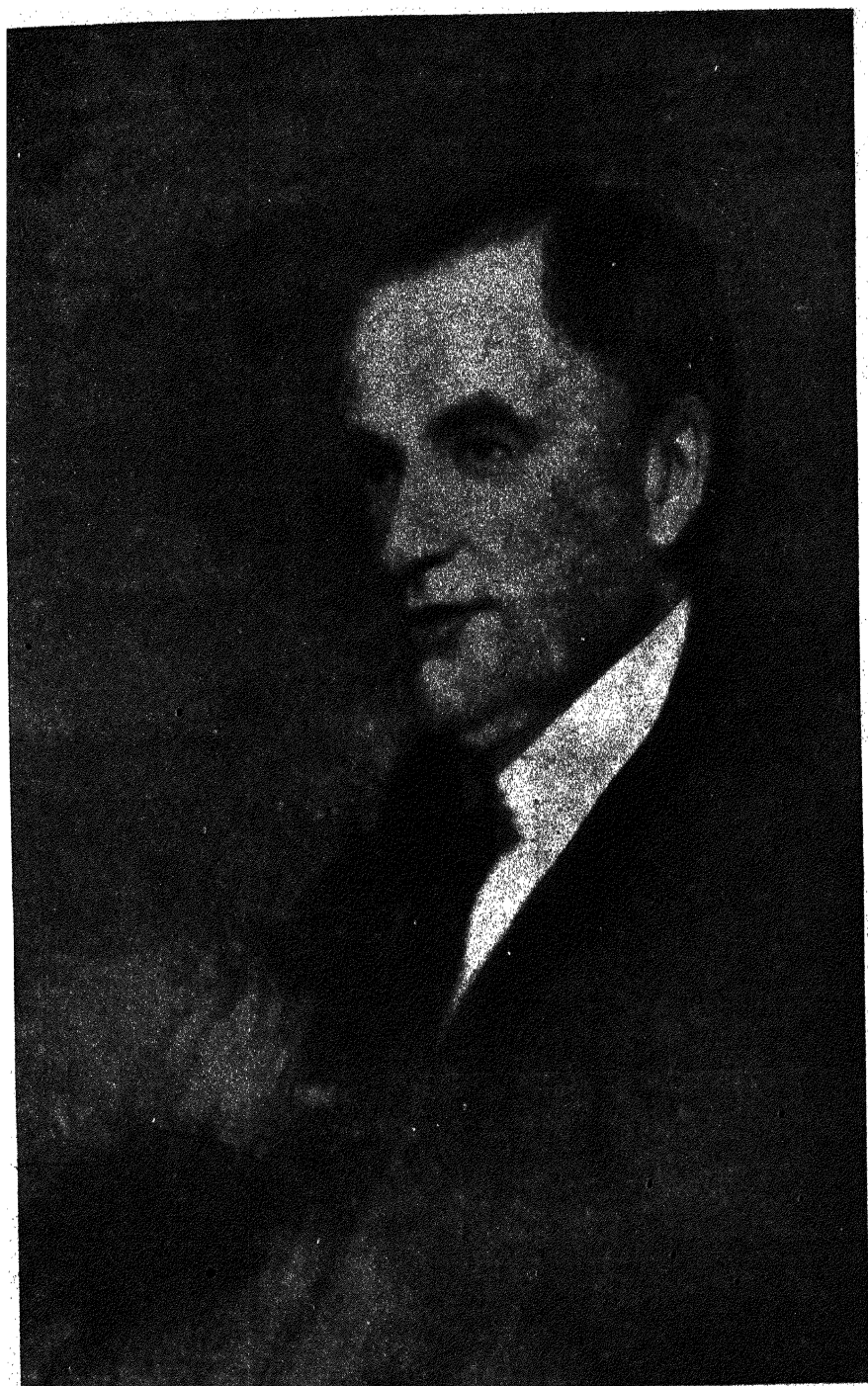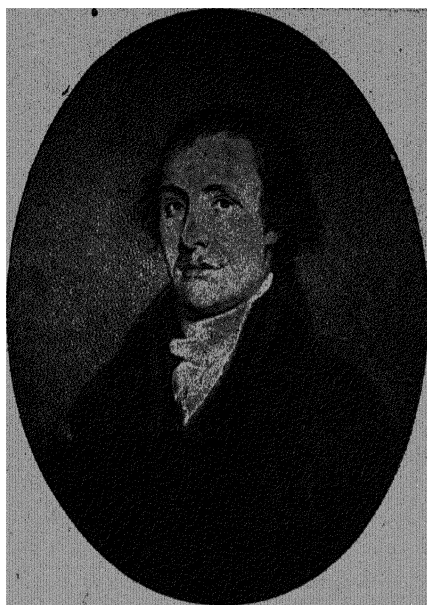
জন টমাস
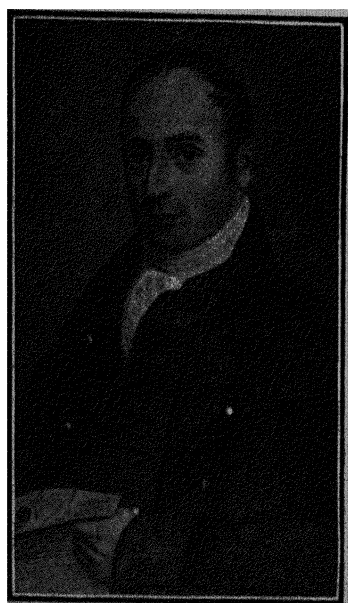
উইলিয়ম ওয়ার্ড
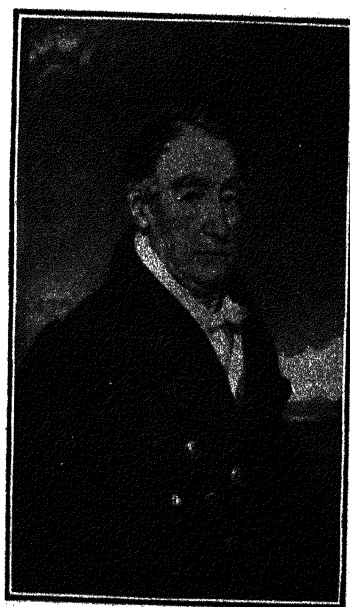
চার্লস উইলকিন্স

তিনি মূলতঃ পর্ত্তুগীজ, আর্মেনিয়ান ও ফিরিঙ্গিদের মধ্যে ধর্ম্ম ও শিক্ষা বিতরণ করিতেন। কলিকাতা মিশন স্কুল ও মিশন্ চার্চের প্রতিষ্ঠাতা কিয়ারনাণ্ডার যদিও ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, ধর্ম্মযাজক হিসাবে জীবনের শেষ কুড়ি বৎসর তাঁহার প্রতিষ্ঠা প্রায় লুপ্ত হইয়াছিল, তিনি ব্যক্তিগত নানা দৌর্ব্বল্যদোষে চরম দারিদ্র্যদশায় পতিত হন ও নানা লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া কলিকাতা হইতে ব্যাণ্ডেলে গিয়া বসবাস করিতে থাকেন।

এই সময়ে কলিকাতায় চার্লস গ্রাণ্টের বিশেষ প্রতিপত্তি। তিনি ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সামরিক বিভাগে চাকুরি লইয়া সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষে আগমন করেন, কিন্তু শীঘ্রই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। পুনরায় ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বেঙ্গল এষ্টাব্লিশমেণ্টের এক জন রাইটাররূপে বাংলা দেশে আসেন এবং ধীরে ধীরে উন্নতি করিয়া কোম্পানীর বোর্ড অব ডিরেক্টর্সের চেয়ারম্যান হন। পর পর কয়েকটি পারিবারিক দুর্ঘটনায় এই প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির শোকার্ত্ত মন ধর্ম্মের আশ্রয়ের জন্য লালায়িত হইয়া উঠে, কলিকাতায় ইংরেজ-সমাজে খ্রীষ্টমহিমা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি চেষ্টিত হন। দেনার দায়ে যখন কিয়ারনাণ্ডারের সম্পত্তি নিলামে উঠে, চার্লস গ্রাণ্ট দশ হাজার টাকা দিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। গ্রাণ্টের সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী, শাশুড়ী মিসেস্ ফ্রেজার ও ভগিনী থাকিতেন। কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের মধ্যে তখন চেম্বার্স ভ্রাতৃদ্বয়ের (উইলিয়াম ও রবার্ট) বিশেষ প্রতিপত্তি। উইলিয়াম চেম্বার্স গ্রাণ্টের ভগিনীকে বিবাহ করেন। ডেবিড ব্রাউন ও জর্জ উড্নি প্রভৃতিও এই গ্রাণ্ট-গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রাণ্ট কোম্পানীর মালদহের কুঠির কমার্সিয়াল-রেসিডেণ্ট পদে নিযুক্ত হন। গ্রাণ্ট যখন মালদহ হইতে পুনরায় কলিকাতায় আসেন তখন জর্জ উড্নিকে তাঁহার পদে বাহাল করা হয়।

first converts was a Brahman……In seven years he had about 60 converts from Hinduism."

এই উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। জে. সি. মার্শম্যান বিপরীত কথাই বলেন।

উক্ত *The Calcutta Review* (পৃ. lxix) হইতে আরও উদ্ধৃত করিতেছি—

"Mr. Hough next gives an account of the missionary labours of the Rev. D. Browne, who established a school for Hindu orphans, and forsook the lucrative appointment of Chaplain to the Military Orphan Asylum...In 1789 the Rev. T. Clark arrived as a Missionary but within a year he proved a renegade,..."

টমাস সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—"he circulated portions of the Bible in Bengali in manscript."

এই জর্জ উড্‌নীর সহিত বাংলা সাহিত্যের পরোক্ষ যোগ আছে। তাঁহারই চেষ্টায় জন টমাস ও উইলিয়ম কেরী পরে যথাক্রমে মহীপালদীঘি ও মদনাবাটীর কুঠির অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

গ্রাণ্টের ভগিনীপতি উইলিয়ম চেম্বার্স সুপ্রীম কোর্টের ফার্সী ইণ্টারপ্রিটার বা দোভাষী ছিলেন, ফার্সী ভাষায় তাঁহার অসাধারণ দখল ছিল। বাংলা সাহিত্যের প্রথম গদ্যলেখক রামরাম বসু উইলিয়ম চেম্বার্সের মুন্‌শী ছিলেন। চেম্বার্স নিউ টেষ্টামেণ্টের ফার্সী অনুবাদ করিতে মনস্থ করেন। কথা ছিল, রামরাম বসু ফার্সী হইতে বাংলায় অনুবাদ করিবেন। চেম্বার্সের মতলব কিন্তু কার্য্যে পরিণত হয় নাই। দীর্ঘ সাত বৎসরের চেষ্টায় সেণ্ট ম্যাথুর ১৩ অধ্যায় মাত্র অনূদিত হইয়াছিল। এই অনুবাদের কিয়দংশ গ্লাডউইনের 'পার্সিয়ান মুন্‌শী' পুস্তকের শেষে মুদ্রিত হইয়াছিল।

জন টমাস ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশে পদার্পণ করেন। ইংলণ্ডের গ্লষ্টারশায়ারের ফেয়ারফোর্ডে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মে তারিখে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার আত্মজীবনীতে আছে—

My father is deacon of a Baptist Church at *Fairford*, in *Gloucestershire.* He trained me up in the nurture and admonition of the Lord ; but I proved for a long time a hopeless child. Very sharp convictions were often felt and repeatedly stifled, till it pleased God to make my sins a heavy burden to me, in the year 1781. I had lately married and my nights and days were dreadful both to me and my wife...At the time mentioned I was settled in Great Newport-street, in the practice of Surgery and Midwifery : but finding the world more ready to receive credit than give it, I was obliged to sell all, and wait in lodgings, till an offer was made me of going to sea : and in the year 1783, I sailed in capacity of *Surgeon* of the *Oxford* Indiaman to Bengal. On my arrival at Calcutta, I sought for religious people, but found none.

ধর্ম্ম ও নীতি-বিজ্ঞানের দিক্ দিয়া কলিকাতার ইংরেজ সমাজ তখন সাতিশয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত ; স্ত্রীলোক, ডুয়েল, মদ ও জুয়ার মোহে তাঁহারা হিতাহিতজ্ঞানশূন্য ; দেনার দায়ে দেশীয় পোদ্দার ও ধনীদের নিকট তাঁহাদের টিকি বাঁধা। ফলে তাঁহারা কালীঘাটে পূজা দিতেছেন ও হিন্দু পূজাপার্ব্বণে অবাধে যোগদান করিতেছেন। ভগবান ও ডেভিলের নাম একই নিশ্বাসে উচ্চারণ করিয়া কথায় কথায় বাজি রাখিতে ও কটূক্তি করিতে তাঁহারা দ্বিধা করেন না।

মর্ম্মাহত টমাস ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নবেম্বর 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করিলেন—

"RELIGIOUS SOCIETY"

A plan is now forming for the more effectually spreading the knowledge of Jesus Christ, and His glorious Gospel, in and about *Bengal*: Any serious persons of any denomination, rich or poor, high or low, who would heartily approve of, join in, or gladly forward such an undertaking, are hereby invited to give a small testimony of their inclination, that they may enjoy the satisfaction of forming a communion, the most useful, the most comfortable, and the most exalted, in the world. Direct for A. B. C. to be left with the Editor."

পরদিন টমাস এই বিজ্ঞাপনের দুইটি জবাব পান। একটির লেখক কলিকাতা প্রেসিডেন্সী চার্চের তৎকালীন চ্যাপলেন রেভারেণ্ড ডব্লিউ. জনসন, অপরটি বেনামী। পরে জানা যায় উইলিয়াম চেম্বার্স ইহা লিখিয়াছিলেন। চেম্বার্সের জবাবটি এইরূপ—

"If A. B. C. will open a subscription for a translation of the New Testament into the *Persian* and *Moorish languages* (under the direction of proper persons), he will meet with every assistance he can desire, and a competent number of subscribers to defray the expense."

প্রকৃতপক্ষে বাংলা দেশে ব্যাপটিষ্ট মিশনের বীজ তখনই উপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু অঙ্কুরোদ্গম হয় নাই। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ তারিখে আর্ল অব অক্সফোর্ড জাহাজ-যোগেই টমাস স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, কিন্তু তৎপূর্ব্বে তিনি মালদহের রেসিডেণ্ট চার্লস গ্রাণ্টের অসাধারণ ধর্ম্মপ্রীতির কথা শুনিয়া যান। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মার্চ আর্ল অব অক্সফোর্ড জাহাজ পুনরায় ভারতবর্ষের দিকে রওয়ানা হয়, টমাস সেই জাহাজেই ফিরিয়া আসেন ও ১৪ই জুলাই তারিখে বাংলা দেশে পৌছান। অক্সফোর্ড জাহাজের চাকুরি তিনি তখনও ছাড়েন নাই। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি 'A Word of Comfort and Encouragent to the Poor Afflicted People of God' নামক একটি পুস্তিকা মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করেন। সেই বৎসরেই কিয়ারনাণ্ডারের সম্পূর্ণ পতন হইয়াছে,* রেভারেণ্ড ডেভিড ব্রাউন কলিকাতা অরফ্যান স্কুলের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। টমাস এই সময়েই জর্জ উড্‌নি, উইলিয়াম চেম্বার্স প্রভৃতি গ্রাণ্টের ধর্ম্মপ্রাণ আত্মীয়দের সহিত পরিচিত হন। তাঁহারা সকলে

মিলিয়া ডেভিড ব্রাউনের বাজকতা শুনিতে যাইতেন এবং মাঝে মাঝে নিজেরাও উপাসনা করিতে বসিতেন। ঠিক এই সময়ে চার্লস গ্রান্ট মালদহ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসাতে ইঁহাদের শক্তি ও দল বৃদ্ধি হয়। গ্রান্টের বাড়ীতেই প্রত্যহ সন্ধ্যায় ইঁহারা মিলিত হইতেন। চার্লস গ্রান্ট টমাসকে জাহাজের চাকুরি পরিত্যাগ করিয়া এদেশে বসবাস করিতে এবং বাংলা ভাষা শিখিয়া হিন্দুদের মধ্যে 'গসপেল' প্রচার করিতে অনুরোধ করিলেন। এ-দেশের জলবায়ু টমাসের মোটেই সহ্য হইত না, তাছাড়া জাহাজের কাজ পরিত্যাগ করারও বাধা ছিল। তথাপি তিনি কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণের চিন্তায় তিন চার সপ্তাহ নিদারুণ উদ্বেগের মধ্যে কাটাইয়া শেষ পর্য্যন্ত ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে অক্সফোর্ড জাহাজের চিকিৎসকের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণভাবে ভগবানের কাজে আত্মসমর্পণ করিলেন।* ডাক্তার জন টমাস পাদ্রি টমাস হইলেন।

টমাস ও রামরাম বসু

নূতন কাজের গোড়াতেই টমাস বাংলা ভাষা এবং দেশীয় লোকের মধ্যে প্রচলিত ধর্ম্ম ও শাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। সাধারণ লোকের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার শেখাও আবশ্যক হইল। কিন্তু ভাষার বাধাই প্রধান। চার্লস গ্রান্ট ঠিক করিলেন, কিছু পরিমাণ ভাষা শিখিয়াই টমাস মালদহে কালা আদমিদের মধ্যে প্রচার-কার্য্য চালাইবেন।† হালহেডের বাংলা ব্যাকরণ এক খণ্ড সংগ্রহ করিয়া টমাস শিক্ষা সুরু করিলেন। কিন্তু কাজ কিছুই অগ্রসর হইল না। টমাস বুঝিতে পারিলেন, গুরু ছাড়া ভাষা শিক্ষা অসম্ভব। তিনি চার্লস গ্রান্টকে জানাইলেন। গ্রান্ট ভগিনীপতি উইলিয়ম চেম্বার্সের শরণাপন্ন হইলেন। চেম্বার্সের কাছে থাকিয়া তাঁহার মুন্‌শী রামরাম বসু তত দিনে ইংরেজী বলিতে কহিতে শিখিয়াছেন, কিন্তু লিখিতে পড়িতে শিখেন নাই। মহত্তর উদ্দেশ্যে চেম্বার্স নিজের মুন্‌শীকেই দান করিলেন। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মার্চ তারিখে জন টমাস ও রামরাম বসুর যোগাযোগ ঘটিল। আধুনিক বাংলা গদ্যসাহিত্যের ভিত্তিপত্তন হইল।

---

* "....after a few weeks I became greatly concerned at heart for the condition of these perishing multitude of Pagans, in the darkness; and was inflamed with fervent desires to go and declare the glory of Christ among them. Waters enough have risen since to damp, but will never utterly extinguish what was lighted up at that time. After much prayer and many tears, I gave myself up to this work, and the Lord removed difficulties out of the way....." *Periodical Accounts Relative to the Baptist Missionary Society*, Vol. I. p. 18.

† "...to teach to the black fellows at Malda." *The Life of John Thomas* by C. B. Lewis. p. 64.

কলিকাতায় তিন মাস মুন্‌শী রামরাম বসুর নিকট বাংলা ভাষা ও হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে গুরুশিষ্য উভয়েই মালদহ পৌঁছিলেন। চার্লস গ্রাণ্টের স্থলে জর্জ উড্‌নি তখন মালদহের অনতিদূরে গোয়ামাল্‌টায় একটি কুঠির অধ্যক্ষ স্বরূপ কুঠির কমার্সিয়াল-রেসিডেণ্ট হইয়াছেন। টমাস ও মুন্‌শী উড্‌নির আশ্রয়ে মালদহে বসবাস করিতে লাগিলেন। বৎসর কালের মধ্যে টমাস বাংলা যাহা শিখিলেন, তাহার একটিমাত্র পংক্তির নমুনা আমরা পাইয়াছি—

গোনার মাহিনা মির্ত্তু কিন্তু খোদার দিয়া চির প্রমাই জিসচ্ক্রাইষ্ট হইতে। এই মির্ত্তু এখন অয়স্থ, তখন [এপ্রিল, ১৭৮৮] *

টমাস অবশ্য এই কালের মধ্যে রামরাম বসুর সাহায্যে ম্যাথু, মার্ক, জেম্‌স প্রভৃতির গস্‌পেল বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন ; পরবর্ত্তী কালের কেরীর অনুবাদের মধ্যে সেগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে, এখন চিনিয়া বাহির করিবার উপায় নাই।

এ দেশের শাস্ত্র ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে টমাস যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজের ভাষাতেই উদ্ধৃত করিতেছি—

"There are four *Shasters*, or laws, among the Hindus, which they call the Vedas ; these they hold in the highest esteem, and say it is unlawful for any man to read or hear them read, except he is a *Bramin.* The Vedas are said to have been written many millions of years ago, which however, is easily disproved by other books and writings in use among themselves. These Vedas are written in *Sanscrit,* which may be called the Latin of the East, and they are the fountain of all their books of theology, as the Koran among the Moors, and the Bible among us. There are eighteen sacred books called *Poorans,* which are all commentaries on the Vedas : and it is the custom of all the *Bramins* to learn a great part of these by heart, and they are very apt and clever in quoting portions of them in conversation : this they find the more easy to them, as all their books are written in verse. . . . .Some of these books hold up for their veneration characters which are very profligate, and contain dreadful doctrines, evidently of an infernal

* "Now the wages of sin is death . . . But the gift of God is eternal life through Jesus Christ Our Lord.

origin, which have a strange effect on their minds and manners. . . . But I can truly say, whenever I have been conversing or preaching among them, I have invariably found them willing to hear, and that they always behave with great decency and respect. I trust also that the door of faith is opened to the Hindoos. . . . . ."

— Rippon's Baptist Register, No. V.

বাংলা ভাষা শিক্ষা এবং হিন্দুজাতি সম্পর্কে অন্যত্র টমাস বলিতেছেন—

"As to the learning of the language, it is a work attended with difficulties, but when the wholetime is devoted to it, three or four months will bring a man through the greatest of them ; and he will begin to converse with the natives, with great amusement and pleasure to himself, and profit to them. And as to the barbarity of these people, it is not with them as it is with other Pagans, of whom we have read and heard : for the Hindoos are certainly distinguished from all people on the face of the earth, for their harmless and inoffensive behaviour ; and the province of *Bengal,* and its inhabitants, are proverbially distinguished from all other parts of *India,* for their gentleness of manners, and harmless behaviour to their enemies, as well as their friends. I have known among them, men of considerable power and authority, who were highly offended with me, because they imagined my work affected their interests : but I lived within a mile of them, in a lonely house, with my windows and doors wide open all night, without a sword or firearms, and free from the smallest apprehension of danger.

— Periodical Accounts, Vol. I. p. 31.

কিন্তু টমাসের মনে ধর্ম্মপ্রচারের উৎসাহ ও উত্তেজনা যতখানিই থাকুক, কাজে তিনি কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার মুন্‌শী রামরাম বসু ও পার্ব্বতী নামীয় এক জন ব্রাহ্মণ তাঁহার ধর্ম্মোন্মাদনার সুযোগ লইয়া তাঁহাকে নানা মিথ্যা আশ্বাস দিয়া দোহন করিতে থাকেন; দীর্ঘ পাঁচ বৎসরে তিনি এক জন হিন্দুকেও ধর্ম্ম বা জাতিচ্যুত করিতে সক্ষম হন নাই। এই পাঁচ বৎসরে রামরাম বসুর সহিত তাঁহার সম্পর্কের সংক্ষিপ্ত বিবরণী শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র (দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা—৩) ভূমিকায় দেওয়া

আছে। ভগ্নহৃদয় টমাস ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মালদহ পরিত্যাগ করিয়া "হিন্দু অক্সফোর্ড" নবদ্বীপ হইয়া কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করেন।

টমাসের স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন

এই দীর্ঘকাল চার্লস গ্রাণ্ট তাঁহাকে অর্থসাহায্য করিতেছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম্ম কত দূর বিস্তৃত হইল ইহা জানিতে চাহিয়া গ্রাণ্ট মাঝে মাঝে তাঁহাকে তাগাদা করিতেন; টমাস নানা স্তোকবাক্যে তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার নিজের মনেও বরাবর বিশ্বাস ছিল তিনি অন্ততঃ রামরাম বসু ও পার্ব্বতীকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিতে পারিবেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার এই বিশ্বাস ভাঙিয়া যায়। তা ছাড়া ধর্ম্মভাব তাঁহার যতই থাকুক তিনি নিতান্ত দুর্ব্বল চরিত্রের লোক ছিলেন; আয়ের অধিক ব্যয় করিতেন, এবং মাঝে মাঝে প্রলোভনে পড়িয়া জুয়া খেলিতেন। তাহাতে তিনি বারম্বার ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। উড্নি সাহেব কয়েক বার তাঁহাকে রক্ষা করেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত চার্লস গ্রাণ্ট টমাস-চরিত্রের এই দুর্ব্বলতার কথা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করেন এবং ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩এ ফেব্রুয়ারি তারিখে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন। উড্নি টমাসকে চাপ দিতে থাকেন। ঋণগ্রস্ত এবং লাঞ্ছিত টমাস অক্টোবর হইতে ১০ই ডিসেম্বর (১৭৯১) পর্য্যন্ত নবদ্বীপে থাকিয়া পদ্মলোচন পণ্ডিতের নিকট মুগ্ধবোধের পাঠ অসমাপ্ত রাখিয়াই কলিকাতা ফিরিয়া আসেন। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখে টমাস তাঁহার পিতার নিকট এক পত্রে লেখেন "ম্যাথু এবং মার্কের বাংলা অনুবাদ শেষ করিয়াছি।" ঐ বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে টমাস তাঁহার অনুবাদ সহ কৃষ্ণনগরে সার্ উইলিয়ম জোন্সের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে রামরাম বসু তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। জোন্স টমাসকে বিশেষ উৎসাহ দিয়াছিলেন এবং অনুবাদ মুদ্রিত হইলে ৪৮০ টাকায় ত্রিশ কপির গ্রাহক হইতে রাজী হইয়াছিলেন। টমাস সার্ উইলিয়মকে তাঁহার অনুবাদের পাণ্ডুলিপি দিয়া এই অনুরোধ জানাইয়াছিলেন, তিনি যেন লর্ড কর্ণওয়ালিসের নিকট অনুবাদের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে একটু সুপারিশ করেন। সার্ উইলিয়ম তখন বাংলা ভাষায় তাঁহার অজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছিলেন। টমাস ইহাতে না দমিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার ধর্ম্মগ্রন্থ অনুবাদের এক অনুষ্ঠানপত্র ছাপাইয়া বিলি করেন। টমাসের জর্ণাল হইতে জানা যায়—

The projected work was "to consist of seven parts. (1) Promises and Prophecies, (2) Matthew, (3) Mark, (4) Texts and Precepts of the New Testament, for Newness of Life, (5) Ten Commandments, and a dissertation on Scripture in general, (6) An explanation of

the three first chapters of Matthew, (7) A. Glossary." The Price of the book was to be a gold mohur, or Rs. 16, per copy, to Europeans; and the natives were to receive it gratis.

টমাসের এই স্বপ্ন এই যাত্রায় সফল হয় নাই। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

The Particular Baptist Society For Propagating The Gospel Amongst The Heathen.

উপরি-উক্ত সমিতির সম্ভাবনার কথা উইলিয়ম কেরী নামক এক জন তন্তুবায়-পুত্রের মনে সর্ব্বপ্রথম উদিত হয়। তাঁহার বিরাট্ জীবন ও কীর্ত্তি আমাদের স্বতন্ত্র অধ্যায়ের বিষয় হইলেও টমাসের কাহিনী অনুসরণ করিয়া এখানেই তাঁহার সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় হইতেছে। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মুলটনে আসিয়া বসবাস করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার মনে হিদেনদের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারের বাসনা জাগে। এইখানেই তিনি "An Enquiry into the Obligations of Christians to use means for the conversion of the Heathen" নামক বিখ্যাত পুস্তক রচনা করেন—এই পুস্তক ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হয়। এই উদ্দেশ্য মনে মনে পোষণ করিয়া তিনি বহুকাল যাবৎ নানা ভৌগলিক জ্ঞান সঞ্চয় করিতেছিলেন। তাঁহার বাসনা উত্তরোত্তর প্রবল হইতে থাকে এবং ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে নরদামটনশায়ারের ক্লিপষ্টোনে অনুষ্ঠিত একটী সভায় সাটক্লিফ ও ফুলারের উপস্থিতিতে কেরী প্রশ্ন করেন, "হিদেন-জগতে গসপেল প্রচার সম্ভব কিনা এবং সম্ভব হইলে তাহা করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য কিনা।" ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ৩১এ মে তারিখে নটিংহামে এ-বিষয়ে আলোচনার জন্য পুনরায় সভা আহূত হয়। কেরী বক্তৃতা করেন; দুটি বিষয়ের তিনি বিষদ ব্যাখ্যা করেন—

(১) That we should expect great things ও (২) that we should *attempt* great things. বক্তৃতার শেষে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়—"That a plan be prepared against the next ministers' meeting at *Kettering* for forming a society among the Baptists for propagating the Gospel among the Heathen"। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর কেটারিঙের এই ঐতিহাসিক সভা বসে। সভায় সমিতি-গঠনের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন—John Ryland, Reynold Hogg, John Sutcliffe, A. Fuller, W. Carey, Abraham Greenwood, Edward Sharman, Joshua Burton, Samuel Pearce, Thomas Blundell, Wm. Heighton, John

Eayres, ও Joseph Timms। রাইলাণ্ড, হগ, কেরী, সাটক্লিফ ও ফুলারের উপর সমিতি এই উদ্দেশ্যে যাবতীয় কর্ত্তব্য সাধনের অনুমতি দিয়া রাখেন। এই সভাই ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সমিতির প্রথম সভা। দ্বিতীয় সভা বসে ১৭৯২ ৩১শে অক্টোবর। ১৩ই নবেম্বর নরদামটনের প্রাইমারী সমিতির সভায় কেরী উপস্থিত হইতে পারেন নাই। একটি পত্রে তিনি সমিতিকে বঙ্গদেশীয় মিশনরী জন টমাসের কথা জানান। টমাসের সহিত তাঁহার ইতিমধ্যেই পরিচয় হইয়াছিল এবং টমাস তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথম বাংলা দেশে তাঁহাদের প্রচার-কার্য্য চালাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। টমাস বলেন, তিনি নিজেও বাংলা দেশে প্রচার-কার্য্যের সুবিধার জন্য লণ্ডনে চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন; একজন সঙ্গী পাইলে তিনি বাংলা দেশে প্রচারের ভার লইতে রাজি আছেন। কেরীর পত্রের শেষে ছিল—

"The reason for my writing is a thought, that his fund for *Bengal* may interfere with our larger plan ; and whether it would not be worthy of the Society, to try to make that and ours unite into one fund, for the purpose of sending the Gospel to the Heathen indefinitely."

কেরীর পত্র পঠিত হইলে সমিতি জন টমাস সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করিতে মনস্থ করেন। সমিতির সম্পাদকের উপর এই বিষয়ের ভার অর্পিত হয়। টমাসকে তাঁহার নিজের জীবন ও বাংলা দেশে তাঁহার কীর্ত্তি সম্পর্কে একটি বিবরণী দাখিল করিতে বলা হয়। তাহাতে সমস্ত ব্যাপার বিশদ ভাবে বিবৃত করিয়া সর্ব্বশেষে টমাস লেখেন—

"In the year 1787, I began to learn to speak and write the *Bengalee.* Till the month of June or July of this year, I was engaged at Calcutta, and preached to a few Europeans there. In 1788, I could *Converse* freely with the natives, especially with those I was well acquainted with. In 1789, I began to find that my pronunciation was generally very defective, and consequently my preaching, for the most part, could not be understood : I had also begun to translate. I remained there the second time, from the middle of 1786, till the end of 1791 ; but had no thoughts of staying there till about the beginning of 1787, nor did I sit down to the work till about the middle of that year : so all the time spent among them was five years and a half ; . . . . Considering this, and the difficulties that must necessarily occur to the first adventurer, (for they have no dictionary, vocabulary, nor printed

books to assist one, as in European countiries); I say, considering these things, the time may be reckoned but two or three years; and I doubt not but a person of a moderate capacity may attain, in that time as much knowledge of the language as I have; and I can now express myself in *prayer, preaching* and conversation, comfortably to myself, and so as to be understood by others."

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি কেটারিঙে সমিতির অধিবেশনে 'টমাস-অনুসন্ধানে'র ফল বিবৃত হইল; সমিতি ইহা সন্তোষজনক বিবেচনা করাতে মিঃ টমাসকে সমিতির পক্ষে বাংলা দেশে প্রচারকার্য্য পরিচালনের অনুরোধ জ্ঞাপন করার প্রস্তাব হইল। টমাস যদি রাজি থাকেন তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গী কে হইবেন, পূর্ব্বাহ্ণেই তাহা স্থির করিবার কথা উঠিল। উইলিয়ম কেরী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জন টমাসের সহকর্ম্মীরূপে নিজের নাম প্রস্তাব করিলেন। সেই দিন অপরাহ্ণে টমাস স্বয়ং কেটারিঙে উপস্থিত হইয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। রামরাম বসু ও পার্ব্বতী ব্রাহ্মণ টমাসের হাতে রেভারেণ্ড 'এম'-এর নিকট যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন সমিতি হইতে এই মর্ম্মে তাহার জবাব লেখা হইল যে, ভগবান্ হিন্দুদের উপর প্রসন্ন হইয়াছেন; তাঁহার দুই জন সেবক সেই দেশে তাঁহার বাণী প্রচারার্থ যাইতেছেন। রামরাম বসু, পার্ব্বতী ও তাঁহাদের বন্ধুগণ যেন অবিলম্বে ব্যাপটাইজড হইয়া খ্রীষ্টের শরণাপন্ন হন।

এই পত্র এবং প্রভূত আশা লইয়া উইলিয়ম কেরী সপরিবারে এবং টমাস একাকী ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুন তারিখে ক্যাপ্টেন ক্রিসমাসের অধীনে পরিচালিত ডেনিশ ইণ্ডিয়াম্যান 'প্রিন্সেস মারিয়া'-(Kron Princesse Marie) যোগে বঙ্গদেশ যাত্রা করিলেন।

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নবেম্বর তারিখে কেরী ও টমাস কলিকাতায় পৌঁছিলেন; রামরাম বসু তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। টমাসের আরব্ধ কার্য্য কেরী নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করিলেন। এখন হইতে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর তারিখে দিনাজপুরে মৃত্যু পর্য্যন্ত জন টমাস কেরীর ছায়া-স্বরূপ জীবিত ছিলেন; কেরীর প্রসঙ্গে তাঁহারও অবশিষ্ট জীবন আলোচিত হইবে। টমাস শেষ-জীবনে উন্মাদ হইয়া গিয়াছিলেন। তবে তিনি অসুস্থতা ও অশান্তির মধ্যে এইটুকু সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন যে, বাংলা দেশে ব্যাপটিষ্ট মিশনের পক্ষে প্রথম বাঙালী ধর্ম্মান্তরগ্রহণকারী কৃষ্ণ পাল তাঁহারই প্ররোচনায় খ্রীষ্টান হইয়াছিলেন এবং ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম ওয়ার্ড, জোশুয়া মার্শম্যান, ব্রান্সডন ও গ্রান্টের আগমন ও ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনের প্রতিষ্ঠা তিনি দেখিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন।

উইলিয়ম কেরী

কেরীর প্রতিভা বহুমুখী, জীবন বহুধাবিস্তৃত ছিল; বাংলা গদ্য-সাহিত্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে তাঁহার জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন পরিচয় দিতে গেলে একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিতে হয়। এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে ততখানি বিস্তারের স্থান নাই। ধর্ম্মপ্রচারার্থ বঙ্গদেশ যাত্রা করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনের সামান্য পরিচয় দিয়া, বঙ্গদেশে তাঁহার কার্য্যকলাপের অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বিবরণ দিবার চেষ্টা করিব। কারণ, কেরীর জীবনের এই অংশের ইতিহাস (১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ নবেম্বর অর্থাৎ কলিকাতায় পদার্পণ-দিবস হইতে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ জুন মৃত্যু-দিবস পর্য্যন্ত দীর্ঘ ৪১ বৎসর) প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে বাংলা-গদ্যের প্রাথমিক ইতিহাসের সহিত জড়িত। এই কালের মধ্যে বলিতে গেলে তিনি এক দিনের জন্যও বঙ্গদেশ ত্যাগ করেন নাই—মদনাবাটীতে অবস্থানকালে টমাসের সঙ্গে একবার ভুটান গিয়াছিলেন; বঙ্গদেশের পরিধি তখন ভুটান পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই ৪১ বৎসরের প্রথম ছয় বৎসর তাঁহার শিক্ষানবিশীর কাল; শিক্ষক—জন টমাস ও রামরাম বসু। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষে মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রভৃতির আগমনকাল হইতেই মিশনরী-গোষ্ঠীর তিনি পরিচালক, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের সূত্রপাত হইতেই শ্রীরামপুর মিশনের পত্তন; কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তাঁহার সংস্রব। এই শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহায়তায় বাংলা-গদ্যের বিকাশ ও পরিণতি এবং উভয় ক্ষেত্রেই উইলিয়ম কেরী প্রধান।

প্রবন্ধ-লেখকের এখানে একটু জবাবদিহি করিবার আছে। উইলিয়ম কেরী পৃথিবী-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি শুধু এন্‌সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকাতেই তাঁহার বিস্তৃত জীবনী স্থান পায় নাই; ব্রাউন, কে, কার্ণ, লং, হাগ, মার্শাল, শেরিং, ডাফ প্রভৃতি-লিখিত ভারতের বিভিন্ন খ্রীষ্টীয় মিশনের ইতিহাসে কেরী অনেকখানি স্থান জুড়িয়া আছেন; সি. বি. লিউসের জন্ টমাস-জীবনী, ডব্লিউ এইচ কেরীর ওরিয়েণ্টাল ক্রিশ্চিয়ান বায়োগ্রাফি, স্যামুয়েল ষ্টেনেটের উইলিয়ম ওয়ার্ড-জীবনী, উইলিয়মসের শ্রীরামপুর-পত্রাবলী (*Serampore Letters*) প্রভৃতি অসংখ্য পুস্তকে কেরীর জীবনের বহু কথা লিপিবদ্ধ আছে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার নিজস্ব জীবনীর সংখ্যাও কম নয়। ইউষ্টেস কেরীর *Memoir of William Carey, D. D.* (১৮৩৬); ডক্টর বেলচারের *Life of William Carey* (১৮৫৬); জন ক্লার্ক মার্শম্যানের *The Life and Times of Carey, Marshman and Ward*, দুই খণ্ড (১৮৫৯); জে. কালরসের *William Carey* (১৮৮১); জর্জ্জ স্মিথের *The Life of William Carey, D. D.* (১৮৮৫); পিয়ার্স কেরীর *William Carey* (১৯২৩); ডিয়াভিল ওয়াকারের *William Carey* (১৯২৬); মহেন্দ্রনাথ চৌধুরি-সঙ্কলিত 'আদর্শ চরিত' (১৮৮০);

বি. বি. শাহ-অনূদিত 'কেরি সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী' (১৮৯৪); অমৃতলাল সরকার-প্রণীত 'ভারতবন্ধু ডাক্তার উইলিয়ম কেরী' (১৯৩৪) প্রভৃতি বহু পুস্তকে কেরীর জীবন বহু ভাবে আলোচিত হইয়াছে। এইগুলির উল্লেখ করিলেই প্রবন্ধ-লেখকের কর্ত্তব্য সমাপ্ত হইতে পারিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কেরীর উপরি-উল্লিখিত কোনও জীবনীতেই বাংলা সাহিত্যের সহিত তাঁহার সম্পর্কের বিস্তৃত বিবরণ নাই—এগুলি খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারক পাদরি কেরীর জীবনের কাহিনী মাত্র। শুধু ইউষ্টেস কেরীর জীবনীর পরিশিষ্টে অধ্যাপক এইচ. এইচ. উইলসন "প্রাচ্য পণ্ডিত ও অনুবাদক" কেরী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং বাংলা-গদ্যের সহিত কেরীর সম্পর্কের ইতিহাস আমাদিগকে তাঁহার এবং তাঁহার সঙ্গীদের চিঠিপত্র ও জর্ণাল ইত্যাদি হইতে বহু পরিশ্রমে সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। আমরা মূলতঃ শ্রীরামপুর কলেজ-লাইব্রেরির "বোর্ড রুমে"ই অধিকাংশ উপকরণ পাইয়াছি; এই কাজে শ্রীরামপুর কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ আমাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। এই সংখ্যায় মুদ্রিত প্লেটগুলিও সেখান হইতে গৃহীত।

১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট তারিখে নরদামটনশায়ারের পলার্সপিউরি গ্রামে উইলিয়ম কেরী জন্মগ্রহণ করেন। পিতা এডমণ্ড কেরী তখন স্বহস্তে তাঁত বুনিয়া অন্নসংস্থান করিতেন। উইলিয়মের বয়স যখন ছয় বৎসর, এডমণ্ড তখন তন্তুবায়বৃত্তি ত্যাগ করিয়া স্থানীয় অবৈতনিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা সুরু করেন এবং স্থানীয় প্যারিশের কেরাণী নিযুক্ত হন। পিতার এই জীবিকা-পরিবর্ত্তন উইলিয়মের পক্ষে শুভ ফলদায়ক হইয়াছিল, শিক্ষক পিতার আদর্শে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি তাঁহার অসাধারণ আগ্রহ জন্মিয়াছিল। ইতিহাস, ভূগোল অর্থাৎ পৃথিবীর নানা দেশের বিবরণ, ভ্রমণকাহিনী, বিশেষ করিয়া কলম্বসের আবিষ্কার-বৃত্তান্ত এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁহার জ্ঞানার্জ্জন করিবার আগ্রহ ও উৎসাহের কথা সকলেই উল্লেখ করিয়াছেন। এই সময়ের অধীত বিদ্যা উত্তরকালে বঙ্গদেশে অবস্থানসময়ে স্থানীয় পশুপক্ষী ও বৃক্ষলতাদি সম্পর্কে গবেষণাকার্য্যে তাঁহার সহায় হইয়াছিল। ব্যাপটিষ্ট মিশন সোসাইটির প্রথম ছয় খণ্ড 'পিরিয়ডিকাল অ্যাকাউন্টসে' ইহার বহু পরিচয় আছে। পুস্তকগত জ্ঞান ছাড়াও বাল্যকাল হইতেই তিনি হাতে-কলমে উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান আলোচনা করিতেন। এই বিজ্ঞানে তিনি এমনই দক্ষ হইয়াছিলেন যে, এক সময় তাঁহাকে কলিকাতার কোম্পানীর বাগানের তত্ত্বাবধায়করূপে নিয়োগ করার প্রস্তাব উঠিয়াছিল এবং বিখ্যাত উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ ডক্টর রক্সবার্গের অকালমৃত্যুতে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ *Flora Indica* পুস্তক উইলিয়ম কেরী কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। কলম্বসের জীবনী ও ভ্রমণকাহিনী বালক কেরীকে এমনই আবিষ্ট করিয়া রাখিত যে, তিনি দিনের পর দিন তাঁহার সহপাঠীদের কাছে কেবলই কলম্বসের গল্প বলিতেন; তাঁহার উৎসাহাতিশয্য দেখিয়া তাহারা তাঁহাকে কলম্বস নামে ডাকিয়া উপহাস করিত। অন্যান্য বিষয়ে কেরী সাধারণ ছাত্রদের মতই ছিলেন, কেবল তাঁহার

পিতা বাল্যে তাঁহার পাটীগণিত বিষয়ে দক্ষতার উল্লেখ করিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায়।* বার বৎসর বয়সে কেরী পলার্সপিউরির তন্তুবায়-পণ্ডিত টমাস জোন্‌সের নিকট বিশেষ মনোযোগের সহিত লাটিন ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। কথিত আছে যে, তিনি মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই একটি লাটিন শব্দকোষ ('Vocabularium') কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। পীয়ার্স কেরী লিখিয়াছেন,—

Nature and he were Sister and brother.···To watch things grow was his bear recreation.···In the Paulerspury lanes and fields and forest, and in the moat between his father's schoolhouse and the rectory, little was hidden from his eyes. Bird—their forms, colours, changes, calls, songs, haunts, nests, flight, eggs···And plants—their times and seasons, their leaves and buds and flowers, their soil and roots, their devices and their seeds—he eagarly and patiently discovered···He became a recognized encyclopædia amongst his Paulerspury mates on all things curious.

এডমণ্ডের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না, সুতরাং বার বৎসর বয়স হইতেই বালক কেরীকে উপার্জ্জনের চেষ্টা দেখিতে হয়। প্রথম দুই বৎসর তিনি কৃষিকার্য্য শিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বিশেষ চর্ম্মরোগের জন্য রৌদ্রতাপ মোটেই সহ্য করিতে পারিতেন না বলিয়া এই জীবিকা তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হয়। তিনি হ্যাকেলটনের জুতা-নির্ম্মাতা ক্লার্ক নিকল্‌সের সহযোগী হিসাবে জুতা-সেলাইয়ের কাজ শিখিতে আরম্ভ করিয়া চার বৎসর শিক্ষানবিশী করিয়াছিলেন। এই সময়ে প্রত্যহ রবিবারে পলার্সপিউরি আসিয়া টমাস জোন্‌সের নিকট তিনি গ্রীকভাষা শিখিতে সুরু করেন। ক্লার্ক নিকল্‌সের দোকানে কয়েকটি ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ ছিল, কেরী সেগুলিও মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে থাকেন। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ক্লার্ক নিকল্‌সের হঠাৎ মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার আত্মীয় টি. ওল্ডের দোকানে কেরী শিক্ষানবিশ হন। এই ভদ্রলোক একাধারে মদ্যপ, বদমেজাজী ও ধর্ম্মবাতিকগ্রস্ত ছিলেন; বালক কেরীর সহিত প্রায়শঃ তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ে তর্ক হইত। তর্কে জিতিবার জন্য কেরী প্রাণপণে ধর্ম্মগ্রন্থসকল অধ্যয়ন করিতে থাকেন, এবং লাটিন, গ্রীক ও হিব্রু ভাষা শিক্ষায় অধিক মনোযোগী হন। এই সকল তর্কমূলক ধর্ম্মচর্চ্চা সত্ত্বেও কেরীর নৈতিক চরিত্র সংসর্গদোষে কলুষিত হইয়া পড়ে। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ আগষ্ট তারিখে ডক্টর রাইল্যাণ্ডকে তিনি নিজের বাল্যজীবন সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—

My companions were at this time such as could only serve to

* মিঃ টমাস রাণ্ডেলের নিকট এডমণ্ড কেরীর ৯ আগষ্ট, ১৮১৫ তারিখের চিঠি—"He was always attentive to learning when a boy, and was a very good arithmetician."

debase the mind, and lead me into the depths of the gross conduct which prevails among the lower classes in the most neglected villages: so that I had sunk into the most awful profligacy of conduct.

এই সময়ে জন্ ওয়ার (Warr) নামক এক জন সহ-শিক্ষানবিশের আদর্শ তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয়, তাঁহার মনে সত্যকার ধর্ম্মভাব জাগ্রত হয়; চার্চ অব ইংলণ্ডের বিখ্যাত প্রচারক রেভারেণ্ড টমাস স্কটের সহিত তাঁহার এই সময়েই ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুন পিডিংটন গীর্জ্জায় মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে মনিব ওল্ডের শ্যালিকা ডেনিয়ল প্ল্যাকেটের কন্যা নিরক্ষরা ডরোথি প্ল্যাকেটের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ডরোথির বয়স তাঁহার অপেক্ষা পাঁচ বৎসর অধিক ছিল। বিবাহের প্রথম দুই বৎসর সুখে কাটিয়াছিল। নিজে কুঁড়ে ঘরে বসিয়া তিনি জুতা সেলাই করিতেন, অধ্যয়ন করিতেন, ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় দক্ষ হইয়া উঠিতে লাগিলেন এবং বাগান-রচনা করিতেন। এই সময়ে তাঁহার প্রথম সন্তান কন্যা আনে জন্মগ্রহণ করে। চার বৎসর পিতা ও কন্যা নিদারুণ জ্বররোগে আক্রান্ত হন। কন্যাটি মারা যায়, এবং পিতা উইলিয়ম কেরী বহু কষ্টে রক্ষা পান বটে, কিন্তু তাঁহার মাথায় টাক পড়ে। এই সময় তাঁহার বয়স মাত্র বাইশ। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে নরদামটনশায়ারের ব্যাপটিষ্টমণ্ডলীর পালকসঙ্ঘে যোগদান করিয়া রাইল্যাণ্ড, সাটক্লিফ, ফুলার ও পীয়ার্সের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মুলটনে একটি অবৈতনিক পাঠশালার শিক্ষকতা গ্রহণ করিয়া কেরী পিডিংটন (হ্যাকেলটন) ত্যাগ করেন; জুতা-সেলাইয়ের ব্যবসায় তিনি তখনও পরিত্যাগ করেন নাই। তৎপূর্ব্বেই ক্যাপ্টেন কুকের ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়, এই পুস্তক মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া পৃথিবীর অখ্রীষ্টান হিদেন জাতিসমূহের অনন্ত নিগ্রহের কথা ভাবিয়া তাঁহার মনে বেদনা জাগে ও তাহাদের মুক্তির উপায় তিনি চিন্তা করিতে থাকেন। মুলটনে আসিয়া তিনি স্বহস্তে পৃথিবীর একটি বৃহৎ মানচিত্র প্রস্তুত করেন ও সেটিকে দেওয়ালে টাঙাইয়া হিদেনদের উদ্ধার-চিন্তায় মনোনিবেশ করেন। তিনি এই সময়ে ডাচ, ইতালীয়ান ও ফ্রেঞ্চ ভাষাও শিখিতে থাকেন এবং ডাচ ভাষার একটি পুস্তক ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। তাঁহার এই প্রথম রচনা এখনও পাণ্ডুলিপি আকারেই আছে। ধীরে ধীরে জুতা-সেলাই ও শিক্ষকতাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া কেরী ধর্ম্মযাজকবৃত্তি গ্রহণ করেন ও ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে লীষ্টার শহরের হার্ভি লেনে পাকাপাকি রকম পাদ্রিরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে এখান হইতেই তাঁহার *An Enquiry*... পুস্তক প্রকাশিত হয় এবং ঐ সালের ২রা অক্টোবর তারিখে কেটারিঙের ঐতিহাসিক সভায় The particular Baptist Society for propagating the Gospel amongst the Heathen নামক সমিতি গঠিত হয়। গত সংখ্যায় এই সভার কয়েকটি অধিবেশন ও জন্ টমাসের

সহিত কেরীর প্রথম সংযোগের কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বঙ্গদেশে রওয়ানা হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কেরীর জীবন সম্বন্ধে ইহার অধিক তথ্য আমাদের ইতিহাসের পক্ষে অনাবশ্যক। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুন ক্যাপ্টেন ক্রিসমাসের অধীনে পরিচালিত ডেনিশ ইণ্ডিয়াম্যান 'প্রিন্সেস মারিয়া'-যোগে জন্ টমাসের নেতৃত্বে উইলিয়ম কেরী—পত্নী ডরোথি, শ্যালিকা ক্যাথারিন প্ল্যাকেট, পুত্র ফেলিক্স, উইলিয়ম, পিটার ও সদ্যোজাত জ্যাবেজকে লইয়া বঙ্গদেশ অভিমুখে যাত্রা করেন। সেখানে ৪১ বৎসর নানাকীর্ত্তিবিভূষিত জীবন যাপন করিয়া ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুন তাঁহার মৃত্যু হয়। আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে কেরীর জীবনের তিনটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব—ভাষা শিক্ষায় তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা, শারীরিক ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া তাঁহার অপরিসীম অধ্যবসায় এবং সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার প্রবল কৌতূহল।

কেরী, টমাস ও রামরাম বসু

(১৭৯৩ নবেম্বর—১৭৯৯ অক্টোবর)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কেরী ও টমাসের ধারাবাহিক জীবনী আমার প্রবন্ধের বিষয় নয়; কৌতূহলী পাঠককে ইহার জন্য অন্ততঃ জর্জ্জ স্মিথ ও সি. বি. লিউসের শরণাপন্ন হইতে হইবে। রামরাম বসু সম্বন্ধে দুর্ভাগ্যবশতঃ সামান্য উপকরণই আমাদের হস্তগত হইয়াছে; খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিলে মিশনরীদের কৃপায় প্রথম বাঙালী লেখকের জীবনের বিস্তৃততর বিবরণ আমরা পাইতে পারিতাম। শ্রীরামপুরের পাদরিদের সহিত কয়েক বৎসরের সম্পর্কবশতঃ তাঁহার সামান্য যেটুকু পরিচয় তাঁহাদের চিঠিপত্র ও জর্ণাল মারফৎ পাওয়া যায় তাহাতে আমাদের ঔৎসুক্য মিটে না। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তৎসম্পাদিত 'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা'র ৩য় গ্রন্থ রামরাম বসু-লিখিত 'রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্র' গ্রন্থের ভূমিকায় সেই পরিচয়টুকু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, রামরাম বসু সম্বন্ধে তাহার অধিক জানিবার উপায় নাই। স্বর্গীয় নিখিলনাথ রায়-সম্পাদিত 'রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্রে'র ভূমিকায় রামরাম বসু সম্বন্ধে আরও অনেক কাহিনি আছে বটে, কিন্তু অনুসন্ধানে জানিয়াছি, সেগুলির অধিকাংশই ভুল তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

কেরী-সমভিব্যাহারে তৃতীয় বার বঙ্গদেশ অভিমুখে রওয়ানা হইবার পূর্ব্বেই টমাস বাংলা দেশ, বাঙালী ও বাংলা ভাষা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, বিকৃত উচ্চারণ লইয়াই তিনি বাংলায় অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারেন এবং ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে দ্বিতীয় বার স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বেই রামরাম বসুর সহায়তায় বাইবেলের ম্যাথু, মার্ক, জেম্‌স্, জেনেসিসের কিয়দংশ, সাম্‌স্ (Psalms) ও প্রফেসিজ-এর বিভিন্ন অংশ বাংলায় অনুবাদ করিয়া মূল পাণ্ডুলিপির নকলের সাহায্যে মালদহের হিন্দুদের মধ্যে

তাহার প্রচারও করিয়াছেন।* এই অনুবাদের অসংস্কৃত রূপ আমাদের হস্তগত হইলে মিশনরী বাংলার আদিতম নিদর্শন হইতে পরবর্ত্তী পরিণতির একটা ইতিহাস রচনা করা সহজ হইত। তবে শ্রীরামপুর মিশনযন্ত্রে সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত' পুস্তকের প্রথম সংস্করণে (১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ ১৮ মার্চ মুদ্রণ আরম্ভ) টমাস-রামরাম বসুর অনুবাদ কতকটা অবিকৃত আছে বলিয়াই অনুমান হয়। মার্ক, জেম্‌স, জেনেসিস প্রভৃতির টমাস-বসুকৃত অনুবাদকে ভিত্তি করিয়া কেরীকৃত সংস্করণ পরে মুদ্রিত হইয়াছিল।

মালদহ হইতে দ্বিতীয় বার স্বদেশে ফিরিবার সময় টমাস সঙ্গে করিয়া কেটারিঙের ব্যাপটিষ্ট-মণ্ডলীর সম্পাদকের নিকট লিখিত "শ্রীপার্ব্বতী ব্রাহ্মণ, শ্রীরামরাম বসু, কায়স্থ" লিখিত ১১৯৮ বঙ্গাব্দের ৭ই মাঘ তারিখের একটি বাংলা নিমন্ত্রণপত্র সঙ্গে লইয়া যান; টমাস ইহার ইংরেজী অনুবাদ করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই ঐতিহাসিক পত্রটির মূল বাংলা রূপ আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০ মার্চ তারিখে লীষ্টারে ব্যাপটিষ্ট ভ্রাতৃমণ্ডলীর সভায় সকলে মিলিয়া এই পত্রের একটি জবাব প্রস্তুত করেন—

"A letter was drawn up, addressed to the Hindoo Christians in India, to whose conversion brother Thomas had already been instrumental……"

এই পত্রে লিখিত হইয়াছিল—

You requested in your letter sent to one of our brethren, that "Missionaries might be sent to preach the Gospel among you, and to half-forward the translation of the word of God." For these purposes we recommend to you our much esteemed brethren Thomas and Carey, men who are persuaded, are willing to hazard their lives for the name of the Lord Jesus……

We hope that upon the arrival of our brethren, you will be solemnly baptized……

Be subject to the laws of your country, in all things not contrary to the laws of God. ..Be faithful in all your relative connections ……

---

*They have Matthew, Mark, James, some part of Genesis, and the Psalms, with different parts of the prophecies, in Bengalee manuscript : three or four of them have all the above, and some only a single, part, which they lend to one another and copy."—Thomas's "Narrative of Himself," *Rippon's Baptist Register*, No. V.

রামরাম বসুকেও ১৭৮৮ সনের জুন মাসে রচিত তাঁহার খ্রীষ্ট-স্তবটির * জন্য ধন্যবাদ দিয়া একটি পত্র লিখিত হয়। এই দুইটি পত্র সঙ্গে লইয়া ১৩ই জুন তাঁহারা যাত্রা করেন। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ আগষ্ট গিল্‌স্‌বরোতে অনুষ্ঠিত মণ্ডলীর সভায় বঙ্গদেশগত মিশনরীদের সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়—

That as it will be necessary for sometime, that they should have the assistance of some of the natives, in order to enable them to learn the *Sanskrit* and *Banqal Lenguages*, the sum of 20 1. per annum be allowed to each, towards the discharge of those extra expenses.•

কেরী জাহাজেই টমাসের নিকট বাংলা শিখিতে সুরু করেন, টমাসও জাহাজে বসিয়াই হিব্রু-ভাষাভিজ্ঞ কেরীর সাহায্যে জেনেসিসের অনুবাদ শেষ করেন। ১১ই নবেম্বর তারিখে কলিকাতা পৌছিয়াই রামরাম বসুর সহিত জাহাজঘাটে কেরীর পরিচয় হয়, টমাসের মুন্‌শী রামরাম সেই দিন হইতেই মাসিক কুড়ি টাকা বেতনে কেরীর মুন্‌শী নিযুক্ত হন। প্রকৃত পক্ষে টমাসের সহিত বাংলা-গদ্যের সম্পর্ক এই দিন হইতেই ঘুচিয়া যায়, অধিকতর পরিশ্রমী, অধ্যবসায়শীল এবং নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তির হাতে এই ভার অর্পিত হয়; রামরাম বসুর মধ্যস্থতায় বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিৎ উইলিয়ম কেরী বাংলা-গদ্যনির্ম্মাণে তাঁহার অপেক্ষাকৃত বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান লইয়া অগ্রসর হন। ১১ই নবেম্বর, ১৭৯৩ হইতে ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে মালদহের মদনাবাটিতে একটি অমার্জ্জনীয় অপরাধের জন্য মুন্‌শীত্ব হইতে বরখাস্ত না-হওয়া পর্য্যন্ত রামরাম বসু বরাবরই কেরীর সহিত যুক্ত থাকিয়া ভাষা-শিক্ষায় এবং অনুবাদ-কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। খামখেয়ালী, অমিতব্যয়ী, এবং জুয়াড়ী টমাস মিশন-প্রদত্ত যাবতীয় অর্থ অপব্যয় করিয়া নিজে নানা বিপদের মধ্য দিয়া শেষ পর্য্যন্ত জর্জ্জ উড্‌নির আশ্রয়ে মালদহের মহীপালদীঘি নীলকুঠির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়া ১৭৯৪ সনের মার্চ মাসে সেখানে পৌছিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হন। বঙ্গদেশে পদার্পণ করিয়া পুরা সাড়ে-সাত মাস কাল কেরী হালভাঙা নৌকার মত সমগ্র পরিবার এবং মুন্‌শী সমেত সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় কলিকাতা হইতে ব্যাণ্ডেল, ব্যাণ্ডেল হইতে নদীয়া, নদীয়া হইতে ব্যবসায়ী নেলু দত্তের বদান্যতায় তাঁহার মাণিকতলার বাগানবাড়ীতে এবং শেষ পর্য্যন্ত সুন্দরবন অঞ্চলের † দেবহাট্টায় তাড়িত-বিতাড়িত হন। এই সময়ে শারীরিক ও মানসিক অত্যধিক যন্ত্রণায় কেরী-পত্নী ডরোথি অর্দ্ধোন্মাদ হইয়া যান। এই সাংঘাতিক অবস্থার মধ্যেও কেরী

* "কে আর তারিতে পারে লর্ড জিজস ক্রাইষ্ট বিনা গো। পাতক সাগর ঘোর লর্ড জিজস ক্রাইষ্ট বিনা গো।" ইত্যাদি।

† ইহা রামরাম বসুর খুড়ার জমিদারিভুক্ত ছিল। ইহা হইতে অনুমান করা চলিতে পারে যে, রামরাম বসুর বাড়ী এই অঞ্চলেই সম্ভবত: টাকিতে ছিল।

এক দিনের জন্যও তাঁহার আসল উদ্দেশ্যের কথা বিস্মৃত হন নাই এবং ভাষা শিক্ষা ও অনুবাদের কাজে শৈথিল্য প্রদর্শন করেন নাই। অনুতপ্ত টমাস মহীপালদীঘিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহারই-দোষে-বিপন্ন কেরীকে বাঁচাইবার জন্য জর্জ্জ উডনিকে ধরিয়া মদনাবাটীর নীলকুঠির তত্ত্বাবধায়কের পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়া সংবাদ পাঠান। ১৫ই জুন ১৭৯৪ তারিখে কেরী সপরিবারে রামরাম বসু সহ নৌকাযোগে ইছামতী, জলাঙ্গী, গঙ্গা, পদ্মা ও মহানন্দা নদীপথে মদনাবাটী পৌঁছান। পথিমধ্যে সুন্দরবনের কাছাকছি চান্দুরিয়া নামক স্থানে কেরী সর্ব্বপ্রথম বাংলায় বক্তৃতা করেন। কেরীর চিঠিপত্র ও জর্ণাল হইতে এই সাড়ে সাত মাসের প্রয়োজনীয় বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

Calcutta, Nov. 25, 1793 .....I see one of the finest countries in the world, full of industrious inhabitants ; yet three-fifths of it are an uncultivated jungle, abandoned to wild beasts and serpents.......

I have had several conversations with a Brahmin who speaks English well, and being unable to defend himself against the Gospel, he purposes to come, attended by a Pundit, and try the utmost of their strength......It will be of very great service to us if the society can send out a *polyglot Bible* by the next conveyance. *Ram Boshoo* is a good persian scholar, and it will certainly help us much......

Bandell, Dec. 16, 1793......we have been near a month at *Bandell*, which is a Portuguese settlement, but are now going further up the country, perhaps, to *Nuddea*, *Cutwa*, *Gowr*, or *Malda* ; at present it is uncertain which.

Bandell, Dec. 26, *1793*.... I entertain a very high opinion of him [Ram Ram Boshoo] as a converted person : He is a man after my heart. He is a faithful councellor and a discerning man, and very inquisitive, sensible and intelligent. If he wants anything it is zeal ;......

Maniet-tullo, Jan. 1, 1794......The utmost hermony subsists between me and Mr. Thomas. Several Brahmins and Pundits, have been very pressing with us to settle at *Calcutta*, and preach to them ; accordingly Mr. T. resides there, and I live at a house belonging to a blackman [Nelu Dutt], who generously offered it to me for nothing, till I am otherwise accomodated.

I am about renting a small quantity of land of a native, some miles east of the city [Debhatta], so that we may have opportunities of preaching the gospel all over the most populous part of *Bengal.* The city of Calcutta is very large ; I have no doubt but there may be 200,000 black people there, besides the Europeans……I had fully intended to devote my eldest son to the study of Shanscrit, my 2d to the persian, and my 3d Chinese.

Maniet-tullo, Jan. 3-5, 1794……Both Moors and Hindoos are very industrious, and in many branches of manufacture excellent workmen. The cultivated part of the country bears a great resemblance to some of our English countries……

The Moors, who are Mahometans, are more rigid and fierce than the Hindoos……

The Hindoos acknowledge but one Supreme Being, but they make offerings to a variety of imaginary subordinate beings.……

To the honour of the Government I may observe, that the black people here are as free as the natives of England, and the courts of law seem to favour them full as much as the Europeans.

Their national character is that of avarice, to this we may add a strong propensity to lying. The first of these seems to be the effect of the oppressive dealing which they have experienced under former governors. But the whole police has assumed a very different aspect under the government of Lord Cornwallis, and especially in favor of the natives.

Deharta, Feb. 15, 1794……My ear is somewhat familiarized to the *Bengalee* sounds. It is a language of a very singular construction, having no plural except to pronouns, and not a single preposition in it ; but the cases of nouns and pronouns are almost endless, all the words answering to our prepositions being put after the word, and forming a new case. Except these singularities, I find it, an easy language.

এই সময়েই তিনি নিজের সুবিধার জন্য নিজেই বাংলা ভাষার একটি সংক্ষিপ্ত শব্দকোষ ও একটি ব্যাকরণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

উপরের সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতিগুলিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকের বাঙালী ও বাংলা দেশের যে সামান্য পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহা হইতেই তৎকালীন সামাজিক ইতিহাসের উপাদান হিসাবে কেরী ও টমাসের এই পত্র ও জর্ণালগুলি যে কত মূল্যবান্ তাহা উপলব্ধি হইবে। উত্তরবঙ্গে এই দুই জন মিশনরীর কার্য্যকলাপের কাহিনীও কম চিত্তাকর্ষক নয়।

১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ আগষ্ট তারিখে মদনাবাটী হইতে কেরী সোসাইটিকে লিখিতেছেন—

"I cannot speak the language so well as to converse much, but begin a little."

তাঁহার ৯ আগষ্ট তারিখের পত্রে (মিঃ সাট্‌ক্লিফের নিকট লিখিত) দেখিতে পাই—

The language is very copious, and I think beautiful. I begin to converse in it a little ; but my third son, about five years old speaks it fluently. Indeed there are two distinct languages spoken all over the country ; the *Bengalee*, spoken by the Brammhans, and higher Hindoos ; and the *Hindostanie*, spoken by the Musselmans, and lower Hindoos. This last is a mixture of Bengalee and Persian.

ঐ বৎসরের শেষে মদনাবাটীতে কেরীর এই তৃতীয় পুত্রটি (পিটার) ১লা অক্টোবর ১৭৯৪ তারিখে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের সূত্রপাত হইতেই কেরী বাংলা ভাষায় বেশ দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছেন, লিখিতে ও বলিতে তাঁহার বিশেষ অসুবিধা হয় না। এই সময়েই তাঁহার মাথায় বাইবেল মুদ্রণের খেয়াল চাপে, তিনি ইংলণ্ড হইতে হরফ প্রস্তুত করাইয়া আনিতে মনস্থ করেন। ৬ জানুয়ারির পত্রে তিনি লিখিতেছেন,—"I intend soon to send specimens of Bengalee letters, for types. A considerable part of this expense I hope to be able to bear myself." মদনাবাটীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই তিনি স্থানীয় কৃষক ও প্রজাদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন ; যত দূর জানা যায়, ইউরোপীয় মতে দেশীয় লোকদের শিক্ষা দিবার চেষ্টা ইহাই দ্বিতীয়। মালদহের গোয়ামাল্‌টির জন্ এলারটন ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই তাঁহার বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন।

২৭ জানুয়ারি তারিখেই কেরী ডক্টর রাইল্যাণ্ডকে লিখিতেছেন—

It will be requisite for the society to send a printing press from *England* ; and, if our lives are spared, we will repay them. We can engage native printers, to perform the press and compositor's work.

কেরীর জর্ণালে ঐ বৎসরের ১৪ই জুন তারিখে লিখিত আছে—

The Translation also goes on—Genesis is finished and Exodus to the XXIII d. Chapter. I have also for the purpose of exercising myself in the language, begun translating the gospel by John; which Moonshee afterwards corrects……

এই পর্য্যন্ত কেরীর অনুবাদের খবর মাত্র আমরা পাইতেছি, নমুনা দেখিতে পাই না। মদনাবাটী হইতে ১৩ আগষ্ট লিখিত একটি পত্রে তিনি স্বয়ং নমুনা দিয়াছেন, কেরী-লিখিত বাংলার ইহাই সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টান্ত। কেরী লিখিতেছেন,—

Ram Ram Boshoo and Mohun Chund are now with me.…I often exhort them, in the words of the apostle, 2 cor. VI. 17, which in their language I thus express :—

বাহিরে আইস এবং আলাদা হও এবং অপবিত্র বস্তু স্পর্শ করিও না এবং আমি কবুল করিব তোমারদিগকে এবং তোমরা হইবে আমার পুত্রগণ এবং কন্যাগণ এই মত বলেন সর্ব্বশক্ত ভগবান।*

কেরী এই সঙ্গেই লিখিয়াছিলেন যে, ইংলণ্ড হইতে হরফ আনাইবার ইচ্ছা তিনি ত্যাগ করিয়াছেন; কারণ, বাংলা দেশেই যে বাংলা হরফ পাওয়া যায়, ইহা তিনি অবগত হইয়াছেন। এখানকার মামুলি প্রথাতেই অবশ্য ইংলণ্ড হইতে দশগুণ বেশী খরচ করিয়া ক্রিসমাসের মধ্যেই বুক অব জেনেসিস পর্য্যন্ত ছাপান যাইবে, তিনি এরূপ আশা করেন।

ঐ বৎসরের ২রা অক্টোবর তারিখেও তাঁহাকে দুঃখ করিতে দেখি—

One of my great difficulties arises from the common people being so extremely ignorant of their own language, and the various dialects which prevail in different parts of the country. Though I can preach an hour with tolerable freedom, so that all who speak the language well, or can read or write, can perfectly understand me; yet the laboring people can understand but little. Notwithstanding the language itself is rich, beautiful, and expressive; yet the poor people,……have scarce a word in use about religion.

---

* "Forth come and separate be: and unclean thing touch not: and I accept will you: and you shall be my sons and daughters: thus says the Almighty God."

বাংলা-গদ্যের অন্যতম প্রবর্ত্তক উইলিয়ম কেরীর সাধনা পরবর্ত্তী কলে এই কল্পিত বাধার দ্বারাই মূলতঃ নিয়ন্ত্রিত হয়, তিনি জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত অর্থাৎ চল্‌তি ভাষা শিক্ষা ও রচনা পরিত্যাগ করিয়া ভারতীয় যাবতীয় ভাষার মূল, সংস্কৃতের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন।

From his second Mudnabati year Carey gave a third of his long working day to this language, which Ram Ram Basu extolled as almost divine. It was India's hallmark of culture, the franchise of her real aristocracy ; the tongue wherein her scriptures and classics were all enshrined ; the speech which unlocked her very soul ; the mother and queen of her many vernaculars. To conquer this was to lay open a dozen derivatives ; to take this stronghold was to win a multifold domain··· ····· (S. P. Carey) .

ঠিক এই সময়েই কেরী (৩১ ডিসেম্বর ১৭৯৫) মদনাবাটী হইতে মিঃ পীয়ার্সকে সংস্কৃত, বাংলা এবং প্রচলিত ভাষার পার্থক্য বুঝাইবার জন্য লিখিয়াছিলেন—

Should you pursue the knowledge of the Hindoo language, it will no doubt have its use ; but could you learn to read, and understand, and pronounce well all the books that are written in that language, yet not one in a hundred of the people would understand you, nor could you understand them, so different is the language called Bengalee (which is spoken by the higher ranks of Hindoos) from the common language of the country, which is a mixture of Bengalee, Hindoostanee, Persian, Portuguese, Armenian, and English, that is a mere jargon. I much question whether Moonshee can translate the Bible so as to be understood by the common people, and the less so as there is an alteration in their dialect every ten or twelve miles ; and if he could I am persuaded that he would be ashamed of writing language so completely ungrammatical.

নিজের অনুবাদের ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার মনে যথেষ্ট সন্দেহ জাগিতেছিল বলিয়া তিনি ঐ চিঠিতে লিখিয়াছিলেন—

I have translated the gospel by John, and the Epistle to the Galatians myself, without his [Ram Ram Boshoo's] help ; and the

common people understand it much better than his; but it would be scouted by all above the rank of a farmer……"

সংস্কৃত ও চল্‌তি বাংলা, এই দোটানার মধ্যে পড়িয়া কেরী কিছু কাল অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং কোনও ব্যাকরণ-অভিধানের আশ্রয় না পাইয়া শেষ পর্য্যন্ত নিজেই সংস্কৃতের আদর্শ ধরিয়া ব্যাকরণ-অভিধান রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। ফরষ্টারের অভিধান তখনও প্রকাশিত হয় নাই এবং যে কারণেই হউক, হাল্‌হেডের ব্যাকরণ ও আপ্‌জনের অভিধান তিনি সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি বলিতেছেন (৩১ ডিসেম্বর, ১৭৯৫)—

I have been trying to compose a compendious grammar of the language, which I send you, together with a few pages of the Mahabharat, with a translation, which I wrote out for my own exercise in the Bengalee. . . . I have also begun to write a dictionary of the language, but this will be a work of time;……

১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসেই কেরী রাইল্যাণ্ডের নিকট পত্রে লিখিতেছেন—

I have read a considerable part of the 'Mahabharata,' an epic poem written in most beautiful language, and much on a par with Homer. And were it, like Homer's 'Iliad' only considered as a great work of human genius, I should think it one of the finest productions in the world.

বাংলা ভাষা শিক্ষা ও গদ্য রচনার কাজ এই ভাবে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল, হঠাৎ মুন্‌শী রামরাম বসুর দুশ্চরিত্রতা প্রকাণ্ড বাধার সৃষ্টি করিল, ১৭৯৬ সালের জুন মাসে কেরী নিতান্ত দুঃখিতচিত্তে রামরাম বসুকে তাড়াইয়া দিতে বাধ্য হইলেন, বসুর সঙ্গে সঙ্গে পাঠশালার পণ্ডিতটিও পলায়ন করিলেন। সকল কাজ একসঙ্গে বন্ধ হইয়া গেল। কেরীর মানসিক অবস্থা এই সময়ে এত খারাপ হইয়াছিল যে, তিনি প্রায় হাল ছাড়িয়া দিবেন ভাবিয়াছিলেন। ঐ বৎসরের ১৭ই জুন একটি পত্রে তিনি লিখিয়াছেন—

With respect to printing the Bible, we were perhaps too sanguine. Means have hitherto failed. I think it will be well for the society to send at least one hundred pounds per annum, which shall be applied to the purposes of printing the Bible, and educating the youth.

I think it very important to send more missionaries hither, as we may die soon…

ঐ বৎসরের ১০ই অক্টোবর তারিখে জন ফাউন্‌টেন নামক এক জন যুবক প্রচারক কেরীর সহকারীরূপে মদনাবাটীতে উপস্থিত হইলেন। এই যুবকের উৎসাহে কেরী আবার নূতন উদ্যমে কাজ সুরু করিলেন, ফাউন্‌টেন অতি অল্প কালের মধ্যে বাংলা ভাষা শিখিয়া লইয়া স্কুলের কাজ ও অনুবাদের কাজে কেরীকে সাহায্য করিতে লাগিলেন, ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দ শেষ হইবার পূর্ব্বেই নিউ টেষ্টামেণ্ট সম্পূর্ণ অনূদিত হইয়া গেল, তখন শুধু ছাপার অপেক্ষা। কিন্তু তাহাতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, হিসাব করিয়া দেখা গেল, এদেশে ১০০০০ কপি ছাপিতে ৪৩৭৫০৲ টাকা খরচ হইবে। সুতরাং ইংলণ্ড হইতে একটি মুদ্রাযন্ত্র ও হরফ পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া কেরী ১৬ই নবেম্বর তারিখে ফুলারকে পত্র দিলেন, একজন দক্ষ মুদ্রাকরকেও ঐ সঙ্গে পাঠাইতে বলিলেন।

এই পত্রের জবাব আসিবার পূর্ব্বেই কেরী ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি কলিকাতা রওনা হইলেন—"To make the necessary enquiries about the expence of printing it here······" তিনি তখনও সংস্কৃত শিখিতেছেন এবং প্রত্যহ হিন্দুস্থানীতেও পাঠ লইতেছেন। কলিকাতার মুদ্রাকর হিসাব করিয়া জানাইলেন যে, নিউ টেষ্টামেণ্ট ছাপার অক্ষরে মোট ৬০০ পৃষ্ঠা হইবে, তাঁহারা সম্পূর্ণ নূতন সেট টাইপ কাটাইয়া সেই হরফে ১০০০০ কপি ছাপিয়া দিতে প্রায় ৪০ হাজার টাকা লইবেন। অত টাকা সংগ্রহ করা অসম্ভব জানিয়া কেরী দুঃখিতচিত্তে মদনাবাটী ফিরিয়া আসিলেন। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ৬ জুলাই তারিখে ডক্টর রাইল্যাণ্ডকে লিখিত পত্রে দেখিতেছি—

I am forming a dictionary, Shanscrit, Bengalee and English, in which I mean to include all the words in common use. It is considerably advanced; and should my life be spared, I would also try to collate the Shanscrit with the Hebrew roots, where there is any familiarity between them······

মূল সমিতি কিন্তু মুদ্রাযন্ত্র ও হরফের কোনই ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না, সুতরাং মুদ্রাকরের সন্ধানও প্রয়োজন হইল না। মদনাবাটীতে কেরীর জীবনযাত্রাও নিরুপদ্রবে চলিতেছিল না। অনাবৃষ্টি অথবা অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতে উপর্য্যুপরি তিন বৎসর নীলকুঠির কাজ প্রায় বন্ধ ছিল। খামখেয়ালি টমাসের কাজও ভাল চলিতেছিল না, মিশনের সহিত তাঁহার সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন হইয়া আসিয়াছিল, ঝড়ের মত তিনি মদনাবাটীতে আসিতেন ও চলিয়া যাইতেন। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দেই টমাস মহীপালদীঘির কুঠি ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন। সেখানে কয়েক মাস অবস্থান করার পর তিনি রাজমহল পাহাড়ের পাদদেশে সেরাসিং নামক স্থানে সাঁওতালদের

মধ্যে প্রচারকার্য্য করিতে যান।* সদয়হৃদয় উড্‌নি বিপন্ন কেরীকে সাহায্যের জন্য আরও দুই এক বৎসর কুঠির কাজ চালাইতে মনস্থ করিলেন। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সংবাদ পাওয়া গেল যে, কলিকাতায় দেশীয় ভাষার হরফ প্রস্তুতের একটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে—

A Letter-Foundry has lately been set up at Calcutta for the country languages, and I think it will be cheaper and better to furnish ourselves with types for printing the Bible in this country, than to have them cast in Europe.........W. Carey, Jan. 1, 1798.

এই কারখানার কর্ত্তা কে ছিলেন জানা যায় না বটে, কিন্তু উইলকিন্স-শিষ্য পঞ্চানন যে এখানে কাজ করিতেন, জে. সি. মার্শম্যান সে কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

All trace of the author or the result of this project has been lost except the fact that the punches were cut by the workman whom Sir Charles Wilkins had trained up. Mr. Carey immediately placed himself in communication with the projector of this scheme, and relinquished all idea of obtaining Bengalee types from England.—*The Life and Times of Carey, Marshman and Ward,* Vol. I, p. 80.

এখানেই পঞ্চাননের সহিত ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কেরীর পরিচয় হয় এবং তাহারই ফলে শ্রীরামপুরে ছাপাখানা স্থাপিত হইবার পর পঞ্চানন কেরীর সহিত যোগদান করেন।

ইহারই কিছু দিন পরে ইংলণ্ড হইতে সদ্য-আগত একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত মুদ্রাযন্ত্র কলিকাতায় নিলামে বিক্রয় হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হয়, মাত্র ৪৬ পাউণ্ড (জে. সি. মার্শম্যানের মতে ৪০ পাউণ্ড) মূল্য ধার্য্য হইয়াছিল। বাইবেল-মুদ্রণের সাহায্যের জন্য ধর্ম্মপ্রাণ উড্‌নি উহা ক্রয় করিয়া আনাইয়া কেরীকে দান করিলেন। সেপ্টেম্বর মাসে (১৭৯৮) মুদ্রাযন্ত্রটি মদনাবাটী-ঘাটে আসিয়া পৌঁছিল। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে কেরী টাইপ অর্ডার দিবার জন্য কলিকাতা যাত্রা করিলেন।† মদনাবাটীতে

* Mr. Brunsdon to Mr. Sutcliff, Serampur, Dec. 3, 1799—"We have had several letters from brother Thomas since we have been here, and expect he will be down in a few weeks. He is at Soorools in the district of Beerbhoom: I believe he superintends a sugar manufactury...টমাসের ভৃত্য ফকির সম্ভবতঃ সুরুলেরই লোক।

† Carey to Ryland, April 1, 1799—"I wrote to the society that I had reason to hope that a copy of the whole Old and New Testament might be completed,

আসিয়াই তিনি একটি বিপদে পড়িলেন। জর্জ্জ উড্নির নিকট হইতে মদনাবাটী কুঠির কাজ বন্ধ করিবার আদেশ আসিল। বিপন্ন কেরী নিকটবর্ত্তী খিদিরপুর * (*The story of the Lall-Bagar* (1st year, p.)-এ আছে "...later in the year (১৭৯৭) when the Mudnabatty factory was given up Dr. Carey purchased from Mr. Udny a small factory called Khidderpore to which he removed with his family.") গ্রামে নিজের এত দিনের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ ব্যয় করিয়া উড্নির নিকট হইতে একটি নীলকুঠি ক্রয় করিলেন, কেরী ও ফাউন্টেন মুদ্রাযন্ত্রটি সমেত সেখানে নূতন সংসার পাতিতে গেলেন।

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর মার্শম্যান, ওয়ার্ড, ব্রান্সডন, গ্রাণ্ট প্রভৃতি নূতন মিশনরীদল কলিকাতায় আশ্রয় না পাইয়া ডেনিশ রাজ্য শ্রীরামপুরে পদার্পণ করেন। জন ফাউন্টেন তাঁহাদিগের সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য পূর্ব্বেই কলিকাতা গিয়াছিলেন। ভবিষ্যতের কর্ম্মপন্থা নিজেরা স্থির করিতে না পারিয়া সকলের পরামর্শমত কেরীর মতামতের জন্য ফাউন্টেন ও ওয়ার্ড ১৪ই নবেম্বর নৌকাযোগে খিদিরপুর রওয়ানা হইলেন। ১৭৯৯ সালের ১লা ডিসেম্বর তাঁহারা কেরীর গৃহে পৌঁছিলেন। নিজের ও মিশনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে কেরী তিন সপ্তাহ সময় লইলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত বহু কষ্টে উপার্জ্জিত খিদিরপুরের সমস্ত সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া মুদ্রাযন্ত্রটী সহ নৌকাযোগে ২৫এ ডিসেম্বর তারিখে শ্রীরামপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মুদ্রাকর ওয়ার্ড তাঁহার সঙ্গে রহিলেন।

But what of John Thomas through all the upheaval of these days ?...With his wife and daughter he moved hither and thither; never in one stay. Now living in a boat, now in a bamboo hut; now in Nadia, now in Beerbhum ; now preacher, now suger refiner and distiller, and now again indigo-venturer : A rolling stone : a warm heart, a wayward judgment and Will ! (S. P. Carey).

---

by the time the paper mentioned by brother Fuller, for printing 2,000 copies of the New Testament would arrive....We have a press, and I have succeeded in procuring a sum of money sufficient to get types cast. I have found out a man who can cast them, the person who casts for the Company's press; and I have engaged a printer at Calcutta to superintend the casting. The work is now begun, and I hope may be completed in less than six months, by which time the copy will be in forwardness to begin upon.......

I went to Calcutta in company with Mr. F [ফারম্যাণ্ডজ]

* কাহারও কাহারও মতে—কেদারপুর।

শ্রীরামপুর মিশন—কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড

(১০ জানুয়ারী ১৮০০ হইতে ৮ এপ্রিল ১৮০১)

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর রবিবার ব্যাপটিষ্ট মিশনরী সোসাইটির দ্বিতীয় দল শ্রীরামপুরে উপস্থিত হন। শ্রীরামপুর তখন ডেনমার্কের অধীন। গঙ্গার ধারে এখন যেখানে কলেজটি অবস্থিত, তাহারই সন্নিকটে 'মায়ার্স ট্যাভার্ণ' নামে একটি ডেনিশ সরাইখানা ছিল; পাদরিরা সেই সরাইখানায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। ওয়ার্ড তাঁহার দিনপঞ্জিকায় লিখিয়াছেন—

প্রকৃতি এখানে সহজ সাজে সজ্জিত; তাঁহার সম্পদের মধ্যে কুটীর ও কুঞ্জোদ্যানগুলি। নদীতরঙ্গে তিনি খেলা করেন, জীবধাত্রী হইয়া এখানে বিরাজ করেন; এখানে সব কিছুর উপর কে যেন মায়ার পরশ বুলাইয়াছে; হিন্দুর ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে ইতিমধ্যেই আমার বাসনা জন্মিয়াছে; এই সুন্দর নদীর তীরে কুটীর এবং কুঞ্জ-কাননমধ্যে আমি থাকিতে চাই। এই ভদ্র এবং শান্ত হিন্দুদের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করিব, এই চিন্তায় আমি আনন্দ অনুভব করিতেছি। এই নদীতীরস্থ সামান্য কুটীরগুলির যে সৌন্দর্য্য, ইংলণ্ডের পরম রমণীয় উদ্যানের সৌন্দর্য্য তাহার অর্দ্ধেকও নহে। স্থানীয় অধিবাসীরা উচ্চতায় নাতিদীর্ঘ, নাতিহ্রস্ব, তাম্রবর্ণ এবং অনেকে দেখিতে সুন্দর। সম্পূর্ণ সমতল এই দেশ, স্থানে স্থানে অরণ্যসঙ্কুল, মাঝে মাঝে জানালাবিহীন খড়ের ছাউনি-দেওয়া কাদায়-গাঁথা কুঁড়েগুলি; গৃহপালিত পশুর প্রাচুর্য্য—দলে দলে চরমান তাহাদের দেখিলে চোখ জুড়ায়। মাথায় এবং কোমরে জড়ান এক এক টুকরা কাপড় ইহাদের পরিধেয়; ফলমূল, মৎস্য ও অন্ন ইহাদের প্রধান আহার্য্য এবং ধূমপান প্রধান বিলাস···এই দেশ এবং ইহার অধিবাসীদের দেখিয়া আমরা সত্যই আনন্দ পাইতেছি; নয়নমনোহর মূর্ত্তির সংখ্যা ইংরেজদের অপেক্ষা ইহাদের মধ্যে অধিক··· ।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ জানুয়ারি কেরীর শুভাগমনে শ্রীরামপুর মিশনের পত্তন হইল। দলের প্রথম টমাস ও প্রধান কেরীর কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ফাউন্টেন, গ্রাণ্ট ও ব্রান্সডন অল্পকালমধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন। টমাসও এই গোষ্ঠীতে ঘনিষ্ঠ ভাবে যোগ দিতে পারেন নাই। কেবলমাত্র মার্শম্যান ও ওয়ার্ড দীর্ঘকাল জীবনের শেষ পর্য্যন্ত মিশনের কাজে কেরীর সহযোগিতা করিয়াছিলেন।

জোশুয়া মার্শম্যান ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ এপ্রিল উইলটশায়ারের ওয়েষ্টবেরি লে'তে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা জন্ মার্শম্যান তন্তুবায়ের কাজ শিখিয়া কিছু কাল নাবিকবৃত্তি অবলম্বন করেন, পরে তাঁতের কাজ ও ধর্ম্মচর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন। জোশুয়া মার্শম্যান বাল্যকালে ইতিহাস এবং বীর ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের জীবনী পড়িতে ভালবাসিতেন। তাঁহার পুস্তকপ্রীতি দেখিয়া কেটর নামক এক জন পুস্তকবিক্রেতা তাঁহাকে মাত্র ১৫

বৎসর বয়সে লণ্ডনে তাঁহার পুস্তকের দোকানে সহকারী (পিওন) নিযুক্ত করেন; নানা বই পড়িবার লোভে এই কাজে প্রথমটা তাঁহার আনন্দ হইলেও শেষ পর্য্যন্ত তিনি দেখিতে পান, কাজের চাপে পড়িবার অবসর মিলে না। পাঁচ মাস কাজ করিয়া তিনি ওয়েষ্টবেরি লে'তে ফিরিয়া আসেন ও পৈতৃক তাঁতবোনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন, বই-পড়ার বদঅভ্যাস বশতঃ তিনি তখন গল্প-উপন্যাস, কবিতা, ইতিহাস, ভূগোল, ভ্রমণকাহিনী প্রভৃতি যাহা কিছু হাতের কাছে পাইতেন, বিনা-বিচারে পড়িয়া ফেলিতেন। পরবর্ত্তী দশ বৎসর তাঁহার ধর্ম্মজীবনের শিক্ষানবিশীর কাল। ১৭৯১ সালে হ্যানা শেফার্ডের সঙ্গে তাঁহার বিবাহে তিনি ব্যাপটিষ্ট-মণ্ডলীভুক্ত হইবার সুবিধা পান, হ্যানা বিখ্যাত ব্যাপটিষ্ট পরিবারের সন্তান। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্রিষ্টলে একটি স্কুলের শিক্ষকতা গ্রহণ করেন এবং ব্যাপটিষ্ট একাডেমির প্রেসিডেণ্ট ডক্টর রাইল্যাণ্ডের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। এখানেই তিনি লাটিন, গ্রীক, হিব্রু ও সিরিয়াক ভাষা শিক্ষা করিতে থাকেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাপটিষ্ট মিশনরী সোসাইটির 'পিরিয়ডিক্যাল অ্যাকাণ্টস'গুলি পাঠ করিয়া এবং তাঁহার ভূতপূর্ব্ব ছাত্র গ্রাণ্টের উৎসাহে তিনিও মিশনরীরূপে ভারতবর্ষ যাত্রা করেন। শ্রীরামপুরে মিশন প্রতিষ্ঠিত হইবার কাল হইতেই তিনি সস্ত্রীক শিক্ষা-বিভাগের তত্ত্বাবধান করিতে থাকেন; চীনা ভাষায় বাইবেল অনুবাদ এবং উক্ত ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান রচনা তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি। সংস্কৃত রামায়ণের ইংরেজী অনুবাদে তিনি কেরীর প্রধান সহকারী ছিলেন। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র ইনি অন্যতম সম্পাদক ছিলেন এবং রামমোহন রায়ের সহিত উক্ত পত্রিকায় খ্রীষ্টধর্ম্ম বিষয়ক তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একবার স্বদেশ যাত্রা করেন এবং ইউরোপ ঘুরিয়া ১৮২৯ সালে শ্রীরামপুর প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৮৩৭ সালের ৫ই ডিসেম্বর শ্রীরামপুরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

উইলিয়ম ওয়ার্ড ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ অক্টোবর ডার্বিতে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবাবস্থাতেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়, মাতা পুত্রের শিক্ষার ব্যবস্থার ত্রুটি করেন নাই। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়াই তিনি ডার্বির মিঃ ড্রিরর ছাপাখানায় কিছু কাল শিক্ষানবিশ ছিলেন। ইহার পরেই তিনি 'ডার্বি মার্কারি' নামক পত্রিকা সম্পাদনের ভার পান। এই সময়ে তিনি ফরাসী বিপ্লবের সাম্য ও স্বাধীনতাবাদের দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। ওয়ার্ড শেষ পর্য্যন্ত 'হাল্ অ্যাডভার্টাইজার'-এর সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং হালে অবস্থানকালেই (১৭৯৬, আগষ্ট) ব্যাপটিষ্ট মিশন দলে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে জর্ণালিজম ও পলিটিক্সে তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মে ও তিনি এক বৎসরকাল বিখ্যাত প্রচারক ডক্টর ফসেটের শিক্ষাধীনে থাকেন। কেরীর ভারতবর্ষ-যাত্রার প্রাক্কালে এক দিন ওয়ার্ডের সহিত তাঁহার দেখা হয় এবং প্রয়োজন হইলে তিনি বাইবেল-মুদ্রণের কাজে এই যুবকের সাহায্য প্রার্থনা করিবেন, এই আশ্বাস দিয়া যান। স্বদেশে থাকিয়াই

(১৭৯৯) ওয়ার্ড শুনিতে পান, বাংলা দেশে কেরী বাইবেলের অনুবাদ প্রস্তুত করিয়াছেন, কিন্তু উপযুক্ত মুদ্রাকরের অভাবে ধর্ম্মগ্রন্থ মুদ্রিত হইতেছে না। তিনি অবিলম্বে মিশনের কাজে আত্মসমর্পণ করেন। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস সম্পূর্ণ তাঁহার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। শ্রীরামপুরের কাগজ-প্রস্তুতের কারখানাও তিনিই স্থাপন ও পরিচালন করেন। *Account of the Writings, Religion, and Manners, of the Hindoos including Translations from their Principal Works* (In four volumes, Serampore, 1811) তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি।* ওয়ার্ড বাংলা খুব ভাল না শিখিলেও খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্পর্কে কয়েকটি চটি প্রচার-পুস্তিকা বাংলায় লিখিয়াছিলেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মার্চ শ্রীরামপুরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

১১ই জানুয়ারী (১৮০০) হইতে একটি ভাড়া বাড়ীতে মিশনের কাজ সুরু হইল। ওয়ার্ড, ব্রান্সডন ও কেরীর প্রথম পুত্র ফেলিক্স ছাপাখানা লইয়া পড়িলেন। সুদক্ষ মুদ্রাকর ওয়ার্ডের পরিচালনায় অত্যল্পকালমধ্যে খিদিরপুর হইতে আনীত কাঠের মুদ্রাযন্ত্রটী মিশন-বাড়ীর একটি কক্ষে স্থাপিত হইল এবং কলিকাতা হইতে ক্রীত হরফ সাজাইয়া ওয়ার্ড, ফেলিক্স, ব্রান্সডন ও এক জন দেশী কম্পোজিটর নিউ টেষ্টামেন্টের ম্যাথুলিখিত সমাচার কম্পোজ করিতে এবং কপি ও প্রুফ সংশোধনের জন্য অবিরত কেরীর পিছনে ধাওয়া করিতে লাগিলেন। ১৮ই মার্চ তারিখে প্রথম শীট (sheet) মুদ্রণের জন্য প্রস্তুত হইল। মার্চ মাসের গোড়ায় কলিকাতা হইতে পঞ্চানন আসিয়া শ্রীরামপুর মিশন-ছাপাখানার কাজে যোগদান করিয়াছিলেন; সুতরাং টাইপের অসুবিধা যেটুকু ছিল, তাহাও দূর হইয়াছিল। ওয়ার্ডের জর্ণালে ১৮ মার্চ তারিখে লিখিত আছে—

This day brother Carey took an impression at the press of the first page in Matthew.

সেদিন মিশন-গোষ্ঠীর উৎসাহের আর সীমা ছিল না। বাংলা দেশের আকাশ-আচ্ছন্ন-করা কুসংস্কারের মেঘ ধীরে ধীরে কাটিয়া আসিতেছে, ইহা মানস নেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়া সেদিন তাঁহারা উৎসব করিয়াছিলেন।

মিশনের সমস্ত বিভাগের কার্য্যকলাপের পরিচয় দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এই ছাপাখানার সহিতই আমাদের সম্পর্ক। সুতরাং এই ইতিহাসের ধারাই আমরা অনুসরণ করিয়া চলিব। ওয়ার্ডের জর্ণালে ১৬ই মে তারিখের লিখন এইরূপ—

---

* "Ward...excelled in a knowledge of Hindu life; of which he must be accounted to have been a through master. From a continual study of the subject, he had insensibly acquired no inconsiderable share of the outward habits of the Hindus;..."—The Asiatic Journal.

This week we have begun to print the first sheet of the New Testament. We print 2,000 copies, of which 1,700 are on Patna paper, and 300 on English. We also print 500 of Matthew to give away immediately, which will nearly be an expense of paper only, and so will not cost more than two or three pounds.

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের গোড়ায় * 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত' প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুর মিশন-ছাপাখানা হইতে মুদ্রিত ইহাই সর্ব্বপ্রথম গদ্য-পুস্তক।† এই পুস্তকটি নানা দিক্ দিয়া উল্লেখযোগ্য। ইহার পাণ্ডুলিপি ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিতের সাহায্যে কেরী কর্ত্তৃক সংশোধিত ও মুদ্রাযন্ত্রের জন্য প্রস্তুত হইলেও টমাস ও রামরাম বসুর অনুবাদকে ভিত্তি করিয়াই এই পাণ্ডুলিপি রচিত হয়। রামরাম বসু, টমাস ও কেরীর নাম একত্র গ্রথিত করিয়া এই পুস্তকটি বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে চিরকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ১২৫ পৃষ্ঠায় (ডিমাই আটপেজী) সম্পূর্ণ এই পুস্তকের একটি মাত্র কপি শ্রীরামপুর কলেজ-লাইব্রেরির বোর্ড-রুমে (শো-কেসে) রক্ষিত আছে। আমরা এই প্রবন্ধে উক্ত পুস্তকের ১৯ পৃষ্ঠার প্রতিলিপি মুদ্রিত করিলাম। ভাষার নমুনা এইরূপ—

আবরহামের সন্তান দাউদ তাহার সন্তান য়িশু খ্রীষ্ট তাহার পূর্ব্ব পুরুষাখ্যান:

আবরহাম হইতে য়িসহকের উদ্ভব ও য়িসহক হইতে য়াকুবের উদ্ভব·········

অতএব তোমরা এই মত প্রার্থনা করহ হে আমারদের স্বর্গস্থ পিতঃ তোমার নাম পুণ্য করিয়া মানা যাউক। তোমার রাজ্য আইসুক তোমার ইচ্ছা যে মত স্বর্গেতে সেই মত পৃথিবীতে পালিত হউক। আমারদের দিবসিক আহার এই দিবসে দেও। ও যে মত আমরা আপনারদের দায়ীরদিগকে ক্ষমা করিতেছি সেই মত আমারদের দাওয়া সকল ক্ষমা করহ। এবং আমারদিগকে পরীক্ষায় লওয়াইও না কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা করহ কেননা রাজত্ব ও পরাক্রম ও গৌরব তোমার সদা সর্ব্বক্ষণে আমেন।

২৫ মে তারিখে রামরাম বসু আসিয়া মিশনরী-গোষ্ঠীতে যোগ দিলেন এবং

---

* ওয়ার্ডের জর্ণাল, ১৫ই আগষ্ট, ১৮০০

—"and also 500 additional copies of Matthew for immediate distribution ; to which are annexed, some of the most remarkable prophecies in the Old Testament respecting Christ. These are now distributing······"

† খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী কর্ত্তৃক গেয় কতকগুলি সঙ্গীত ও রামরাম বসুর 'হরকরা' (কবিতা) ইতিপূর্ব্বে মুদ্রিত হইয়াছিল। এই সঙ্গীতগুলির কয়েকটি কেরী কর্ত্তৃক রচিত। ডক্টর রাইল্যাণ্ডের নিকট কেরীর ১০ই আগষ্ট তারিখের একটি চিঠিতে আছে—"We then distributed a few copies of an address composed of Ram Boshoo,···"

দের কি২ আবশ্যক আছে তাহা তোমারদের যাচনের
৯ পূর্ব্বে তোমারদের পিতা জানেন। অতএব তোমরা
এই মত প্রার্থনা করহ হে আমারদের স্বর্গস্থ পিতঃ
১০ তোমার নাম পুণ্য করিয়া মান্য যাওক। তোমার
রাজ্য আইসুক তোমার ইচ্ছা যে মত স্বর্গেতে সেই
১১ মত পৃথিবীতে পালিত হওক। আমারদের দিব
১২ সিক আহার এই দিবসে দেও। ও যেমত আমরা
আপনারদের দায়ীরদিগকে ক্ষমা করিতেছি সেই
১৩ মত আমারদের দাওয়া সকল ক্ষমা করহ। এবং
আমারদিগকে পরীক্ষায় লওয়াইও না কিন্তু মন্দ
হইতে রক্ষা করহ কেননা রাজত্ব ও পরাক্রম ও
১৪ গৌরব তোমার সদা সর্ব্বকালে আমেন। অতএব
যদি তোমরা মনুষ্যেরদের অপরাধ ক্ষমা করহ তবে
তোমারদের স্বর্গীয় পিতা তোমারদিগকেও ক্ষমা
১৫ করিবেন। কিন্তু যদি তোমরা মনুষ্যেরদের অপরাধ
না ক্ষমহ তবে তোমারদের পিতা তোমারদের অপ
১৬ রাধও ক্ষমা করিবেন না। অপর যখন তোমরা
উপবাস কর তখন কপটীবর্গের মত বিষণ্ণ বদন হইও
না কেননা তাহারা মনুষ্যেরদিগকে উপবাসী দেখাই
বার কারণ আপনারদের মুখ বিকৃতি করে সত্য
আমি তোমারদিগকে কহি তাহারা আপনারদের
১৭ প্রতিফল পাইয়াছে। কিন্তু যখন তুমি উপবাস করহ
তখন আপন মস্তকে তৈলমর্দ্দন কর ও মুখপ্রক্ষালন
১৮ করহ। তাহাতে যেন তুমি মনুষ্যেরদের প্রতি উপবাসী

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'মঙ্গলসমাচার মতীয়ের রচিত' পুস্তকের ১৯শ পৃষ্ঠার প্রতি

উইলিয়ম কেরীর স্বহস্তলিখিত ভারতীয় তেরটি ভাষার শব্দকোষ (Polyglot Vocabulary)

(পৃষ্ঠা ১০০ ও ১২৩)

খ্রীষ্টমহিমাসম্বলিত 'হরকরা,' 'জ্ঞানোদয়'* প্রভৃতি কবিতা-পুস্তক রচনা করিয়া পুনরায় তাঁহাদের দলে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে কেরী বার্মিংহামের স্যামুয়েল পীয়ার্স-লিখিত *A Letter to the Lascars* নামক পুস্তিকার অনুবাদ ও মুদ্রণ করেন। †

উদাসীন টমাসও বীরভূমের চিনি ও নীলের কুঠি পরিত্যাগ করিয়া অক্টোবর মাসের শেষে "খ্রীষ্টের খোঁয়াড়ে প্রবেশেচ্ছু ফকির নামক বীরভূমের একটি মেষ"কে সঙ্গে লইয়া শ্রীরামপুরে উপস্থিত হইলেন। ফকির শ্রীরামপুরে কয়দিন অবস্থান করিয়া আত্মীয়দের শেষ দেখা দেখিবার জন্য ও শিশুসন্তানকে আনিবার জন্য বীরভূমে যাইতে চায়। ইতিমধ্যে ২৫শে নভেম্বর কৃষ্ণ পাল নামক এক জন ধর্ম্মপ্রাণ ছুতারের গঙ্গাতীরে পদস্খলনের ফলে হাত ভাঙিয়া যায়। ডাক্তার টমাসের চিকিৎসায় সে আরোগ্য লাভ করে এবং যীশুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁহার শরণাপন্ন হইতে স্বীকৃত হয়। কিন্তু টমাস ২৭ নভেম্বর তারিখেই ফকিরকে লইয়া বীরভূম চলিয়া যান এবং ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে ফকিরকে হারাইয়া শ্রীরামপুর প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই ব্যাপারে তাঁহার মনের অবস্থা কিঞ্চিৎ বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়। ২৮ ডিসেম্বর মিশনের সম্মুখস্থ গঙ্গার ঘাটে কৃষ্ণ পাল কেরীর নিকট দীক্ষা লাভ করে। আনন্দে অর্দ্ধোন্মাদ টমাস সম্পূর্ণ উন্মাদ হইয়া যান।

---

* Wards' Journal communicated to Mr. Fuller, Lord's day, Aug. 31, 1800—

"After dinner, brother Carey read and translated to us a most cutting piece in verse against the brammans, written by *Ram Boshoo.* 'You may think you are gods, says he, and have no sin ; but when you have the body you will be as light as the sun, and all your sins will be magnified in an inconceivable manner.' We have the honour of printing the first book that was ever printed in Bengallee ; and this is the first piece in which brammhans have been opposed, perhaps for thousands of years.

† Mr. Carey to Dr. Ryland—Aug. 13, 1800—

"The printing of the New Testament is the work which at this time most occupies our attention. Matthew, Mark, and part of Luke are now printed off ; and I am happy to think that it will be easily understood. We have begun to distribute Matthew's gospel......we have printed several small pieces in Bengalee, which have had a large circulation ;......I am now translating the address of dear brother Pearce to the Lascars, and intend to do the same with yours, entitled, 'A message from God unto Thee.'

তাঁহাকে মিশনের একটি ঘরে বাঁধিয়া রাখিতে হয়। * এই অবস্থায় ১৮০১ সালের ১৩ই অক্টোবর তারিখে দিনাজপুরে জন্ ফার্ণাণ্ডেজের গৃহে তাঁহার মৃত্যু হয়।

১৮০১ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি বাংলা নিউ টেষ্টামেণ্টের মুদ্রণ সম্পূর্ণ হয়। ১২ই ফেব্রুয়ারি একখণ্ড বাঁধাই বই উপাসনার সময় টেবিলের উপর সর্ব্বপ্রথম রক্ষিত হয়। 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত' পুস্তকের ভাষা অল্পকালের মধ্যে সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিয়া কেরী এইরূপ দাঁড় করান—

এ আবরহামের সন্তান দাউদের সন্তান যেশু খ্রীষ্টের পূর্ব্ব পুরুষের পুস্তক—

আবরহাম জন্ম দিল য়িছহ্ককে এবং য়িছহ্ক জন্ম দিল য়াঁকুবকে···

অতএব এই মত কামনা কর আমারদের পিতা তিনি স্বর্গে পবিত্র হউক তোমার নাম তোমার রাজ্য আগমন করুক তোমার ইচ্ছা হউক যেমন স্বর্গে তেমন পৃথিবীর উপরে অদ্য আমারদিগকে দিও আমারদের নিত্য ভক্ষ এবং মর্য্যাদা কর আমারদিগকে আমারদের দেনা যে মত আমরা মর্য্যাদা করি আমারদের দায় গৃহস্থের দিগকে এবং আনয়ন করিও না আমারদিগকে পরিক্ষায় কিন্তু পরিত্রাণ কর আমারদিগকে আপদ হইতে একারণ রাজ্য ও শক্তি ও নাম তোমার সদাকাল আমেন।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, কেরী ভাষার বিন্দুমাত্র শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারেন নাই। বাইবেল-মুদ্রণের ইতিহাস কেরীর শেষ জীবন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলেও প্রাসঙ্গিকজ্ঞানে এইখানেই বর্ণন করিতেছি, শ্রীরামপুর মিশনেরও ইতিহাস এইখানেই শেষ।

১৮০১ সালের ১ম সংস্করণ নিউ টেষ্টামেণ্ট ডিমাই আটপেজী আকার, কোনও পৃষ্ঠা-সংখ্যা নাই। ইহার ২য় সংস্করণে "১৮০৩" সাল ছাপা থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৮০২ সালে ওল্ড টেষ্টামেণ্টের The Pentateuch অংশ, ১৮০৩ Job, Song of Solomon, 1807 Isaiah-Malachi, ১৮০৯ Joshua—Esther। ১৮০৭ St. Luke's Gospel, Acts and Romans। ১৮১১ সালে

* Carey to Sutcliff—"Poor brother Thomas has now been insane for a week. I think, the joy he experienced in the prospect of seeing the baptism of a Hindu, hastened a disease to which, I think, he is constitutionally predisposed.···We have been obliged to confine him eversince Wednesday. To-day I have written to Mr. Udney, to try to get him into the Calcutta hospital for lunatics···"

Carey to Ryland, Jany. 3rd, 1801—"Poor Mr. Thomas has been deranged, and we got him into the hospital for lunatics, at Calcutta. He is better, and the doctor has sent him out again; but I think he is far from well."

নিউ টেষ্টামেণ্টের তৃতীয় ফোলিও সংস্করণ, ২য় সংস্করণেরই পুনর্মুদ্রণ। ১৮১৩ The Pentateuch দ্বিতীয় সংস্করণ। ১৮১৬ নিউ টেষ্টামেণ্ট ৪র্থ সংস্করণ। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে এইরূপ ৭টি সংস্করণ হয়।

মার্ডকের ক্যাটালগ হইতে জানা যায় যে, 'হরকরা', 'জ্ঞানোদয়', লাশকারদের প্রতি ও বিভিন্ন খণ্ড বাইবেল ছাড়া মিশন প্রেস হইতে নিম্নলিখিত পুস্তিকাগুলিও মুদ্রিত হইয়াছিল—

ওয়ার্ডের The Missionaries' Address to the Hindoos, কেরী-কৃত অনুবাদ।

পীতাম্বর সিংহের The Sure Refuge (কবিতা)।

কেরী-কৃত A Short Summary of the Gospel.

মার্শম্যান-কৃত Address to the Hindoos.

মার্শম্যান-কৃত The Difference : or Krishna & Christ compared.

Watt's Historical Catechism এর অনুবাদ (কবিতা)।

পীতাম্বর সিংহের Good Advice ও The Enlightner.

ইত্যাদি এইরূপ অসংখ্য পুস্তিকা।

মৃত্যুর কিছু কাল পূর্ব্বেই কেরী সম্পূর্ণ বাইবেলের সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন, সংশোধনে পূরা ১২ বৎসর লাগিয়াছিল। ইহার মধ্যে নিউ টেষ্টামেণ্টের ৮ম সংস্করণ স্থান পাইয়াছে। কেরীর শেষ সংশোধিত ভাষা এইরূপ—

অতএব এই মত প্রার্থনা কর হে আমারদের স্বর্গস্থ পিতা তোমার নাম পবিত্ররূপে মান্য হউক। তোমার রাজ্যের আগমন হউক। যেমন স্বর্গে তেমন পৃথিবীতে তোমার ইষ্টক্রিয়া করা যাউক। অদ্য আমারদের নিত্য ভক্ষ্য আমারদিগকে দেও। এবং যেমন আমরা আপনারদের ঋণধারির দিগকে মাফ করি সেই মত আমারদের ঋণ মাফ কর। এবং আমারদিগকে পরীক্ষায় চালাইও না কিন্তু আমাদিগকে আপদ হইতে পরিত্রাণ কর কেন না সদা সর্ব্বক্ষণে রাজ্য ও শক্তি ও গৌরব তোমার। আমিন।

ভাষার দিক্ দিয়া কেরী যে শেষ পর্য্যন্ত বিশেষ উন্নতি করিয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না। মুন্‌শী ও পণ্ডিতদের প্ররোচনা দিয়া ও উৎসাহিত করিয়া তিনি যাহা করিয়াছেন, তাঁহার নিজের কীর্ত্তি তাহার তুলনায় সামান্য। তথাপি তাঁহার নিউ টেষ্টামেণ্টের প্রথম সংস্করণ প্রকাশের ফলেই ১৮০১ সালের ৮ই এপ্রিল তারিখে ভারতের তদানীন্তন গবর্ণর-জেনারেল মার্কুইস ওয়েলেসলি কর্ত্তৃক পূর্ব্ববৎসরে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বঙ্গভাষার অধ্যাপক (teacher)-পদে নিয়োগের প্রস্তাব ডেভিড ব্রাউন মারফৎ তাঁহার নিকট পৌঁছে। ভ্রাতৃমণ্ডলীর সহিত পরামর্শ করিয়া কেরী ৪ঠা মে ঐ পদ গ্রহণ করেন। বাংলা গদ্য-সাহিত্যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের স্থান আমার পরবর্ত্তী অধ্যায়ের বিষয়।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ

শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনের প্রধান হিসাবে এবং অবিশ্বাসীদের মধ্যে ধর্ম্মগ্রন্থ প্রচার ব্যপদেশে উইলিয়ম কেরী বাংলা ভাষার যে উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, তাহা উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে ওয়েলেসলি-প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকে কেন্দ্র করিয়াই কেরীর যথার্থ সাধনা সুরু হয়। কেশবচন্দ্রের পিতামহ দেওয়ান রামকমল সেন তাঁহার সুবিখ্যাত *A Dictionary in English and Bengalee* (১৮৩৪) গ্রন্থের ভূমিকায় (পৃ. ১৪) এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

In 1800 the College of Fort William was instituted and the study of the Bengalee language was made imperative on young Civilians. Persons versed in the language were invited by Government and employed in the instruction of the young writers. From this time forward writing Bengalee correctly may be said to have begun in Calcutta ; a number of books were supplied by the Serampore Press, which set the example of printing works in this and other eastern languages. The College Pundits following up the plan produced many excellent works. Amongst them the late *Mrityunjoy Vidyalankar*, the head Pundit of the College, was the most eminent. I must acknowledge here that whatever has been done towards the revival of the Bengalee language, its improvement, and in fact the establishing it as a language must be attributed to that excellent man Dr. Carey and his colle[a]gues, by whose liberality and great exertions many works have been carried through the Press and the general tone of the language of this province so greatly raised.

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা, পরিণতি ও বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে বিস্তৃত এবং বিশদ আলোচনা ইংরেজী ভাষায় যথেষ্ট আছে ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলা ভাষায় সংক্ষিপ্ত আলোচনাও কেহ করেন নাই। অথচ, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের কাহিনীই বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসের গোড়ার কথা। এই প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ বিবরণ অধুনা দিল্লীতে ভারত-সরকারের দপ্তরখানায় "Home Miscellaneous" দপ্তরে (৫৫৯-৭৭ সংখ্যক) "Proceedings of the College of Fort William" নামে রক্ষিত আছে। এই "প্রোসিডিংসের" কয়েকটি ভ্যলুমের সন্ধান এখন না মিলিলেও বাংলা-সরকারের রেকর্ড অফিসের জেনারাল ডিপার্টমেন্টের

"প্রোসিডিংস" হইতে উক্ত বিলুপ্ত অধ্যায়গুলি পূরণ করিয়া লওয়াও সম্ভব। পরবর্ত্তী কালে এই সকল কাগজপত্রের সহায়তায় W. S. Seton-Karr, C. S., Lt.-Col. G. S. A. Ranking, M. A., M. D. এবং শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ইতিবৃত্ত রচনা করিয়াছেন। সীটন-কারের প্রবন্ধ *Calcutta Review*-এ (Vol. V, No. 9 Jan-June, 1846) "The College of Fort William" নামে প্রকাশিত হয়; Lt.-Col. Ranking-এর সুবিস্তৃত ইতিহাস কয়েক বৎসর কাল ধরিয়া *Bengal: Past & Present* পত্রিকায়* প্রকাশিত হয় এবং ব্রজেন্দ্রবাবুর *Dawn of New India* (1927) পুস্তকের ৯২-১২৬ পৃষ্ঠায় "The College of Fort William" প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত ভাইস-প্রোভোষ্টরূপে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত রেভারেণ্ড ক্লডিয়াস্ বুকানন, ডি. ডি.-সঙ্কলিত *The College of Fort William in Bengal* (London: 1805) পুস্তকে প্রথম চারি বৎসরের এবং কাউন্সিল অব দি কলেজ অব ফোর্ট উইলিয়মের অ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারি টমাস রোবাক্-প্রণীত *The Annals of the College of Fort William* (Calcutta: 1819) পুস্তকে সূত্রপাত হইতে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন পর্য্যন্ত উক্ত প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। এতদ্‌ব্যতীত *Rules and Regulations of the College of Fort William* 1841, *Despatches of the Marquis of Wellesley* (Allen 160., 1836) প্রভৃতি পুস্তকেও অনেক মালমশলা আছে। ডক্টর সুশীলকুমার দে তাঁহার *History of Bengali Literature* (1919) পুস্তকের ১১৭-২২১ পৃষ্ঠায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলীর ভাষাবৈশিষ্ট্য লইয়া বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেনের *Western Influence in Bengali Literature* (1932) পুস্তকের "The College of Fort William" অধ্যায় (পৃ. ৫৩-৬২) অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মে তারিখে লর্ড মর্নিংটন (মারকুইস অব ওয়েলেসলি) ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনারাল রূপে কলিকাতায় পদার্পণ করেন। তাঁহার তুল্য সুযোগ্য রাজপ্রতিনিধি ভারতবর্ষে অধিক আসেন নাই। তিনি এদেশে

* "History of the College of Fort William from its first Foundation," 1911—vol. vii, pp. 1-29; "History of the College of Fort William," 1920—vol. xxi, pp. 160-200; "The History of the College of Fort William II," 1921—vol. xxiii, pp. 1-27; "The History of the College of Fort William III," 1921—vol. xxii, pp. 120-158; "The College of Fort William IV," 1921—vol. xxiii, pp. 84-153; "The College of Fort William V," 1922—vol. xxiv, pp. 112-138.

আসিয়াই অনুভব করিলেন যে, কোম্পানীর দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভারপ্রাপ্ত হইয়া বিলাত হইতে যাহারা আসে, তাহারা অধিকাংশই চৌদ্দ হইতে আঠার বৎসরের নাবালক, স্বদেশের বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বেই তাহারা প্রেরিত হয় এবং তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়া কাজের উপযুক্ত করিয়া তুলিবার কোনও বন্দোবস্তই এখানে হয় না। প্রাচীন কর্ম্মচারীদের অসৎ দৃষ্টান্তে এবং কুশিক্ষায় এই অপরিণত-বয়স্ক যুবকেরা সহজেই বিলাসব্যসনে অভ্যস্ত হইয়া কাজের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে। ফলে, শাসিতদের মধ্যে উত্তরোত্তর অশান্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। লর্ড ওয়েলেসলি ইহার প্রতীকার করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী তারিখে[১] পাবলিক ডিপার্টমেণ্টের একটি ইস্তাহার জারি হইল—

...from and after the 1st January 1801, no servant will be deemed eligible to any of the offices hereinafter mentioned, unless he shall have passed an examination (the nature of which will be hereafter determined), in the laws and regulations and in the languages, a knowledge of which is hereby declared to be an indispensable qualification.

"Languages" বলিতে প্রারম্ভে ফার্সী, হিন্দুস্থানী এবং বাংলা* বুঝাইত। ইস্তাহার জারির সঙ্গে সঙ্গেই লর্ড ওয়েলেসলি ইহা কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন। বাংলা ভাষায় তখন পর্য্যন্ত কোনও ইংরেজের পাণ্ডিত্য-খ্যাতি প্রসার লাভ করে নাই; হিন্দুস্থানীতে মিঃ জন্ গিলক্রাইষ্ট যথেষ্ট প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। লর্ড ওয়েলেসলি তাঁহাকে লইয়াই কাজ আরম্ভ করিলেন। হিন্দুস্থানী শিক্ষা দিবার জন্য জন্ গিলক্রাইষ্ট তখন কলিকাতায় একটি বিদ্যালয় (seminary) স্থাপন করিয়াছিলেন। লর্ড ওয়েলেসলি ১৭৯৯ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারি মাসে এই মর্ম্মে একটি ইস্তাহার জারি করিলেন যে, জুনিয়র সিভিল সার্ভেণ্টদিগকে জন্ গিলক্রাইষ্টের বিদ্যালয়ে নিয়মিত হিন্দুস্থানীর পাঠ লইতে হইবে। এই ব্যবস্থার বিশেষ ফলাফল লক্ষ্য করিবার পূর্ব্বেই মাত্র চার দিনের মধ্যেই ওয়েলেসলিকে টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে দক্ষিণ-ভারতে যুদ্ধযাত্রা করিতে হয়। ৪ঠা মে তারিখে টিপুর রাজধানী সেরিঙ্গাপট্টম্ দখল করিয়া ওয়েলেসলি বিজয়গর্ব্বে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

---

১ ইস্তাহারে "২১এ ডিসেম্বর ১৭৯৮" এই তারিখ দেওয়া ছিল।

* "Persian and Hindoostanee for the Office of Judge or Register (*sic.*) of any Court of Justice: Bengali, for the office of Collector of Revenue or of Customs or Commercial Resident or Salt Agent in the provinces of Bengal or Orissa."

এই ঘটনার কয়েক মাস পরেই (অক্টোবর মাসে) শ্রীরামপুর মিশনরীদের শুভাগমন ঘটে এবং তাহারও দুই মাস পরে কেরীও শ্রীরামপুরে উপস্থিত হন। কোম্পানীর কর্ম্মচারী-দিগের বাংলাশিক্ষাব্যবস্থার যে অসুবিধা ওয়েলেসলি অনুভব করিতেছিলেন, তাঁহার অজ্ঞাতে কলিকাতার অনতিদূরেই তাহার প্রতীকারের আয়োজন চলিতেছিল!

কলিকাতায় ফিরিয়া ওয়েলেসলি জন্ গিলক্রাইষ্টের ছাত্রেরা কিরূপ শিক্ষা পাইতেছে, তাহার পরীক্ষার জন্ত জি. এইচ. বার্লো, জে. এইচ. হ্যারিংটন, ডব্লু. কার্কপ্যাট্রিক, এন. বি. এডমনষ্টোন এবং ডব্লু. সি. ব্ল্যাকেয়ারকে লইয়া একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটি ২৯এ জুলাই ১৮০০ তারিখে তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করেন। তাঁহারা গিলক্রাইষ্টের প্রচুর প্রশংসা করিয়া বলেন, ছাত্রেরা আশাতীত রকম উন্নতি করিয়াছে। এই রিপোর্ট পাইয়া লর্ড ওয়েলেসলি তাঁহার কল্পনাকে অবিলম্বে বাস্তব রূপ দিবার জন্ত উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। তিনি এই ব্যাপারে এমনই উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, বিলাতে কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেক্টরদের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই এই বিদ্যালয় স্থাপন ও কয়েক জন শিক্ষক নিয়োগ করিয়া বসিলেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই আগষ্ট তারিখে তিনি কর্ত্তৃপক্ষের দরবারে তাঁহার বিখ্যাত "মিনিট" উপস্থাপিত করেন। অনেকে এই কারণে ভুল করিয়া ঐ তারিখটিকেই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার তারিখ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু আসলে কলেজের কাজ সুরু হয় ঐ সালের ২৪এ নভেম্বর তারিখ হইতে। ভারতীয় কাউন্সিলে তিনি ৯ই জুলাই তারিখে সর্ব্বপ্রথম তাঁহার প্রস্তাব পেশ করেন; তাঁহার উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া সদস্যেরা সকলে ডিরেক্টরদের নিকট ঐ প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া পাঠান এবং সেই সভাতেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হইয়া যায়। দাক্ষিণাত্য-বিজয়ের গর্ব্ব তখনও ওয়েলেসলির পুরামাত্রায় বজায় ছিল, তিনি ৪ঠা মে তারিখটিকে স্মরণীয় করিবার জন্ত ৪ঠা মে তারিখ হইতেই কলেজের কাজ সুরু হইল বলিয়া ঘোষণা করেন। এই ঘোষণা অনুযায়ী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা-দিবস ৪ঠা মে, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ।

১৮ই আগষ্ট তারিখের মিনিটের নিম্নোদ্ধৃত অংশ উল্লেখযোগ্য :—

36. . . . Their education must therefore be of a mixed nature, its foundation must be judiciously laid in England, and the superstructure systematically completed in India.

48. Under all these circumstances the most deliberate and assiduous examination of all important questions considered in this paper, determined the Governor-General to found a collegiate institution at Fort William by the following regulations :—

I. . . . the Most Noble Richard, Marquis of Wellesley, Knight

of the Illustrious Order of Saint Patrick, etc., etc., Governor-General in Council, deeming the establishment of such an institution, and system of discipline, education, and study, to be requisite for the good Government and stability of the British Empire in India, and for the maintenance of the intersts and honour of the Honourable the East India Company, his Lordship in Council hath therefore enacted as follows :—

II. A College is hereby founded at Fort William in Bengal, for the better instruction of the Junior Civil Servants of the Company, in such branches of literature, science, and knowledge as may be deemed necessary to qualify them for the discharge of the duties of the different offices, constituted for the adminstration of the government of the British possessions in the East Indies.

XV. Professorships shall be established as soon as may be practicable, and regular courses of lecture commenced in the following branches of literature, science, and knowledge :—

Arabic,)		Moohummudan law.
Persian,)		Hindoo law.
Sunskrit,)		Ethics, civil jurisprudence, and the law of nations.
Hindoostanee,)		
Bengalee,)	Languages.	English law.
Telinga,)		The regulations and laws enacted by the Governor-General in Council, ...
Muhrata,)		
Tamool,)		
Kunura,)		Political economy, . . .
		Modern languages of Europe.
		Greek, Latin, and English classics.
		General history, ancient and modern.
		The history and antiquities of Hindoostan, and Dukhun,
		Natural history.
		Botany, chemistry, and astronomy

এই মিনিট হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, লর্ড ওয়েলেসলি এই প্রতিষ্ঠানকে মাত্র একটি কলেজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিতে চাহেন নাই, একটি বিশ্ববিদ্যালয়রূপে ইহাকে গড়িয়া তোলাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪এ নবেম্বর, সোমবার হইতে ওয়েলেসলি-পরিকল্পিত কলেজের কাজ সুরু হইল। তৎপূর্ব্বেই রেভারেণ্ড ডেভিড ব্রাউন কলেজের প্রোভোষ্ট, রেভারেণ্ড ক্লডিয়াস্ বুকানন সহকারী প্রোভোষ্ট এবং মিঃ জর্জ্জ বার্লো (কাউন্সিলের সিনিয়র মেম্বর) এই প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ পরিচালক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রসঙ্গতঃ এখানে বলা যাইতে পারে যে, বুকানন এবং বার্লোর অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্নেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রভূত সফলতা লাভ করিয়াছিল।

ঐ সালের ১৫ই নবেম্বর তারিখে কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীটের প্রোভোষ্ট চেম্বার্স হইতে ডেভিড ব্রাউনের স্বাক্ষরে অধ্যাপনা-বিষয়ক প্রথম ইস্তাহার জারি হয়। এই ইস্তাহারে ২৪এ নবেম্বর হইতে আরবী, ফারসী ও হিন্দুস্থানী ভাষা বিষয়ক বক্তৃতারম্ভের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। গার্ডেন-রীচে কলেজের নিজস্ব গৃহ নির্ম্মিত হইবার কথা চলিতেছিল, কিন্তু তত দিন কলিকাতার মধ্যভাগে রাইটার্স বিল্ডিংসে এবং তথায় স্থান সঙ্কুলান না হইলে কাছাকাছি প্রয়োজনমত বাড়ী ভাড়া লইয়া কলেজের কাজ চলিবে, ইহাই স্থির হইল। আরম্ভ হইতেই ইহা "রেসিডেন্শিয়াল" কলেজ হওয়াতে অধ্যাপনার স্থান ছাড়াও ছাত্রদের বাসোপযোগী স্থানেরও বন্দোবস্ত রাখিতে হইত। কলেজের বিল-বহি হইতে দেখা যায় যে, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের মধ্যেই ছাত্রদের বাসের জন্য কলেজের কাছাকাছি অন্ততঃ ছয়টি বাড়ী ভাড়া লওয়া হইয়াছিল। এগুলির অধিকাংশই ট্যাঙ্ক স্কোয়ারের (ডালহৌসী স্কোয়ার) আশেপাশেই ম্যাঙ্গো লেন, রাণী মুদি গলি (ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট) প্রভৃতি রাস্তায় অবস্থিত ছিল। বাড়ীওয়ালাদের মধ্যে প্রেমচাঁদ বাঁড়ুজ্জে, ডব্লু. গেনার্ড প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। স্কোয়ারের ধারে বাঁড়ুজ্জের দুইখানি বাড়ী ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩১এ মে পর্য্যন্ত কলেজের দখলে ছিল। ঐ সালের জুন মাস হইতে জন্ ম্যাকডোনাল্ড নামক একজন নৃত্যশিক্ষকের একটি বৃহৎ বাড়ী মাসিক ছয় শত টাকায় ভাড়া লওয়া হয়।

প্রথমে রাইটার্স বিল্ডিংস্কেই কলেজ-গৃহে পরিণত করিবার প্রস্তাব কোর্ট অব ডিরেক্টর্স সমর্থন করিয়াছিলেন ; কিন্তু ওয়েলেসলি তাঁহাদের জানাইলেন যে, তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট দামে বা বন্দোবস্তে ঐ সৌধ ব্যবহারের সুবিধা পাওয়া সম্ভব নহে। গার্ডেন-রীচের তিনচারটি উদ্যান খরিদ করিয়া সেখানেই কলেজ ও ছাত্রদের বাসভবন নির্ম্মাণের বাসনা তাঁহার নিজের ছিল এবং তিনি জমি খরিদ করিয়াও বসিয়াছিলেন, কিন্তু কোম্পানীর "গোঁয়ার" ডিরেক্টর-গণ অনাবশ্যক পড়াশুনার পিছনে এত টাকা ব্যয় করিতে রাজি না হওয়াতে শেষ পর্য্যন্ত কিছু লোকসান দিয়া সেই জমি বিক্রয় করিয়া দেওয়া হয় এবং রাইটার্স বিল্ডিংসেই কলেজের কাজ চলিতে থাকে।

বস্তুতঃ কোর্টে অব ডিরেক্টর্স গোড়া হইতেই ওয়েলেসলির এই কলেজ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনের বিরুদ্ধে ছিলেন। ওয়েলেসলি সূত্রপাতেই তাঁহাদের অনুমতি লন নাই বলিয়া তাঁহারা ভিতরে ভিতরে বিরূপ ছিলেন, তাছাড়া তাঁহাদের অধিকাংশই ছিলেন মনে প্রাণে "বাণিয়া"—ব্যবসায়লব্ধ অর্থই ছিল তাঁহাদের পরমার্থ। ওয়েলেসলির প্যাঁচে পড়িয়া সাময়িক দুর্বলতা-বশতঃ হঠাৎ রাজি হইয়াও তাঁহাদের মনে সোয়াস্তি ছিল না। কয়েক জন "চ্যাংড়া"কে "নেটিভ" ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য বাৎসরিক এই প্রভূত অর্থব্যয় তাঁহারা বেশী দিন বরদাস্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের অনেকে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, যেখানে পাঁচ দশ টাকা বেতন দিয়া সহজেই দোভাষী পাওয়া যায়, সেখানে এই অর্থ ও সময় নষ্ট করার কোনই মানে হয় না। ডিরেক্টরদের প্রাণের এই গোপন জ্বালা একটি পত্ররূপে ১৮০২°খ্রীষ্টাব্দের ২৭এ জানুয়ারি বিলাত হইতে প্রেরিত হইয়া ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন তারিখে সহসা কলিকাতায় বোমার মত ফাটিয়া পড়ে। তাঁহারা গবর্নর-জেনারালকে অবিলম্বে কলেজ বন্ধ করিবার আদেশ দেন। ঐ বৎসরের ৫ই আগষ্ট তারিখে ডিরেক্টরদের চেয়ারম্যানের নিকট ওয়েলেসলি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অস্তিত্বের একান্ত আবশ্যকতা জ্ঞাপন করিয়া যে "ঐতিহাসিক" পত্র প্রেরণ করেন, কেবল মাত্র তাহার যুক্তি ও উচ্ছ্বাসের জোরেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হইয়াছিল। অনুসন্ধিৎসু পাঠক রোবাকের *The Annals of the College of Fort William* পুস্তকের xxvii-liii পৃষ্ঠায় এই পত্রখানি দেখিতে পাইবেন।

কলেজের সূত্রপাতে ১৮ই আগষ্ট, ১৮০০ অধ্যাপকদের তালিকা এইরূপ—

জি. এইচ. বার্লো—গবর্ণর-জেনারাল কর্তৃক বিধিবদ্ধ ভারতীয় আইন
এইচ. টি. কোলব্রুক—হিন্দু আইন ও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য
জন্ গিলক্রাইস্ট—হিন্দুস্থানী
উইলিয়ম কার্কপ্যাট্রিক, এন. বি. এডমনস্টোন ও ফ্রান্সিস গ্লাডউইন —ফার্সী ভাষা ও সাহিত্য
জন্ বেলী—আর্বী, ফার্সী ও মুসলমানী আইন
ক্লডিয়াস্ বুকানন—গ্রীক্, লাটিন ও ইংরেজী ক্লাসিক্স্

২৪এ নবেম্বরের পূর্ব্বে (১৮০০) কলেজের আনুসঙ্গিক একটি পাঠাগারও প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পাঠাগারে পুথি ও পুস্তকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না। টিপু সুলতানের বিখ্যাত পুথি-সংগ্রহ প্রথমে এই পাঠাগারে রক্ষিত ছিল। কৌতুকের বিষয় এই যে, অল্প কিছু দিন পরে দেখা যায়, টিপু সুলতান-সংগ্রহের মাত্র একটি পুথি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ পাঠাগারে আছে, বাকী সমস্তই ইংলণ্ডে চালান দেওয়া হইয়াছিল।

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১এ মে বোর্ড অব ডিরেক্টর্স একটি পত্রে (Public letter)

হার্টফোর্ডের সন্নিকটবর্ত্তী হেলিবেরিতে কোম্পানীর রাইটারদিগকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিবার পূর্ব্বে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার জন্য একটি স্বতন্ত্র কলেজ স্থাপনের সঙ্কল্প ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় উল্লিখিত হয় যে, যেহেতু হেলিবেরিতে রাইটারদের প্রাচ্য ভাষা ও আইন জ্ঞান নানা কারণে সম্পূর্ণ হইবার বাধা ঘটিতে পারে, এই হেতু কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজটি মাত্র তাহাদের উক্ত শিক্ষাকে সম্পূর্ণতা দিবার জন্যই বজায় রাখা হইবে, তবে উক্ত প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত সাদাসিধা ভাবে কম খরচে পরিচালিত হইবে। এই ঘোষণার ফলে ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রাধান্য অনেকখানি কমিয়া যায়। পরে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন হইতে লর্ড বেণ্টিঙ্কের আমলে ইহার আরও দুর্গতি ঘটে এবং শেষ পর্য্যন্ত ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে এই একদা-প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান বোর্ড অব একজামিনার্সের অঙ্গীভূত হইয়া সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। এই কলেজের ইতিহাসের অন্তভাগে বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ম্মচারী-হিসাবে ইহার সহিত যুক্ত ছিলেন। আমাদের ইতিহাসের পক্ষে এই কাহিনীর অধিক বিস্তারের প্রয়োজন নাই।

উইলিয়ম কেরী ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ

বাংলা ভাষার উন্নতি বিষয়ে এই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের দান অসামান্য, বস্তুতঃ আমাদের কাল পর্য্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের খ্যাতি কেবল এই কারণেই। কোম্পানীর রাইটার-দিগকে যখন আরবী, ফারসী ও হিন্দুস্থানী ভাষা শিক্ষা দিবার কাজ কিয়ৎপরিমানে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, তখন পর্য্যন্তও বাংলা দেশে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা শিক্ষা দিবার কোনও বন্দোবস্ত করা সম্ভব হয় নাই। বাংলা-বিভাগের ভার লইতে পারেন, এমন কোনও ইংরেজের কথা কর্ত্তৃপক্ষ অবগত ছিলেন না। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে শ্রীরামপুর মিশন হইতে নিউ টেস্টামেণ্টের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত ও প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে লর্ড ওয়েলেসলির দৃষ্টি উইলিয়ম কেরীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাঁহারই নির্দ্দেশ-মত কলেজের প্রোভোষ্ট ডেভিড ব্রাউন কেরীকে বাংলা-বিভাগের দায়িত্ব লইতে অনুরোধ করিয়া পত্র দেন। অনেক চিন্তার পর কেরী ঐ পদ গ্রহণে স্বীকৃত হন। ১৮০১ সালের ১লা মে হইতে তিনি নিযুক্ত হন এবং ৪ঠা মে হইতে কলেজে যোগদান করেন। *

বাংলা-বিভাগে কেরীর সহকর্ম্মিরূপে যাঁহারা যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের তালিকা এইরূপ—

শিক্ষক (Teacher) ···	উইলিয়ম কেরী ···	মাসিক ৫০০৲
প্রধান পণ্ডিত ···	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ···	মাসিক ২০০৲
দ্বিতীয় পণ্ডিত ···	রামনাথ বাচস্পতি ···	মাসিক ১০০৲

* জন ক্লার্ক মার্শম্যানের মতে ১২ই মে।

সহকারী পণ্ডিতগণ—শ্রীপতি রায়, আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা, রাজীবলোচন [মুখোপাধ্যায়], কাশীনাথ [তর্কালঙ্কার ?], পদ্মলোচন চূড়ামণি, রামরাম বসু। প্রত্যেকে মাসিক ৪০৲।

ইঁহাদের সকলকেই ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে তারিখ হইতে বাহাল করা হয়। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে সাট্‌ক্লিফের নিকট লিখিত একখানি পত্রে দেখিতে পাই, ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের কোনও সময়ে মরাঠী ভাষার শিক্ষকতার ভারও তাঁহার উপর অর্পিত হয় এবং তাঁহার বেতন দুই শত টাকা বৃদ্ধি করিয়া মাসিক সাত শত করিবার কথা হয়, কিন্তু এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ১৮০৫ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখের "পাবলিক ডিস্‌পিউটেশনে" তাঁহার ছাত্রদের কৃতিত্ব দৃষ্টে তাঁহাকে হাজার টাকা বেতনে অধ্যাপকের পদ দেওয়ার প্রস্তাব হয়, কিন্তু তৎকালে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি হেলিবেরি (হার্টফোর্ড) কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ব্যয়সংক্ষেপ করিবার জন্য প্রোভোষ্ট, সহকারী প্রভোষ্ট প্রভৃতি কয়েকটি মোটা মাহিনার পদ উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং সেই সময়েই (জানুয়ারি, ১৮০৭) কেরী বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক ও মরাঠী ভাষার শিক্ষকরূপে মাসিক ১০০০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। রোবাক্ তাঁহার পুস্তকের তৃতীয় পরিশিষ্টে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন তারিখে বাংলা-বিভাগের অধ্যাপক ও মুন্‌শীদের যে তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, পুরাতন কয়েক জন পণ্ডিতের নাম (মৃত বিধায়) নাই এবং নূতন কয়েক জনের নাম যুক্ত হইয়াছে। সেই তালিকাটি উদ্ধৃত হইল—

রেভারেণ্ড উইলিয়ম কেরী, ডি. ডি.—অধ্যাপক বাংলা ও সংস্কৃত, শিক্ষক মারাঠী
লেপ্‌টেনেণ্ট উইলিয়ম প্রাইস—সহকারী অধ্যাপক বাংলা ও সংস্কৃত, শিক্ষক ব্রজভাষা

রামনাথ ন্যায়বাচস্পতি	হেডপণ্ডিত	বাংলা	মে	১৮০১
রামজয় তর্কালঙ্কার	দ্বিতীয় পণ্ডিত	„	জুলাই	১৮১৬
শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়	পণ্ডিত	„	মে	১৮০১
কালীপ্রসাদ তর্কসিদ্ধান্ত	„	„	সেপ্টেম্বর	১৮০১
পদ্মলোচন চূড়ামণি	„	„	মে	১৮০১
শিবচন্দ্র তর্কালঙ্কার	„	„	সেপ্টেম্বর	১৮০১
রামকিশোর তর্কচূড়ামণি	„	„	নবেম্বর	১৮০৫
রামকুমার শিরোমণি	„	„	সেপ্টেম্বর	১৮০১
গদাধর তর্কবাগীশ	„	„	নবেম্বর	১৮০৫
রামচন্দ্র রায়	„	„	মার্চ	১৮০৩
নরোত্তম বসু	„	„	মার্চ	১৮০৬
কালীকুমার রায়	হস্তলিপি-শিক্ষক ও সেরেস্তাদার		মার্চ	১৮০৩
মোহনপ্রসাদ ঠাকুর	নেটিব গ্রন্থাগারিক		অক্টোবর	১৮০৭

এই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের সঙ্গেই বাংলা-গদ্যের সম্পর্ক ; সুতরাং আমরা কেবল সেই আলোচনাই করিব। এই প্রসঙ্গে বাংলা ভাষার প্রধান শিক্ষক উইলিয়ম কেরীর জীবনেতিহাস অনুধাবন করিতে গিয়া তাঁহার অন্যান্য কীর্ত্তির আমরা উল্লেখ করিব মাত্র।

কলেজ প্রতিষ্ঠার পর ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে সমগ্র ভারতবর্ষে একটি সরকারী বিজ্ঞাপন এই মর্ম্মে প্রচারিত হয় যে, কলিকাতায় লর্ড ওয়েলেসলি কর্ত্তৃক যে শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে সারা ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের পণ্ডিতসম্প্রদায়কে সাদর আহ্বান করা হইতেছে ; তাঁহারা শিক্ষকতাকার্য্যে যোগদান করিলে সরকার খুশী হইবেন। পঞ্চাশ জনেরও অধিক পণ্ডিত ও মুন্‌শী এই আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলেন। মিঃ সাট্‌ক্লিফের নিকট ৪ঠা ডিসেম্বর (১৮০০) তারিখে লিখিত কেরীর একটি পত্রে সর্ব্বপ্রথম এই কলেজের উল্লেখ দেখি। * তিনি লিখিয়াছিলেন :—

There is a College erected at Fort William, of which the Rev. D. Brown is appointed provost, and C. Buchanan, classical tutor: all the eastern languages are to be taught in it.

১৮০১ সালের ৮ই এপ্রিল তিনি সাট্‌ক্লিফকে যে পত্র লেখেন, তাহাতেই সর্ব্বপ্রথম ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত তাঁহার সম্পর্কের সম্ভাবনা বিষয়ে উল্লেখ করেন ; কারণ, ঐ তারিখেই ডেভিড ব্রাউনের অনুরোধ-পত্র তাঁহার নিকট পৌঁছে। ঐ সালের ১৫ই জুন ডক্টর রাইল্যাণ্ডকে লিখিত পত্রে তিনি পূর্ব্বোক্ত ইঙ্গিতকে বিশদ করিয়া লেখেন—

What I have last mentioned requires some explanation, though you will probably hear of it before this reaches you. You must know, then, that a College was founded, last year, in Fort William, for the instruction of the junior civil servants of the Company, who are obliged to study in it three years after their arrival. I always highly approved of the institution, but never entertained a thought that I should be called to fill a station in it. The Rev. D. Brown is provost, and the Rev. Claudius Buchanan, vice-provost; and, to my great surprise, I was asked to undertake the Bengali professorship. One morning, a letter from Mr. Brown came, inviting me to cross the water, to have some conversation with him upon this

* The Story of the Lall-Bazar Baptist Church পুস্তকে ২৭ নভেম্বর তারিখ দেওয়া হইয়াছে।

subject. I had just time to call our brethren together, who were of opinion that, for several reasons, I ought to accept it, provided it did not interfere with the work of the mission. I also knew myself to be incapable of filling such a station with reputation and propriety. I, however, went over, and honestly proposed all my fears and objections. Both Mr. Brown and Mr. Buchanan were of opinion that the cause of the mission would be furthered by it ; and I was not able to reply to their arguments. . . . I, therefore, consented, with fear and trembling. They proposed me that day, or the next, to the Governor-General, who is patron and visitor of the College. They told him that I had been a missionary in the country for seven years or more ; and as a missionary, I was appointed to the office. . . . When the appoinment was made, I saw that I had a very important charge committed to me, and no books or helps of any kind to assist me. I, therefore, set about compiling a grammar, which is now half printed. I got Ram Boshu to compose a history of one of their kings, the first prose book ever written in the Bengali language ; which we are also printing. Our Pundit* has, also, nearly translated the Sunscrit fables, one or two of which brother Thomas sent you, which we are going to publish. These, with Mr. Foster's [Forster's] vocabulary, will prepare the way to reading their poetical books ; so that I hope this difficulty will be gotten through. But my ignorance of the way of conducting collegiate exercises is a great weight upon my mind. I have thirteen students in my class ; I lecture twice a week, and have nearly gone through one term, not quite two months. It began May 4th. Most of the students have gotten through the accidents, and some have begun to translate Bengali into English. The examination begins this week. I am also appointed teacher of the Sunscrit language ; and though no

---

* অনেকে ভ্রমক্রমে "our pundit" অর্থে মৃত্যুঞ্জয়কে বুঝিয়াছেন, কিন্তু আসলে কেরী গোলোক শর্ম্মাকেই "আমাদের পণ্ডিত" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

students have yet entered in that class, yet I must prepare for it. I am, therefore, writing a grammar of that language, which I must also print, if I should be able to get through with it, and perhaps a dictionary, which I began some years ago.

এই পত্র হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা শিক্ষকের পদে নিয়োগের দুই মাসের মধ্যেই কেরীকে সংস্কৃত শিক্ষকের পদও দেওয়া হয়। ঠিক এই সময়েই শ্রীরামপুর ডেনিশদের হাত হইতে ইংরেজদের অধিকারভুক্ত হয়।* এক বৎসর ইংরেজদের হাতে থাকিয়া উহা ডেনিশদের হাতে ফিরিয়া যায় এবং শেষে ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে একেবারেই ইংরেজদের হাতে চলিয়া যায়।

এত দিন পর্য্যন্ত ভাড়াটে বাড়ীতেই মিশনের কাজ চলিতেছিল, কিন্তু কাজের পরিধি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়াতে সঙ্কীর্ণ গৃহে আর স্থান সঙ্কুলান হইতেছিল না। তা ছাড়া কেরীর চাকুরীগত উপার্জ্জন এবং ছাপাখানার আয় মিলিয়া মিশনরীদের হাতে অনেক টাকাও তখন মজুত ছিল; সুতরাং মিশনের নিজস্ব বাড়ীর সন্ধান হইতে লাগিল। ১৮০১ সালের ২রা অক্টোবর তারিখে মার্শম্যানের জর্নালে দেখিতেছি—

We agreed to purchase the adjoining house for 10,340 rupees. The garden, etc., contains more than four acres of land. By this addition we have room not only for our two schools, encreasing family, printing and binding business, but also for a number of new missionaries. We therefore thought it an object of some importance to secure it while it was offered.

১২ই অক্টোবর তারিখে নির্দ্দিষ্ট মূল্য দিয়া এই বাড়ী ও জমি খরিদ করা হয়।

আমরা পূর্ব্বে হেষ্টিংস-জোন্স-কোলব্রুক-উইলকিন্স প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি যে, যে-শ্রদ্ধা লইয়া তাঁহারা ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা সুরু করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী কালের মিশনরীদের তাহার সম্পূর্ণ অভাব ছিল। বিলাতে বন্ধুদের নিকট লিখিত শ্রীরামপুর মিশনরীদের পত্রে এবং তাঁহাদের দিনলিপিতে হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্র ও ভারতীয়

* Ward's Journal—May 8, 1801, "This morning, when the inhabitants were in profound sleep the English from the other side [Barrackpore] of the river came and hoisted the English flag, and quietly took possession of Serampore, without a gun firing, or a drum beating. At ten O'clock we and others were desired to appear at the government house. In the governor's hall we found several British officers, and in an adjoining room the new English governor, with Col. Bie, etc., standing by his side. We presented ourselves."

পৌরাণিক কাহিনীগুলি সম্পর্কে যে কুৎসিত বিরুদ্ধ মতবাদ লিপিবদ্ধ আছে, তাহা পাঠ করিলে আমরা আজিকার দিনেও চঞ্চল হইয়া উঠিব। পাদরিদের সম্বন্ধে জনসাধারণের বিরুদ্ধ মনোভাবের মূলেও তাঁহাদের এই উগ্র মতবাদ। কেরী যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা ও সংস্কৃতের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তখনও তিনি হিন্দুশাস্ত্রের বিরুদ্ধে ভিতরে ভিতরে প্রচারকার্য্য চালাইতেছিলেন। ১৮০২ সালের ১৭ই মার্চ তিনি কলিকাতা হইতে মিঃ সাট্‌ক্লিফকে লিখিয়াছিলেন—

I have been much astonished lately at the malignity of some of the infidel opposers of the Gospel, to see how ready they are to pick every flaw they can in the inspired writings, while these very persons will labour to reconcile the grossest contradictions in the writings accounted sacred by the Hindoos, and will stop to the meanest artifices in order to apologize for the numerous glaring falsehoods, and horrid violations of all decency and decorum, which abound in almost every page. Anything, it seems, will do with these men, but the word of God. They ridicule the figurative language of scripture, but will run allegory-mad in support of the most worthless productions that ever were published. I should think it time lost to translate any of them. An idea, however, of the advantage which the friends of Christianity may obtain by having these mysterious sacred nothings (which have maintained their celebrity so long merely by being kept from the inspection of any but interested brahmans) exposed to view, has induced me, among other things, to write the Sangskrit Grammar, and to begin a dictionary of that language. I sincerely pity the poor people, who are held by the chains of an implicit faith in the grossest of lies ; and can scarcely help despising the wretched infidel who pleads in their favour, and trys to vindicate them. I have long wished to obtain a copy of the vades ; [footnote : The most sacred writings of the Hindoos.] and am now in hopes I shall be able to procure all that are extant········ If I, succeed, I shall be strongly tempted to publish them with a translation, pro bono publico.

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কয়েক জন ছাত্রও কেরীর দ্বারা উৎসাহিত হইয়া খ্রীষ্টধর্ম্মের

প্রতি উত্তরোত্তর আকৃষ্ট হইতেছিলেন এবং তাহাদের কেহ কেহ হিন্দুধর্ম্মের অসারতা প্রমাণ করিবার জন্য *Oriental Star* প্রভৃতি সংবাদপত্রে রীতিমত লিখিতে আরম্ভ করেন। ইঁহাদের মধ্যে মিঃ ল্যাং, কানিংহাম, লিণ্ডেম্যান ও রোল্টের নাম উল্লেখযোগ্য। এই বিরুদ্ধতার ফলে এদেশীয়দের সহিত এই বৈদেশিকদের সত্যকার হৃদয়ের পরিচয় ঘটিবার সুযোগ হয় নাই সত্য, কিন্তু ইঁহারা আমাদের কয়েকটি বীভৎস কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করিতে পারিয়াছিলেন; গঙ্গাসাগরে সন্তানবিসর্জ্জন ও সতীদাহ-প্রথা প্রকৃতপক্ষে ইঁহাদের চেষ্টাতেই দূর হয়। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসেই কোম্পানীর গবর্মেণ্ট হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত এই সকল সামাজিক হত্যাকাণ্ডের সম্বন্ধে অবহিত হইয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। শ্রীরামপুরের মিশনরী-সম্প্রদায় ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে কিছু প্রচারকার্য্য চালাইয়াছিলেন। অনুসন্ধানের ভার উইলিয়ম কেরীর উপর দেওয়া হয়। কেরী দেখান যে, বৎসরে প্রায় ২৫০০০ প্রাণীকে এই ভাবে হত্যা করা হয়। কেরী লর্ড ওয়েলেস্‌লিকে এই বিষয়ে এতখানি প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলেন যে, ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ না করিলে তিনিই সতীদাহ-প্রথা নিবারণী আইন জারি করিয়া যাইতেন।* মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারই সহমরণ-প্রথা যে শাস্ত্রানুমোদিত নহে, তাহা দেখান। অনেকের বিশ্বাস, রামমোহন রায়ের চেষ্টাতেই সতীদাহ নিবারিত হইয়াছিল, কিন্তু কেরীর জীবনের কার্য্যকলাপের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারা জানেন, মূলতঃ এদেশে তাঁহার চেষ্টাতেই এবং ইউরোপ ও আমেরিকায় উইলিয়ম ওয়ার্ডের প্রচারকার্য্যের ফলেই ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর তারিখে গবর্ণর জেনারাল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক সতীদাহ-প্রথা-নিবারণী আইনে সহি করেন এবং এই বিষয়ে কেরীর উদ্যম ও অধ্যবসায় স্মরণ করিয়া বারাকপুর হইতে নৌকাযোগে সেই দিনই এক জন দূতের হাতে উক্ত আইনটি শ্রীরামপুরে বৃদ্ধ কেরীর নিকট বাংলায় অনুবাদার্থ প্রেরণ করেন। সেই দিন রবিবার থাকা সত্ত্বেও বৃদ্ধ পাদরি সমস্ত দিনব্যাপী পরিশ্রমে অনুবাদকার্য্য সমাপ্ত করিয়া স্বয়ং তাহা বেণ্টিঙ্কের হাতে পৌঁছাইয়া দেন।

---

* "তাঁহারা [শ্রীরামপুরের মিশনরীরা] ১৮০৪ অব্দে চারিজনকে কলিকাতা ও চতুঃপার্শ্বে পঞ্চদশ ক্রোশ মধ্যে সহমরণ সংখ্যা গ্রহণ করিতে প্রেরণ করিলেন।...কেরী সাহেব ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগণকে উক্ত প্রথা শাস্ত্রসম্মত কিনা তাহার প্রমাণপত্রী প্রস্তুত করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করতঃ লর্ড ওয়েলেসলি বাহাদুরের নিকট প্রেরণ করিলেন। তন্মধ্যে তিনি ইহা উল্লেখ করিলেন, যে, এই জঘন্য নৃশংস প্রথা রহিত করণার্থে গবর্ণর জেনারেলকে একটি আইন বিধিবদ্ধ করিতে বিনয়পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন; গবর্ণমেন্টের কাগজে সহমরণ প্রথা বিষয়ে এই প্রথম উল্লেখ। কিন্তু গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর স্বল্পকাল মধ্যে স্ব পদ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশ প্রস্থান করিবেন বলিয়া এই গুরুতর চিরপ্রচলিত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পরামর্শ সিদ্ধ ও বিহিত বলিয়া বোধ করিলেন না।"—মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী: 'আদর্শ চরিত, কিম্বা কেরী, ওয়ার্ড, এবং মার্শম্যান চরিত,' ১৮৮০, পৃঃ ৩৩—৩৪।

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ এ জানুয়ারি তারিখে মিশনের হরফখানায় পঞ্চানন ও মনোহর কর্ত্তৃক নাগরী হরফের সাট সম্পূর্ণ হয়। কলেজের তরফে এই সময়ের মধ্যেই বাংলা পাঠ্য-পুস্তক কয়েকটি মিশনের ছাপাখানায় মুদ্রিত হইয়াছিল। অতঃপর সংস্কৃত ও নাগরী পুস্তক মুদ্রণের ব্যবস্থা হইল। ঐ সালের ১লা এপ্রিল তারিখের ওয়ার্ড-লিখিত জর্নালে লিখিত আছে—

Brother Carey brings word from Calcutta that at the public examination before the Governor, the Bengalee students came off with great honour. Mr. Colebrooke has offered to lend brother Carey all the Vades which he has been able to procure, if we will print them : and this we have promised to do.

এবং ২রা জুন ১৮০৩ কেরী ফুলারের নিকট একটি পত্রে লিখিয়াছেন—

We have had many things to print for the college, and are now contemplating an edition of the Vedas, if government will indemnify us for a hundred copies ; of this we have hopes. The work will make about twenty volumes octavo, of five hundred pages each. We are materially assisted in these expensive undertakings by our school, the printing business, and my official engagements in the college ; and by these means we find some employment for our native brethren.

এই বেদ মুদ্রণের অন্তরালে কোন্ উদ্দেশ্য কার্য্য করিতেছিল; আমরা তাহা দেখিয়াছি, এশিয়াটিক সোসাইটি ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহায়তায় কেরী ও মার্শম্যান সম্মিলিত ভাবে সংস্কৃত রামায়ণের যে সানুবাদ সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহারও উদ্দেশ্য ছিল —ইউরোপে এই মহৎ গ্রন্থের অসারতা প্রমাণ করা। কিন্তু কেরীর এই মনোভাব খুব অধিক দিন স্থায়ী হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা করিতে করিতে এবং এদেশীয় পণ্ডিতগণের সহিত ক্রমবর্দ্ধমান ঘনিষ্ঠতার ফলে তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ সেপ্টেম্বর তারিখে কলেজের "পাবলিক ডিস্‌পিউ-টেশনস্" এর শেষে তিনি সংস্কৃতে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে দেখিতে পাই, তিনি ছাত্রদের সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

Considered as the source of the colloquial tongues, the utility of the Shanscrit Language is evident ; but as containing numerous treatises on the religion, jurisprudence, arts and sciences of the Hindoos, its importance is yet greater ; especially to those to whom

is committed, by this government, the province of legislation for the Natives; in order that being conversant with the Hindoo writings, and capable of referring to the original authorities, may propose, from time to time, the requisite modifications, and improvements, in just accordance with existing Law and ancient Institution.

Shanscrit learning, say the Brahmans, is like an extensive forest, abounding with a great variety of beautiful foliage, splendid blossoms, and delicious fruits; but surrounded by a strong and thorny fence, which prevents those who are desirons of plucking its fruits or flowers, from entering in.

The learned Jones, Wilkins, and others, broke down this opposing fence in several places; but by the College of Fort William, a high-way has been made into the midst of the wood.···

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ও মাননীয় পরিদর্শক লর্ড ওয়েলেসলিকে সম্বোধন করিয়া কেরী সংস্কৃত ভাষায় বলেন—

যেয়ং প্রাচীনভাষা কুমারিকাখণ্ডীয়পূর্ব্বকালীনসর্ব্বাধ্যক্ষান্ প্রতি আত্মপ্রকাশং কর্ত্তুমসম্মতাসীৎ সেয়ং ভাষা তবাজ্ঞয়া স্বকীয়সকলভাণ্ডারদ্বারং মুক্ত্বা অতিপূর্ব্বকালীন-বিবরণবিধিবিদ্যাভিঃ পৃথ্বীং ধনবতীং করোতি।

This ancient language, which refused to disclose itself to the former Governors of India, unlocks its treasures at your command, and enriches the world with the history, learning, and science of a distant age.

অস্মাকং বিদ্যাস্থানীয়নিরূপণস্য বর্দ্ধমানকর্ম্মণ্যতায়াঃ প্রমাণং যথা সম্প্রতি কৃতমাসীৎ ততোধিকং কদাপি কৃতং নাসীৎ এবং দূরদেশস্থাঃ সহস্রশঃ পণ্ডিতলোকা বিদ্যায়া এতদ্দক্ষতাজয়েনাহ্লাদং করিষ্যন্তি।

অস্মাকং সাক্ষাৎ যদাশ্চর্য্যকৌতুকং প্রকাশিতমভবৎ তৎ কিং কিমিত্যস্য বিশেষঃ কথঙ্কারং কথিতো ভবেৎ।

কুমারিকাখণ্ডীয়সর্ব্বাধ্যক্ষস্যাসিয়ীয়স্য য়ুরোপীয়স্যাতিবিদুষো মহিমশালিলোকানাঞ্চ সভা কৃতাসীৎ তস্যাং সভায়ামস্মাকং জন্মদেশীয়ভাষয়ৈকাপি কথা কথিতা কৃতা ন ভবেৎ কিন্ত্বাসিয়ীয়নানাবিধ-ভাষাভির্ম্মহাবিষয়ে বাধরহিতা কথাবার্ত্তা কৃতা ভবেৎ। কথোপকথনার্হহিন্দুস্থানীয়ালঙ্কৃতপারস্যবাণিজ্যোপযুক্তবঙ্গীয়বিদ্যাযুক্তারবীয়প্রাচীনসংস্কৃতভাষাসু ইঙ্গলণ্ডীয়যুবভিরভ্যস্তাসু সতীষু অনায়াসেন কথিতা আসতে। য়ুরোপে কিম্বাস্মিন্

কস্মিংশ্চিদ্দেশে কুত্রচিৎ কালে বা কোপি বিদ্যালয়সমূহঃ কিমেতদ্রূপং অপূর্ব্বদর্শনীয়ত্বং প্রকাশিতং কৃতবান্ এবং এতেষাং যূনাং বিষয়ঃ কঃ কশ্চে স্বাভাবিকমেধাভিঃ কিম্বা যশশ্চেষ্টাভিঃ সোদ্যোগীকৃতা ভূত্বা নিশ্চিতাশয়েন মৃতরূপভাষাজ্ঞানান্বেষকাঃ শিষ্যান্ কিন্তু যস্মিন্ যস্মিন্ দেশ এতা এতা ভাষা কথিতা আসতে তদ্দেশস্থ রাজকর্ম্মণি নিয়োজিতা ভূত্বা তে তস্মিন্নেব কালে তদ্দেশস্থ করগ্রহণবাণিজ্যকরণরূপরাজকর্ম্মণি এবং স্বস্বপদোপযুক্তসর্ব্ব-প্রকার আলাপঃ প্রত্যালাপশ্চৈতৎকালপর্য্যন্তং যথা দ্বিভাষাবেদিদ্বারা কৃত আসীৎ ইদানীং তথা ন কিন্তু তত্তদ্দেশীয়লোকচলিতভাষাভিরেতাসাং সর্ব্বাসাং ক্রিয়াণাং তৈঃ সহ করণে তৎকাল এব স্বকীয়প্রাপ্তবিদ্যা লগন্তি তত্তদেশস্থনিবেদকলোকানাং কর্ত্তৃ নিকটে গমনপথকরণে তথা অস্মাকং রাজব্যবস্থাভিপ্রায়স্য সম্মুখনির্গতবাক্যৈরেবং বিষয়ানুসারেণ প্রকারান্তরলিখিতার্থস্য চ প্রকাশকরণেনৈতাস্মচ্ছিষ্যাণাং প্রাপ্তবিদ্যামূল্যং জ্ঞাতং ভবেৎ।

যে আসিয়ীয়পণ্ডিতলোকা অস্যাং সভায়াং তিষ্ঠন্তি তেষাং মধ্যে কেপি কেপি দূরদেশাদাগতাঃ সন্তি তে সর্ব্বে বৃতনীয়যুবভিস্তত্তদ্দেশীয়ভাষাভির্ব্বিচারিতস্য মহাবিষয়স্য নূতনগুরুতরকথিতবাক্যানাঞ্চ শ্রবণে ন বিস্মিতাঃ সন্তি তৈরস্মচ্ছিষ্যাণাং প্রাপ্তবিদ্যায়াঃ সীমাবিচার ইদানীং কৃতো জায়েত।

অদ্যতনবিদ্যাবিষয়কক্রিয়া এতদ্বিদ্যালয়বিষয়কযদ্যচ্চিন্তনং শ্রমোহর্থব্যয়শ্চাভূৎ তৎ সকলং প্রচুরতররূপেণ শুধ্যতি এতদ্বিদ্যালয়ায় ব্যয়ো যদ্যপৎ সহস্রগুণাধিকো ভবেৎ,, তদাপি নীতিমদ্রাজকর্ম্মণ্যং যদতিশয়মহাফলং ভবিষ্যতি তত্তুল্যঃ স ব্যয়ঃ কদাপি ন ভবেৎ।

ইদানীং বৃদ্ধোহং কুমারিকাখণ্ডস্থানমধ্যে বহুদিনং বাসমকার্ষং দিনে দিনে অনেকলোকান্ প্রতি হিতোপদেশকরণায় ব্রাহ্মণৈঃ সহ সর্ব্ববিষয়ককথোপকথনায় কুমারিকাখণ্ডীয়বালকানাং খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মশিক্ষাকরণনিমিত্তকসকলপাঠশালাকর্ত্তৃত্বকরণায় চ প্রবৃত্তোহমস্মি। বঙ্গীয়ভাষা স্বদেশীয়ভাষাবৎ প্রায়ো ময়া কথিতা আসতে অন্যৈরন্যৈর্লোকৈরেতেষাং বিষয়ে যদ্যজ্জ্ঞানং প্রাপ্তং বহুকালাবধি এতদ্রাজ্যীয়নানাদেশস্থলোকৈঃ সহ ধারাবাহিকপরিচয়েন মম তদন্যূনসর্ব্ববিষয়কজ্ঞানং প্রাপ্তুং প্রাপ্তকালোহভবৎ অহমন্যদপি কথয়ামি যস্মিন্ দেশে জাতো ভবেয়ং তদা যথা তেষাং ব্যবহারক্রিয়াধারা অনুভবঞ্চ ময়া জ্ঞাতো ভবেৎ তদ্বৎ ইদানীং তৎ সর্ব্বং প্রায়ো জ্ঞাতমাস্তে।

এই বক্তৃতার মধ্যেই তিনি বলিতেছেন, "হিন্দুদের মধ্যে দীর্ঘকাল বাস করিয়া আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি···বঙ্গীয় ভাষা আমার মাতৃভাষার মতই আয়ত্ত হইয়াছে। এই সুদীর্ঘ কাল এদেশবাসীদের সহিত এখানে [বঙ্গদেশে] এবং এই সাম্রাজ্যের অন্যত্র ঘনিষ্ঠতার ফলে আমার এমন সকল বিষয় জানিবার সুযোগ হইয়াছে, যাহা ইতিপূর্ব্বে কদাচিৎ কাহারও হইয়াছে কি না সন্দেহ। আমি এখন নিঃসংশয়েই বলিতে পারি যে, এদেশের রীতিনীতি, আচারব্যবহার, সংস্কার এবং হৃদয়াবেগের সহিত আমি এমনই পরিচিত হইয়াছি যে, সময়ে সময়ে নিজেকেই এদেশীয় বলিয়া সন্দেহ হয়।"

এবং এই কেরীই ১৮২৫ সালের ৯ই ডিসেম্বর মিঃ ডায়ারের নিকট লিখিত একটি পত্রে লিখিয়াছেন—

".. my heart is wedded to India; and though I am of little use, I feel a pleasure in doing the little I can . .

শ্রীরামপুর-মিশনের পাদরি হিসাবে উইলিয়ম কেরীর মধ্যে যে সঙ্কীর্ণতা দেখিয়া আমরা পীড়িত হই, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার অধ্যাপনা করিতে করিতে তাঁহাকে ধীরে ধীরে সেই সঙ্কীর্ণতা-বিমুক্ত দেখিয়া আমরা আনন্দিত হই। বস্তুতঃ এই কলেজের জন্যই বাংলা দেশ কেরীকে নিবিড়ভাবে আপনার করিয়া পাইয়াছিল, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ সেদিক দিয়াও কম সার্থক নয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকে কেন্দ্র করিয়া বাংলা ভাষার প্রধান অধ্যাপক উইলিয়ম কেরীর যত্নে এবং উৎসাহে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হইয়াছিল বলিয়াই আমরা কেরীর মনোভাব পরিবর্ত্তন প্রসঙ্গ এমন বিস্তৃত ভাবে উপরে আলোচনা করিলাম।

উইলিয়ম কেরী স্বয়ং ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর তারিখে তাঁহার ভগিনীদের নিকট কলিকাতা শহরের বর্ণনা-প্রসঙ্গে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা কৌতূহলোদ্দীপক। তিনি বলিয়াছেন—

The college is the next institution of public utility. There is no building erected for it, but a number of houses are rented by government for the purpose. It contains a common hall, lecture rooms, where the Arabic, Persian, Sunscrit, Bengali, Hindusthani, Tamul, and the modern languages of Europe are taught; and lectures on philosophy, chemistry, and the arts are delivered. There are chambers for the different officers, and a good library, which will, no doubt, much increase, if the institution be continued. This bids fair to be of the most essential benefit to the country, by furnishing the Company's servants with a knowledge of the languages and manners of India. Their characters and abilities are also known to government, before they are appointed to any office.

যে সংস্কৃত রামায়ণের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহার কাজ ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই সুরু হয়। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে তাহার প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হয়; ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় খণ্ড (দ্বিতীয় কাণ্ড) পর্য্যন্ত বাহির হইয়া মুদ্রণ বন্ধ হইয়া যায়। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের মিশন-হাউস-অগ্নিকাণ্ডে সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি বিনষ্ট হয়। ঐ সালের ২২এ আগষ্ট তারিখে সাট্‌ক্লিফের নিকট লিখিত কেরীর একটি পত্রে দেখিতে পাই—

Some new sources of income are opening here. The Council of the College have petitioned government for an enlargement of my salary, and some of the gentlemen feel much interested therein. One of them told me that he had spoken personally to Lord Cornwallis about it. The College and the Asiatic Society have agreed to allow us a stipend of three hundred rupees per month, to assist us in translating and printing the Sunscrit writings, accounted sacred or scientific. We have begun the Ramayunu, the most ancient poem in the Sunscrit language. Sir John Anstruther showed me, to-day, a letter which he, as president of the Asiatic Society, and by desire of the College, intends to address to all the learned societies and bodies in Europe, to recommend the work. The three hundred rupees per month is independent of the sale of the books. The copy will be ours, and all profits on the sale. The Sunscrit text will be printed on one page, and the translation, with notes, on the other.

এই পত্রের শেষাংশে কেরীর তৎকালীন বিবিধ কার্য্যাবলীর একটি তালিকা আছে। কেরী কি পরিমাণ যত্ন ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে কলেজের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় হিসাবে এই অংশ মূল্যবান্। তিনি লিখিতেছেন—

You may, perhaps, wonder that I write no more letters ; but when you see what I am engaged in, you will cease to be surprised. I translate into Bengali, and from Sunscrit into English, *viz.*, the Ramayunu. I have also begun an attempt at translating the Veds. I must collate copies ; every proof-sheet of the Bengali and Mahratta scriptures, the Sunscrit grammar, and the Ramayunu, must go three times, at least, through my hands. A dictionary of the Sunscrit, which is edited by Mr. Colebrooke, goes once, at least, through my hands. I have written and printed a second edition of my Bengali grammar, wholly new worked over, and greatly enlarged ; and a Mahratta grammar ; and collected materials for a Mahratta dictionary.

১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারি তারিখে কেরী সাটক্লিফকে লিখিতেছেন—

Until lately I was teacher of three languages in the college, on a monthly salary of five hundred rupees per month; but, on the 1st of January past, I was, by the governor-general in council, appointed professer of the Sunscrit and Bengali languages, to which the Mahratta is added, though not specified in the official letter, with a salary of one thousand rupees per month.

১৮১১ সালের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে ডক্টর রাইল্যাণ্ডের নিকট লিখিত পত্রে কেরীর ব্যাকরণ ও অভিধান রচনাবিষয়ক অনেক কথা আছে।

The necessity which lies upon me of acquiring so many languages, obliges me to study and write out the grammar of each of them, and to attend closely to all their irregularities and peculiarities. I have therefore published grammars of three of them, the Sunscrit, the Bengali, and Mahratta. I intend also to publish grammars of the others, and have now in the press a grammar of the Telinga language, and another of that of the Seeks, and have begun one of the Orissa language. To these I intend in time to add those of the Kurnata, the Kashmeera, and Nepala, and perhaps the Assam languages. I am now printing a dictionary of the Bengali, which will be pretty large, for I have got to 256 pages quarto, and am not nearly through the first letter. That letter, however, begins more words than any two others. I am contemplating, and indeed have been long collecting materials for a universal dictionary of the oriental languages, derived from the Sunscrit, of which that language is to be the ground-work, and to give the corresponding Greek and Hebrew words. I wish much to do this, for the sake of assisting biblical students to correct the translation of the bible in the oriental languages, after we are dead, but which can scarcely be done without something of this kind; and perhaps another person may not, in the space of a century, have the advantages for a work of this nature than I now have.

অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী কেরী অমানুষিক চেষ্টায় এই শেষোক্ত

"Universal Dictionary" খানি প্রস্তুত করিয়াছিলেন; গোড়ার উদ্দেশ্য অনুযায়ী হিব্রু ও গ্রীক প্রতিশব্দ যোজনা করিতে না পারিলেও এই অসাধারণ পুরুষ (১) সংস্কৃত, (২) কাশ্মীরভাষা, (৩) পঞ্জাবের অন্তর্গত জালন্ধর ভাষা, (৪) মধ্যদেশভাষা, (৫) পার্ব্বতী ভাষা, (৬) মিথিলাভাষা, (৭) বাঙ্গালা ভাষা, (৮) উৎকলভাষা, (৯) মহারাষ্ট্রভাষা, (১০) কর্ণাটক ভাষা, (১১) গুর্জ্জরভাষা, (১২) তৈলঙ্গভাষা ও (১৩) দ্রাবিড়ভাষা, মোট এই তেরটি ভারতীয় ভাষার এক বিরাট্ শব্দকোষ সম্পূর্ণ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৮১২ সালের ১১ মার্চ তারিখে শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানায় আগুন লাগিয়া অন্যান্য বহু মূল্যবান পুস্তক ও পাণ্ডুলিপির সঙ্গে এই শব্দকোষের অর্দ্ধেকাংশ পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। এই পাণ্ডুলিপি ধ্বংস হওয়ায় কেরী বালকের ন্যায় রোদন করিয়াছিলেন। শ্রীরামপুর কলেজের বোর্ডরুমে কাচের শো-কেসে এ শব্দকোষের অবশিষ্ট অংশ 'পলিগ্লট ভোকাবুলারি' নামে সযত্নে সংরক্ষিত আছে। আমরা কেরীর বিচিত্র কীর্ত্তির সামান্য পরিচয় পাঠককে দিবার জন্য উক্ত শব্দকোষের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি এখানে প্রকাশ করিলাম। সমস্ত পৃষ্ঠার একটানা ফোটো লওয়া সম্ভব হয় নাই বলিয়া উহা দুই অংশে বিভক্ত হইয়া প্রকাশিত হইল, দুটি মিলাইলেই এক পৃষ্ঠার প্রতিলিপি হইবে।

উইলিয়ম কেরীর পরবর্ত্তী জীবন ও কীর্ত্তি

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য গঠনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈদেশিক সহায়ক মধ্য-ইংলণ্ডের পলার্সপিউরি গ্রামের তন্তুবায়-পুত্র উইলিয়ম কেরীর জীবনাখ্যান অনুসরণ করিয়া আমরা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত তাঁহার সম্পর্কের পরিচয় দিয়াছি। এই শুভ যোগাযোগের পর হইতে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস শ্রীরামপুর মিশনের সম্পর্ক প্রায় বিচ্ছিন্ন করিয়া ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মাসিক পত্রিকা 'দিগ্দর্শন' ও ২৩শে মে শনিবার দিবসে প্রথম সাপ্তাহিক পত্র 'সমাচার দর্পণে'র আবির্ভাব-কাল পর্য্যন্ত মূলতঃ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। ১৮০১ সালের ৪ঠা মে হইতে ১৮১৮ সালের ২৩এ মে পর্য্যন্ত এই সপ্তদশ বর্ষকালের বাল্য-ইতিহাস ভবিষ্যতের বৃহৎ সম্ভাবনাপূর্ণ পরিণতির পক্ষে সকল দিক্ দিয়াই সাফল্যের ইতিহাস; ব্যাকরণ-অভিধান এবং মূল ও অনুবাদ গ্রন্থের সাহায্যে ভাষার প্রাণ-ধর্ম্ম এই যুগেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই প্রস্তুতিকালের প্রথম চৌদ্দ বৎসরে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রধান; শ্রীরামপুর মিশন এই কালে মাত্র ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ করিয়াই সার্থক; ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ভিন্ন লোক ও ভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রধান হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ১৮১৫ সালে কলিকাতায় রামমোহন রায়ের অভ্যুদয় এবং ১৮১৭ ও ১৮১৮ সালে যথাক্রমে ক্যালকাটা স্কুলবুক সোসাইটি (১লা জুলাই, ১৮১৭) ও ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি (১লা সেপ্টেম্বর, ১৮১৮) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; ১৮১৮ সালের এপ্রিল-মে হইতে সাময়িকপত্র মারফৎ বিস্তার ও প্রসারের কাজও আরম্ভ হইয়াছে; ফোর্ট উইলিয়ম

কলেজের কাজ এক রকম শেষ হইয়া শ্রীরামপুর মিশনের কাজ আবার সুরু হইয়াছে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের এই যুগের বিবরণ ও কেরীর জীবন অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হইলেও আমরা কেরী-প্রসঙ্গ স্বতন্ত্র ও সংক্ষেপ করিয়া বর্ত্তমান অধ্যায়েই শেষ করিতেছি। পরবর্ত্তী দুই অধ্যায়ে আমরা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগ, পাঠ্য ও সাহায্য পুস্তক এবং তাহাদের রচয়িতা পণ্ডিত ও মুন্‌শীদের বিষয় আলোচনা করিব।

কেরী ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুন বাংলাদেশে আসিবার জন্য জাহাজে চাপিয়াই বাংলা শিখিতে সুরু করেন; ১১ই নবেম্বর (১৭৯৩) কলিকাতা পৌঁছিবার পূর্ব্বেই দেখিতে পাই, তিনি ভাষা শিক্ষা শেষ করিয়া 'বুক অব জেনেসিস' অনুবাদ করিতেছেন। কলিকাতায় পদার্পণের তারিখ হইতেই মুন্‌শী হিসাবে রামরাম বসু তাঁহার সহিত যুক্ত হন ও ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন পর্য্যন্ত যুক্ত থাকেন এবং প্রায় চারি বৎসর অনুপস্থিত থাকিয়া ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস হইতে ১৮১৩ সালের ৭ই আগষ্ট মৃত্যু পর্য্যন্ত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের পণ্ডিত হিসাবে কেরীর অধীনে কাজ করেন। ১৭৯৩ হইতে ১৭৯৬ সালের মধ্যে কেরী রামরাম বসুর শিক্ষকতায় বাংলা ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া তাঁহার ও ফাউণ্টেনের সাহায্যে সমগ্র নিউ টেষ্টামেণ্ট ও ওল্ড টেষ্টামেণ্টের অধিকাংশ অনুবাদ শেষ করেন, বাংলা ভাষায় কথা বলা এবং বক্তৃতা দেওয়া আয়ত্ত করেন এবং একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ ও শব্দকোষ প্রণয়ন করেন। ১৭৯৫ সাল হইতে সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং তিনি কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় এবং গোলোকনাথ শর্ম্মা নামক (মালদহের মদনাবাটীতে) দুই জন পণ্ডিত রাখিয়া সংস্কৃত শিখিতে থাকেন। ১৭৯৬ সালের শেষের দিকে তিনি হিন্দুস্থানী ভাষাও শিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু উক্ত ভাষার প্রতি তাঁহার একটা অদ্ভুত বিরাগ ছিল বলিয়া তিনি বিশেষ অগ্রসর হইতে পারেন নাই। ১৭৯৭ সালের মাঝামাঝি তিনি সংস্কৃত ভাষায় এরূপ দক্ষতা লাভ করেন যে, মহাভারতের পাঠ সাঙ্গ করিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধান রচনা করিতে থাকেন। ১৭৯৯ সালের ২৫এ ডিসেম্বর তিনি উত্তর-বঙ্গ পরিত্যাগ করেন ও ১০ই জানুয়ারি ১৮০০ শ্রীরামপুরে উপস্থিত হন। ১৭৯৩ হইতে ১৭৯৯ সালের মধ্যে তিনি কয়েকটি বিস্তৃত পত্রে (ব্যাপটিষ্ট মিশনরী সোসাইটির 'পিরিয়ডিক্যাল অ্যাকাউণ্টসে' মুদ্রিত) বাংলা দেশের—বিশেষ করিয়া উত্তর-বঙ্গের জীবজন্তু, গাছপালা, আচার-ব্যবহার, ধর্ম্মাচরণ এবং বাসনকোসন তৈজসপত্রাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এই কালের মধ্যে তিনি বাংলায় কয়েকটি সঙ্গীতও রচনা করিয়াছিলেন। ১৭৯৫ সালের গোড়াতেই তিনি মদনাবাটীতে স্থানীয় বালক-বালিকাদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে জন টমাস, রামরাম বসু ও উইলিয়ম কেরীর সমবেত চেষ্টা ও যত্নে অনূদিত 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত' মুদ্রিত ও প্রকাশিত

হয়।* ঐ মাসেই স্যামুয়েল পীয়ার্সের *A Letter to the Lascars* পুস্তকের কেরী-কৃত বাংলা অনুবাদ মুদ্রিত হয়, ইহাই একান্তভাবে কেরীর লিখিত প্রথম পুস্তিকা। এই ধরণের পুস্তিকা তিনি আরও লিখিয়াছিলেন, সেগুলির উল্লেখ অনাবশ্যক।†

১৮০১ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি (৭ই ফেব্রুয়ারি ছাপা শেষ হয়) টমাস-বসু-কেরী-ফাউণ্টেন অনূদিত এবং কেরী-সম্পাদিত সমগ্র নিউ টেষ্টামেণ্ট প্রকাশিত হয়। আখ্যাপত্রটি এইরূপ :—

ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য। | বিশেষত | যাহা মনুষ্যের ত্রাণ ও কার্য্যশোধনার্থে প্রকাশ করিয়াছেন।— | তাহাই ধর্ম্ম পুস্তক | তাহার অন্ত ভাগ।— । তাহা আমারদের প্রভু ও ত্রাণকর্ত্তা যিশু খ্রীষ্টের। মঙ্গল সমাচার | গ্রীক ভাষা হইতে তর্জ্জমা হইল।। শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।— | ১৮০১

কেরীর জীবদ্দশায় এই পুস্তকের আটটি সংশোধিত সংস্করণ হইয়াছিল।

নিউ টেষ্টামেণ্ট প্রথম সংস্করণ ছাপা হইবার অব্যবহিত পরেই (মে, ১৮০১) কেরীকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্য পুস্তকাদি লইয়া ব্যস্ত থাকিতে হয়। ওল্ড টেষ্টামেণ্টের অনুবাদ মুদ্রিত হইতে হইতেই কলেজের জন্য দুইখানি পুস্তক তিনি সঙ্কলন করিয়া ফেলেন। রাইল্যাণ্ডকে লিখিত ১৮০১ সালের ১৫ই জুনের পত্রে (গত সংখ্যায় উদ্ধৃত) আমরা দেখিয়াছি যে, কেরীর বাংলা ব্যাকরণটি সেই সময়েই সঙ্কলিত এবং অর্দ্ধেক মুদ্রিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টধর্ম্মসংক্রান্ত পুস্তক ও পুস্তিকা বাদ দিলে বাংলাভাষাবিষয়ক ইহাই কেরীর প্রথম পুস্তক; ইহার মুদ্রণকার্য্য শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে ১৮০১ সালেই সম্পন্ন হইয়াছিল। ব্যাকরণটি হালহেডের ব্যাকরণের আদর্শে সম্পূর্ণ ইংরেজীতেই লেখা। আখ্যাপত্রটি এইরূপ ছিল—

A/ Grammar/ of the/ Bengalee Language./ Serampore./ Printed at the Mission Press./ 1801./

প্রথম সংস্করণের পুস্তক আমরা দেখি নাই। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির ইংরেজী-পুস্তকসংগ্রহের তালিকার প্রথম ভল্যুমে (১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ) ৩৯৫ পৃষ্ঠায় যেখানে ইহার অস্তিত্বের উল্লেখ আছে, পৃষ্ঠা-সংখ্যা দেওয়া নাই। ইউষ্টেস কেরী-সঙ্কলিত *Memoir*

---

* এই পুস্তকের কোনও মলাট বা আখ্যা-পত্র দেখি নাই। প্রথম পৃষ্ঠায় 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত' এই নাম লেখা আছে।

† John Murdoch তাঁহার তালিকায় এই কয়খানির নাম করিয়াছেন—ওয়ার্ড-প্রণীত *The Missionaries' Address to the Hindus*এর অনুবাদ; A short summary of the Gospel; The Best Gift; On Repentance। বইগুলির বাংলা নাম জানিবার উপায় নাই।

of William Carey, D. D. (১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ) পুস্তকের পরিশিষ্টে ৫৮৭ হইতে ৬১০ পৃষ্ঠায় প্রসিদ্ধ প্রাচ্য-বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত এইচ. এইচ. উইলসন "Remarks on the Character and Labours of Dr. Carey, as an Oriental Scholar and Translator" নামক যে নিবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে কেরীর ব্যাকরণের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা হইতে অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণে তিনি লিখিয়াছেন—

I have made some distinctions and observations not noticed by him [Halhed], particularly on the declension of nouns and verbs, and the use of participles.

উইলসন, গ্রীয়ারসন প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতে এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয়, কিন্তু *Primitiae Orientales* পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে (১৮০৩) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কর্তৃক এই সময়ের মধ্যে প্রকাশিত পুস্তকের যে তালিকা ছাপা আছে (XLVI—LIV), তাহার ৩০ সংখ্যক নামটি এইরূপ—"Grammar of the Bengal Language ; 2d Edition, with large additions." ইহা কেরীরই ব্যাকরণ। প্রথম সংস্করণে কেরীর নাম ছিল না। সুতরাং *Primitiae Orientales* এর মত মানিতে হইলে কেরীর ব্যাকরণের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দেই বাহির হইয়াছিল বলা চলে। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তকের আখ্যা-পত্রে উহা ১৮০৫ সালে মুদ্রিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আখ্যা-পত্রটি এইরূপ—

Grammar | of the | Bengalee Language. | — | The Second Edition, with Additions. | — | By W. Carey, | Teacher of the Sungskrit, Bengalee, and Mahratta | Languages, in the College of Fort William. | — | Serampore, | Printed at the Mission Press. | 1805 |

পৃষ্ঠা-সংখ্যা—আখ্যা-পত্র ও ভূমিকাংশ ৭, শুদ্ধিপত্র ১, ব্যাকরণাংশ ১৮৪ পৃষ্ঠা, গোড়ার দিক্কার অপেক্ষাকৃত বৃহৎ অক্ষরে মুদ্রিত। ইহাতে দশটি অধ্যায় ছিল ; ১। Of letters, ২। Of compounding letters, ৩। Of words, ৪। Of patronyms, gentiles, derivatives etc, ৫। Of adjectives, ৬। Of pronouns, ৭। Of verbs, ৮। Of indeclinable participles, ৯। Of compound words, ১০। Of syntax। ১৬৯ পৃষ্ঠা হইতে ১৮৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত— Of numerals, Of money, weights and measures, time, the days of the week, Hindoo months, contractions.

উইলসনের মতে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রথম সংস্করণের প্রায় দ্বিগুণ আকার লইয়াছিল।*

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

Since the first edition of this work was published, the writer has had an opportunity of obtaining a more accurate knowledge of this language. The result of his application to it he has endeavoured to give in the following pages, which [on account of the variations from the former edition,] may be esteemed a new work.

তৃতীয় সংস্করণের উল্লেখ গ্রীয়ারসন বা উইলসন কেহই করেন নাই, ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির তালিকাতেও উহা নাই, একমাত্র কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে ১৮১৫ সালে মুদ্রিত তৃতীয় সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক আছে। তৃতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় সংস্করণেরই প্রায় পুনর্মুদ্রণ; একটি অতিরিক্ত অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে এবং ভূমিকাও সামান্য পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। চতুর্থ সংস্করণ তৃতীয় সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ, ১৮১৮ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত। চতুর্থ সংস্করণের আখ্যা-পত্রে দেখিতেছি—"The Fourth Edition, with additons" লিখিত আছে। ভিতরে সম্ভবতঃ ভ্রমক্রমে "Preface to the third Edition" ছাপা হইয়াছে—ভূমিকার তারিখ "Serampore, March, 1818"। সুতরাং ইহা চতুর্থ সংস্করণেরই ভূমিকা, অবশ্য ৩য় সংস্করণেরই হুবহু পুনর্মুদ্রণ। চতুর্থ সংস্করণের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ১৮১৮ সালে প্রকাশিত *Dialogues* পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণটিও ইহার সহিত একত্র মুদ্রিত ও বাঁধাই হইয়া একই পুস্তকের আকার লইয়াছে। চতুর্থ সংস্করণে ব্যাকরণটির পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৭+১০০, পরবর্ত্তীকালে প্রস্তুত ছোট হরফে মুদ্রিত। পঞ্চম সংস্করণ বাহির হয় ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে,† পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৭+১১৬। ১ম, ২য়, ৪র্থ ও ৫ম সংস্করণের পুস্তক ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে; ২য়, ৩য়, ও ৪র্থ সংস্করণের পুস্তক কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে, ৩য় সংস্করণ শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরিতে এবং ৫ম সংস্করণের পুস্তক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে ও এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে আছে। ৫ম সংস্করণেও ৩য় সংস্করণের ভূমিকা

* ১৮০৩ সালের ২১ সেপ্টেম্বর সাটক্লিফের নিকট লিখিত পত্রে কেরী স্বয়ং বলিতেছেন, "I am reprinting my' Bengali grammar, with many alterations and additions." সাটক্লিফের নিকট লিখিত ১৮০৫ সালের ২২এ আগষ্ট তারিখের পত্রে আছে—"I have written and printed a second edition of my Bengali grammar, wholly new worked over, and greatly enlarged..."

† ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির তালিকায় ভ্রমক্রমে "১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ" দেওয়া হইয়াছে। গ্রীয়ারসন সাহেবও এই ভুল করিয়াছেন।

পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। ১৮৪৬ সালে জে. রবিনসন কেরীর ব্যাকরণের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন।

এই ব্যাকরণ রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কেরী তাঁহার ভূমিকায় (৪র্থ সংস্করণ, ১৮১৮) বলিয়াছেন—

Bengal, as the seat of the British government in India, and the centre of a great part of the commerce of the East, must be viewed as a country of very great importance. Its soil is fertile, its population great, and the necessary intercourse subsisting between its inhabitants and those of other countries who visit its ports, is rapidly increasing. A knowledge of the language of this country must therefore be a very desirable object.

The pleasure which a person feels in being able to converse upon any subject with those who have occasion to visit him, is very great. Many of the natives of this country, who are conversant with Europeans, are men of great respectability, well informed upon a variety of subjects both commercial and literary, and able to mix in conversation with pleasure and advantage. Indeed, husbandmen, labourers, and people in the lowest stations, are often able to give that information on local affairs which every friend of science would be proud to obtain . . . . .

An ability to transact business . . . . . without the intervention of an interpreter . . . . .

. . . . . . pleasure in making enquiries into, and relieving the distresses, of others. But in a foreign country he must be unable to do this, to his own satisfaction, so long as he is unacquainted with the current language of the country ; . . . . . .

The advantages of being able to communicate useful knowledge to the heathens, with whom we have a daily intercourse ; to point out their mistakes ; . . . .

সুতরাং বাংলা ভাষা শিক্ষা ইউরোপীয়ানদের পক্ষে একান্ত ভাবে আবশ্যক। তা ছাড়া, বাংলা ভাষার নিজস্ব মহিমার কথা উল্লেখ করিতেও কেরী ভুলেন নাই।

. . . . . . Bengalee, a language which is spoken from the Bay of Bengal in the south, to the mountains of Bootan in the north, and from the borders of Ramgur to Arakan.

It has been supposed by some, that a knowledge of the Hindoosthanee language is sufficient for every purpose of business in any part of India. THIS IDEA IS VERY FAR FROM CORRECT; for though it be admitted, that persons may be found in every part of India who speak that language, yet Hindoosthanee is almost as much a foreign language, in all the countries of India, except those to the north-west of Bengal, which may be called Hindoosthan proper, as the French is in the other countries of Europe. In all the courts of justice in Bengal, and most probably in every other part of India, the poor usually give their evidence in the dialect of that particular country, and seldom understand any other; . . . *

The Bengalee may be considered as more nearly allied to the Sungskrita than any of the other languages of India; . . . four-fifths of the words in the language are pure Sungskrita. WORDS MAY BE COMPOUNDED WITH SUCH FACILITY, AND TO SO GREAT AN EXTENT IN BENGALEE, AS TO CONVEY IDEAS WITH THE UTMOST PRECISION, A CIRCUMSTANCE WHICH ADDS MUCH TO ITS COPIOUSNESS. On these, and many other accounts, it may be esteemed one of THE MOST EXPRESSIVE AND ELEGANT LANGUAES OF THE EAST.

কেরীর ব্যাকরণ এগারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ১। বর্ণপরিচয়, ২। যুক্তবর্ণ, ৩। শব্দ ও তাহার বিভিন্ন রূপ (বিশেষ্য), ৪। গুণবাচক শব্দ (বিশেষণ), ৫। সর্ব্বনাম, ৬। ক্রিয়াপদ, ৭। শব্দ গঠন, ৮। সমাস, ৯। অব্যয় ও উপসর্গ, ১০। সন্ধিপ্রকরণ এবং ১১। অন্বয় (syntax)।

এই ব্যাকরণের অধিকাংশ দৃষ্টান্ত-বাক্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্য পুস্তক হইতে, প্রধানতঃ মৃত্যুঞ্জয়ের রচনা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। পুস্তকের শেষে একাদশ অধ্যায়ের পর সংখ্যাবাচক শব্দ, ওজন ও মাপের বিভাগ, টাকাকড়ির বিভাগ, সময়ের বিভাগ, বার, মাস ও তিথির হিসাব দেওয়া হইয়াছে।

* দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্রভাষার স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে আন্দোলন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ হইতেই সুরু হইয়াছে।

কেরীর ব্যাকরণ বাংলা ভাষার একটি ক্রান্তিকারী পুস্তক হওয়া সত্ত্বেও গত দীর্ঘ দেড় শত বৎসর কালের মধ্যে এক উইলসন সাহেব ব্যতীত অন্য কেহ ইহার সম্বন্ধে আলোচনা করেন নাই। পরবর্ত্তী কালে যে দুই এক জনের পুস্তকে এ বিষয়ে আলোচনা দেখা যায়, তাঁহারাও নির্ব্বিবাদে উইলসনের আলোচনাই আত্মসাৎ করিয়াছেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ মেরিডিথ টাউনসেণ্ড এই ব্যাকরণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

It is the one Grammar we have ever seen made for men ignorant of the language to be studied, divested of all rigmarole about the structure of inflexions, and reduced to the half-dozen arbitrary formulas by which, and not by philosophical discussion, children learn their mother tongue.

পণ্ডিত এইচ. এইচ. উইলসন লিখিয়াছেন—

The Bengali grammar of Dr. Carey explains the peculiarities of the Bengali alphabet, and the combination of its letters; the declension of substantives, and formation of derivative nouns; the inflexions of adjectives and pronouns; and the conjugations of the verbs: it gives copious lists and descriptions of the indeclinable verbs, adverbs, prepositions, etc., and closes with the syntax, and an appendix of numerals, and tables of weights and measures. The rules are comprehensive, though expressed with brevity and simplicity; and the examples are sufficiently numerous and well chosen. The syntax is the least satisfactorily illustrated; but this defect was fully remedied by a separate publication, printed also in 1801, of Dialogues in Bengali, with a translation into English......

কেরীর এই *Dialogues*···পুস্তকখানি *Colloquies* নামেও প্রসিদ্ধ। পুস্তক আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে একটি "ফ্লাই লীফে" ঐ নাম দেওয়া আছে বলিয়া পুস্তকেরও ঐ নামে প্রসিদ্ধি হইয়াছে। বাংলায় উহা কেরীর 'কথোপকথন' নামে পরিচিত। পুস্তকারম্ভে কেরী স্বয়ং ঐ নাম দিয়াছেন। পুস্তকটির যথার্থ সম্পূর্ণ নাম এই—

Dialogues, | intended | to facilitate the acquiring | of | The Bengalee Language. | Serampore, | Printed at the Mission Press. | 1801

এই পুস্তক ১৮০১ সালের আগষ্ট মাসে প্রকাশিত হয়; ভূমিকায় ৪ঠা আগষ্ট, এই তারিখ দেওয়া আছে। বাঙালী-রচিত প্রথম বাংলা গদ্যপুস্তক রামরাম বসু-প্রণীত 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' মুদ্রণ-গৌরবে ইহা অপেক্ষা মাত্র এক মাসের বড়।

প্রথম সংস্করণের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৮+২১৭। দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে সকল পরবর্ত্তী সংস্করণে কেরী কথোপকথনের ভাষাকে স্থানে স্থানে সংস্কৃত-ঘেঁষা করিয়া উন্নতির চেষ্টা করিয়াছেন। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয়, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৮+২১১। তৃতীয় সংস্করণ, চতুর্থ সংস্করণ ব্যাকরণের সহিত যুক্ত হইয়া, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় সামান্য পরিবর্ত্তন দেখা যায়, ভূমিকার তারিখ, "Serampore, June 1, 1818" পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৭+১১৩। পরবর্ত্তী কালে ইহার আরও কয়েকটি সংস্করণ হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণের পুস্তক কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরি ও লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি; দ্বিতীয় সংস্করণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগার ও কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি এবং তৃতীয় সংস্করণ শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরিতে আছে।

Dialogues···পুস্তকখানি নানা দিক্ দিয়া উল্লেখযোগ্য, অনেকে এই পুস্তক সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, কেরীর ব্যাকরণ হইতেও ইহার গুরুত্ব বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দিক্ দিয়া অধিক। উইলসন বলিয়াছেন, এই পুস্তক বাংলা ফ্রেজ ও ইডিয়মের বৈচিত্র্যে পূর্ণ। মৌখিক ভাষা শিখিবার পক্ষে সে যুগে ইহার উপযোগিতা অনুমেয়। ৫৮ বৎসর পূর্ব্বে (১৭৪৩ খ্রীঃ) লীসবনে মুদ্রিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'* পুস্তকে যদিও ভাওয়াল পরগণার প্রাদেশিক মৌখিক ভাষা সর্ব্বপ্রথম ব্যবহৃত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার বিষয়বস্তু ছিল সঙ্কীর্ণ—মাত্র খ্রীষ্টধর্ম্মের মহিমা প্রচার; লেখকের শব্দকোষ ছিল সংক্ষিপ্ত। কিন্তু কেরী-সংকলিত কথোপকথনগুলি তৎকালে কলিকাতা-শ্রীরামপুর অঞ্চলের সকল স্তরের স্ত্রীপুরুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, সামাজিক রীতিনীতি, ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার লইয়া রচিত হইয়াছিল। রচনা হইলেও ইহার আদর্শ ছিল—ঐ অঞ্চলের মৌখিক ভাষা এবং এই ভাষাই পরবর্ত্তী কালে বাংলা সাহিত্যের সাহিত্যিক চলতি ভাষার আদর্শ হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গঠনের কাজে এই পুস্তক মহামূল্যবান্ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। সে যুগের সামাজিক ও ব্যবহারিক

---

* দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা ১২ নং। এই পুস্তকখানি সম্প্রতি শ্রীসজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় এবং শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-লিখিত ভূমিকা ও টীকা সহ রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

রীতিনীতির পরিচয় হিসাবেও এগুলি কম মূল্যবান্ নয়।† ডক্টর সুশীলকুমার দে তাঁহার *History of Bengali Literature* (১৯১৯) পুস্তকের ১৩৬-১৪৭ পৃষ্ঠায় এই পুস্তক সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

ব্যাকরণের মত *Dialogues*…পুস্তকেরও প্রথম সংস্করণে কেরীর নাম আখ্যা-পত্রে ছিল না। ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন,—

That the work might be as complete as possible, I have employed some sensible natives to compose dialogues upon subjects of a domestic nature, and to give them precisely in the natural stile of the persons supposed to be speakers. I believe the imitation to be so exact, that they will not only assist the student, but furnish a considerable idea of the domestic economy of the country.

The great want of books to assist in acquiring this language, which is current through an extent of country nearly equal to Great Britain, and which, when properly cultivated will be inferior to none, in elegance and perspicuity, has induced me to compile this small work; and to undertake the publishing of two or three more, principally Translations from the Sangskrito. These will form a regular series of books in the Bengalee, gradually becoming more and more difficult, till the student is introduced to the higher classical works in the language.

এই পুস্তক সম্পর্কে কেরীর কৃতিত্ব সঙ্কলনের ও সম্পাদনের এবং এই কার্য্যে তিনি যে সাহস, বিচক্ষণতা ও বিবেচনাবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, সেকালের এক জন মিশনরীর পক্ষে তাহা সত্যই বিস্ময়কর। গ্রন্থের রচনা সম্পর্কে শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের কৃতিত্বও অস্বীকার করা যায় না। কেরীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁহার একজন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু 'এশিয়াটিক জর্ণালে' লিখিয়াছিলেন—

As evincing the practical tendency of his works, we may notice a very useful performance, his Bengali and English

† "...it presents in many respects a curious and lively picture of the manners, feelings, and notions of the natives of Bengal."—H. H. Wilson.

Colloquies. These were composed in the original Bengali, probably by a clever native, and may be compared, in respect of the graphic power they discover of showing life as it is,--in its rustic and familiar, as well as more polite forms,—to the detached scenes of a good play, exhibiting correct transcripts of nature.

সে যুগের পণ্ডিতদের রচনার সহিত তাঁহাদের লিখিত ও অনূদিত পুস্তক মারফৎ আমাদের যে পরিচয় আছে, তাহাতে আমরা মনে করিতে পারি, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারই এই সকল কথোপকথন রচনার জন্য সম্ভবতঃ দায়ী। অন্য কেহই তাঁহার মত মৌখিক ভাষা এবং প্রচলিত "ইডিয়ম" সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। তাঁহার কথোপকথন-পারদর্শিতার পরিচয় আমরা তাঁহার 'বত্রিশ সিংহাসন', 'হিতোপদেশ' ও 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'য় যথেষ্ট পরিমাণে পাইয়াছি। তথাপি, কেরীর নামে যখন পুস্তকটি বাহির হইয়াছে, আজ সকল প্রশংসাই তাঁহার প্রাপ্য।

Dialogues....পুস্তকখানিতে চাকর ভাড়া করণ, সাহেবের হুকুম, সাহেব ও মুনসি, পরামর্শ, ভোজনের কথা, যাত্রা, পরিচয়, ভূমির কথা, মহাজন আসামি, বাগান করিবার হুকুম, ভদ্রলোক ভদ্রলোক প্রাচীন প্রাচীন, গুপারিস, মজুরের কথা বার্ত্তা, খাতক মহাজনি, সাধু খাতকি, ঘটকালি, হাটের বিষয়, স্ত্রীলোকের হাট করা, স্ত্রীলোকের কথোপকথন, তিয়রিয়া * কথা, ইজারার পরামর্শ, ভিক্ষুকের কথা, কাষ চেষ্টার কথা, কন্দল, স্ত্রীলোকের হাট করণ, যাজক ও যজমান, স্ত্রীলোক স্ত্রীলোক কথাবার্ত্তা, মাইয়া কন্দল, যজমান যাজকের কথা, জমিদার রাইয়ত এবং কথোপকথন—মোট একত্রিশটি অধ্যায় আছে। মূল বাংলা বাম পৃষ্ঠায় ও কেরীর ইংরেজী অনুবাদ দক্ষিণ পৃষ্ঠায় ছাপা। "জমিদার রাইয়ত" বৃহত্তম অধ্যায়, জমিদার ও প্রজার মধ্যে যতদূর সম্ভব, প্রায় সকল বাস্তব আলোচনাই দেওয়া হইয়াছে। শেষ অধ্যায় "কথোপকথনে" সাধারণভাবে বিবাহ, ঘটকালি, পণ, বিবাহরাত্রির খাওয়াদাওয়া ও রোসনাইয়ের কথা, বাকী সকল অধ্যায়েরই বিষয় শিরোনামায় দেওয়া আছে। তন্মধ্যে তিয়রিয়া কথা, ভিক্ষুকের কথা, হাটের বিষয়, স্ত্রীলোকের হাট করা, মজুরের কথাবার্ত্তা, স্ত্রীলোকের কথোপকথন প্রভৃতি অধ্যায় এমনই সহজ এবং বাস্তব ভঙ্গীতে রচিত যে, এগুলির কথা বিবেচনা করিলে টেকচাঁদ ঠাকুর, হুতোম ও দীনবন্ধু মিত্রের পরবর্ত্তী কালের কৃতিত্ব অনেকখানি লঘু হইয়া পড়ে। খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারক পাদ্রি এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ হইয়া কেরী যে তাঁহার সঙ্কলনে "কন্দল" ও "মাইয়া কন্দল" অধ্যায় সন্নিবিষ্ট করিতে দ্বিধা করেন নাই,

* তিয়রিয়া—জেলে, fisherman।

ইহাতে তাঁহার যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিরই পরিচয় পাই। অনেকে এই কারণে তাঁহার নিন্দাবাদ করিয়াছেন। কিন্তু বাংলা ভাষার সর্ব্বপ্রকার সম্ভাবনা ও প্রকাশ-বৈচিত্র্যের পরিচয় দিতে বসিয়া কেরী বাক্যশুদ্ধির জন্য নাসিকা কুঞ্চিত করিতে পারেন নাই। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সকল ছাত্রের এই 'কথোপকথন' বইখানির সহিত পরিচিত হওয়া উচিত।* আমরা কৌতূহলী পাঠকের জন্য নীচে সামান্য দুই একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলাম।†

মজুরের কথা বার্ত্তা

ফলনা কায়েতের বাড়ী মুই কায করিতে গিয়াছিনু তার বাড়ী অনেক কায আছে। তুই যাবি। না ভাই। মুই সে বাড়ীতে কায করিতে যাব না তারা বড় ছেঁটা। মুই আর বছর তার বাড়ী কায করিয়াছিলাম মোর দুদিনের কড়ি হারামজাদগি করিয়া দিলে না মুই সে বেটার বাড়ী আর যাব না।

কেন ভাই। মুইত দেখিলাম সে মানুষ বড় খারা মোকে আগু এক টাকা দিয়াছে আর কহিয়াছে তুই আর লোক নিয়া আসিস মুই আগাম টাকা দিব তাকে।

আচ্ছা ভাই। যদি তুই মোকে সে বাড়ী নিয়া যাবি তবে মুই তোর ঠাঁই মোর খাটুনি নিব। ভাল ভাই। তুই চল তোর যত খাটুনি হবে তা মুই তোকে দিব।

স্ত্রিলোকের হাট করা

আয়টে সকাল করে চল সূতা না বিকেলে তো নুন তেল বেসাতি পাতি হবে না।

ওটে বুন সে দিন কলাঘাটার হাটে গিয়াছিলাম তাহাতে দেখিয়াছি সূতার কপালে আগুন লাগিয়াছে। পোড়া কপালে তাঁতি বলে কি আট পণ করে সূতাথান। সে সকল সূতা আমি এক কাহন বেচেচিটে।

সে দিন দেখে আর হাটপানে যুয়াতে ইচ্ছা করে না। চল দিকি যাই না গেলে তো হবে না ঘরে বেসাতি পাতি কিছু নাই ছেলেরা ভাত খাবে কি দিয়া আর আধ সেরটাইক কাপাইস আনিতে হবে।

ওগো দিদি সূতা আছে। বাহির কর দিকি দেখি।

নারে তোরে আর সূতা দিব না আর দিন তুই যে সূতা হাঁটকিয়াছিলি তাহাতে আমার সূতা নষ্ট হইয়াছে।

ওটে পাগল বুন। দেতো দেখি গোচের হয়তো নিব।

---

* দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালার ১৩ সংখ্যক পুস্তক হিসাবে ইহা মুদ্রিত হইয়াছে।—

† ১৮০১ সালে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ হইতে।

কন্দল

আর শুনেছিসড়ে নির্ম্মলের মা। এই যে বেণে মাগী অহঙ্কারে আর চকে মুখে পথ দেখে না। হ্যাত্থাথ। কালি যে আমার ছেলে পথে ডাড়িয়াছিল তা ঐ বুড়া মাগী তিন চারি ছেলের মা করিলে কি ভরস্ত কলসিডা অমনি ছেলের মাথার উপর তলানি দিয়া গেল। সেই হইতে ষাইটের বাছা জ্বরে ঝাঁউরে পড়েছে। এমন গরবাগুকি বল্লে আবার গালাগালি ঝকড়া করে। এ ভাতারখাগি সর্ব্বনাশির পুতটা মরুক তিন দিনে উহার তিনডা বেটার মাথা খাউক ঘাটে বসে মঙ্গল গাউক।

হাঁলো ঝি জামাই খাগি কি বলছিস। তোরা শুনছিস গো এ আঁটকুড়ি রাঁড়ির কথা। তুই আমার কি অহঙ্কার দেখিলি তিন কুলখাগি আমি কি দেখে তোর ছেলের মাথার উপর দিয়া কলসি নিয়া গিয়াছিলাম যে তুই ভাতার পুত কেটে গালাগালি দিচ্ছিস। তোর ভালডার মাথা খাই হালো ভালডা খাগি তোর বুকে কি বাঁশ দিয়াছিলাম হাড়ে।

থাকলো ছারকপালি গিদেরি থাক। তোর গিদেরে ছাই পল প্রায়। যদি আমার ছেলের কিছু ভাল মন্দ হয় তবে কি তোর ইটা ভিটা কিছু থাকিবে যা মনে আছে তা করিব। তখন তোমার কোন বাপে রাখে তাই দেখিব। হে ঠাকুর তুমি যদি থাক তবে উহার তিন বেটা যেন সাপের কামড়ে আজি রাত্রে মরে। ও যে কালি প্রাতঃকালে বাছা২ করে কান্দে তবেই ও অহ্কারির অহ্কারে ছাই পড়ে। হা বউবাঁড়ি তোর সর্ব্বনাশ হউক। তোর বংশে বাতি দিতে যেন কেউ থাকে না।

ওলো। তোর শাপে আমার বাঁ পার ধুলা ঝাড়া যাবে। তোর ঝি পুত কেটে দি আমার ঝি পুতের পায়। যালো যা বারোদুয়ারি ভাড়ানি হাট বাজার কুড়ানি খানকি যা। তোর গালাগালিতে আমার কি হবে লো কুন্দলি।

আইং। এমন কর্ম্ম কি ও দেখে করেছে তা নহে। ওয় পোয়াতি বটে। যা বুন। তুইও যা। ও যাউক। আর ঝকড়া কন্দলে কাজ নাই। পাড়াপড়সি রাতি পোয়াইলেই দেখা হবে এত বাড়াবাড়ি কেন।

টমাস, রামরাম বসু, মার্শম্যান ও ফাউণ্টেনের আংশিক সহায়তায় অনূদিত কেরীর ওল্ড টেষ্টামেন্টের চারি খণ্ড ১৮০২ হইতে ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাহির হইয়াছিল। প্রথম খণ্ডের প্রকাশকাল ভ্রমক্রমে আখ্যা-পত্রে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া উল্লিখিত থাকিলেও উহা প্রকৃতপক্ষে ১৮০২ সালে প্রকাশিত হয়। পুস্তকের আখ্যা-পত্র এইরূপ—

ধর্ম্মপুস্তক | তাহা ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য।— | যাহা প্রকাশ করিয়াছেন মনুষ্যের ত্রাণ ও কার্য্যশোধনার্থে— | তাহার প্রথম ভাগ যাহাতে চারিবর্গ— | মোশার ব্যবস্থা।—। মিশরালের বিবরণ।— | গীতাদি— | ভবিষ্যত বাক্য।—। মোশার ব্যবস্থা— | তর্জ্জমা হইল ভেব্রি ভাষা হইতে।— | শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—। ১৮০১

The Pentateuch বা মোশার ব্যবস্থা অর্থাৎ ওল্ড টেষ্টামেণ্টের প্রথম খণ্ড যে ১৮০১ সালে প্রকাশিত হয় নাই, তাহার প্রমাণ, কেরী-মার্শম্যান্-ওয়ার্ডের ১৮০১, ১৮ই ডিসেম্বর তারিখের একটি চিঠিতে পাই। তাঁহারা লিখিতেছেন—

The first volume of the Old Testament is nearly half printed; viz., to the thirty-third chapter of Exodus.

১৮০২ সালের ১৬ই জুলাইয়ের চিঠিতে দেখিতেছি—

The last sheet of the pentateuch will be printed next week; and we are about to print the last volume but one of the testament, including Job and Solomon's song. One hundred copies of the Psalms Isaiah have been ordered by the College at Calcutta.

অর্থাৎ ওল্ড টেষ্টামেণ্ট প্রথম খণ্ড ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে জুলাইয়ের শেষে বাহির হইয়াছিল। ঠিক এই সময়ে কেরী বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে আরও কিছু কাজ করিতে বা করাইতে মনস্থ করিতেছিলেন, ডক্টর রাইল্যাণ্ডের নিকট ৩১এ আগষ্ট তারিখে লিখিত তাঁহার পত্রে তাহা জানা যায়। তিনি লিখিয়াছেন—

I have some time past been contriving the plan of a work, which I propose to write in Bengalee. The design is to prove to the natives of this country, that the gospel is necessary blessing to them . . . . . AND THE INSUFFICIENCY AND CONTRADICTION OF THE BOOKS BY THEM ACCOUNTED SACRED. I intend that it should occupy about two hundred pages . . . .

বাহির হইয়া থাকিলে এই পুস্তকের সন্ধান আমরা পাই নাই। এই সময়ে কেরী কলিকাতার কয়েকটি প্রসিদ্ধ পরিবারের ছেলেদের সহিত মেলামেশা করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিতে তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিতেন। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র লালাবাবু নামে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ কেরীর লক্ষ্য ছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ প্রদর্শন করিলে কেরী তাঁহাকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বই বাংলায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। সেই উপদেশ কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল কি না জানা যায় না। কেরীর পত্রে (৩১এ আগষ্ট ১৮০২) আছে—

One of the first persons in Bengal in point of property, a grandson of the late GUNGA GOBIND SING, has been several times to see me, and I have closely pressed upon him the importance of a Saviour. He accounts himself inconvertible; but has a strong desire to be

made acquainted with the sciences, particularly astronomy. I have pusuaded him to get some of our best books on science translated into the Bengalee language ; have offered him all my assistance in correcting the copy, and put him in the way of procuring subscribers to the work among the rich natives. He went from me today full of this scheme. I recommended him to begin with Bonnycastle's Astronomy. Should he undertake it, I shall esteem this to be the dawn of science in this dark quarter of the world.

১৮০২ খ্রীষ্টাব্দেই কেরী কর্ত্তৃক কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারতের সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মহাভারতের ছাপা সুরু হয় আগে, ইহা চারি খণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছিল। রামায়ণ পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। বর্ত্তমানে আমরা বাজারে যে সকল রামায়ণ-মহাভারতের সংস্করণ দেখি তাহার প্রায় প্রত্যেকটিই শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের আদর্শে মুদ্রিত। পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার পরবর্ত্তী সংস্করণে কৃত্তিবাস কাশীদাসের উপর কলম চালাইয়া "অবিশুদ্ধ" মূলকে বিশুদ্ধ করিয়াছিলেন।

ওল্ড টেষ্টামেণ্টের তৃতীয় খণ্ড দ্বিতীয় খণ্ডের আগেই ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসেই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। আখ্যা-পত্র এইরূপ—

দাউদের গীত।— | এবং | যিশ ঔহার ভবিষ্যৎ বাক্য।— | শ্রীরামপুরে ছাপা হইল | —১৮০৩ | —

এই পুস্তক ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হইয়াছিল এবং ইহার এক শত খণ্ড ৬৶০ হিসাবে কলেজ কর্ত্তৃক ক্রীত হইয়াছিল। ইংরেজী আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দ ভুল।

কেরীর বাংলা ব্যাকরণ, বাংলা অভিধান, সংস্কৃত ব্যাকরণ, সংস্কৃত অভিধান রচনার ও বাইবেল অনুবাদের কাজ ১১৯৩ হইতে ১১৯৬ সালের মধ্যেই আরব্ধ হইয়াছিল, পূর্ব্বে যথাস্থানে সেগুলির উল্লেখ করিয়াছি। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কেরী বিশেষ করিয়া তাঁহার সংস্কৃত ব্যাকরণের কাজে হস্তক্ষেপ করেন; সংস্কৃত ও বাংলা অভিধানের কাজও অনেকখানি অগ্রসর হয়। নিউ টেষ্টামেণ্টের দ্বিতীয় সংস্করণ ও ওল্ড টেষ্টামেণ্টের বাকী অংশের অনুবাদের কাজেও তাঁহার অনেক সময় ব্যয়িত হইত। অনুবাদের ভাষা সম্বন্ধেও তিনি অত্যন্ত সজাগ হইয়া উঠেন। ১৮৹৩ সালের ২১ সেপ্টেম্বর কলিকাতা হইতে সাট্‌ক্লিফকে তিনি লিখিয়াছেন—

My time is much occupied with the second edition of the new testament, and the remaining part of the old . . . . . and my mind has acquired so much bias towards seeking out words, phrases, and

idioms of speech, that it is nearly unprepared for any other undertaking; . . . . . The alterations in the second edition are great and numerous; not so much however, in what relates to meaning as construction. I hope it will be tolerably correct, ... subjected to the opinion and animadversions of several Pundits, and some of it translated by a native into a collateral language, of which we can form some idea, before it be printed off.

ঐ সালের ১৪ই ডিসেম্বর রাইল্যাণ্ডকে কেরী লিখিয়াছিলেন—আমি মহারাষ্ট্রভাষায় ধর্ম্মগ্রন্থের অনুবাদ সুরু করিয়াছি। হিন্দুস্থানীতেও করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু মিঃ বুকাননের কাছে শুনিলাম এক জন সামরিক ভদ্রলোক হিন্দুস্থানী ও ফার্সী ভাষায় গসপেল অনুবাদ করিয়া কলেজকে তাহা উপহার দিয়াছেন···মেজর কোলব্রুক এই কাজ করিয়াছেন জানিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি।

বালক কেরীর কৃষি, ভূবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা এবং প্রাণিবিজ্ঞান সম্বন্ধে কৌতূহল ও উৎসাহ, ধর্ম্মোন্মাদনা ও ভাষাতত্ত্ব আলোচনার নীচে মাঝে মাঝে চাপা পড়িলেও একেবারেই যে বিনিষ্ট হয় নাই 'পিরিয়ডিক্যাল অ্যাকাউন্টসে' প্রকাশিত জর্নাল ও পত্রগুলিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮০৩ সালের শেষ ভাগ হইতে এই উৎসাহ আবার প্রবল ভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠে। কলিকাতার কোম্পানীর বাগানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডব্লিউ. রক্সবার্গের সহিত সংসর্গ ও ঘনিষ্ঠতা তাঁহাকে এই দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ১৮০৩ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর তাঁহাকে লিখিতে দেখি (রাইল্যাণ্ডকে)—

I have long wished to employ a person to paint the natural history of India, the vegetable productions excepted, which Dr. Roxburg has been about for several years.

১৮০৪ সালের গোড়াতেই তিনি কলিকাতায় একটি কৃষিবিষয়ক সমাজ স্থাপন করিয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান ও দ্বিতীয় পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় ও রামনাথের সহায়তায় তাঁহার সংস্কৃত ব্যাকরণের কাজ দ্রুত চলিতেছিল। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দেই তাঁহার ব্যাকরণের প্রথম তিন অধ্যায় শ্রীরামপুর মিনার্ভা প্রেস হইতে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। কোলব্রুকের সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রথম খণ্ড ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হইয়াছিল, পরবর্ত্তী অংশ আর বাহির হয় নাই।

১৮০৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির সহিত কোলব্রুক মারফৎ বন্দোবস্ত করিয়া কেরী বেদ অনুবাদ করিতে স্বীকৃত হন কিন্তু কাজ করিতে আরম্ভ করিয়া দেখেন, উহাতে এত সময় ব্যয় হয় যে বাইবেল অনুবাদে যথেষ্ট পরিমাণ দৃষ্টি দেওয়া যায় না। সুতরাং এই প্রচেষ্টা পরিত্যক্ত হয়। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুঞ্জয়ের সহায়তায়, কেরী সংস্কৃত হিতোপদেশ প্রকাশ

করেন। অমরকোষ অভিধানের সম্পাদনকার্য্যেও কেরী এই সময় হইতে কোলব্রুককে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই পুস্তক ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয়। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ সেপ্টেম্বর তারিখে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাবলিক ডিসপিউটেশনে কেরী গবর্ণর জেনারাল ওয়েলেসলি এবং তদীয় ভ্রাতা প্রসিদ্ধ ডিউক অব ওয়েলিংটনের উপস্থিতিতে কলেজের ছাত্রদের এবং সর্ব্বাধ্যক্ষ ওয়েলেসলিকে সম্বোধন করিয়া সংস্কৃত ভাষায় একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তাহার কিয়দংশ আমরা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি।

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে মরাঠা ব্যাকরণ * প্রকাশ করিয়া কেরী চিরদিনের জন্য সমগ্র মরাঠী-ভাষাভাষীদের স্মরণীয় হইয়াছেন।† ১৮০৫ সালেই এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট সার জন আন্সট্রাথারের প্ররোচনায় এবং এশিয়াটিক সোসাইটি ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের আর্থিক সাহায্যে (দেড় শত হিসাবে মাসিক তিন শত টাকা) উইলিয়ম কেরী ও জোশুয়া মার্শম্যান ভারতীয় মহাকাব্য ও শাস্ত্রগ্রন্থগুলি ইংরেজী অনুবাদ সহ প্রকাশ করিতে উদ্যত হন। ১৮০৫ সালে সাংখ্যদর্শন ও রামায়ণ লইয়া অনুবাদের কাজ আরম্ভ হয়। সাংখ্যদর্শন প্রকাশিত হয় নাই। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে মূল সংস্কৃত রামায়ণের ১ম খণ্ড ইংরেজী অনুবাদ সহ প্রকাশিত হয়। আখ্যা-পত্র এইরূপ—

The/ Ramayuna/ of Valmeeki,/ in the/ original Sungskrit./ With a prose translation,/ And explanatory notes,/ by William Carey and Joshua Marshman./ Vol. I./ containing/ the First Book./ Serampore,/ 1806.

পৃষ্ঠা-সংখ্যা VI + ৬৫৬, গবর্ণর জেনারাল সার জর্জ্জ হিলারো বার্লোকে উৎসর্গীকৃত।

কেরীর সংস্কৃত ব্যাকরণ সম্পূর্ণ হইয়া ১৮০৬ সালের ৩০এ আগষ্ট বাহির হয়। ইহাই বিদেশীদের লেখা সর্ব্বপ্রথম সম্পূর্ণ সংস্কৃত ব্যাকরণ। আখ্যা-পত্রটি এইরূপ—

A Grammar/ of the/ Sungskrit Language,/ composed/ from the works of the most esteemed grammarians./ To which are added,/ Examples for the exercise of the student,/ and/ a complete list of the Dhatoos, or Roots./ By W. Carey./ Teacher of the Sungskrit, Bengalee, and Mahratta Languages, in the College of Fort-William./ Serampore, Printed at the Mission Press./ 1806.

পৃষ্ঠা-সংখ্যা VII (ভূমিকা) + 8 + 906 + 108 (An Appendix, containing

---

* A Grammar of the Mahratta Language. Serampore : 1805.

† "To Dr. Carey, however, belongs the merit of having set the example and of having . . . first rendered the language attainable by European students."—H. H. Wilson.

a list of the Dhatoos, or Roots)+24 (Index)+9 (Errata)। রিচার্ড মারকুইস ওয়েলেসলিকে উৎসর্গীকৃত।

ভূমিকায় বিশেষ ভাবে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও রামনাথ বাচস্পতির ঋণ স্বীকৃত হইয়াছে।* এই ব্যাকরণের Syntax অধ্যায়ে শ্রীমদ্‌ভাগবতের এক অধ্যায় ইংরেজী অনুবাদসহ, গসপেল অব সেণ্ট ম্যাথু তিন অধ্যায়ের সংস্কৃত অনুবাদ ও বাজসনেয় সংহিতা বা ঈশোপনিষৎ ইংরেজী অনুবাদসহ মুদ্রিত হইয়াছে। কেরী মৃত্যুঞ্জয়-রামনাথের সাহায্যে ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেই যে বাংলা দেশে উপনিষৎ প্রচার করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

মুদ্রণের সুবিধার জন্য কেরী এই সালেই মনোহর কর্ম্মকারকে দিয়া এক সাট ছোট দেবনাগরী হরফ প্রস্তুত করান, এই হরফ খুব সুদৃশ্য হইয়াছিল। এই সালেই তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্যশ্রেণীভুক্ত হন। ১৮৩৪ সালে মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি সোসাইটির সদস্য ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল উক্ত সোসাইটির কমিটি অব পেপার্স-এর খুব উৎসাহী সভ্যও ছিলেন।

১৮০৭ সালের ৮ই মার্চ তারিখে আমেরিকার ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয় কেরীকে 'ডক্টর অব ডিভিনিটি' উপাধি প্রদান করেন। ঐ সালের ৮ই ডিসেম্বর তারিখে তাঁহার পত্নী ডরোথি দীর্ঘ বারো বৎসর কাল উন্মাদরোগগ্রস্ত থাকিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই সালে ওল্ড টেষ্টামেণ্টের চতুর্থ বা শেষ খণ্ড (ইশায়া—মালাচি) প্রকাশিত হয়। আখ্যা-পত্রে ভ্রমক্রমে ১৮০৫ সাল মুদ্রিত হইয়াছে। আখ্যা-পত্রটি এইরূপ—

ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য।—| মানুষের ত্রাণ ও কার্য্যশোধনার্থে | যাহা প্রকাশ করিয়াছেন।—| তাহাই | ধর্ম্মপুস্তক। | তাহার প্রথম ভাগ যাহাতে চারি বর্গ।—| মোশাকরণক ব্যবস্থা। | রিশরালের বিবরণ।—| গীতাদি।—| ভবিষ্যদ্বাক্য। | তাহার চতুর্থ বর্গ ভবিষ্যদ্বাক্য এই।—| এব্রি ভাষা হইতে তর্জ্জমা হইল।—| শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—| ১৮০৫

কেরীর বিভিন্ন ভাষায় বাইবেল অনুবাদ এবং বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান রচনার বহর দেখিয়া অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন এবং কেহ কেহ সন্দেহ করিয়াছেন, মিশনে এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রধান হওয়ার দরুন অপরের কৃতিত্ব তিনি আত্মসাৎ করিয়াছেন। কিন্তু সমসাময়িক বিবরণ হইতে 'যাঁহারা তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ অনুধাবন করিবেন তাঁহারা এই বিরাটত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইবেন না।

* "He wishes here also to acknowledge the great assistance he has received . . . from Mrityoonjuyu Vidyalunkaru, and Ramunathu Vasuspati, the first and second Pundits in the College of Fort William, who have been always ready to cotribute to this work, and to whose zeal and abilities he is happy to bear this testimony."

এই সময়ে তাঁহার দৈনন্দিন কাজের একটি তালিকা এক জন মিশনরীর ব্যক্তিগত পত্রে পাই। তিনি শয্যাত্যাগ করিতেন পৌনে ছটায়, হিব্রু বাইবেলের এক অধ্যায় পাঠ ও উপাসনা করিতে সাতটা বাজিয়া যাইত। তার পর পরিবারস্থ সকলকে লইয়া বাংলায় উপাসনা করিতেন। প্রাতরাশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ফার্সী মুন্‌শীর সহিত ফার্সী পড়িতেন। প্রাতরাশের পর পণ্ডিতকে লইয়া রামায়ণ অনুবাদের কাজ চলিত, তার পর কলেজে গিয়া বেলা দুইটা পর্য্যন্ত শিক্ষকতা করিতেন। বাড়ী ফিরিয়া সমস্ত দিনের সঞ্চিত বিভিন্ন পুস্তকের প্রুফ দেখিতে হইত, তাহার পরিমাণ বড় কম ছিল না। সান্ধ্য আহার সারিয়া তিনি মৃত্যুঞ্জয় পণ্ডিতের সহায়তায় সংস্কৃতে বাইবেল অনুবাদ করিতেন। এক অধ্যায় শেষ হইলেই তেলিঙ্গা পণ্ডিতের নিকট পাঠ লইতেন। রাত্রি নটার সময় তিনি একাকী বাংলা অনুবাদে বসিতেন। রাত্রি এগারটার সময় গ্রীক বাইবেল এক অধ্যায় পড়িয়া তিনি শয়ন করিতেন। নিতান্ত অসুস্থ না হইলে তিনি এই ধরণের পরিশ্রম হইতে কখনও বিরত হইতেন না এবং অসুখেও তিনি খুব কম পড়িয়াছেন।

১৮০৮ সালে রামায়ণের দ্বিতীয় খণ্ড (অযোধ্যা কাণ্ডের প্রথমার্দ্ধ) প্রকাশিত হয়। ৮ই মে তারিখে তিনি মিস শার্লট রুমর (Miss Charlotte Rumohr) নামক এক জন সম্ভ্রান্তবংশীয়া জার্ম্মান মহিলাকে বিবাহ করেন।

১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত *Asiatick Researches or Transactions of the Society,*...র দশম খণ্ডের ১-২৬ পৃষ্ঠায় কেরী লিখিত "*Remarks on the state of* Agriculture, *in the District* of Dinajpur" নামক প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়; ইহাতে উত্তর-বঙ্গের ঋতু অনুযায়ী চাষের, উৎপন্ন বিবিধ শস্যের এবং লাঙ্গল প্রভৃতি যন্ত্রাদির বিষয়ে যে গবেষণালব্ধ পাণ্ডিত্য প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা বিস্ময়কর এবং এদেশে সম্পূর্ণ নূতনও বলা চলে। লাঙ্গল, কোদাল, মই, ডোঙা, কাস্তে প্রভৃতি যন্ত্রের সচিত্র পরিচয় এই প্রবন্ধ হইতে পাওয়া যায়। শুধু দিনাজপুর জেলা নয়, ইহাতে সমগ্র বাংলা দেশের তৎকালীন কৃষিকর্ম্মের ইতিহাস আছে।* এই প্রবন্ধের শেষে (১৩০ বৎসর পূর্ব্বে) কেরী বলিয়াছিলেন—

The improvement of livestock, and introduction of dairies, the fencing and manuring of land, the introduction of wheel carriages, and a number of improvements of a similar kind, have not been hinted at, because the present state of society seems to render them to a great degree impracticable. Yet the rapid progress to agricultural

*"Though these remarks relate chiefly to the district of *Dinajpur*, yet it is obvious that many of them will equally apply to the other parts of *Bengal*."

improvements in ENGLAND, encourages the hope, that a gradual improvement may also be effected in HINDOOSTAN.

বাংলা দেশের কৃষি সম্বন্ধে যাঁহাদের কিছুমাত্র অনুসন্ধিৎসা আছে, এই প্রবন্ধটি তাঁহাদের পড়িতে অনুরোধ করি।

১৮০৯ সালের ১লা জানুয়ারি কেরী কলিকাতার লালবাজার চ্যাপেল প্রতিষ্ঠা করেন এবং ৩৪নং বউবাজারে বাসা ভাড়া করিয়া কলিকাতাতে একটি পাকাপাকি রকমের আশ্রম স্থাপন করেন। জুন মাসের ২৪এ তারিখে ওল্ড টেষ্টামেন্টের শেষাংশ অর্থাৎ দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়া বাইবেল সম্পূর্ণ হয়। এই পুস্তকের আখ্য-পত্র এইরূপ—

ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য ।| বিশেষতঃ |মনুষ্যের ত্রাণ ও কার্য্যসাধনার্থ তিনি যাহা প্রকাশ | করিয়াছেন।—| অর্থাৎ |ধর্ম্মপুস্তক।| তাহার প্রথম ভাগ—যাহাতে চারিবর্গ | মোশার ব্যবস্থা।—| য়িশরালের বিবরণ।—| গীতাদি।—| ভবিষ্যদ্বাক্য।—| তাহার দ্বিতীয় বর্গ অর্থাৎ য়িশরালের বিবরণ এই।—| এব্রি ভাষা-হইতে তর্জ্জমা হইল।| শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—| ১৮০৯ | —

বাইবেল সম্পূর্ণ প্রকাশ করিয়া কেরীর মানসিক উত্তেজনা এত অধিক হয় যে তিনি সাংঘাতিক অসুস্থ হইয়া পড়েন। জীবনের একমাত্র কাম্য বহু ঘাত-প্রতিঘাত এবং প্রতিবন্ধকের মধ্য দিয়া অধিগত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রবল জ্বরবিকারে আক্রান্ত হন এবং দুই মাস কাল শয্যাশায়ী থাকেন। তাঁহার জীবনের আশা একেবারেই ছিল না। এই সময়ে ডক্টর মার্শম্যান ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে তাঁহার প্রতিভূস্বরূপ কাজ করিয়াছিলেন। ১৮০৯ সালেই উড়িয়া নিউ টেষ্টামেন্টের প্রথমাংশ প্রকাশিত হয়। ১৮০৯ সালের শেষে শ্রীরামপুরের মিশনরীরা বিলাতে মূল সোসাইটির নিকট যে বিবৃতি প্রেরণ করেন তাহাতে সংস্কৃত ভাষায় (মৃত্যুঞ্জয়ের সহায়তায়) নিউ টেষ্টামেন্ট প্রকাশের উল্লেখ আছে। এই সমস্ত কৃতিত্বের প্রধান অংশ তাঁহারা কেরীকেই দিয়াছেন।

১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে রামায়ণের তৃতীয় খণ্ড (অযোধ্যা কাণ্ডের শেষাংশ) প্রকাশিত হয় এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মরাঠী হেডপণ্ডিত বৈদ্যনাথের সহায়তায় প্রস্তুত কেরীর মরাঠী অভিধানও বাহির হয়। এই পুস্তকের পৃষ্ঠা-সংখ্যা VII+৬৫২।

১৮১১ সালে উড়িয়া ভাষায় নিউ টেষ্টামেন্ট প্রকাশিত হয়।

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কেরীর পঞ্জাবী (শিখ) ব্যাকরণ এবং মার্চ মাসে কেরী-সম্পাদিত 'ইতিহাসমালা' প্রকাশিত হয়। কেরীর বাংলা এবং অন্যান্য ভাষার রচনা লইয়া পণ্ডিত উইলসন প্রভৃতি সমসাময়িক পণ্ডিতেরা যে সকল আলোচনা করিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী কালে যে সকল আলোচনা হইয়াছে তাহার কোনটিতেই এই পুস্তক সম্বন্ধে উল্লেখ মাত্র নাই। ১৮০১ সাল হইতে ১৮৫২ সালের মধ্যে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে বা অন্যত্র বাংলা গদ্যে এবং ইংরেজীতে বাংলা

ভাষা সম্বন্ধে (ব্যাকরণ-অভিধান ইত্যাদি) যাহা কিছু ছাপা হইয়াছে, মায় বাইবেল এবং আইনের বহি পর্য্যন্ত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য তাহার প্রায় সকলগুলির একাধিক কপি (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একশত কপি) কলেজ-কর্তৃপক্ষ খরিদ করিয়াছেন এবং কলেজের জন্য মুদ্রিত ও ক্রীত পুস্তকের তালিকা কলেজের প্রোসিডীংসে সময়ে সময়ে বাহির হইয়াছে। রোবাক্ ১৮১৮ সাল পর্য্যন্ত মুদ্রিত পুস্তকের তালিকা দিয়াছেন। পরম আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কুত্রাপি কেরী-সঙ্কলিত 'ইতিহাসমালা'র নাম নাই। লংও তাঁহার তালিকায় এই পুস্তকের নামোল্লেখ করেন নাই। শ্রীরামপুর মেময়েস্‌'-এ (দশটি) মিশন প্রেসে মুদ্রিত পুস্তকের তালিকা হইতেও 'ইতিহাসমালা' বাদ পড়িয়াছে।* ইহার একটি মাত্র কারণ এই হইতে পারে যে, ১১ই মার্চের অগ্নিকাণ্ডে 'ইতিহাসমালা'র অধিকাংশ কপি পুড়িয়া যায়, সুতরাং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে এই পুস্তক পাঠ্যহিসাবে দেওয়া সম্ভব হয় নাই। পুস্তকের আখ্যা-পত্র এইরূপ—

ইতিহাসমালা। | or | A collection | of | Stories | in | the Bengalee Language. | Collected from various sources. | By W. Carey, D. D. | Teacher of the Sungskrit, Bengalee, and Mahratta Languages, | in the College of Fort William | Serampore : | Printed at the Mission Press. | 1812.

পুস্তকের পৃষ্ঠা-সংখ্যা আখ্যা-পত্র ধরিয়া ৩২০। কোনও ভূমিকা নাই। কেরীর প্রত্যেক পুস্তকেই ভূমিকা আছে, এটিতে না থাকাটাও বিস্ময়কর। এই পুস্তকের এক এক খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগার ও কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে আছে।

দীনেশবাবুর বাংলা-সাহিত্যের ইংরেজী ইতিহাসে ও সুশীলবাবুর পুস্তকে 'ইতিহাসমালা' সম্বন্ধে সামান্য উল্লেখ আছে। 'ইতিহাসমালা' বিবিধ বিষয়ের ১৫০টি গল্পের সমষ্টি, গল্পগুলি বহু বিভিন্ন স্থান হইতে আহৃত, সকলগুলিই অনুবাদ। কেরী সম্ভবতঃ এক্ষেত্রেও সম্পাদক ও সঙ্কলন-কর্ত্তা।

'ইতিহাসমালা'র ভাষা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রাথমিক যুগের ভাষা অপেক্ষা অনেক উন্নত এবং গদ্যরচনার একটা স্টাইলও ইহাতে লক্ষিত হয়। গল্পগুলির অধিকাংশই ব্যঙ্গপ্রধান, বত্রিশ সিংহাসনের টুক্‌রা টুক্‌রা গল্পের মত। কেরী যদি স্বয়ং এগুলি রচনা করিয়া থাকেন তাহা হইলে বলিতে হইবে, বাইবেল-অনুবাদের আড়ষ্টতা তিনি ইহাতে বর্জ্জন করিয়াছেন—অবশ্য 'কথোপকথনে'র সবেগ

* গ্রীয়ার্সন তাঁহার *The Early Publications of the Serampore Missionaries* পুস্তকের শেষে এই দশটি মেময়েস্‌'-এর একটি সংক্ষিপ্তসার তালিকা করিয়াছেন।

সাবলীলতা ইহাতে নাই, কিন্তু ভাষা নিতান্ত নীরসও নয়। সামান্য দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি—

৪০ চত্বারিংশ কথা।—

এক রাজার অতিসুন্দরী কন্যা কিন্তু সে হরিণীবদনা জন্মিয়াছিল রাজা তাহাতে সদা ভাবিত কি ক্রমে বিবাহ হইবেক স্বীকার কেহ করে না এই মতে প্রায় বার তের বৎসর বয়ঃক্রম হইল। এক দিবস রাজা ভাবিত হইয়া সভামধ্যে বসিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন রাত্রি প্রভাতে প্রথমে যাহার মুখ দর্শন করিব তাহার সহিত কল্যাই কন্যার বিবাহ দিব। পর দিন প্রথম একজন মন্ত্রিপুত্রকে দেখিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন। মন্ত্রিপুত্র একদিন রাজকন্যাকে জিজ্ঞাসিলেন তোমার হরিণীবদনের বিবরণ কি কন্যা কহিল তবে কহি শুন যদি তুমি ইহার প্রতিকার করিতে পার তবে আমার মনুষ্যের মুখ হইতে পারিবেক শুন আমি জাতিস্মরা পূর্ব্ব জন্মে হরিণী ছিলাম চিত্রকুট পর্ব্বতের মধ্যে একটা অতিবড় কূপ আছে তন্মধ্যে যে যে মানস করিয়া প্রাণ ত্যাগ করে তাহার জন্মান্তরে তাহাই সিদ্ধ হয় অতএব আমি রাজ-কন্যা হইব এই মানস করিয়া তাহাতে পড়িয়াছিলাম কিন্তু আমার মস্তকে একটা লতা লাগিয়া মাথা উপরে ছিল সর্ব্বাঙ্গ জল মধ্যে এ কারণ আমার এ দশা তুমি যদি সেই মাথা তথায় যাইয়া সেই জল মধ্যে ফেলিয়া দিতে পার তবে আমার মস্তক মনুষ্যাকার হয় মন্ত্রিপুত্র তাহা শুনিয়া সেই চিত্রকুট পর্ব্বতে গিয়া সেই মত করিলে রাজকন্যার মনুষ্যের মস্তক হইল। রাজা দেখিয়া এবং বিবরণ শুনিয়া অতিতুষ্ট হইয়া মন্ত্রিপুত্রকে অর্দ্ধ রাজ্য দিয়া রাজা করিলেন ইতি।—

রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' হইতে মাত্র বার বৎসরের মধ্যে বাংলা ভাষার এই উন্নতি কেমন করিয়া সম্ভব হইল তাহা বুঝিতে হইলে পণ্ডিত-মুন্শী-গণের সমবেত চেষ্টা ও কেরীর বৈজ্ঞানিক নির্দ্দেশের কথা স্মরণ করিতে হইবে। Syntax বা ভাষার অন্বয় বস্তুটা কেরী বেশ ভাল করিয়াই বুঝাইয়া দিয়াছিলেন এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-সংস্কৃত-বিভাগের অধ্যক্ষ হিসাবে ভাষার বিশুদ্ধ-তার প্রতিও তিনি কড়া নজর রাখিয়াছিলেন। ফার্সী মিশ্রণের প্রতি তিনি অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন এবং 'ইতিহাসমালা'য় সেরূপ ভাষাসঙ্করের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। 'ইতিহাসমালা'র আর একটি কথা উদ্ধৃত করিতেছি—

১৩৪ চতুস্ত্রিংশদধিক শততম কথা।—

সাধু স্বভাব এক ব্যক্তি পথে যাইতেছিলেন তথাতে এক সরোবরে কথগুলি লোক বড়িশীতে মাংসাদি অর্পণ করিয়া মৎস্য ধরিতেছে মৎস্যসকল আহারার্থ আসিয়া আপন২ প্রাণ

দিতেছে ঐ সাধু এইরূপ দেখিয়া নিকটস্থিত এক রাজসভাতে গিয়া কহিলেন অদ্য পুষ্করিণীর তটে আশ্চর্য্য দেখিলাম সভাস্থিত ব্যক্তিরা কহিল কি তিনি কহিলেন দাতা ব্যক্তি নরকে যাইতেছে এবং গ্রহীতাও প্রাণ ত্যাগ করিতেছে তখন কোন সভ্য ব্যক্তি কহিল এমত হয় না কেননা দান করিলে উত্তম গতি হয় এবং গ্রহণ করিলে নিরপরাধে প্রাণ নাশ হয় না এই কথা শুনিয়া সাধু কহিলেন যে আহারের আশা দিয়া নিকটে বড়িশ মাংসাদি দান করিলে বিশ্বাসঘাতকের পাপ ভোগ করিতে হয় অতএব এমন দাতার অবশ্য নরক প্রাপ্তি হইতে পারে এবং ঐ মাংস আহারলোভি যে মৎস্যাদি তাহারও অবশ্য প্রাণ নাশ হইতে পারে এই কথা শুনিয়া সকলে জানিলেন যে দাতারও নরকপ্রাপ্তি সম্ভব বটে এবং গ্রহীতারও এ মৃত্যু সত্য বটে ইতি।—

'ইতিহাসমালা'য় প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয়বিধ গল্পই আছে এবং হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত উৎস ছাড়াও অপেক্ষাকৃত আধুনিক ধনপতি-খুল্লনা-লহনা, রূপ গোস্বামি-সনাতন গোস্বামি-কথা দেওয়া হইয়াছে; প্রসিদ্ধ চোরচক্রবর্ত্তী এবং আকবরের ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী বীরবরের কথাও বাদ যায় নাই। অনুবাদ কি পরিমাণ প্রাঞ্জল হইতে পারে, 'ইতিহাসমালা'র গল্পগুলি তাহার দৃষ্টান্ত।

'ইতিহাসমালা'র শেষ গল্পের শেষে একটি ছড়া-জাতীয় গদ্যাংশ সন্নিবিষ্ট আছে; সেটি এমনই অপরূপ যে, উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

মাছ আনিলা ছয় গণ্ডা চিলে নিলে দুগণ্ডা বাঁকী রহিল ষোল তাহা ধুতে আটটা জলে পলাইল তবে থাকিল আট দুইটায় কিনিলাম দুই আটি কাট তবে থাকিল ছয় প্রতিবাসিকে চারিটা দিতে হয় তবে থাকিল দুই তার একটা চাখিয়া দেখিলাম মুই তবে থাকিল এক ঐ পাত পানে চাহিয়া দেখ এখন হইস যদি মানুষের পো তবে কাঁটাখান খাইয়া মাছখান থো আমি যেঁই মেয়ে তেঁই হিসাব দিলাম কয়ে···।

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে 'এশিয়াটিক রিসার্চেস'-এর ১১শ খণ্ডের ১৫৩-১৯৬ পৃষ্ঠায় জন ফ্লেমিং এম. ডি-লিখিত "A catalogue of Indian medicinal plants and drugs, with their names in the Hindustani and Sanscrit languages" প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই মহামূল্যবান্ প্রবন্ধটি কেরীর একটি বেনামী রচনা। কেরীর মৃত্যুর পর *The Gentleman's Magazine*এ তাঁহার সম্বন্ধে যে বিস্তৃত প্রবন্ধ বাহির হয়, তাহার এক স্থলে আছে—

Dr. Cårey has also left behind him . . . . . a catalogue of Indian medicinal plants and drugs, in the eleventh volume [of the ASIATICK RESEARCHES], under the name of Dr. Fleming.

এই বৎসর শ্রীরামপুর মিশনের পক্ষে সাংঘাতিক দুর্বৎসর। ১১ই মার্চ, বুধবার তারিখ রাত্রিতে (কেরী সেদিন কলিকাতায়) শ্রীরামপুর মিশন ভবনে আগুন লাগিয়া

টাইপ, কাগজ, মুদ্রিত পুস্তক প্রভৃতি দগ্ধ হইয়া মিশনের ৭০,০০০ টাকার অধিক ক্ষতি হয়। সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতি হয় কেরীর, তৎসম্পাদিত বিভিন্ন পুস্তকের পাণ্ডুলিপি নষ্ট হইয়া। পরদিন প্রাতে ডক্টর মার্শম্যানের মুখে এই ভয়াবহ সংবাদ শ্রবণ করিয়া কেরী মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার বড় সাধের সংস্কৃত অভিধান প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। সংস্কৃত ভাষা "the parent of nearly all the colloquial dialects of India"*—কেরীর প্রাণাধিক প্রিয় হইয়াছিল এবং তিনি অনন্যচিন্ত হইয়া এই ভাষা শিখিয়া সমস্ত ভারতবর্ষ জয় করিতে চাহিয়াছিলেন। ১৭৯৫ সাল হইতে মদনাবাটীতে যে কাজ আরব্ধ হয়, দীর্ঘ ১৭ বৎসরের অধ্যবসায় ও পরিশ্রমে যাহা সম্পূর্ণপ্রায় হইয়াছিল, সেই অভিধানের পাণ্ডুলিপি পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। মাত্র পাঁচটি খাতা কোনও রকমে রক্ষা পাইয়াছিল—শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরির বোর্ড-রুমে তাহা কেরীর অসামান্য অধ্যবসায়ের সাক্ষ্যস্বরূপ বর্ত্তমান আছে। এই সঙ্গে কেরী কর্ত্তৃক প্রস্তুত ত্রয়োদশটি ভারতীয় ভাষার বহুভাষা-শব্দকোষের (polyglot vocabulary) পাণ্ডুলিপিরও অধিকাংশ বিনষ্ট হয়। এশিয়াটিক সোসাইটি এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের উদ্যোগে রামায়ণের যে সংস্করণ কেরী-মার্শম্যানের সম্পাদনায় ইতিমধ্যেই তিন খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল, এই অগ্নিকাণ্ডে তাহার শেষাংশ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়। কর্ণাট ভাষায় অনূদিত নিউ টেষ্টামেণ্ট, সংস্কৃত ওল্ড টেষ্টামেণ্ট এবং বাংলা অভিধানের কিয়দংশ এবং তেলিঙ্গা ব্যাকরণের সম্পূর্ণ খসড়াটিও রক্ষা পায় নাই।

এই ভয়াবহ ক্ষতি সামলাইয়া লইতে মিশনের যথেষ্ট সময় লাগিয়াছিল। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের শেষ নয় মাস এবং পুরা ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে কেরীর বা শ্রীরামপুর মিশনের কোনও উল্লেখযোগ্য কীর্ত্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁহারা এই সময়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্র চাঁদা সংগ্রহ করিয়া এবং শ্রীরামপুরের হরফ-কারখানা দিবারাত্রি চালাইয়া ছাপার কাজ নূতন করিয়া আরম্ভ করিবার চেষ্টায় ছিলেন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তাঁহাদের কার্য্য পুনরায় সুরু হয়।

১৮১৪ সালে কেরীর তেলিঙ্গা ব্যাকরণ এবং উড়িয়া ভাষায় ওল্ড টেষ্টামেণ্টের পেণ্টাটিউক ও গীতাংশ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এইখানে তাঁহার আর একটি কীর্ত্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কোম্পানীর বাগানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডক্টর রক্সবার্গ সাংঘাতিক ভাবে পীড়িত হইয়া ১৮১৪ সালে যখন হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য সমুদ্রযাত্রা করেন, কেরী তখন তাঁহার নিজের ছাপাখানায় রক্সবার্গের সুবিখ্যাত *Hortus Bengalensis, or a Catalogue of the Plants of the Honourable East India Company's Garden at Calcutta* নামক পুস্তক সম্পাদন করিয়া

---

* সংস্কৃত ব্যাকরণের ভূমিকা।

প্রকাশ করেন। এই পুস্তকের কেরী-লিখিত বারো পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকা জর্জ স্মিথ "his most characteristic writing on a scientific subject" বলিয়াছেন। ১৮১৪ সালের শেষে মাগধী ভাষায় নিউ টেষ্টামেণ্ট অনুবাদ সুরু হয়।

উড়িয়া ভাষায় ওল্ড টেষ্টামেণ্ট সম্পূর্ণ হয় ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে, মুদ্রিত হইয়া বাহির হইতে অবশ্য আরও চারি বৎসর (১৮১৯ খ্রীঃ) সময় লাগে। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দেই কেরী-অনূদিত পঞ্জাবী নিউ টেষ্টামেণ্ট প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের দিক্ দিয়া ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ একটি উল্লেখযোগ্য বৎসর। কেরীর যুগান্তকারী বাংলা-ইংরেজী অভিধানের প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণ এই বৎসর বাহির হয়। কিন্তু গোড়ার দিকের বড় হরফে ছাপাতে এই অভিধান এমন অতিকায় আকার ধারণ করে যে, কেরী অভিধানের বাকী অংশ সেই বড় হরফে ছাপা বন্ধ করিয়া বিশেষভাবে অভিধানের জন্য প্রস্তুত ছোট হরফে আবার গোড়া হইতে ছাপিতে সুরু করেন,* ফলে কেরীর বাংলা-ইংরেজী অভিধানের প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণের বিক্রয় ও প্রচার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ১৮১১ সালের ১০ই ডিসেম্বর রাইল্যাণ্ডকে লিখিত কেরীর একটি পত্রে দেখিতে পাই—

I am now printing a dictionary of the Bengali, which will be pretty large, for I have got to page 256, quarto, and am not near through the first letter. That letter, however, begins more words than any two others.

কেরীর মৃত্যুর পরেই 'এশিয়াটিক জর্নালে' এই অভিধান-প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছিল—

It was the opinion of his son, the late Felix Carey [d. in 1822], at the earliest stage of this work, as he told us at Serampore, that the first letter of the alphabet, forming the Sanscrit and Greek privative prefix, had been injudiciously multiplied by examples, the positive forms of which were to be found in the subsequent pages. The Doctor, however, acted from the best motive,—an anxiety to supply his pupils with a ready resolution of primary difficulties.

প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণের অভিধান আমরা কুত্রাপি দেখি নাই, কোনও পুরাতন ক্যাটালগেও এই সংস্করণের উল্লেখ পাওয়া যায় না। কেরীর অভিধানের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ (১৭ই এপ্রিল) এবং দ্বিতীয় খণ্ড দুই

*" The first volume was printed in 1815; but the typographical form adopted being found likely to extend the work to an inconvenient size, it was subsequently reprinted . . . "—H. H. Wilson.

ভাগে সম্পূর্ণ ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে (৭ই জুন) প্রকাশিত হয়। যথাকালে এই অভিধান সম্পর্কে আলোচনা করিব।

১৮১৬ সালে উল্লেখযোগ্য কোনও ঘটনাই ঘটে নাই।

১৮১৭ সালে মূল সোসাইটির সঙ্গে শ্রীরামপুর মিশনরীদের ঘোরতর মনোমালিন্য সুরু হয়, দীর্ঘ এগার বৎসর ধরিয়া ভিতরে ভিতরে বিবাদ চলিয়া ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর-পাদরি-সম্প্রদায় মূল সমিতির সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। মিশনরীদের অর্জ্জিত অর্থ এবং অর্থে ক্রীত আসবাব-আদি (ব্যক্তিগত ভাবে চাকুরি করিয়া) একান্ত ভাবে মিশনের সম্পত্তি কি না, ইহাই ছিল বিবাদের বিষয়। পরে এই প্রসঙ্গে কুৎসিৎ কাদা-ছোঁড়া-ছুঁড়িও চলিয়াছিল।

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণাট ভাষার ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতির পক্ষে ১৮১৭ সালে আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে, ১লা জুলাই তারিখে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হয়। কেরী গোড়া হইতেই সভ্যরূপে এই সমিতির সহিত যুক্ত হন। ১৮১৪ হইতে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু পর্য্যন্ত কেরীর জীবন ও কীর্ত্তি আমরা এর পরে আলোচনা করিব।

উইলিয়ম কেরীর শেষ জীবন ও চরিত্র

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ নানা কারণে উল্লেখযোগ্য, এক হিসাবে এই বৎসরকে যুগ-পরিবর্ত্তনের বৎসর বলা চলে; যে ভাষা এত দিন অনুবাদ-গ্রন্থ, বিচার-গ্রন্থ ও পাঠ্যপুস্তকের অস্বাভাবিক আশ্রয়ে খোঁড়াইয়া চলিতেছিল, সাময়িক-পত্র প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাষাকেই যেন খোঁড়া পায়ে দৌড় করান হইল; অর্দ্ধ শতাব্দী-কালের মধ্যেই পঙ্গু কি ভাবে গিরিলঙ্ঘন করিল, সেই ইতিহাসই আমরা লিপিবদ্ধ করিতে বসিয়াছি।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশের সর্ব্ববিধ উন্নতিকল্পে চারিটি সাময়িক-পত্র প্রকাশিত হয়; তিনটি বাংলা ভাষা ও একটি ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে। মাসিক 'দিগ্দর্শন', সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ' ও 'বাঙ্গাল গেজেটি' এবং মাসিক *The Friend of India*—এই চারিটি পত্রই ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল হইতে জুন মাসের মধ্যে প্রকাশিত হয়। 'দিগ্দর্শন' বয়সে বড় হইলেও তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই; বাঙালী-সম্পাদিত ও পরিচালিত প্রথম সাময়িকপত্র 'বাঙ্গাল গেজেটি'ও নাম-স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত; 'সমাচার দর্পণ' ও 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' দীর্ঘকাল প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া বাংলা দেশে বর্ত্তমান ছিল ও আছে। ইহাদের ইতিহাসের সহিত বাংলা সাহিত্যে ও সমাজের ইতিহাস কিরূপ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বিভিন্ন গ্রন্থে তাহা দেখাইয়াছেন। আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাহার সংক্ষেপ বিবৃতি দিব।

উইলিয়ম কেরীর জীবনের সহিত শ্রীরামপুর মিশন হইতে প্রকাশিত 'দিগ্দর্শন' ও 'সমাচার দর্পণে'র পরোক্ষ যোগ আছে। 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশে প্রথমে আপত্তি জানাইলেও পরে নানা উপাদান সরবরাহ করিয়া কেরী ইহার পুষ্টিসাধনে যত্ন করিয়াছিলেন; এই পত্রিকাটিতে তাঁহার জীবনের অনেক কীর্ত্তির বিস্তারিত বিবরণ আছে।*

'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' কেরীর অন্যতম কীর্ত্তি। ইহার সম্পাদনায় জোশুয়া মার্শম্যান ও উইলিয়ম ওয়ার্ড তাঁহার সহযোগী ছিলেন। ১৮১৮ সালের মে মাস হইতে ইহার প্রকাশ আরম্ভ হয়। ইংরেজী পত্রিকা হইলেও কেরী-প্রসঙ্গে এই 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র যৎসামান্য আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ১৮১৮ সনের ৩০ এপ্রিল কেরী প্রমুখ সম্পাদক-সঙ্ঘ ইহার যে "প্রসপেক্টাস্" বা অনুষ্ঠানপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা এই ভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

. . . Drawn from their native land wholly by the hope of thus promoting the welfare of India, one of them has spent nearly the fourth of a century, and others a period of time fast approaching thereto, in studying its languages, and making themselves acquainted with the habits and ideas of its inhabitants, with the view of effectually promoting their highest interests, and to this important object they are desirous of devoting the remainder of their days . . .With this view therefore they propose to meet the wishes of those who encourage the work, by including in their small monthly publication, every thing communicated to them either of a religious or literary nature which has any bearing on the future happiness of India······In the important work of illuminating India, they cannot be insensible to the value of *Literature* . . .Without some idea of their literature, how can we become acquainted with the ideas and modes of expression common to those whose good we seek? Whatever information may be communicated therefore respecting the Languages of Eastern Asia, or the Characters by which they are expressed, will be gratefully received. Books published in India

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'সংবাদ-পত্রে সেকালের কথা' তিন খণ্ড দ্রষ্টব্য।

too, which in any degree bear on its welfare, will be deemed fit subjects for notice.

এই উদ্দেশ্য অনুযায়ী 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকায়, বিশেষ করিয়া ১৮২০ সাল হইতে প্রকাশিত ইহার ত্রৈমাসিক সংস্করণে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে অনেক তথ্য প্রকাশিত হইতে দেখি। সম্পাদকত্রয়ের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে কেরীর জ্ঞানই সমধিক ছিল; সুতরাং 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র এই বিভাগের কৃতিত্ব কেরীর উপরেই আরোপ করিলে দোষ হইবে না। হালহেড, উইলকিন্স, পঞ্চানন কর্ম্মকার, ফর্‌ষ্টার প্রভৃতি সম্বন্ধে আদিমতম আলোচনা এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জুলাই জোশুয়া মার্শম্যান ও তাঁহার পত্নী হানা মার্শ-ম্যানের বিশেষ চেষ্টায় শ্রীরামপুর কলেজের ভিত্তি স্থাপিত হয়; মদনাবাটীতে ও খিদিরপুরে অবস্থানকালে এদেশে শিক্ষাবিস্তারের যে স্বপ্ন কেরী দেখিয়াছিলেন, এত দিনে যেন তাহা বাস্তবে পরিণত হইল।

জন মার্ডকের মতে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কেরী-কৃত বাইবেলের সংস্কৃত অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু কেরীর জীবনে এই সালের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা—তাঁহার প্রায় শতাব্দিপাদের সাধনার ফল, তাঁহার বাংলা-ইংরেজী অভিধানের প্রথম খণ্ডের প্রকাশ। বৃহৎ অক্ষরে এই অভিধানের কিয়দংশ মুদ্রণ ও প্রকাশ করিতে গিয়া ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে সে কাজ কি ভাবে পরিত্যক্ত হয়, পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। অভিধানের জন্য বিশেষভাবে ছোট হরফ প্রস্তুত করাইয়া কেরী তখন হইতেই অভিধান পুনর্মুদ্রণের কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন; ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল সমস্ত স্বরবর্ণ লইয়া প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ও প্রকাশিত হয়।

বাংলা ভাষা সম্পর্কে এইটিই কেরীর শেষ এবং শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর মুদ্রণের কাজ যথারীতি চলিতে থাকে এবং ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দ্বিতীয় খণ্ড অর্থাৎ ব্যঞ্জনবর্ণ দুইভাগে প্রকাশিত হইয়া অভিধান সম্পূর্ণ হয়। আখ্যা-পত্রটি (১ম খণ্ডের; ২য় খণ্ডের আখ্যা-পত্রও অনুরূপ) এইরূপ—

A/ Dictionary/ Of The/ Bengalee Language,/ In Which/ The Words/ Are Traced To Their origin,/ And/ *Their Various Meanings Given.*/ Vol. I./ By W. Carey, D. D./ *Professor Of The Sungskrita, And Bengalee Languages, In the/ College Of Fort William.*/ Second Edition, With Corrections and Additions./ Serampore :/ Printed At The Mission Press,/ 1818./

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন অভিধান মুদ্রণ সম্পূর্ণ হয়, তখন অবিক্রিত প্রথম খণ্ড-

গুলিরও আখ্যা-পত্রের তারিখ বদল করিয়া ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ করা হয়। এই কারণে একই সংস্করণের আখ্যা-পত্রে ১৮১৮ এবং ১৮২৫ দুই তারিখই মুদ্রিত দেখা যায়। প্রথম খণ্ড ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে পুনর্মুদ্রিত হয় নাই।

এই পুস্তকের আকার ডিমাই কোয়ার্টো, দুই কলমে মুদ্রিত। প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা মোট ৬১৬; তন্মধ্যে ভূমিকা ৫ পৃষ্ঠা এবং সংস্কৃত ধাতুর তালিকা ৩৫ পৃষ্ঠা; দ্বিতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠা-সংখ্যা (দুই ভাগে ১-৭৯০+৭৯১-১৫৪৪) মোট ১৫৪৪; গোড়াতে প্রথম খণ্ডের ভূমিকাও যোজিত আছে।

কেরীর অভিধানে গুণ বা ধাতুর তালিকা হিসাবের মধ্যে ধরিলে প্রায় পঁচাশী হাজার শব্দ স্থান পাইয়াছে। এই অভিধানের ভূমিকায় কেরী যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার অসাধারণ প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়; বাংলা ভাষাকে উর্দ্দ-কলঙ্কমুক্ত করিবার জন্য শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে তিনি যে ভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা জানিতে পারিলে আজিকার দিনে হিন্দুস্থানীবিরোধী-সম্প্রদায় আনন্দিত হইবেন। আমরা ভূমিকাটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। এই প্রবন্ধে "সংস্কৃতিকরণ" ('সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ৪৫ বর্ষ, ২য় সংখ্যা) অধ্যায় পাঠকদিগকে স্মরণ করিতে বলি। কেরী বলিতেছেন (শ্রীরামপুর, ১৭ এপ্রিল, ১৮১৮)—

The Bengalee language, of which the following is a Dictionary, is almost entirely derived from the Sungskrita : considerable more than three-fourths of the words are pure Sungskrita, and those composing the greatest part of the remainder are so little corrupted, that their origin may be traced without difficulty. Words of Arabic or Persian origin bear a small proportion to the whole ; and most of those, the origin of which appears doubtful, may be generally traced to a Sungskrita or an Arabic origin. A few Portuguese words, and a few English ones often so distorted as scarcely to be recognized, and are now incorporated therewith, and may be admitted as forming a part of it.

Till of late, the Bengalee language was almost wholly neglected by Europeans, under the idea of its being a mere jargon, only used by the lower orders of people. Most of the Vernacular languages of India still lie under the same neglect, from a supposition that the Hindoosthanee [Ordoo] is the language universally prevailing, . . .

However polished and elegant . . the Ordoo dialect may be, it can scarcely be called the language of any country, and is very imperfectly understood even in Hindoosthan proper, beyond a certain class of society ; while . . . the Bengalee, and the other languages of India . . . are current through large tracts of country, and are spoken and understood by the whole body of the inhabitants. These languages, though all derived from Sungskrita, differ from each other as much as most European languages which have a common origin.

The mistaken idea, that the Moosulman dialect of the Hindoosthanee was the most prevalent language in India, was probably the cause that formerly induced the greater number of those Europeans who came thither, to study it in preference to all others . . .

This imperfect knowledge of the Ordoo dialect being deemed sufficient for all ordinary purposes, the great body of Europeans were thereby led to despise the Vernacular lauguages of the country, and in consequence remain ignorant of them.

Since the institution of the College of Fort William, this prejudice has been gradually giving way. The Bengalee language has become an object of study, a good number of the Civil Servants of the Honourable Company, and many other persons resident in India, have made it the object of their attention, and not a few may be ranked among the number of good Bengalee Scholars.

... ...

The number of books yet published in the language is very small, and they are mostly translations from the Sungskrita ; no work has yet been published upon any one science, nor a treatise upon any particular subject. When literature and science become objects of pursuit in Bengal, and works on various subjects are published, ... many of these terms, which are now only known to the learned, will become more common, and perhaps the language will be enriched by many words borrowed from other tongues.

The want of a Dictionary of the Bengalee language has been

long felt, especially by the students in the College of Fort William···. He [Carey] has endeavoured to introduce every simple word used in the language, and all the compound terms which are in common use, or which are to be found in Bengalee works whether published or unpublished. He has availed himself of every advantage which the labours of others could afford him, particularly those of Dr. Gilchrist, Dr. Hunter, and Mr. Forster, . . .

কেরীর অভিধান সম্পর্কে অধ্যাপক এইচ. এইচ. উইলসন যে মন্তব্য করিয়াছেন (১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ), তাহা হইতেই ইহার বিশেষত্ব ধরা পড়ে; পরবর্ত্তী কালে এ বিষয়ে যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা উইলসনের কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন মাত্র। উইলসন বলিয়াছেন—

Besides the meanings of the words, their derivation is given wherever ascertainable. This is almost always the case, as the great mass of the words are Sanskrit . . he endevoured to introduce into the dictionary every simple word used in the language, and all the compound terms which are commonly current, or which are to be found in Bengali works, whether published or unpublished. It may be thought, indeed, that in the latter respect he has been more scrupulous than was absolutely necessary, and has inserted compounds which might have been dispensed with, their analysis being obvious, and their elements being explained in their appropriate places. The dictonary also includes many derivative terms, and private, attributive, and abstract nouns, which, though of legitimate construction, may rarely occur in composition, and are of palpable signification···it evinces his careful research, his conscientious exactitude, and his unwearied industry. The English equivalents of the Bengali words are well chosen, and of unquestionable accuracy. Local terms are rendered with the correctness which Dr. Carey's knowledge of the manners of the natives, and his long domestication amongst them, enabled him to attain; and his scientific acquirements and conversancy with the subjects of natural history

qualified him to employ, and not unfrequently to devise, characteristic denominations for the products of the animal or vegetable world peculiar to the East···the dictionary of Dr. Carey must ever be regarded as a standard authority.

কেরীর মৃত্যুর পরে *The Gentleman's Magagine*-এ প্রকাশিত প্রবন্ধে আমরা দেখিতে পাই, কেরীর অভিধানের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮২৭-৩০ সালের মধ্যে বাহির হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এই উক্তি ভুল। জন ক্লার্ক মার্শম্যান ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে কেরীর অভিধানের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন; মার্শম্যানের অভিধানের এইটি প্রথম খণ্ড (অক্টেবো, ৫৩১ পৃষ্ঠা); দ্বিতীয় খণ্ড ইংরেজী হইতে বাংলা, ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ ডিসেম্বর বাহির হয় (অক্টেবো, ৪৪০ পৃষ্ঠা)। এইগুলির আরও কয়েকটি সংস্করণ হইয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে একাধিক প্রকাশক কেরীর অভিধানকে কেন্দ্র করিয়া কয়েকটি অভিধান প্রকাশ করিয়াছিলেন। মোহনপ্রসাদ ঠাকুর, রামকমল সেন, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, মর্টন, মেণ্ডিস, হটন প্রভৃতি অভিধানকারেরাও কেরীর নিকট হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন। লণ্ডের ১৮৫৯ সালের *Return*-এ কেরীর অভিধানের মূল্য এক শত টাকা ছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে কেরী নিউ টেষ্টামেণ্টের অসমীয়া সংস্করণ প্রকাশ করেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে রক্সবার্গের *Flora Indica* দুই খণ্ড তাঁহার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ মে তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রীর মৃত্যু ঘটে; ঐ সালেই তিনি ভারতবর্ষে কৃষি ("On the Agriculture of India") বিষয়ে তাঁহার প্রসিদ্ধ বক্তৃতা প্রদান করেন; 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র কোয়ার্টারলি সিরিজের প্রথম খণ্ডে এই প্রবন্ধ মুদ্রিত আছে। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে কেরী তৃতীয় বার বিবাহ করেন।

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিখ্যাত লিনিয়ান সোসাইটির সভ্য হন; এই সালের শেষভাগে তাঁহার প্রথম পুত্র এবং বাংলা সাহিত্যের সেবায় অক্লান্ত কর্ম্মী ফেলিক্স কেরীর মৃত্যু হয়।

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ৮ অক্টোবর তারিখে রাত্রে নৌকাযোগে কলিকাতা হইতে ফিরিয়া ঘাটে নামিবার সময় কেরীর পা ভাঙিয়া যায়, ফলে তিনি সাংঘাতিক অসুস্থ হইয়া পড়েন; তাঁহার বাঁচিবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না, ছয় মাস শয্যাশায়ী থাকিয়া তিনি আরোগ্যলাভ করেন। এই বৎসরেই তিনি লণ্ডন জিওলজিকাল সোসাইটি, রয়াল এগ্রিকালচারাল সোসাইটি প্রভৃতির সভ্য হন এবং ভারতবর্ষে এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি স্থাপন করেন।

১৮২৪ সালে তিনি উক্ত সমিতির সভাপতি নিযুক্ত হন এবং এই সালেই মাসিক ৩০০ টাকা বেতনে গবর্মেণ্টের বাংলা অনুবাদক-পদে প্রতিষ্ঠিত হন; ১৮২২ সালের বাজেয়াপ্তি আইন তাঁহারই অনুবাদ।

১৮২৬ সালে তাঁহার সহায়তায় Gotthelf Schrœter-রচিত ভূটান অভিধান প্রকাশিত হয়।

১৮২৯ সালে তিনি সতীদাহ-নিবারক আইন অনুবাদ করেন।

১৮৩০ সালের জুলাই মাস হইতে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে তাঁহার বেতন পাঁচ শত টাকা কমিয়া যায় এবং গবর্মেণ্টের অনুবাদকের পদটি উঠিয়া যাওয়াতে তাঁহাকে আয়ের দিক্ দিয়া বিশেষ বিপন্ন হইতে হয়। ১৮৩১ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক-পদ হইতেও তাঁহাকে বিদায় দেওয়া হয়। তিনি মাসিক পাঁচ শত টাকা হিসাবে পেন্সন পাইতে থাকেন। ১৮৩৪ সালের ৯ জুন তারিখে ৭৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈদেশিক সহায়ক উইলিয়ম কেরীর সংক্ষিপ্ত কীর্ত্তি ইহাই। অক্লান্ত অধ্যবসায় এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠার গুণে তিনি একাকী যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা পৃথিবীতে ক্বচিৎ মিলে। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ইউষ্টেস কেরী তাঁহার চরিত্র বর্ণনা করিতে বসিয়া যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহাই উদ্ধৃত করিয়া কেরী-প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি।

In Dr. Carey's mind, and in the habits of his life, there is nothing of the marvellous to describe. There was no great and original transcendency of intellect; no enthusiasm and impetuosity of feeling; there was nothing in his mental character to dazzle or even to surprise. Whatever of usefulness and of consequent reputation he attained to it, was the result of an unreserved and patient devotion of a plain intelligence and a single heart to some great, yet well defined, and withal practicable objects···He had no genius, no imagination. He had nothing of the sentimental, the tasteful, the speculative, or the curious, in his constitution.

তিনি স্বয়ং একবার ইউষ্টেসকে বলিয়াছিলেন—

Eustace, if, after my removal, any one should think it worth his while to write my life, I will give you a criterion by which you may judge of its correctness. If he gives me credit for being a plodder, he will describe me justly. Anything beyond this will be too much. I can plod. I can persevere in any definite pursuit. To this I owe everything.

উইলিয়ম কেরী ও বাংলা-সাহিত্য

বাংলা-গদ্যের ইতিহাস প্রসঙ্গে উইলিয়ম কেরীর কর্ম্মময় দীর্ঘ জীবনের কাহিনী যথা-সম্ভব সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া আমরা সর্ব্বশেষে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার স্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করিব। বস্তুতঃ আমাদের ইতিহাসের পক্ষে এই অংশটুকুই প্রয়োজনীয়—আসল মানুষটিকে বাদ দিয়া তাঁহার কীর্ত্তিকথামাত্র প্রচার করিতে বসিলে ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়; কিন্তু একটি মানুষের জীবনকে সমগ্রভাবে দেখিলে কোনও খণ্ড বিষয়েও তাঁহার কৃতিত্বের পরিমাপ করা সহজ হয়; গোটা মানুষটি সম্বন্ধে পাঠকের মনে ঔৎসুক্য জাগ্রত করিতে পারিলে তৎসংক্রান্ত বিষয়টিও অনাগত ভবিষ্যতে একটি জাগ্রত মহিমা লাভ করে; ব্যক্তির অন্তরঙ্গতা বিষয়ের অন্তরঙ্গতায় পর্য্যবসিত হয়। কেরীর জীবন-কথা যিনি ঔৎসুক্য ও কৌতূহলের সহিত অনুধাবন করিয়াছেন, বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস হইতে তিনি আর তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবেন না; সাহিত্যের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে বসিয়া সাহিত্যিকের জীবনী আলোচনা এই কারণেই এত মূল্যবান; বিশেষ করিয়া কেরী, মৃত্যুঞ্জয়, রামমোহন, ভবানীচরণ, ঈশ্বর গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র, অক্ষয়কুমার, কৃষ্ণমোহন, রাজেন্দ্রলাল, প্যারীচরণ, কালীপ্রসন্ন, কৃষ্ণকমল প্রভৃতি বিরাট্ অথচ অধুনা-বিস্মৃত সাহিত্য-সেবকদের কীর্ত্তি আজ অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত অনুধ্যান না করিলে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের কীর্ত্তির সম্যক্ পরিচয় লাভ করা কখনই সম্ভব নয়।

কেহ কেহ কেরীর সহিত বাংলা-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের সম্পর্ককে কাকতালীয় ঘটনার পর্য্যায়ে ফেলিয়া তাঁহার কৃতিত্ব লাঘব করিতে চাহিয়াছেন, অর্থাৎ খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচাররূপ মূল লক্ষ্যে পৌঁছিতে অনিবার্য্যভাবে বাংলা ভাষার যে সমৃদ্ধি ঘটিয়া গিয়াছে, তাহার জন্য কেরীকে ষোল আনা পূজা দিতে তাঁহারা নারাজ। কেহ কেহ উৎসাহদাতা ও সঙ্কলয়িতা মাত্র হিসাবে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন গৌরব কীর্ত্তনে কার্পণ্য করিয়াছেন; কেহ কেহ আবার ব্যাকরণ-অভিধানকার মাত্র জ্ঞানে তাঁহাকে শিল্পীর পর্য্যায়ে স্থান দেন নাই; মজুরের কোঠায় ফেলিয়া মজুরের প্রাপ্য সম্মানটুকু মাত্র তাঁহাকে দিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু আজ আমরা বুঝিতেছি, ইহার কোনও একটিতেই কেরীর পরিচয় সম্পূর্ণ নয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পক্ষে তিনি সব মিলিয়া এক জন মাত্র উইলিয়ম কেরী, কোনও অপ্রিয় তুলনার দ্বারা অথবা বৈদেশিকত্বের কারণ দর্শাইয়া আজ তাঁহার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করা চলে না।

বাংলা দেশে কেরীর অপর সকল কীর্ত্তিও যদি কোনও দিন নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়, বাংলা-সাহিত্য বাঁচিয়া থাকিলে তিনি স্বমহিমায় চিরদিন প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন, কারণ তিনিই সর্ব্বপ্রথম বাংলা ভাষাকে ভদ্র ও শিক্ষিত জনের আলোচ্য ভাষার মর্য্যাদা দান করিয়াছিলেন। এক দিক্ হইতে আরবী ও ফারসী এবং অন্য দিক্ হইতে সংস্কৃতের চাপে বাংলা ভাষার যখন মৃতকল্প অবস্থা, তিনিই তখন আশ্চর্য্য রকম দূরদৃষ্টি দেখাইয়া এই ভাষার

আশ্রয়ে আত্মপ্রকাশ করিতে দ্বিধা করেন নাই; অন্য প্রাদেশিক বা প্রচলিত ভাষার প্রাধান্য অস্বীকার করিয়া সংস্কৃতানুসারিণী বাংলাকেই তিনি ভারতীয় প্রচলিত ভাষাসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচার মৌখিক প্রচারমাত্র নয়, তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে দীর্ঘ জীবনের সাধনার দ্বারা মুখের উক্তিকে সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম অনুভব করিয়াছিলেন—একটি বৃহৎ জাতির অন্তরের সর্ব্ববিধ ভাব প্রকাশের পক্ষে এবং সাংসারিক ও ব্যবহারিক সকলবিধ প্রয়োজন সাধনের পক্ষে বাংলা ভাষার মাধ্যমই যথেষ্ট; মাতা সংস্কৃত ছাড়া অন্য কোনও ভাষার উপর নির্ভর না করিলেও তাহার চলিতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বৈদেশিক কেরী যাহা বুঝিয়াছিলেন, বাঙালী প্রধানদের তাহা সম্যক্ প্রণিধান করিতে আরও শতাব্দীকাল সময় লাগিয়াছিল। কিন্তু কেরীর সেদিনকার চিন্তা ও ভাবনার ফসল আমরাই পাইয়াছি এবং পাইয়া লাভবান্ হইয়াছি।

কেরীর এই ভাবনার সাক্ষ্যস্বরূপ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কাউন্সিলকে লিখিত তাঁহার ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের একটি পত্র আমরা পাইয়াছি। কলেজের আর্থিক অবস্থা তখন অত্যন্ত খারাপ, কর্তৃপক্ষ এই ওজুহাতে কলেজের বাংলা-বিভাগ উঠাইয়া দিবার আয়োজন করিতেছিলেন; এই ব্যবস্থায় বৃদ্ধ কেরী মর্ম্মে আঘাত পাইয়া লিখিয়াছেন—

To the Council of the College of Fort William.

GENTLEMEN,

In reply to a letter from the Secretary to the College Council, under date of the 8th instant, calling upon me to state how far it may be necessary to maintain the Native Bengali Establishment in the College, which under existing circumstances appears "to be excessive," I beg leave to observe that the Establishment for the Bengalee and Sanskrit languages consists of

A First Pundit	at	200 Rs. per month.
A Second Pundit	at	100 Rs. ,,
A Writing Master	at	60 Rs. ,,
A Pundit	at	60 Rs. ,,
Four Pundits	at	40 Rs. each Rs. 160

making a total of Sa. Rs. 580 per month.

Convinced as I am that the Bengalee language is superior in point of intrinsic merit to every language spoken in India, and in point of real utility yields to none, I can never persuade myself to

advise a step which would place it in a degraded point of view in the College. While therefore a first and second pundit are retained in the Persian and Hindoostanee Departments I must consider them as equally necessary in this.

. . . . It is to be hoped that the present unprecedented and unmerited neglect of the Sanskrit and Bengalee languages will not continue. . . .

13 August 1822 W. Carey*

কেরী নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন কি না, তাহা আজ বিচার করিতে বসিলে হয়ত বিচারে ভুল হইবে, কিন্তু তিনি যে সুদক্ষ সেনাপতি হিসাবে যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরিচালনাতেই যে যুদ্ধ জয় হইয়াছে, এ কথা আজ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই গোষ্ঠীপতি উইলিয়ম কেরীই বাংলা-সাহিত্যে চিরস্মরণীয়। এ কথাও আমাদের চিরদিনই মনে রাখিতে হইবে যে—

To Carey belongs the credit of having raised the language from its debased condition of an unsettled dialect to the character of a regular and permanent form of speech, capable, as in the past, of becoming the refined and comprehensive vehicle of a great literature in the future.†

ভবিষ্যতের সেই উত্তরাধিকার আমরা অর্জ্জন করিয়াছি, সুতরাং কেরীকে স্বীকার করার মধ্যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষকে স্মরণের পুণ্য আছে।

সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান রামকমল সেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে কেরীর দান প্রসঙ্গে যে প্রশস্তি করিয়াছেন আমরা পূর্ব্বে তাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, কেরীর সমসাময়িক প্রাচ্যসাহিত্যবিশারদ পণ্ডিত এইচ. এইচ. উইলসন যাহা বলিয়াছেন নিম্নে তাহাও উদ্ধৃত করিলাম—

When Mr. Carey commenced his lectures, there were scarcely any but *viva voce* means of communicating instruction. There were no printed books. Manuscripts were rare; and the style or tendency of the few that were procurable, precluded their employ-

---

* Proceedings of the College of Fort William.—*Home Miscellaneous No. 567.* up. 65-66.

† S. K. De: *Bengali Literature*, p. 156.

ment as class-books. It was necessary, therefore, to prepare works that should be available for this purpose; and so assiduously and zealously did Dr. Carey apply himself to this object, that either by his own exertions or those of others, which he instigated and superintended, he left not only the students of the language well provided with elementary books, but supplied standard compositions to the natives of Bengal, and laid the foundation of a cultivated tongue and flourishing literature throughout the country.*

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগ

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্ম রচিত পাঠ্যপুস্তকগুলিই বাংলা-গদ্যের ইতিহাসে প্রথম কয়েক ধাপরূপে আজিও গণ্য হইতেছে; সেগুলি এবং সেগুলির রচয়িতাগণের ইতিহাসই সেই কারণে বিশেষভাবে আমাদের আলোচ্য। এই আলোচনা পরবর্ত্তী অধ্যায়ের জন্ম রাখিয়া আমরা বর্ত্তমান অধ্যায়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগ সম্বন্ধে কিছু বলিব।

কলেজ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয় যে, কলেজ-বৎসর (college-year) দুই মাস কাল স্থায়ী চারিটি "টার্মে" বিভক্ত হইবে এবং প্রত্যেক টার্মের শেষে এক মাস করিয়া ছুটি দেওয়া হইবে। বৎসরে দুই বার করিয়া ছাত্রদের পরীক্ষা লওয়ার ব্যবস্থা হইবে এবং সর্ব্বাধ্যক্ষ (গবর্ণর-জেনারাল) ও গবর্ণরদের উপস্থিতিতে প্রোভোষ্ট মহোদয় প্রকাশ্য সভায় পুরস্কার ও অন্যান্য সম্মানীয় "ইনাম" বিতরণ করিবেন। দ্বিতীয় ও চতুর্থ টার্মের শেষে পরীক্ষার দিন নির্দ্ধারিত হইবে ও প্রত্যেক বৎসরের ৪ মে তারিখে পুরস্কার ঘোষণা করা হইলে পরবর্ত্তী বৎসরের ৬ ফেব্রুয়ারি সেগুলি বিতরিত হইবে।

বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় যাহা করা হইল তাহা—কলেজ-কাউন্সিল কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত দিবসে প্রাচ্যভাষায় অনুষ্ঠিত "ডিসপিউটেশন" ও "ডিক্ল্যামেশন"গুলি। প্রত্যেক টার্মের মধ্যে প্রত্যেক ছাত্রকে ইংরেজী ভাষায় একটি প্রবন্ধ বা "ডিক্ল্যামেশন" রচনা করিতে হইত। তা ছাড়া, কলেজ-কাউন্সিল কাহাকেও কাহাকেও প্রাচ্যভাষায় "ডিক্ল্যামেশন" রচনার আদেশ দিতেন—প্রবন্ধের বিষয়বস্তুও কাউন্সিল স্থির করিয়া দিতেন। যে-সকল প্রবন্ধ উপযুক্ত বিবেচিত হইত "ডিসপিউটেশন"রূপে সেগুলি সাধারণ সভায় পঠিত হইত। ১৮০২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি

* *Memoir of William Carey, D. D.* (1836), p. 596.

তারিখে কলেজ-কাউন্সিলের অধিবেশনে স্থির হয় যে প্রত্যেক টার্মের শ্রেষ্ঠ তিনটি প্রবন্ধ পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইবে এবং পাবলিক ডিসপিউটেশন্সে প্রাচ্যভাষায় গঠিত প্রবন্ধগুলিও (theses) সেই সেই ভাষাতেই মুদ্রিত হইবে।

১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত পাবলিক ডিসপিউটেশন্সে মাননীয় অস্থায়ী পরিদর্শক (Visitor) বার্লো সাহেব এবং সুপ্রীম কাউন্সিলের সভ্যগণের উপস্থিতিতে ছাত্রদের রচিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হয়, কলেজের প্রোভোষ্ট, ভাইস্-প্রোভোষ্ট, অধ্যাপক ও কর্ম্মচারিবৃন্দও সকলে উপস্থিত ছিলেন। বাংলার বিষয় ছিল—"The Asiaticks are capable of as high a degree of Civilization, as the Europeans."

Defended by (বিধায়ক)	ডব্লু. বি. মার্টিন W. B. Martin
Chief Opponent (প্রধান নিষেধক)	ডব্লু. বি. বেলী W. B. Bayley
Second Opponent (দ্বিতীয় নিষেধক)	এইচ. হজসন H. Hodgson
Moderator (বিচারক)	ডব্লু. সি. ব্ল্যাকিয়ার W. C. Blaquiere

এই ডিসপিউটেশন্সে প্রথম টার্মের দ্বিতীয় পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য বেলীকে একটি পদক ও নগদ ১৫০০ টাকা ও মার্টিনকে একটি পদক ও নগদ ১০০০ টাকা পুরস্কৃত করা হয়।

বেলী নিষেধকরূপে উক্ত সভায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা পাওয়া যায় না; মার্টিনের থীসিসটি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রথম বৎসরের বাংলা-বিভাগের ছাত্রদের কৃতিত্বের নিদর্শনস্বরূপ আজিও বর্ত্তমান আছে। বৈদেশিক সিবিলিয়ান ছাত্রদের বাংলায় পারদর্শিতা ও রচনার নমুনা হিসাবে যে তিনটি মাত্র রচনা আমরা পাইয়াছি, মার্টিনের থীসিসটি তাহার অন্যতম ও আদিমতম। এই রচনাটি অন্ততঃ অংশতঃ বাংলা-গদ্যের ইতিহাসের সহিত যুক্ত রাখা সমীচীন বিবেচনা করিলাম।

আসীয়ীয়েরা ইয়ুরোপীয়েরদের মত নীতিজ্ঞ হইতে পারিবে।

অনেক লোকের অনুমান যে আসীয়ীয়েদের বুদ্ধি ইয়ুরোপীয়েরদের বুদ্ধির মত নহে তন্নিমিত্ত তাহারা ইহারদের মত নীতিজ্ঞ হইতে পারিবে না এ দুই এক বাক্য হইতে উৎপন্ন। যে তাহারদের দেশে গ্রীষ্মশীত কি আর কোন গুণ আছে যাহাতে মনের ক্ষমতা এবং বুদ্ধি হ্রাস হয় কিম্বা তাহারদের এই স্বভাব যে মনের পরাক্রম অতিক্ষুদ্র কি• সৃষ্টি কর্ত্তৃ করণক এই মত জন্মিয়াছে যে সে উত্তম সুখ ও ভোগ যাহা বুদ্ধিতে প্রাপ্ত হয় তাহার অযোগ্য। এ দুই বাক্যের মধ্যে এক বাক্যের মিথ্যাতা এবং অন্যের অপ্রকৃততা প্রকাশ করিতে যত্ন করি।

যাঁহারা একথা কহেন তাঁহারা অন্য কথার মধ্যে বলিয়াছেন যে গ্রীষ্মশীতের এমত স্বভাব যে তাহাতে মনের যোগ্যতা হ্রাস হয় এবং সে কারণ অন্তঃকরণের রাগ ও হ্রাস হয়।

ইহার সত্যমিথ্যা বোধার্থে প্রথমে আমারদের বিচার করিতে হবে মনে অনুভব কিমত হয়। তাহার পর সে অনুভব গ্রীষ্মশীত করণক ন্যূনাধিক হয় কি না।

যে এক মহাপুরুষ জগতের কর্ত্তা আছেন সে সহজ অনুভব। কিন্তু অন্য যত অনুভব প্রত্যক্ষের দ্বারা। যে মতে অনুভবের বাহুল্য হয় এবং স্মৃতিতে থাকে এবং যুক্ত হয় সেই মত আমারদের জ্ঞান এবং বুদ্ধি এবং বিজ্ঞতা বৃদ্ধি হয়। যদি গ্রীষ্মশীতের সে পরাক্রম যাহা অনেক লোকে বলে তবে অবশ্য যে ইন্দ্রিয় করণক বাহ্য বস্তুর সন্নিকর্ষ হয় এবং যাহার দ্বারায় মনের প্রত্যক্ষপ্রাপ্ত হয় সে ইন্দ্রিয়ের গ্রীষ্মশীতেতে হ্রাস বৃদ্ধি হয় কিম্বা যে সামর্থ্যে অনুভূতের স্মৃতি এবং একত্র করণ হয় সে সামর্থ্যের নাশ হয়। কিন্তু আমরা কি বুঝিতে পারি যে গ্রীষ্মশীতের স্বভাবে কোন গুণ আছে যাহাতে এমত ফল হয়? আমরা কি আস্থা করিতে পারি যে কেবল গ্রীষ্মশীতের স্বভাবে ইন্দ্রিয় ও স্মৃতিও একত্র করণের ক্ষমতা নষ্ট হয়? এক জ্ঞানবান রচনা কর্ত্তা বলেন "মানুষের গঠনানুসারি যাহাতে অক্ষম হয় তদ্ব্যতিরেক প্রতী প্রাধান্যতা এবং শ্রেষ্ঠতা যাহা মানুষেরা পাইতে পারে তাহা পাওনের সামর্থ্য আছে।"........

উপাখ্যানে প্রচুর প্রমাণ আছে যে বুদ্ধির আগমন পূর্ব্বদিক হইতে হইয়াছে এবং যে শিল্প বিদ্যা এবং আর আর জ্ঞানের উদয় এবং শিক্ষা ছিল এদেশে মিছর এবং ফিনিকিয়ার মধ্যে প্রকাশ হওনের বহুকাল পূর্ব্বে। এক বুদ্ধিমান রচক বলে যে পূর্ব্ব কালে গ্রিক দেশের মধ্যে এক বর্ণ ছিল তাহার নাম পেলাস্গি যাহারা উপদিষ্ট হইল পূর্ব্ব দেশ হইতে বিশেষত আসীয়া হইতে। এবং বুদ্ধি এ স্থানে প্রফুল্লা হইয়াছিল সে স্থানে প্রচার হওনের অনেককাল পূর্ব্বে।.........

যাহারা হিন্দু লোকেরদের গ্রন্থ পড়িয়াছে তাহারা হিন্দু লোকেরদের যেরূপ ব্যাখ্যা করে তাহা গ্রন্থ হইতে অধিক। তত্রাপি "তাহারা নিতান্ত উৎপন্নমতি এবং বুদ্ধিমান"। তাহারদের কবিতার অত্যন্ত অসম্ভব কথা কিন্তু অলঙ্কারাদি রচনা ভালও সে লাটিন কয়েক কাব্যের তুল্য মানিতে হইবে যাহা আমরা এত ব্যাখ্যা করি।.........

পর বৎসর অর্থাৎ ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ মার্চ তারিখে প্রাচ্যভাষাসমূহের দ্বিতীয় সাধারণ তর্কসভার অনুষ্ঠান হয়, কলেজের প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিদর্শক মার্কুইস ওয়েলেস্‌লি স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন; নূতন গবর্মেণ্ট হাউসে বেলা ৯টায় সকলে সমবেত হন। কলেজের সকল ছাত্র অধ্যাপক ও কর্ম্মচারীরা ছাড়াও তখনকার দিনের প্রধান বিচারপতি প্রমুখ কোম্পানীর সকল উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন। এবারে বাংলা তর্কের বিষয় ছিল—

"The distribution of Hindoos into Casts, retards their progress in improvement."

বিধায়ক	জে. হাণ্টার
প্রধান নিষেধক	ডব্লু. বি. মার্টিন
দ্বিতীয় নিষেধক	ডব্লু. মর্টন
বিচারক	ডব্লু. সি. ব্ল্যাকিয়ার

মাত্র জে. হাণ্টারের বক্তৃতাটি কালের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে। বাংলা ভাষা শিক্ষায় ছাত্রদের অগ্রগতি বুঝাইবার জন্য তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল।

হিন্দুলোকেরা ভিন্ন২ জাতি এইপ্রযুক্ত তাহারদের বিদ্যা বৃদ্ধির হানি হয়

মানুষেরদের নীতিজ্ঞতা এবং স্বচ্ছতাপ্রাপ্তি সম্বাদি ভ্রমন্যায় যখন আমরা দেখি তখন আমরা বিস্ময়াপন্ন হই সকলে বুঝে যে ভিন্ন দেশীয় লোকেরদের ভিন্ন২ রীতির এই কারণ যে আপন২ স্বভাব এবং গ্রীষ্ম শীতের গুণ বহুজ্ঞ দেশীয় ব্যবস্থাপকেরা ব্যবস্থা করণ কালে এই দুই কারণ প্রধান করিয়া মানিয়াছেন সর্ব্ব দেশে পৃথক২ ব্যবহার সংসারের চলন নিমিত্ত অবশ্য মান্য হইয়াছে······

ব্রাহ্মণেরা বলে সৃষ্ট্যারম্ভে ঈশ্বর পৃথক২ চারি বর্ণ স্রজন করিলেন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ইহারদিগের পৃথক২ ধর্ম্মাচার দ্বিজধর্ম্ম এই শুদ্ধাচার যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন দান প্রতিগ্রহণ ইত্যাদি ক্ষত্রিয়াচার রাজ ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ রক্ষণ ধনুর্বিদ্যা অভ্যাসন শিষ্ট পালন দুষ্ট দমন রাজ্য শাসন প্রজাপালন ন্যায্য কর গ্রহণ বৈশ্য বৃত্তি কৃষি কর্ম্ম এবং বানিজ্য, শূদ্রের ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ সেবা মাত্র······ ··

হিন্দুরদের পৃথক২ জাতি হওয়া সকল বিদ্যা হওনের প্রতিবন্ধক পুত্র যদি পৈতৃক বিদ্যা ভিন্নান্য বিদ্যাভ্যাসন ইচ্ছুক হয় এবং তাহাতে যোগ্য বুঝা যায় সে পুত্র আপন জাতি রক্ষা প্রযুক্ত স্বীয় অভিলষিত বিদ্যাতে প্রবর্ত্ত হইতে পারে না এই তাহার বুদ্ধিস্ফূর্ত্তির বাধক হয় তাহার স্থল এই, যদি কোন শূদ্র বেদ বেদাঙ্গ পাঠ করে তবে হিন্দুরদের শাস্ত্রমত এই দণ্ড কর্ত্তব্য, অভ্যাসে জিহ্বা ছেদন করিবেক ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহা শ্রবণ করিলে সে শূদ্রের কর্ণেতে তপ্ত সীসা প্রদান করিবেক আর শূদ্র হইয়া যদি বেদের অর্থ মনেতে ধারণ করে তবে তাহাকে বধ করিতে হয়···

অন্য শাস্ত্র যদি ভাষাতে তর্জ্জমা করে তবে সংস্কৃত শাস্ত্রের গৌরব হানি প্রযুক্ত তাহার অখ্যাতি হয় যেমন মহাভারতের তর্জ্জমা ভাষাতে কাশী দাস নামে এক শূদ্র করিয়াছিল সেই দোষেতে ব্রাহ্মণেরা তাহাকে শাপ দিয়াছিল, সেই ভয়েতে অন্য কেহ এখন সে কর্ম্ম করে না······

১৮০৪ সালের ২০ সেপ্টেম্বর প্রাচ্যভাষার তৃতীয় সাধারণ তর্কসভার তারিখ। এবারেও পরিদর্শক লর্ড ওয়েলেস্লি ও তাঁহার ভ্রাতা ডিউক অব ওয়েলিংটন উপস্থিত

ছিলেন। এই অনুষ্ঠানেই সংস্কৃত ভাষার প্রবন্ধ পঠিত হইবার পর কেরী নিজে ঐ ভাষায় একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করেন, আমরা ইতিপূর্ব্বে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছি। বাংলার বিষয় ছিল—

"The Translation of the best works extant in Sunskrit into the popular languages of India, would promote the extension of science and civilization."

স্বয়ং কেরী ছিলেন বিচারক এবং মূল প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন এ. বি. টড; প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছিলেন মিঃ হেইস্ (Hayes)। বাংলা-বিভাগের ছাত্রদের বাংলা ভাষা বিষয়ক কৃতিত্বের শেষ-চিহ্নস্বরূপ টডের প্রবন্ধটি এখনও বাঁচিয়া আছে। ইহার পর প্রবন্ধের তালিকা মাত্র পাওয়া যায়, এই ধরণের নিদর্শন আর মেলে না। কৌতূহলী পাঠকের জন্য টডের প্রবন্ধের কিয়দংশও উদ্ধৃত হইল—

মূল সংস্কৃত গ্রন্থ চলিত ভাষাতে তরজমাতে বিদ্যা প্রচার হয় এবং লোকেরদের নীতজ্ঞতাচরণ দ্বারা উপকার হয়—

ইওরোপীয়েরদের মধ্যে যে পরস্পর আহার ব্যবহার ও সঙ্গ তাহা বিশেষত গ্রন্থ প্রচার ও বিস্তার ব্যাখ্যা দ্বারায় হয় ইহা প্রায় সকল দেশের পণ্ডিত লোকেরদের স্বীকৃত হয়···দেবতাভিমানি ব্রাহ্মণেরদের প্রতি যে আত্যন্তিকী ভক্তি ও মর্য্যাদা করিতে ইতর লোক শিক্ষিত ও আজ্ঞাপিত হয় তত্ প্রযুক্ত এই হয় ইতর লোক এই চলিত ব্যবহারের অন্যথা যেন না করে এই বিষয়ের বড় শাসন ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বদা করে ইহাতে লোকেরদের পরস্পর মেলা আহার ব্যবহারের বাধা হয় এবং কোন দেশীয় লোকেরদের মধ্যে পরস্পর মেলা আহার ব্যবহার যদি না হয় ও না চলে তবে ইতর লোকের বড় বিদ্যা ও শিষ্টাচার হওয়া অতি দুর্ল্লভ ইহা নিঃসন্দেহ—

···সংস্কৃত শাস্ত্র অত্যন্ত দীর্ঘ কালাবধি আছে ইহা সকলেই বলে অতএব অনেক হিতকারী ও সুখকারী অতি সুন্দর জ্ঞান তাহার মধ্যে পাওয়া যায় ইহা আমরা স্থির করি এবং সর্ব্বদেশীয় জ্ঞানি ও বিজ্ঞানিরদের সন্তোষ সেই বিচারে হয় অতএব সংস্কৃত শাস্ত্র চলিত ভাষাতে তরজমা করিলে তাহার মধ্যে বিদ্বান লোকেরদের চেষ্টিত যে-যে উত্তম কথা আছে তাহাও তাহারা অনায়াসে পাইতে পারিবেন—

ইহার পরেও প্রাচ্যভাষার কয়েকটি সাধারণ তর্কসভার বর্ণনা টমাস রোবাকের *Annals of the College of Fort William* (১৮১৯) পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় পঠিত প্রবন্ধগুলি আর পাওয়া যায় না। বাংলা-বিভাগের ছাত্রদের কৃতিত্বের স্থায়ী নিদর্শনও আর বড় মেলে না। কেবল অষ্টম

তর্কসভার পরিদর্শক লর্ড মিণ্টোর বক্তৃতায় দুই একজন ছাত্রের কোনও কোনও কীর্ত্তির উল্লেখ আছে। ১৮০৯ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে উক্ত অধিবেশন হয়। বাংলা বক্তৃতার বিষয় ছিল—

"An accurate knowledge of the manners and genius of the Hindoos is to be acquired by an attentive examination of their written compositions."

হেনরী সারজেণ্ট ছিলেন মূল বক্তা এবং বিচারক ছিলেন কেরী। পুরস্কার বিতরিত হইবার পর লর্ড মিণ্টো তাঁহার বক্তৃতায় বলেন—

It must be considered as a remarkable feature of the present examination, and may, perhaps, be thought to form an æra in the studies of Fort William, if not in the literature of Asia, that Mr. Sargent [H. Sargent] has qualified himself to translate four books of Virgil's Æneid into the language of Bengal, and has performed the work in a manner to merit the highest commendation of those who are competent to judge of it. If it has, indeed, been possible, by the classical execution even of a prose version, to set before the native scholars of the provinces, present or to come, that model of epic genius and Augustan taste ; . . .

Another enterprize of a similar nature has distinguished the Collegiate exercises of this year. Mr. Monckton [Claud] has undertaken, and has been able to execute, a translation into Bengalee, of Shakespeare's tragedy of the Tempest. The difficulty of rendering a work of that peculiar stamp, into the language of a nation whose idiom and manners have so little affinity either to the genius of the author, or to the times and people for which he wrote, may be easily appreciated. That Mr. Monckton has triumphed over these obstacles, and has achieved his singular labour, bears sufficient testimony both to his knowledge and command of a language which he has been able to bind to so arduous a purpose.

নিতান্তই পরিতাপের বিষয় এই যে, এই দুইটি অনুবাদের কোনটিরই সন্ধান পাওয়া যায় নাই। হেনরী সার্জেণ্ট-অনূদিত *Virgil's Æneid* যে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাও জানা গিয়াছে। লঙের পুস্তক-তালিকায় ইহার প্রথম খণ্ড ১৮০৫ সালে

প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে। ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির ১৮৫৫ সালে প্রকাশিত তালিকায় নিম্নলিখিত নামটি তালিকাভুক্ত দেখিতেছি—

Sargent (H.) Virgil's Æneid 8vo Serampore 1810.

লর্ড মিণ্টোর বক্তৃতা হইতে ইহাও জানা যায় যে, কাব্যটি বাংলা গদ্যে অনূদিত হইয়াছিল।

পীয়র্স কেরী-রচিত উইলিয়ম কেরীর জীবনীর (১৯৩৪) ২২৫ পৃষ্ঠায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্র Lewin Anderson কর্ত্তৃক অনূদিত টেলিমেকস পুস্তকে উল্লেখ আছে।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তক ও সেগুলির রচয়িতাগণ

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের সহিত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সম্পর্ক পাঠ্যপুস্তকগুলির জন্য। প্রথম যুগের বাংলা-গদ্য নির্ম্মাণে এইগুলির মধ্য দিয়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ গৌণতঃ সহায়ক হইয়াছিল। সুতরাং আমাদের ইতিহাসে এই পাঠ্য-পুস্তকগুলিই মূল্যবান্। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, বাংলা-বিভাগে পণ্ডিত ও মুন্শী হিসাবে অনেকেই যুক্ত ছিলেন; ইঁহাদের কয়েক জনের সহিত নামমাত্র আমাদের পরিচয়; কোনও সাহিত্যসাধনার নিদর্শন ইঁহারা রাখিয়া যান নাই এবং সমসাময়িক বিবরণীতেও ইঁহাদের কীর্ত্তির উল্লেখ নাই। দুই-এক জনের কীর্ত্তির উল্লেখ আছে, কিন্তু কীর্ত্তি বাঁচিয়া নাই। কীর্ত্তির সহিত যাঁহাদের নাম বাঁচিয়া আছে আমাদের ইতিহাসে তাঁহারাই স্মরণীয়।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে রেভারেণ্ড জে. লঙের *Selections from the Records of the Government Published by Authority* No. XXXII প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকেরই পরিশিষ্টে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ব্যবহারার্থ গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক ক্রীত পুস্তকের তালিকা আছে। সেটি নিম্নে মুদ্রিত হইল।

সাল	নাম	কয় খণ্ড কেনা হইয়াছিল	দাম
১৮০২	বত্রিশ সিংহাসন	১০০	৬৲
„	লিপিমালা	১০০	৬৲
„	দাউদের গীত	১০০	৬॥৴২
„	রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র	১০০	৫৲
„	রামায়ণ ৫ম খণ্ড	১০০	২৪৲
„	মহাভারত ৪ খণ্ড	১০০	৮৲
„	হিতোপদেশ	১০০	৮৲
„	কেরীর বাংলা ব্যাকরণ	১০০	৪৲
„	„ কথোপকথন	১০০	৮৲

সাল	নাম	কয় খণ্ড কেনা হইয়াছিল	দাম
১৮০২	ফরষ্টারের অভিধান ২ খণ্ড	১০০	৫৫৲
১৮০৫	কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্	১০০	৫৲
„	তোতা ইতিহাস	১০০	৬৲
১৮১৬	পুরুষ পরীক্ষা	১০০	৮৸৶৬
১৮২২	দত্তক কৌমুদী	৮০	১৲
„	ব্যবস্থা সংগ্রহ—লক্ষ্মীনারায়ণ	১০০	২৲
১৮২৪	মিতাক্ষরাদর্পণ	১০০	১৭৷৴৭
১৮২৫	কেরীর বাংলা অভিধান ২ খণ্ড	১০০	১০০৲
১৮২৭	ব্যবস্থা সংগ্রহ—রামজয়	১০০	৯৸০
১৮২৯	মার্শম্যানের অভিধান ২ খণ্ড	১০০	২৪৲
„	মেণ্ডিসের অভিধান ২ খণ্ড, ১ম খণ্ড	১০	৮৲
	২য় খণ্ড	৫০	১০৷০
„	সদ্‌গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস	৫০	২৲
১৮৩৪	রামকমলের অভিধান ২ খণ্ড	১০০	৫০৲
১৮৩৬	মহাভারত নূতন সংস্করণ ২ খণ্ডে	১০	১০৲
১৮৪৬	বাংলার ইতিহাস	১০০	২৲
১৮৪৭	বেতাল পঞ্চবিংশতি	১০০	৩৲
„	অন্নদা মঙ্গল ২ খণ্ডে	১০০	৬৲
„	শ্যামাচরণের বাংলা ব্যাকরণ	১০০	১০৲
১৮৫২	কুসুমাবলী—বাংলা কবিতাসংগ্রহ	১০০	২৲

এই তালিকায় তারিখ এবং নামের ভুল আছে, ইহা সম্পূর্ণও নয়, তথাপি ইহা হইতে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের মোটামুটি একটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে। বুকানন ও রোবাকের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ সংক্রান্ত পুস্তকে এবং কলেজ হইতে প্রকাশিত থীসিস-সংগ্রহ-পুস্তক *Primitiæ Orientales* তিন খণ্ডের পরিশিষ্টে কলেজের জন্য মুদ্রিত ও মুদ্রাযন্ত্রের জন্য প্রস্তুত পুস্তকের তালিকা দেওয়া আছে। এই তালিকাগুলি হইতে আমাদের কাজের সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত লেখক ও তাঁহাদের পুস্তকের নাম আমরা বাছিয়া লইতে পারি। কেরীর পুস্তকের আলোচনা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে বলিয়া এখানে পরিত্যক্ত হইল।

রামরাম বসু	১।	রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র	১৮০৮
	২।	লিপিমালা	১৮০২
গোলোকনাথ শর্ম্মা	১।	হিতোপদেশ	১৮০১

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	১।	বত্রিশ সিংহাসন	১৮০২
	২।	হিতোপদেশ	১৮০৮
	৩।	রাজাবলি	১৮০৮
	৪।	প্রবোধ চন্দ্রিকা	১৮৩৩
তারিণীচরণ মিত্র	১।	ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিষ্ট	১৮০৩
রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়	১।	মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং	১৮০৫
চণ্ডীচরণ মুন্শী	১।	তোতা ইতিহাস	১৮০৫
হরপ্রসাদ রায়	১।	পুরুষ পরীক্ষা	১৮১৫

রামকিশোর তর্কচূড়ামণি-প্রণীত 'হিতোপদেশে'র নাম মাত্র পাওয়া যায়, পুস্তকখানির সন্ধান এযাবৎ কাল পাওয়া যায় নাই। চণ্ডীচরণ মুন্শী-অনূদিত 'ভগবদ্গীতা'র বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, জানা যায় না।

গ্রন্থাধ্যক্ষ মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের সংস্কৃত-বাংলা (১৮০৯) এবং ইংরেজী-বাংলা (১৮১০) শব্দসংগ্রহ একটি বৃহত্তর অভিধান-রচনার জন্য মুদ্রিত ও বিতরিত হইয়াছিল।

আমরা অতঃপর এই কয়েক জন লেখক ও তাঁহাদের রচিত পুস্তক লইয়া সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি।

রামরাম বসু

রামরাম বসু কবে এবং কোথায় জন্মিয়াছিলেন তাহা এখনও সঠিক জানা যায় নাই, তাঁহার পিতৃপরিচয়ও আমরা পাই নাই। তবে ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে কেটারিঙ ব্যাপটিষ্ট মণ্ডলীর নিকট প্রদত্ত জন টমাসের বিবৃতি হইতে আন্দাজ করা যায় যে, তিনি ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কতকগুলি পরোক্ষ প্রমাণে আরও অনুমান করা যায়, চব্বিশ-পরগণা ও খুলনার সীমান্তে সুন্দরবন অঞ্চলে টাকি-দেবহাটা-নাল্তা-কালীগঞ্জের কাছাকাছি কোন স্থানে তাঁহার বাসস্থান ছিল; 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র সূচনায় তিনি আপনাকে বঙ্গজ কায়স্থ বলিয়াছেন এবং কেরী যখন দেবহাটায় ছিলেন, তখন রামরাম বসুর খুড়ার জমিদারীতে জমি লইয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ৮ মার্চ টমাসের মুন্শী নিযুক্ত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ রামরাম বসুর ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। এই মাত্র জানা যায়, তিনি ঠিক ঐ সময়ে সুপ্রীম কোর্টের ফার্সী দোভাষী উইলিয়ম চেম্বর্সের মুন্শী ছিলেন এবং রামরাম বসুর সহায়তায় চেম্বর্স বাইবেলের ফার্সী অনুবাদ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। উইলিয়ম চেম্বর্সের সাহায্যেই রামরাম বসু কিছু পরিমাণ ইংরেজী বলিতে কহিতে শিখিয়াছিলেন। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনরী

সোসাইটির 'পিরিয়ডিক্যাল অ্যাকাউণ্টসে' প্রসঙ্গতঃ রামরাম বসুর সামান্য সামান্য পরিচয়ও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। রামরাম বসুর জীবনীর উপকরণ সেইটুকু মাত্র। সেইটুকু জীবনী ও তাঁহার রচিত দুইখানি পাঠ্যপুস্তক হইতেই তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের সকল ধারণা গড়িয়া তুলিতে হইতেছে।

রামরাম বসু যে অনেক গুণে গুণী ছিলেন মিশনরীরা তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন; তিনি সে যুগেই ইংরেজী বলিতে কহিতে পারিতেন, ফার্সী ভাষায় তাঁহার ভাল দখল ছিল এবং বাংলা ভাষায় তিনি এক জন চৌকস লিখিয়ে ছিলেন। জন ক্লার্ক মার্শম্যান লিখিয়াছেন, রামরাম বসু ক্ষুরধার ব্যঙ্গ রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং মনের তীব্রতা ভাষায় সঞ্চারিত করিতে পারিতেন। শেষোক্ত গুণ বিশেষ ভাবে তাঁহার কবিতায় লক্ষিত হইত। তিনি বাংলা গদ্য ও পদ্য উভয়বিধ রচনাতেই দক্ষ ছিলেন।

রামরাম বসুর এই সকল উৎকর্ষ স্বীকার করিয়াও পাদরিরা মসীবর্ণে তাঁহার চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহাদের বর্ণনা পড়িলে মনে হয়, তিনি পাদরিদের সংস্পর্শে আসিয়া মনে মনে অনেক সামাজিক কুসংস্কার-মুক্ত হইলেও চারিত্রিক দুর্ব্বলতাবশতঃ সেগুলি মানিয়া চলিতেন; খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি অত্যধিক প্রীতিসম্পন্ন হইয়াও কখনও খোলাখুলিভাবে ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। এই হইল প্রাথমিক পরিচয়। পরে তাঁহারা তাঁহাকে মতলববাজ ও জুয়াচোর, পরদারাসক্ত ও ভ্রূণহত্যাকারী বলিয়াছেন। খ্রীষ্টধর্ম্ম স্বীকারের লোভ দেখাইয়া তিনি বারম্বার পাদরিদের নিকট টাকা খাইয়াছেন এবং শেষ পর্য্যন্ত আপনার পৈতৃক ধর্ম্ম বজায় রাখিয়াই গিয়াছেন। ইহাতে পাদরিরা তাঁহার প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন। জন টমাসের উন্মাদ হইবার অন্যতম কারণ রামরাম বসুর প্রতারণা। দীর্ঘ দেড় শতাব্দী কাল পরে রামরাম বসুর চরিত্র আলোচনা করিতে বসিয়া আমাদের ইহাই মনে হয় যে, তিনি সকল সংস্কারকে গুলিয়া খাইয়াছিলেন এবং বরাবরই আপনার স্বার্থ বজায় রাখিয়া চলিতে জানিতেন। প্রথমেই তাঁহার মত ধূর্ত্ত ও বুদ্ধিমান্ বাঙালীর সংস্পর্শে আসিয়া অতিলোভী পাদরিরা কম লাঞ্ছনা ভোগ করেন নাই।

কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও কেরী রামরাম বসুর প্রতি অত্যধিক প্রীতিসম্পন্ন ছিলেন, কঠিন নৈতিক অপরাধের জন্য তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়াও আবার আশ্রয় দিয়াছেন; রামরাম বসুর সাহায্য লইতে দ্বিধা করেন নাই। কেরীর জার্ণালের বহু স্থলে রামরাম বসুর বদান্যতা ও দয়াধর্ম্মের উল্লেখ আছে, তাঁহার শাস্ত্রীয় বিচার-বুদ্ধির প্রশংসা আছে। তর্কে কেহ তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিত না। মোটের উপর, রামরাম বসু দোষগুণে খাঁটি বাঙালী ছিলেন; নিজের প্রয়োজনে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে বিনা দ্বিধায় মানিয়া লইতে তাঁহার বাধিত না।

সকল অপরাধ সত্ত্বেও বাংলা দেশের প্রথম মিশনরী-সম্প্রদায়ের রামরাম বসুর প্রতি

কৃতজ্ঞ হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। আজ পর্য্যন্ত অখ্রীষ্টান কোন বাঙালী খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারে এতখানি যত্ন ও পরিশ্রম করেন নাই। প্রথম বাইবেল-অনুবাদ পরোক্ষভাবে তাঁহারই কীর্ত্তি; প্রথমে টমাস ও পরে কেরীকে লইয়া তিনিই সম্পূর্ণ বাইবেলের অনুবাদ সমাপ্ত করেন। টমাস ও কেরীর একমাত্র বাংলা-শিক্ষক তিনিই; বাংলা বক্তৃতাতে তিনিই তাঁহাদিগকে দক্ষ করিয়া তুলেন এবং প্রচার ও শাস্ত্রীয় বিচারের স্থলে বরাবরই তাঁহাদের পুরোভাগে থাকিয়া স্বজাতীয়দের অপ্রীতিভাজন হন। রামরাম বসুই বাংলা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম খ্রীষ্টসঙ্গীত-রচয়িতা; কবিতায় খ্রীষ্টজীবনীর* লেখক এবং এদেশে প্রথম খ্রীষ্টশুভসংবাদদাতা। তাঁহার রচিত দুইখানি সামান্য কবিতা-পুস্তিকা 'হরকরা' ও 'জ্ঞানোদয়' সে-যুগের গোঁড়া-ব্রাহ্মণ সমাজকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল।

১৭৮৭ সালের মার্চ হইতে ১৭৯২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত পুরা পাঁচ বৎসর কাল রামরাম বসু টমাসের শিক্ষক ও সহকর্ম্মী ছিলেন; ইহার অধিকাংশ সময়ই তাঁহাদের মালদহে থাকিতে হইয়াছিল, শেষ বৎসর টমাস সংস্কৃত-শিক্ষার্থ নবদ্বীপে যান। রামরাম বসু স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। টমাস ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে বিলাত গিয়া কেরীকে সঙ্গে লইয়া ১৭৯৩ সালের ১১ নবেম্বর কলিকাতা পৌছেন। রামরাম বসু জাহাজ-ঘাটেই তাঁহাদের অভ্যর্থনা করেন। সেই দিন হইতে রামরাম বসু কেরীর মুন্‌শী নিযুক্ত হন, মাসিক কুড়ি টাকা বেতন ধার্য্য হয়। এই সময় হইতে ১৭৯৬ সালের মাঝামাঝি কাল পর্য্যন্ত রামরাম বসু কেরীর সহিত যুক্ত ছিলেন; ব্যাণ্ডেল, কলিকাতা, দেবহাট্টা ও মদনাবাটী সর্ব্বত্রই তাঁহারা একত্রে পরস্পর সহযোগিতায় যাপন করিতেন। ১৭৯৬ সালে রামরাম বসুর একটি বিশেষ অপরাধের জন্য তাঁহাকে বিদায় দেওয়া হয়।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে শ্রীরামপুর মিশনের পত্তন হয়, মে মাসে অনুতপ্ত রামরাম বসু আসিয়া আবার কেরীর সহিত মিলিত হন এবং খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারকার্য্যে পূরাদমে পাদ্রিদের সাহায্য করিতে থাকেন। ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তিকা দুইটি এই কালেই রচিত। ১৮০১ সালের ৪ মে হইতে কেরী রামরাম বসুকে মাসিক ৪০ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগে অন্যতম সহকারী পণ্ডিত করিয়া লন।

রামরাম বসু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার উপর পাঠ্যপুস্তক রচনার আদেশ হইল। নিরঙ্কুশ এবং অদম্য রামরাম বসু বিনা দ্বিধায় এই গুরুভার গ্রহণ করিলেন এবং দুই মাসের মধ্যেই বাংলা ভাষার প্রথম (মৌলিক) গদ্যপুস্তক 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র" রচনা করিয়া কেরীর হস্তে প্রদান করিলেন। ১৮০১ সালের জুলাই মাসে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে পুস্তকটি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকের জন্য কলেজ-কাউন্সিল তাঁহাকে তিন শত টাকা পারিতোষিক প্রদান করেন।

১৮০২ সালে রামরাম বসুর দ্বিতীয় পাঠ্যপুস্তক 'লিপি মালা' প্রকাশিত হয়। ১৮০১

* 'খ্রীষ্টবিবরণামৃতং'—১৮০৫ খ্রীঃ

সালের ৪ মে হইতে ১৮১৩ সালের ৭ আগষ্ট তারিখে মৃত্যু পর্য্যন্ত রামরাম বসু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত পণ্ডিত হিসাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র নরোত্তম বসু ঐ পদ প্রাপ্ত হন।

যে কারণেই হউক, কিছু কাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাংলা দেশের শিক্ষিত মহলে এই ধারণাই প্রচলিত ছিল যে রামরাম বসু রামমোহন রায়ের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। ইহা অপেক্ষা ভ্রান্ত ধারণা আর কিছু হইতে পারে না। রামরাম বসু রামমোহন অপেক্ষা বয়সে প্রায় কুড়ি বৎসরের বড় এবং রামমোহন কলিকাতায় আসিয়া বসবাস করিবার পূর্ব্বেই তিনি গতাসু হইয়াছিলেন। রামমোহনের সহিত তাঁহার কোনও কালে সাক্ষাৎ হইয়াছিল এরূপ প্রমাণও পাওয়া যায় না। পরবর্ত্তী কালে বোধ হয় নামসাদৃশ্যে রামরাম বসু রামমোহনের শিষ্য হইয়া গিয়াছেন, রামমোহনের অধিকাংশ সহচর ও অনুচরের "রাম"-যুক্ত নাম লক্ষণীয়। কিন্তু আসলে মনের সংস্কারমুক্ততার দিক্ দিয়া বিচার করিতে গেলে রামরাম বসুই রামমোহনের অগ্রজ; রামমোহনের অনেক পূর্ব্বেই ('লিপি মালা'র ভূমিকায়) তিনি এক পরম ব্রহ্মের উদ্দেশে নতি জানাইয়াছিলেন।

মানুষ রামরাম বসুর পরিচয় ইহার অধিক জানা যায় না; লেখক রামরাম বসুর পরিচয় তাঁহার দুইখানি পুস্তকের মধ্যে লুক্কায়িত আছে। সে পরিচয় খুব বিরাটের নয় কিন্তু পাইওনীয়রের। তাঁহার পাণ্ডিত্য বা ভাষাজ্ঞান গোড়ায় খুব যে অধিক ছিল তাহা বলা যায় না, কিন্তু দুর্জ্জয় সাহস ছিল। সাহসের জোরেই তিনি নির্ভয়ে ফার্সী আরবী বাংলা সংস্কৃত শব্দ পাশাপাশি সাজাইয়া আদর্শহীন গদ্যের যুগে একটা কিছু খাড়া করিয়াছেন এবং পাণ্ডিত্যজনিত সঙ্কোচ ছিল না বলিয়াই লজ্জিত হইয়া হাল ছাড়েন নাই। ফলে যে-ভাষার উদ্ভব হইয়াছে তাহার বিরূপ বিকৃত মূর্ত্তি দেখিয়া পরবর্ত্তীয়েরা সাবধান হইতে পারিয়াছেন। বিনা আদর্শে রামরাম বসু যে অত বড় একখানি সম্পূর্ণ গ্রন্থ অতি অল্পকালে সম্পূর্ণ করিতে পারিয়াছিলেন ইহাতে আজ আমরা বিস্ময় বোধ না করিয়া পারি না। প্রারম্ভেই তাঁহার ভাষা এই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল—

যে কালে দিল্লির তক্তে হোমাঙু বাদসাহ তখন ছোলেমান ছিলেন কেবল বঙ্গ ও বেহারের নবাব পরে হোমাঙু বাদসাহের ওফাত হইলে হেন্দোস্তানে বাদসাহ হইতে ব্যাজ হইল এ কারণ হোমাঙু ছিলেন বৃহত গোষ্ঠী তাহার অনেকগুলিন সন্তান তাহারদের আপনারদের মধ্যে আত্মকলহ হইয়া বিস্তরং ঝকড়া লড়াই কাজিয়া উপস্থিত ছিল ইহাতে সুবাজাতের তহশিল তাগদা কিছু হইয়াছিল।—দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা সংস্করণ, পৃ. ২।

এই নমুনাটুকুর মধ্যে আমরা দেখিতে পাইতেছি, অন্বয়ের বালাই নাই। "ওফাত" ও "আত্মকলহ" নির্ব্বিবাদে পাশাপাশি বসিয়াছে; "ঝকড়া লড়াই কাজিয়া উপস্থিত" হয় নাই। ভাষার মন্বন্তরে এ যেন নিতান্ত অরাজক অবস্থা। কিন্তু অরাজক হইলেও রামরাম বসুর এই সাহিত্য-প্রচেষ্টার মধ্যে শৃঙ্খলার বীজ নিহিত আছে।

'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'—প্রকৃতপক্ষে বাংলা-গদ্যে প্রথম একটানা দীর্ঘ মৌলিক রচনার নিদর্শন এবং এই কারণেই বিচিত্র ভাষায় রচিত। বাংলাদেশে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবহারে তখনও ফার্সী ভাষার প্রাধান্য ছিল, বাংলা বাক্যের অন্বয় সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী হইতে আরম্ভ হয় নাই। রামরাম বসু ফার্সী জবানকে মানিতে গিয়া বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। ফলে তাঁহার ভাষা "কদর্য্য" বিশেষণে বিশেষিত হইয়া পরবর্ত্তী কালে পণ্ডিতজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। ওয়েঙ্গার, ইয়েট্স এবং নৃসিংচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহাদের সংগ্রহপুস্তকে রামরাম বসুকে স্থান দেন নাই। পুস্তকের আখ্যাপত্রটি এইরূপ ছিল—

রাজা প্রতাপাদিত্য | চরিত্র | যিনি বাস করিলেন যশহরের ধূমঘাটে | একব্বর বাদসাহের আমলে।— | রাম রাম বসুর রচিত।— | শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।— | ১৮০১।— |

পুস্তক-বর্ণিত বিষয়ের ঐতিহাসিকত্ব লইয়া অনেকে আলোচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে স্বর্গীয় নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে তিনি ১৩১৩ বঙ্গাব্দে 'প্রতাপাদিত্য' নামে যে গ্রন্থ প্রকাশ করেন তাহাতে অন্যান্য রচনার সঙ্গে রামরাম বসুর রচনাটিও উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পুস্তকের ভূমিকায় রামরাম বসুর জীবনী প্রসঙ্গে কেরীর কাগজপত্র বলিয়া যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, বাস্তবে তাহার কোনও অস্তিত্ব আছে বলিয়া আমরা জানি না। রামরাম বসুর লেখার ঐতিহাসিকত্ব এই ভূমিকায় আলোচিত হইয়াছে। আমাদের ইতিহাসের পক্ষে এই আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক, তবে প্রারম্ভেই রামরাম বসু নিজের গ্রন্থ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন সেইটুকু মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি—

সংপ্রতি সর্ব্বারম্ভে এ দেশে প্রতাপাদিত্য নামে এক রাজা হইয়াছিলেন তাহার বিবরণ কিঞ্চিত পারস্য ভাষায় গ্রন্থিত আছে সাঙ্গ পাঙ্গ রূপে সামুদাইক নাহি আমি তাহারদিগের স্বশ্রেণী একেই জাতি ইহাতে তাহার আপনার পিতৃ পিতামহের স্থানে শুনা আছে অতএব আমরা অধিক জ্ঞাত এবং আরং অনেকে মহারাজার উপাখ্যান আনুপূর্ব্বিক জানিতে আকিঞ্চন করিলেন এ জন্য যে মত আমার শ্রুত আছে তদনুযায়ি লেখা যাইতেছে।

রামরাম বসুর সংস্কৃত ভাষাজ্ঞান যে এই সময়ে তেমন ছিল না এবং ফার্সী ভাষায় জ্ঞান যে ভালই ছিল, 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় তাহার পরিচয় আছে। তাছাড়া রামরাম বসু বিনা দ্বিধায় অনেক পরস্পরবিরোধী কর্ত্তাকে একই ক্রিয়ার কাঁধে চাপাইয়াছেন, বহু ভিন্নধর্ম্মী বাক্যকে এক জোয়ালে জুতিয়া দিয়া নানা গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছেন; অর্থ বুঝিবার জন্য অনেক সময় আন্দাজে কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া ও বিশেষণের যোগাযোগ ঘটাইতে হয়। দুঃসাহসী সেনাপতির মত তিনি বহু জাতীয় এবং বিজাতীয় শব্দকে যেমন তেমন ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ভাষা-সমরে মহামার বাধাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার ভাষা কোনও নির্দ্দিষ্ট রীতি বা পদ্ধতির পর্য্যায়ে পড়ে না। ইহার উপমা কেবলমাত্র ইহাই। বাংলা-গদ্যের ইতিহাসে 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র ভাষা প্রত্নতাত্ত্বিক

রাজা প্রতাপাদিত্য।——

চরিত্র।——

এ বঙ্গ ভূমিতে রাজা চন্দ্রকেতু প্রভৃতি অনেক২ রাজাগন ওদ্ভব হইয়া ছিলেন কিন্তু কদাচিত তাহারদের কেবল নাম মাত্র শুনা যায় তদব্যতিরেক তাহারদের বিশেষ বিশেষন কি মতে বৃদ্ধি কি মতে পতন নিরাকরন কিছুই ওপস্থিত নাহি তাহাতে যে সমস্ত লোকেরা এ সকল প্রশঙ্গ শ্রবন করে আনুপূর্ব্বক না জাননেতে ক্ষোভিত হয়।——

সংপ্রতি সর্ব্বারম্ভে এ দেশে প্রতাপাদিত্য নামে এক রাজা হইয়া ছিলেন তাহার বিবরন কিঞ্চিত পারস্য ভাষায় গ্রন্থিত আছে সাঙ্গ

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা বাঙালী-লিখিত সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত বাংলা গদ্যগ্রন্থ 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

(পৃষ্ঠা ১৪৮)

mahin nak,hyo. Kifan kuhyo, re koo jati kritug,h-nee! tuen mohi b,hulo fik,ha,yo ki oopukar ujog uo upatru pue kurnon ketee mooruk,hta hue. Yih kuhi, bufoola oot,ha,e famp kuo took took ki,yo.

Sid-d,hant, K,hoten kee fuha,yuta kurnee, kue du,ya oonpue kurnee jo upatr huen fo apnee fujjunuta,ee gunwa,onee hue.

BONGLA.

Ushto doshbo kot,ha Grohust,ho o Shorper.

Ek bifhifhto Grohoft,h,oo dek,hilek je ek Shorp ek berar tula,e fheete jora ho,i,ya pra,e mrityoo bot ho,i,yach,he, ihate tahar du,ya ho,ilo; ebong tahake g,hure ani,a, ognir nikot rak,hilek ar tatka doogd,ho k,hawa,ilek. E,iprokar ahar o pofhone Shorpo tok,honi shojeeb ho,ilo kintoo hingfha koroner bilok,hyon shamort,ho na pa,ite,i Grohoft,her ftreer proti duorilo, ebong tahar pootrodiger ek jon ke dongfhilek; pore shomofto poribar ke byoft,hotate o b,ho,yete p,helilek. Grohoft,ho kohilek, ore kritog,hno pafhondo! too,i amake bilok,hyon shik,ha,ili je neech o ojogyer proti oopokar koron kemon obichar. E,i kohi,ya, ek koot,haree oot,ha,i,ya shorpoke kati,ya k,hondo k,hondo korilek.

P,hol, dooshter pooshti koron ot,hoba ojogyer proti onoogroho koron amardiger shoob,ho ch inton brit,ha noshto koron iti.

SUNSKRIT.

Ushtadushu kut,ha Grameenu B,hoojungumu,yoh.

Eko Grameenus fumeecheennu munooshyuh kufyafhchit tirufkurinyas tule ekum Sureefripum fheetartum murunapunnum drishtwa, unookum.

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'ওরিয়েন্টাল ফেবুলিষ্ট'

গ্রন্থের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

(পৃষ্ঠা ১৬৬)

মহিমায় চিরকাল বিরাজ করিবে। এই পুস্তকের যে কোনও স্থান উদ্ধৃত করিয়া রামরাম বসুর ভাষারীতি বুঝান যাইতে পারে। যথা—

ইহাতে বাদসাহ উহাকে সন্তুষ্ট হইয়া ওজিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ কেটা। পরে ওজির প্রতাপাদিত্যের দিগে দৃষ্টিপাত করিলে প্রতাপাদিত্য ফের আদব বাজাইয়া নিবেদন করিলেন যাহাঁপনা গোলামের নাম প্রতাপাদিত্য বঙ্গদেশের যশহর চাকলা ওগএরহের জমিদার বিক্রমাদিত্যের তরফ লোক। এ সমস্ত ওজির পুনরায় নিবেদন করিলেন বাদসাহের সম্মুখে। ইহাতে বাদসাহের অনুমতিতে ওজির উহাকে খেলাত দিয়া সম্ভ্রান্ত করিলেন।—দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা সংস্করণ, পৃ. ২৭।

ভাষা ও শব্দসম্পদের দৈন্য যে দুঃসাহসী সাহিত্যিককে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' তাহার একটি প্রমাণ। সে যুগের পাঠকেরা যদি এই পুস্তক পড়িয়া অর্থ পরিগ্রহ করিয়া থাকেন তাহা হইলে ফার্সী ভাষায় যে তাঁহাদিগকে রীতিমত পাঠ লইতে হইত, এই সত্যটাই মানিতে হইবে।

'লিপি মালা'র বাংলা আখ্যাপত্রটি এইরূপ—

লিপি মালা | পুস্তক।— | রাম রাম বসুর রচিত।— | শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।— | ১৮০২।—

'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ও 'লিপি মালা'র মাঝখানে পণ্ডিত ও শিল্পী মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছেন; বিশৃঙ্খল শব্দচমূকে আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া কাজে লাগাইবার কৌশল তাঁহার সহজাত ছিল। রামরাম বসু যে মাত্র এক বৎসরের মধ্যে তাঁহার আদর্শে অনেকখানি শক্তি অর্জ্জন করিয়াছেন তাহার প্রমাণ 'লিপিমালা'য় আছে। নিরঙ্কুশ রামরাম বসু এই পুস্তকে আশ্চর্য্য দক্ষতার সহিত রীতিবৈচিত্র্যও প্রকাশ করিয়াছেন। সূচনাতেই তিনি বলিতেছেন—

এখন এ স্থলের অধিপতি ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরা তাহারা এ দেশীয় চলন ভাষা অবগত নহিলে রাজ ক্রিয়া ক্ষম হইতে পারেণ না ইহাতে তাহারদিগের আকিঞ্চন এখানকার চলন ভাষা ও লেখা পড়ার ধারা অভ্যাস করিয়া সর্ব্ববিধ কার্য্য ক্ষমতাপন্ন হয়েন। এতদর্থে এ ভূমীয় যাবদীয় লেখা পড়ার প্রকরণ দুই ধারাতে গ্রন্থিত করিয়া লিপি মালা নাম পুস্তক রচনা করা গেল।—পৃ. ৩-৪।

যে রামরাম বসু ফার্সী শব্দকোষের সহায়তা ব্যতিরেকে তাঁহার পূর্ব্ব গ্রন্থের একটি বাক্যও সম্পূর্ণ রচনা করিতে পারেন নাই, তিনিই 'লিপি মালা'য় লিখিলেন—

এই মতে প্রেমাশক্ত সতীও মাতাকে প্রণাম করিয়া আর২ সমস্ত ভগিনী ও অমাত্যগণকে সম্ভাষ করিয়া যজ্ঞ স্থানে পিতার নিকটে যাইয়া প্রণাম করিলে দক্ষ তাহাকে দেখিবা মাত্রেই হরকোপে কোপির্ত হইয়া শিব নিন্দায় প্রবর্ত্ত হইল। কহিল কন্যে তুমি কিমর্থে এখানে আসিয়াছ তোমার স্বামী ভূতের পতি শ্মশান মসানে তাহার অবস্থিতি হাড় মালা

গলায় সাপ লইয়া তাহার খেলা বাদিয়ার বেশ তোমার কপাল মন্দ অতএব এমত ঘটনা তোমাকে হইয়াছে আমি তাহাকে নিমন্ত্রণ করিলাম না। এ দেবসভা আমি ব্রহ্মার পুত্র বাদিয়ার নিমন্ত্রণ দেবসভায় হইতে পারে না। সতী কহিলেন পিতা এমত কুৎসা মহাদেবের প্রতি কহ কেন মহাদেব দেবদেব ব্রহ্মা বিষ্ণু ইত্যাদি যাহার পদযুগে শরণাগত যে হর মহাবীর ত্রিপুরাসুরকে সংহার করিলেন যে হর কালকূট পান করিয়া সৃষ্টি রক্ষা করিলেন তাহাকে কুৎসা বাক্য তোমা ব্যতিরেক কেহ কহে না তুমি এ অনুচিত ক্রিয়া কেন কর।·· এই সকল বাক্যে দক্ষ পুনর্ব্বার শিব নিন্দা করিতে প্রবর্ত্ত হইলে সতী মহা ক্রোধে উত্থান করিয়া কহিতেছেন পিতা সকলের উপযুক্ত গুরু নিন্দা শ্রবণে লোক নিন্দকের শির ছেদন করিবেক নতুবা নিজ প্রাণ ত্যাগ করিবেক কিম্বা সে স্থান ত্যাগ করিবেক আমি আপন প্রাণ ত্যাগ করিব তোমার আত্মজা তনু আর রাখিব না এই কহিয়া বসন আটিয়া পরিয়া যাইয়া মধ্যস্থানে বসিয়া শিব রূপ ধ্যানে প্রাণ ত্যাগ করিলেন।—'লিপি মালা' (১৮০২), পৃ. ১১১-১৩।

যাঁহারা শুধু 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' দেখিয়া রামরাম বসুর ভাষার যৎপরোনাস্তি নিন্দা করিয়াছেন, তাঁহারা একটু পরিশ্রম করিয়া 'লিপি মালা' গ্রন্থখানি পাঠ করিলে নিঃসংশয় হইতে পারিতেন যে তিনি মাত্র এক বৎসরের মধ্যেই সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অন্বয়ের দোষ পুরাপুরি পরিহার করিয়া প্রসাদগুণবিশিষ্ট সুপাঠ্য ভাষা রচনা করিতে পারিয়াছিলেন, অপ্রচলিত শব্দের জন্যও তাঁহাকে ফার্সী শব্দকোষের আশ্রয় লইতে হয় নাই। রামরাম বসুর প্রতি এই অবিচার বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসে কলঙ্কেরই অধ্যায়।

ভূমিকা ও গ্রন্থশেষে বট, কড়া, পণ, শতক ও ভূমির অঙ্ক সম্বলিত "অঙ্কমালা" অধ্যায় ছাড়া 'লিপি মালা'র প্রথম ধারায় রাজা অন্য রাজাকে দশখানি, রাজা চাকরকে পাঁচখানি মোট পনেরটি লিপি; দ্বিতীয় ধারায় সামাজিক (পিতা পুত্রকে, গুরু লঘুকে, সমান সমানকে, চাকর মনিবকে, মনিব চাকরকে ইত্যাদি) ২৫ খানি, সর্ব্বসমেত চল্লিশটি লিপি আছে। প্রত্যেকটি লিপিই মূল্যবান্। রামরাম বসুর ভাষা শেষ পর্য্যন্ত কতদূর সহজবোধ্য হইয়াছিল, তাহা বুঝাইবার জন্য "সামান্য চাকরকে লিখিত মনিবে"র পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

তোমার পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম শ্রীকানাইদাস মাঝী প্রভৃতি যে তিন নৌকার চালান লইয়া গিয়াছিল তাহাতে সে তিন ভরা কাষ্ঠ ভবানীপুর গ্রামে কাটী গঙ্গার মধ্যে রাখিয়া শ্রীকানাইদাস মাঝী কল্য এখানে আসিয়াছে ভরা অদ্যাপি বিক্রী হয় নাই অতএব তুমি পত্র পাঠ ভবানীপুর গ্রামে যাইয়া পাঁচ সাত দিবস সেই স্থানে থাকিয়া তিন ভরা কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া টাকা শীঘ্র পাঠাইবা এখানে বাটীর ব্যসনের বড়ই অপ্রতুল হইয়াছে এবং আর কএকখান নৌকার চালান দিতে হইবেক আমি এখান হইতে কানাই মাঝিকে শীঘ্র বিদায় করিব তুমি তাহার অপেক্ষা করিবা না আর ওখানে কি মত চোদ্দ পদ ও যোল পদ নৌকার

ভরা বিক্রী হইতেছে তাহা জানিয়া লিখিবা তোমার বাটী হইতে পরশ্বঃ এক লোক এথানে আসিয়াছিল তাহার মারফত তোমার খুড়া লিখিয়াছিলেন তুমি অদ্য চারি মাস বাটী হইতে আসিয়াছ সমাচার কিছুই লেখহ না এবং টাকা কড়ি কিছুই পাঠাও না ···। 'লিপি মালা' (১৮০২) পৃ. ২২৮-২৯।

এই সামান্য দৃষ্টান্তগুলি হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে রামরাম বসু বাংলা-গদ্যের শুধু আদি লেখকই নহেন, নিঃসন্দেহে এক জন ভাল লেখক। এই শেষোক্ত পরিচয়ে যে কারণেই হউক তিনি পরিচিত নহেন। মৃত্যুঞ্জয়ের মত একজন শাস্ত্রজ্ঞ অগাধ পাণ্ডিত্য সম্পন্ন ব্রাহ্মণ যাহা করিয়াছিলেন রামরাম বসু যে তাহারই সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আদিপুরুষের গৌরব তিনি পাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কৃতিত্বের গৌরব পান নাই। বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস যথাযথ লিখিতে বসিয়া রামরাম বসুর সেই গৌরব আমাদিগকে দিতেই হইবে।

গোলোকনাথ শর্ম্মা

'হিতোপদেশ'-প্রণেতা গোলোকনাথ শর্ম্মার কোনও পরিচয় এতাবৎকাল কেহ প্রকাশ করেন নাই। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত, সহকারী পণ্ডিত অথবা মুন্‌শীদের তালিকাতেও গোলোকনাথের নাম নাই। তাঁহার সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র জানা আছে যে, ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে সংস্কৃত হিতোপদেশের যে বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়, গোলোকনাথ পণ্ডিত বা গোলোকনাথ শর্ম্মা তাহার লেখক। এই পুস্তকের দুই-চারি খণ্ড এখনও এখানে-সেখানে বিদ্যমান আছে এবং এতকাল পর্য্যন্ত এই পুস্তকের পরিচয়ই গোলোকনাথ শর্ম্মার একমাত্র পরিচয় ছিল।

শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশনরীদের 'পিরিয়ডিক্যাল অ্যাকাউন্টসে' (প্রথম দুই খণ্ড) প্রকাশিত জন টমাস ও উইলিয়ম কেরীর বিভিন্ন সময়ে লিখিত পত্রাবলী হইতে গোলোকনাথ শর্ম্মার সামান্য কিছু পরিচয় আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছি, কিন্তু ইহাও এত যৎসামান্য যে, আমাদের কৌতূহল নিবৃত্তি হয় না। এই সামান্য পরিচয়টুকুও আবার সিঁড়িভাঙা অঙ্কের মত অনেক ধাপ ভাঙিয়া বাহির করিতে হইয়াছে।

মালদহ হইতে জন টমাসের আহ্বানে মদনাবাটীর নীলকুঠির অধ্যক্ষের চাকুরি লইয়া কেরী যখন নৌকাযোগে সুন্দরবন অঞ্চল হইতে যাত্রা করেন, তখন তাঁহার মুন্‌শী রামরাম বসু সঙ্গে ছিলেন। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি মদনাবাটী পৌঁছেন; টমাস তখন বারো মাইল দূরে মহীপালদীঘির নীলকুঠিতে অধ্যক্ষতা করিতেছেন। জন টমাস বাংলা ও সংস্কৃত শিখিবার জন্য এই সময়েই এক জন স্থানীয় পণ্ডিতকে নিযুক্ত করেন। এই পণ্ডিতই যে গোলোকনাথ শর্ম্মা, তাহা মনে করিবার পরোক্ষ কারণ আছে। ১৭৯৫ সনের ১লা নবেম্বর হইতে ১৭৯৬ সনের ২৬ জানুয়ারি তারিখের মধ্যে লেখা টমাসের ডায়ারি 'পিরিয়ডিক্যাল

অ্যাকাউন্টস' প্রথম খণ্ড ৪র্থ সংখ্যার ২১৮-২৯৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে। ইহার এক স্থলে টমাস লিখিয়াছেন, আমার পণ্ডিত যে "হিন্দু ফেব্‌ল্‌স' অনুবাদ করিতেছেন, তাহার মধ্য হইতে তিনটি গল্প বাছিয়া আমি তাহার ইংরেজী অনুবাদ ডক্টর রাইল্যাণ্ডের নিকট পাঠাইলাম। গল্প তিনটি এই—(1) Crow and the Deer, (2) Old Dove and the young ones—Snare, (3) Jackals and Elephant. ১৮০১ সনের ১৫ই জুন উইলিয়ম কেরী ডক্টর রাইল্যাণ্ডকে যে পত্র লেখেন, তাহার এক স্থলে আছে—

Our Pundit has, also, nearly translated the Sunscrit fables, one or two of which brother Thomas sent you, which we are going to Publish.

১৮০১ সনেই এই গল্পগুলি প্রকাশিত হয় এবং ইহাই গোলোকনাথ শর্ম্মার 'হিতোপদেশ'। ইতিপূর্ব্বে সকলেই কেরীর এই পত্রে লিখিত "Our Pundit" অর্থে ভুল করিয়া মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে বুঝিয়াছেন।

এই গোলোকনাথ পণ্ডিতের ভ্রাতা কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় ১৭৯৫ সনের প্রারম্ভেই কেরীর পণ্ডিতরূপে নিযুক্ত হন, ইনি কিশোর বয়স্ক ছিলেন এবং ইঁহার কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট ছিল। এই কাশীনাথ পরবর্ত্তী কালের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন নহেন।

সুতরাং অনুমান করা যায়, গোলোকনাথ শর্ম্মার সম্পূর্ণ নাম গোলোকনাথ মুখোপাধ্যায় এবং মহীপালদীঘির (বর্ত্তমানে দিনাজপুর জিলার অন্তর্গত) কাছাকাছি কোনও স্থানে তাঁহার নিবাস ছিল। ইনি ১৭৯৪ সন হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত মিশনরীদের সহিত যুক্ত ছিলেন; কেরী যখন মালদহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরামপুরে আগমন করেন, গোলোকনাথও তাঁহার সহিত আসিয়াছিলেন। টমাসের নির্দ্দেশে রচিত হিতোপদেশের গল্পগুলিই ১৮০১ সনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্য পুস্তকরূপে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে তাঁহার মৃত্যু হয়। 'পিরিয়ডিক্যাল অ্যাকাউন্টসে'র ত্রয়োদশ সংখ্যায় (২য় খণ্ড) ৪০৯-৪১২ পৃষ্ঠায় জোশুয়া মার্শম্যানের জার্নালে এই মৃত্যুর উল্লেখ আছে। ২রা জুলাই (১৮০৩) তিনি লিখিয়াছেন—

Our brahman (not a professor, but employed by them) Golook Naut is dead, at his own house, whither he had gone for his health. He died in all the superstition of Hindoo idolatry.

১৩ই আগষ্ট লিখিতেছেন—

We learnt by a letter from brother Fernandez* to-day, that our brahman's wife was *burnt with him*. Although we have his two

* ইনি দিনাজপুরের একজন মোমবাতির ব্যবসায়ী ছিলেন, পরে মিশনের কাজে যোগদান করেন।

brothers and other relations about us, they so sedulously concealed it, that we were totally ignorant of it till now. We, however, thought it now our duty to bear a testimony against this infernal practice, by discharging the elder brother who kindled the fire, from our service for ever, as a man whose hands are stained with blood.

গোলোকনাথ সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কিছু জানিবার উপায় নাই। 'হিতোপদেশ' ছাড়া গোলোক শর্ম্মা লিখিত অন্য কোনও পুস্তক বা পুস্তিকার সন্ধান পাওয়া যায় না। 'হিতোপদেশে'র আখ্যাপত্র এইরূপ —

হিতোপদেশ।—
সংগ্রহ ভাষাতে—
গোলোক নাথ শর্ম্মণা ক্রিয়তে।—
শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—
১৮০১—

আখ্যাপত্র সহ পুস্তকের পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৪৭।

গোলকনাথের 'হিতোপদেশে'র অংশবিশেষ যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য লিখিত বাংলা পুস্তকাবলীর প্রাচীনতম রচনা (১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দ), তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহার ভাষা অপেক্ষাকৃত সরল। সংস্কৃতের অনুবাদ বলিয়া ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হইলেও গোলকনাথের নিজস্ব বাক্যরীতি প্রশংসনীয়। মৃত্যুঞ্জয়ের দুরূহ পাণ্ডিত্য এবং রামরাম বসুর নিরঙ্কুশ বিজাতীয় শব্দপ্রয়োগ গোলক শর্ম্মার 'হিতোপদেশে' নাই। কিছু নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি।

কোন নদীর তীরেতে পাটলীপুত্র নামধেয় এক নগর আছে সে স্থানে সর্ব্ব স্বামী গুণোপেত সুদর্শন নামে রাজা ছিল। সেই রাজা এক কালে কোন কাহার মুখে দুই শ্লোক শুনিলেন তাহার অর্থ এই শাস্ত্র সকলের লোচন অতএব যে শাস্ত্র না জানে সেই অন্ধ। আর যৌবন ধন সম্পত্তি প্রভুত্ব অবিবেক ইহার যদি এক থাকে তবেই অনর্থ সমুদয় থাকিলে না জানি কি হয়। ইহা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে আমার পুত্রেরা অতি মূর্খ অতএব ইহারদের কি হবে এমন্ পুত্র থাকা না থাকা তুল্য। যে পুত্র অবিদ্বান ও অধার্ম্মিক সে পুত্রের কি কার্য্য যেমন কানার চক্ষু পীড়া মাত্র। যদি পুত্র হইয়া মরিত কিংবা না হইত সে কেবল একবার দুঃখ কিন্তু মূর্খ পুত্র প্রতি পদে। বিদ্যাযুক্ত এবং সাধু যদি এক পুত্র হয় তিনি পুরুষের মধ্যে সিংহ। যেমন চন্দ্র। যাদৃশ রজনীতে চন্দ্র উদয় না হইলে কোটিং নক্ষত্রে অন্ধকার নাশ করিতে পারে না তাদৃশ এক শত মূর্খ

পুত্র জানিবা এক সুপুত্রের তুল্য নহে। অপর যে ব্যক্তি অনেক দান ও পুণ্য করে তাহার পুত্র ধনবান ও ধীবান ও ধার্ম্মিক হয়। ঋণকর্ত্তা পিতা শত্রু মাতা অপ্রিয়বাদিনী ভার্য্যা রূপবতী পুত্র অপণ্ডিত। উচ্চ বা নীচ হউক গুণবান সকল স্থানে পূজনীয়।—পৃ. ৪-৫

গোলকনাথ শর্ম্মা-প্রণীত 'হিতোপদেশে'র পরবর্ত্তী কোনও সংস্করণ হইয়াছিল বলিয়া আমাদের জানা নাই।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

কেরী ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রসঙ্গে বাংলা-বিভাগের প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের উল্লেখ বার-বার করিতে হইয়াছে। বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসে এই পুণ্যনাম আরও বহুবার উচ্চারণ করিতে হইবে। বস্তুতঃ বাংলা গদ্যের এই প্রস্তুতির কালে তাঁহার মত একজন শিল্পীর অভ্যুদয় না ঘটিলে ইতিহাস ভিন্নরূপে লিখিত হইত। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সহিত তাঁহার রসজ্ঞান যুক্ত হইয়াছিল বলিয়া বাংলা ভাষার নিতান্ত অন্ধকার-যুগেও একটা নির্দ্দিষ্ট গদ্যরীতির উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল। আদর্শের অভাবের জন্য মৃত্যুঞ্জয় ভীত হন নাই। সুদুর্জ্জয় সাহস ও আত্মনির্ভরতাবলে তিনিই সর্ব্বপ্রথম অধুনাপ্রচলিত প্রায় সকল রীতি লইয়াই পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার একার সাধনা প্রায় এক যুগের সাধনা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

দুঃখের বিষয়, বাংলা গদ্যের এই প্রথম স্রষ্টা পুরুষের সম্পূর্ণ জীবনী ও কীর্ত্তি-কাহিনী কালের ভগ্নস্তূপ ঠেলিয়া সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। যতটুকু হইয়াছে, তাহার জন্য সম্পূর্ণ গৌরব ঐতিহাসিক সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রাপ্য। তিনিই অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অধ্যবসায় সহকারে মৃত্যুঞ্জয়ের সহিত এ যুগের বাঙালীর পরিচয় সাধন করাইয়াছেন। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস হইতে তাঁহার সম্পাদনায় প্রকাশিত 'মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী'র ভূমিকায় তিনি মৃত্যুঞ্জয় সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

জন ক্লার্ক মার্শম্যান প্রমুখ অনেকের মতে মৃত্যুঞ্জয় ওড়িয়া ছিলেন; কেহ কেহ তাঁহাকে মেদিনীপুরবাসী বলিয়াছেন। আমরা সন্ধান করিয়া যত দূর জানিয়াছি, তাহাতে অনুমান হয়, রাঢ় দেশ হইতে তাঁহার কোনও পূর্ব্বপুরুষ উড়িষ্যার অন্তর্গত ভদ্রকে গিয়া বসবাস করিয়া থাকিবেন। এই কারণে তাঁহার ওড়িয়া-খ্যাতি হওয়া স্বাভাবিক। ভদ্রক সেকালে মেদিনীপুর এলাকার অন্তর্ভুক্ত থাকাও অসম্ভব নহে। অনুমান ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি চট্টোপাধ্যায়বংশ-সম্ভূত কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং কার্য্যব্যপদেশে কলিকাতার বাগবাজার অঞ্চলে রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীটে বাস

স্থাপন করিয়াছিলেন। ১২৯৫ সালের মাঘ মাসের 'নবজীবন' পত্রিকায় সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার মৃত্যুঞ্জয়-সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাহাতে উল্লিখিত আছে যে, মৃত্যুঞ্জয় ১৭৬২।৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ করেন; কৈশোরে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা নাটোরে তত্রত্য সভাপণ্ডিতের নিকট এবং যৌবনে তিনি কলিকাতার অধিবাসী। জীবনের পরবর্ত্তী কাল তিনি কলিকাতাতেই অতিবাহিত করেন।

১৮০১ সনের ৪ঠা মে তারিখে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার পাদরি উইলিয়ম কেরীর অধীনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের প্রধান পণ্ডিতরূপে নিযুক্ত হন; মাসিক বেতন দুই শত টাকা। কলেজে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই কেরীর অনুরোধে মৃত্যুঞ্জয় কলেজের ছাত্রদের জন্য বাংলা পাঠ্য পুস্তক রচনায় মনোনিবেশ করেন। তাঁহার সর্ব্ব-প্রথম পুস্তক 'বত্রিশ সিংহাসন'—ইহার জন্য তিনি কেরীর সুপারিসে কলেজকর্ত্তৃপক্ষের নিকট পুরস্কারস্বরূপ দুই শত টাকা পাইয়াছিলেন। 'বত্রিশ সিংহাসন' ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে কলেজের নূতন ব্যবস্থানুসারে সিবিলিয়ান ছাত্রদের সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী করিবার জন্য এক জন পণ্ডিতের প্রয়োজন হয়। এ ক্ষেত্রেও কেরীর সুপারিসে মৃত্যুঞ্জয়কে বহাল করা হয়। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি অর্থাৎ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রায় পনরো বৎসর অধ্যাপনা করিবার পর মৃত্যুঞ্জয়ের পাণ্ডিত্যখ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া তদানীন্তন সুপ্রীম-কোর্টের প্রধান বিচারপতি তাঁহাকে কোর্টের পণ্ডিতরূপে গ্রহণ করিবার বাসনা প্রকাশ করেন। মৃত্যুঞ্জয় দুইশত টাকা বেতনে কলেজে ঢুকিয়াছিলেন, পনরো বৎসরেও তাঁহার বেতন বৃদ্ধি হয় নাই। ইহার কারণ, কলেজের আর্থিক অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হইয়াই চলিয়াছিল। মৃত্যুঞ্জয় এই সুযোগ পরিত্যাগ করিলেন না; ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ জুলাই তারিখে তিনি কলেজে পদত্যাগপত্র দাখিল করেন।

ইহার পর মৃত্যুঞ্জয় সুপ্রীম-কোর্টের বিচারপতি সার্ ফ্রান্সিস ম্যাক্‌নটেনের অধীনে জজ-পণ্ডিতের কাজ করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি এই কাজ হইতে চারি মাসের অবসর গ্রহণ করিয়া তীর্থ ভ্রমণে বাহির হন এবং কাশী, প্রয়াগ, গয়া প্রভৃতি তীর্থস্থান দেখিয়া কলিকাতা ফিরিবার পথে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে মুর্শিদাবাদে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৮১৯ সনের ১৯এ জুন তারিখের 'সমাচার দর্পন' পত্রিকায় তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ প্রকাশিত হয়।

মৃত্যুঞ্জয় শুধু অধ্যাপক পণ্ডিতই ছিলেন না, সেকালের অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। হিন্দু কলেজ স্থাপনের পূর্ব্বে উক্ত কলেজের নিয়মাবলী প্রণয়নের জন্য দেশী বিদেশী পণ্ডিতদের লইয়া যে সমিতি গঠিত হয়, তিনি তাহার সভ্য ছিলেন। তিনি কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটিরও পরিচালক-সমিতির এক জন সদস্য ছিলেন।

মৃত্যুঞ্জয়ের শাস্ত্রজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সে যুগে প্রবাদবাক্যের মত ছড়াইয়া

পড়িয়াছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপনা এবং সুপ্রীম-কোর্টে জজ-পণ্ডিতী ছাড়াও তিনি তাঁহার বাগবাজারের গৃহে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত চতুষ্পাঠীতে ১৫ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিত। রামমোহন রায়ের সাক্ষ্য হইতে জানা যায়, সে যুগে মৃত্যুঞ্জয় উপনিষদ্ ও বেদান্তদর্শন রীতিমত চর্চ্চা করিতেন। রাজপুরুষেরা তাঁহার নিকটে নানাবিধ সামাজিক ও আইনঘটিত ব্যাপারেও বিধান লইতেন। তন্মধ্যে সহমরণবিষয়ক বিধান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মৃত্যুঞ্জয় ১৮১৭ সনেই বিধান দিয়াছিলেন যে, "চিতারোহণ অপরিহার্য্য নয়,—ইচ্ছাধীন বিষয় মাত্র। অনুগমন এবং ধর্ম্ম-জীবনযাপন, এই উভয়ের মধ্যে শেষটিই শ্রেয়তর। যে স্ত্রী অনুমৃতা না হয় অথবা অনুগমনের সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হয়, তাহার কোন দোষ বর্ত্তে না।" ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের সহমরণ-বিষয়ক প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হয়।

মৃত্যুঞ্জয়ের রচিত বাংলা পুস্তকগুলির সহিতই আমাদের এই ইতিহাসের সম্পর্ক। ব্রজেন্দ্রবাবু তাঁহার সকল পুস্তক লইয়াই আলোচনা করিয়াছেন। তাহার তালিকা এইরূপ—

১। বত্রিশ সিংহাসন, ১৮০২

২। হিতোপদেশ, ১৮০৮

৩। রাজাবলি, ১৮০৮

৪। বেদান্ত চন্দ্রিকা, ১৮১৭

৫। প্রবোধ চন্দ্রিকা, ১৮৩৩ (রচনা ১৮১৩)

ইহা ছাড়া তিনি উইলিয়ম কেরীকে তাঁহার কথোপকথন, সংস্কৃত হিতোপদেশ ও সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনায় সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রামজয় তর্কালঙ্কারের 'সাংখ্য ভাষা সংগ্রহ' পুস্তকের রচনাতেও মৃত্যুঞ্জয়ের যথেষ্ট হাত ছিল। লং ১৮০৫ সনে প্রকাশিত মৃত্যুঞ্জয়ের 'দায়রত্নাবলী'র উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু সে পুস্তক পাওয়া যায় নাই। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কাগজপত্রে ব্রজেন্দ্রবাবু "Literary Notices" বিভাগে হিন্দুদিগের আচার-ব্যবহার সম্পর্কে লিখিত মৃত্যুঞ্জয়ের একটি পুস্তকের নাম পাইয়াছেন। সে পুস্তকের উল্লেখও অন্যত্র তিনি দেখেন নাই।

বাংলা গদ্য-সাহিত্যে মৃত্যুঞ্জয়ের খ্যাতি বিশেষ করিয়া তাঁহার 'রাজাবলি' ও 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'র জন্য। 'রাজাবলি' বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ভারতবর্ষের প্রথম ধারাবাহিক ইতিহাস এবং 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'য় নানা কৌতুকের গল্পচ্ছলে বাংলা গদ্যরীতি শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'র গুরুত্বও বড় কম নয়। এতাবৎকাল আমাদের ধারণা ছিল—বাংলা ভাষাতে দুরূহ শাস্ত্রীয় বিচার এবং দার্শনিক যুক্তিমূলক রচনা রামমোহনই সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তন করেন। 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' 'বেদান্ত গ্রন্থে'র দুই বৎসর পরে প্রকাশিত হইলেও ইহার ভাষা ও রচনাভঙ্গী হইতে নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয় যে, ঐ ভাষা ও ভঙ্গী সম্পূর্ণ

মৃত্যুঞ্জয়ের নিজস্ব এবং বেদান্তাদি দুরূহ বিষয়ের চর্চা মৃত্যুঞ্জয় স্বাধীনভাবে পূর্ব্ব হইতেই করিতেছিলেন।

'বত্রিশ সিংহাসন'—কলেজের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হইয়া ১৮০২ সনে প্রকাশিত হয়। আখ্যাপত্রটি এইরূপ ছিল—

বত্রিশ সিংহাসন।—| সংগ্রহ ভাষাতে।—| মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণা ক্রিয়তে।—| শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—| ১৮০২।

উপক্রমণিকা ও বত্রিশটি পুত্তলিকার বত্রিশটি কাহিনী, পৃ. ২১০। ভাষা সহজ, সরল; রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র ভাষার সহিত ইহার আকাশ-পাতাল প্রভেদ। মৃত্যুঞ্জয় রামরাম বসুর আদর্শে রচনা করেন নাই। 'বত্রিশ সিংহাসনে' তিনি সংস্কৃতানুসারিণী এবং চলিত-ঘেঁষা, উভয়বিধ রীতিই প্রয়োগ করিয়াছেন, অথচ শেষোক্ত পদ্ধতিতে বৈদেশিক বা বিজাতীয় শব্দ কদাচিৎ ব্যবহার করিয়াছেন। 'বত্রিশ সিংহাসন' হইতেই মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষায় লক্ষ্য করিবার বিষয়—তাঁহার সতেজ প্রকাশভঙ্গী এবং সরল শব্দবিন্যাস। রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ও 'লিপিমালা'; কেরীর 'ডায়ালগ্‌স...' এবং গোলোক শর্ম্মার 'হিতোপদেশ'—'বত্রিশ সিংহাসনে'র পূর্ব্বগামী ও সাময়িক হইলেও পরবর্ত্তী বাংলা গদ্য-সাহিত্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। কিন্তু 'হিতোপদেশ,' 'রাজাবলি' ও 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'য় 'বত্রিশ সিংহাসনে'র ভাষাই উত্তরোত্তর পরিপুষ্টি লাভ করিয়া, শেষ পর্য্যন্ত বিদ্যাসাগরী রীতিতে স্থায়ী হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যে মৃত্যুঞ্জয়ই প্রাণবান্ গদ্যের প্রথম স্রষ্টা।

বেতালপঞ্চবিংশতি এবং বত্রিশ সিংহাসন জাতীয় গল্প বহুকাল হইতেই এদেশে প্রচলিত। সংস্কৃত গদ্য-পদ্যে রচিত একাধিক বত্রিশ সিংহাসন এখনও দেখা যায়। এই গল্পগুলিতে অনেকে বৌদ্ধ প্রভাব দেখিয়াছেন। মহাকবি কালিদাসের নামেও একটি বত্রিশ সিংহাসন প্রচলিত আছে। মৃত্যুঞ্জয় ইহার কোনটিকে তাঁহার আদর্শ-রূপে গ্রহণ করিয়া অনুবাদ করিয়া থাকিবেন। অনুবাদ হইলেও ভাষা অত্যধিক সংস্কৃত-প্রধান নয়—মৃত্যুঞ্জয়ের প্রথম রচনার ইহাই বিশেষত্ব এবং গোলক শর্ম্মার উপরে এখানেই তাঁহার প্রাধান্য। ভাষার নমুনা-স্বরূপ কয়েকটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত 'মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী'র পৃষ্ঠা-সংখ্যা সর্ব্বত্র দেওয়া হইল।

১। দক্ষিণ দেশে ধারা নামে এক পুরী ছিল সেই নগরের নিকটে সম্বদকর নামে এক শস্য ক্ষেত্র থাকে তাহার কৃষকের নাম যজ্ঞদত্ত সেই কৃষক শস্য ক্ষেত্রের চতুর্দিগে পরিখা করিয়া তাল তমাল পিয়াল হিন্তাল বকুল আম্র আম্রাতক চম্পক অশোক কিংশুক বক গুবাক নারিকেল নাগকেশর মাধবী মালতী যুথী জাতী সেবতী কদলী দাড়িমী তগর কুন্দ মল্লিকা দেবদারু প্রভৃতি নানা জাতীয় বৃক্ষ রোপণ করিয়া এক উদ্যান করিয়া আপনি সেই উদ্যানের মধ্যে থাকে। সেই উপবনের নিকট নিবিড় ভয়ানক বন ছিল সে বনহইতে হস্তী ব্যাঘ্র মহিষ

গাণ্ডার বানর বনশূকর শশক ভালুক হরিণাদি অনেক পশু জন্তু আসিয়া শস্য প্রত্যহ নষ্ট করে এ জন্য যজ্ঞদত্ত অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া শস্য রক্ষার কারণ ক্ষেত্রের মধ্যে এক মঞ্চ করিয়া আপনি তথাতে থাকিল। মঞ্চের উপর যতক্ষণ বসিয়া থাকে ততক্ষণ রাজাধিরাজের যেমত প্রতাপ ও শাসন ও মন্ত্রণা সেই মত প্রতাপ ও শাসন ও মন্ত্রণা কৃষক করে যখন মঞ্চ হইতে নামে তখন জড়ের প্রায় থাকে। ইহা দেখিয়া কৃষকের পরিজন লোকেরা বড়ই বিস্মিত হইয়া পরস্পর কহে এ কি আশ্চর্য্য। এই বৃত্তান্ত লোক পরম্পরাতে ধারাপুরীর রাজা ভোজ শুনিলেন। অনন্তর রাজা কৌতুকাবিষ্ট হইয়া মন্ত্রী সামন্ত সৈন্য সেনাপতির সহিত মঞ্চের নিকটে গিয়া কৃষকের ব্যবহার প্রত্যক্ষ দেখিয়া আপনার অত্যন্ত বিশ্বাসপাত্র এক মন্ত্রীকে মঞ্চের উপরে বসাইলেন। সেই মন্ত্রী যাবৎ মঞ্চের উপরে থাকে তাবৎ রাজাধিরাজের প্রায় প্রতাপ ও শাসন ও মন্ত্রণা করে। ইহা দেখিয়া রাজা চমৎকৃত হইয়া বিচার করিলেন যে এ শক্তি মঞ্চের নয় এবং কৃষকেরো নয় এবং মন্ত্রীর নয় কিন্তু এ স্থানের মধ্যে চমৎকার কোনহ বস্তু আছেন তাহারি শক্তিতে কৃষক রাজাধিরাজ প্রায় হয়। ইহা নিশ্চয় করিয়া দ্রব্যের উদ্ধার কারণ সেই স্থান খনন করিতে মহারাজ আজ্ঞা দিলেন। আজ্ঞা পাইয়া ভৃত্যবর্গেরা খনন করিল। তৎপর সেই স্থান হইতে প্রবাল মুক্তা মাণিক্য হীরক সূর্য্যকান্ত চন্দ্রকান্ত নীলকান্ত পদ্মরাগ মণিগণেতে জড়িত বত্রিশ পুত্তলিকাতে শোভিত তেজোময় এক দিব্য রত্নসিংহাসন উঠিলেন।—উপক্রমণিকা, পৃ. ৩

২। এই কালে এক ব্যাঘ্র সেখানে আইল ব্যঘ্রকে দেখিয়া বিজয়পাল গাছের উপরে চড়িলেন সেই গাছে এক বানর ছিল। সেই বানর রাজপুত্রকে কহিল হে রাজপুত্র কিছু ভয় নাহি উপরে আইস। বানরের কথা শুনিয়া রাজপুত্র উচ্চেতে গেলেন। সন্ধ্যাকাল হইলে রাত্রিতে রাজকুমারের আলস্য দেখিয়া বানর কহিলেন হে রাজপুত্র বৃক্ষের নামতে ব্যাঘ্র আছে তুমি আমার ক্রোড়ে নিদ্রা যাও রাজপুত্র সেইরূপ নিদ্রা গেলেন। —প্রথম পুত্তলিকার কথা, পৃ. ৯

৩। হে মহারাজ শুন রাজলক্ষ্মী কখন কাহাতেও স্থির হইয়া থাকেন না। রক্তমাংস মলমূত্র নানাবিধ ব্যাধিময় এ শরীরও স্থির নয় এবং পুত্র মিত্র কলত্র প্রভৃতি কেহ নিত্য নয় অতএব এ সকলে আত্যন্তিক প্রীতি করা জ্ঞানী জনের উপযুক্ত নয় প্রীতি যেমন সুখদায়ক বিচ্ছেদে ততোধিক দুঃখদায়ক হন অতএব নিত্য বস্তুতে মনোভিনিবেশ জ্ঞানীর কর্ত্তব্য। নিত্য বস্তু সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরম পুরুষ ব্যতিরেক কেহ নয় তাঁহাতে মন সুস্থির হইলে জীব অসার সংসার কারাগার হইতে মুক্ত হন। —পঞ্চদশী পুত্তলিকার কথা, পৃ. ২৭

১৮০৮ সনে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ (পৃ. ১৯৮) এবং ১৮১৮ সনে তৃতীয় সংস্করণ (পৃ. ১৪৪) প্রকাশিত হয়। ১৮১৬ সনে "লন্দন মহা নগরে চাপা" একটি সংস্করণ বাহির হয়।

'হিতোপদেশ'—১৮০৮ সনে প্রকাশিত হয়, পৃ. ২৪৩। আখ্যাপত্র এইরূপ—

পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি নীতিশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত। | মিত্রলাভ সুহৃদ্ভেদ বিগ্রহ সন্ধি। | এতচ্চতুষ্টয়াবয়ব বিশিষ্ট হিতোপদেশ।—| বিষ্ণুশর্ম্মকর্ত্তৃক সংগৃহীত। | বাঙ্গালা ভাষাতে। | মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণা ক্রিয়তে। —| শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—| ১৮০৮।—|

'হিতোপদেশে'র ভাষা 'বত্রিশ সিংহাসন' অপেক্ষা অধিক সংস্কৃত-ঘেঁষা। ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্রের ভাষা এমন সরল ও সুখপাঠ্য যে, অনুবাদে মৃত্যুঞ্জয়কে কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন সাধনের পরিশ্রম করিতে হয় নাই; তিনি যথাযথ মূলের আদর্শ বজায় রাখিয়া গিয়াছেন। গোলোকনাথও তাহাই করিয়াছেন, কিন্তু উভয় অনুবাদের তুলনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, মৃত্যুঞ্জয়ের নিজস্ব সাহিত্যবুদ্ধি অনুবাদকেও কতখানি সরস করিয়া তুলিয়াছে। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

নর্ম্মদাতীরে এক অতিবড় শাল্মলি বৃক্ষ থাকে সেই তরুতে আপন চঞ্চুকরণক নির্ম্মিত নীড়-মধ্যে পক্ষিরা বর্ষাতেও সুখেতে বাস করে। অনন্তর নীলবর্ণ ছবির তুল্য মেঘসমূহেতে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইলে পরে স্থূল ধারাতে অতিবড় বৃষ্টি হইল সেই তরুতলেতে বানরের-দিগকে আর্দ্রীভূত শীতার্ত্ত কম্পিতকলেবর দেখিয়া করুণাপ্রযুক্ত পক্ষিরা কহিল ওহে বানরেরা শুন আমারদিগের কর্ত্তৃক চঞ্চুমাত্রেতে আহৃত তৃণকরণক নীড় নির্ম্মিত হইয়াছে পাণি পাদাদিবিশিষ্ট তোমরা কেন এই প্রকারে অবসন্ন হইতেছ তাহা শুনিয়া জাতক্রোধ বানরেরা আলোচনা করিল বায়ুরহিত নীড় মধ্যে অবস্থানপ্রযুক্ত সুখী পক্ষিরা আমারদিগকে নিন্দা করিতেছে ভাল বৃষ্টির উপশম হউক। তাহার পর জলবর্ষণ নিবৃত্তি হইলে সেই মর্কটেরা বৃক্ষ আরোহণ করিয়া সকল বাসা ভাঁগিল তাহারদিগের অণ্ড সকলও নীচেতে ফেলাইয়া দিল। পৃ. ৮৭-৮৮

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিষ্ণু শর্ম্মা রচিত প্রসিদ্ধ পঞ্চতন্ত্র পুস্তকের অন্ততঃ দশখানি অনুবাদ প্রকাশিত হয়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মৃত্যুঞ্জয়ের অনুবাদের পর যে অনুবাদগুলি বাহির হয়, সেগুলি যেন হুবহু মৃত্যুঞ্জয়ের অনুবাদেরই পুনর্মুদ্রণ। বস্তুতঃ মৃত্যুঞ্জয়ের এই 'হিতোপদেশ' দীর্ঘকাল বাংলা দেশে প্রভাব বিস্তার করিয়া ছিল।

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ (পৃ. ১৯৭) প্রকাশিত হয়।

'রাজাবলি'—১৮০৮ সনে বাহির হয়, পৃ. ২৯৫। আখ্যাপত্র এইরূপ—

রাজাবলি।—| সংগ্রহ ভাষাতে।—| মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণা ক্রিয়তে।—| শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—| ১৮০৮।—|

'রাজাবলি'কে অনেকে মৃত্যুঞ্জয়ের মৌলিক রচনা ধরিয়া বিচার করিয়াছেন, কিন্তু আখ্যাপত্রে "সংগ্রহ ভাষাতে" দেখিয়া সন্দেহ হয়, ইহারও কোনও সংস্কৃত আদর্শ থাকা অসম্ভব নহে। বস্তুতঃ গত বৎসরের 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এক সংস্কৃত 'রাজাবলি'র সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন।

মৃত্যুঞ্জয় ঐতিহাসিক ছিলেন না এবং 'রাজাবলি'তে আলোচ্য বিষয়সমূহ লইয়া তিনি যে গভীর গবেষণা করিয়াছিলেন, এরূপ মনে করিবারও হেতু নাই। সুতরাং এই বইখানিকেও অনুবাদের কোঠায় ফেলিতে হইবে। তবে ইহা যে বাংলা ভাষায় ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রথম ধারাবাহিক ইতিহাস, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেহ কেহ মনে করেন, মৃত্যুঞ্জয় অন্য প্রাদেশিক ভাষা হইতেও উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

'বত্রিশ সিংহাসন' ও 'হিতোপদেশে' মৃত্যুঞ্জয় তাঁহার রীতিজ্ঞানের পরিচয় দিবার সুযোগ পান নাই। কিন্তু 'রাজাবলি'তে পাইয়াছেন। এই পুস্তকে একাধিক রীতি অনুসৃত হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে তিনি বিজাতীয় শব্দ প্রয়োগেও ইতস্ততঃ করেন নাই। 'রাজাবলি'তে প্রথম গদ্যস্রষ্টা হিসাবে মৃত্যুঞ্জয়ের ক্ষমতার নিদর্শন বিশেষভাবে বিদ্যমান। এই পুস্তকের আরম্ভ ও সমাপ্তি অংশ উদ্ধৃত করিলেই বাক্যপদ্ধতির ক্রমপরিবর্ত্তন স্পষ্ট হইবে। আরম্ভ এইরূপ—

ব্রহ্মপ্রভৃতি কীট পর্য্যন্ত জীবলোকের ও ঐ জীবলোকেরদের ভূর্লোকাদি সত্য লোক পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধতন সপ্তলোক অতলাদি পাতাল পর্য্যন্ত অধস্তন সপ্তলোকরূপ নিবাস স্থানের ও অমৃত যব ব্রীহি তৃণাদিরূপ তাবদ্ভোগ্যবস্তু সকলের ও স্বস্বকর্ম্মানুসারে স্বর্গ নরক বন্ধ মোক্ষ ব্যবস্থার ও কল্প মন্বন্তর যুগাদিরূপ কাল বিভাগের কর্ত্তা পরমেশ্বর সকলের মঙ্গল করুন। পৃ. ১১৭

সমাপ্তি এইরূপ—

এইরূপে সুবে বাঙ্গালাদিতে কম্পনি বাহাদুরের অধিকার সুস্থির হইল। মহারাজ রাজবল্লভ বাহাদুর বাঙ্গালা ১২০৪ সন পর্য্যন্ত বরাবর কম্পনি বাহাদুরের খেদমত গুজারি করিয়া এই কলিকাতাতে মরিলেন। তাঁহার পুত্র মহারাজ মুকুন্দবল্লভ তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই মরিয়াছিলেন। এইরূপে ঐ মহারাজ দুর্লভরাম নিঃসন্তান হইলেন ঐ আপন মুনীব নবাব সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে নিমখারামী বৃক্ষের ফল পাইলেন অতএব স্বতঃ নিমখারাম অথচ এক শূদ্রের ঔরসেতে মহারাজ দুর্লভরামের জন্ম অতএব বিপরীত খচরস্বরূপ ঐ মহারাজ রাজবল্লভের ভাগিনেয়েরা প্রতি পুরুষের ক্রমাগত যে কিছু ধন তাহা অধিকার করিয়া ঐ মহারাজ রাজবল্লভের পুত্রবধূ ঐ মহারাজ মুকুন্দবল্লভের স্ত্রীকে এক বস্ত্রে কএক দাসী সমেত কৌশলক্রমে বাটীহইতে বাহির করিয়া দিয়া নীলবর্ণ শৃগালের ন্যায় আপনাকে মহারাজ করিয়া মানিয়া ঐ মহারাজ রাজবল্লভেরদের ঐহিক সম্ভ্রম ও পারমার্থিক সকল ধর্ম্ম লোপ করত আছে। ঐ রাজা রাজবল্লভের পুত্রবধূ এক ব্রাহ্মণের বাটীতে দুঃখেতে কাল ক্ষেপণ করত আছেন। পৃ. ১৮৯

আরম্ভ ও সমাপ্তির মাঝে মাঝে 'রাজাবলি'তে মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষা যে শিল্পাদর্শের দিক্ দিয়া কত উচ্চ স্তরে পৌছিয়াছিল, নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি কয়েকটি হইতে তাহা প্রতীয়মান হইবে। রসিক পাঠক ইহার মধ্যে বঙ্কিমী ভঙ্গীর সন্ধান পাইবেন।

যে সিংহাসনে কোটি কোটি লক্ষ স্বর্ণদাতারা বসিতেন সেই সিংহাসনে মুষ্টিমাত্র ভিক্ষার্থী

অনায়াসে বসিল। যে সিংহাসনে বিবিধপ্রকার রত্নালঙ্কারধারিরা বসিতেন সে সিংহাসনে ভস্মবিভূষিতসর্ব্বাঙ্গ কুযোগী বসিল। যে সিংহাসনে অমূল্য রত্নময় কিরীটধারি রাজারা বসিতেন সেই সিংহাসনে জটাধারী বসিল। যে সিংহাসনস্থ রাজারদের নিকটে অনাবৃত অঙ্গে কেহ যাইতে পারিত না সেই সিংহাসনে স্বয়ং দিগম্বর রাজা হইল। যে সিংহাসনস্থ রাজারদের সম্মুখে অঞ্জলীকৃত হস্তদ্বয় মস্তকে ধারণ করিয়া লোকেরা দাঁড়াইয়া থাকিত সেই সিংহাসনের রাজা স্বয়ং ঊর্দ্ধবাহু হইল। পৃ. ১৩৪

১৮১৪ সনে 'রাজাবলি'র দ্বিতীয় সংস্করণ (পৃ. ২২১) প্রকাশিত হয়।

'প্রবোধ চন্দ্রিকা'—রচনার তারিখ (১৮১৩ খ্রীঃ) হিসাবে 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'র স্থান 'রাজাবলি'র পরেই, কিন্তু ইহা ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে মুদ্রিত হয় নাই। ১৮১৯ সনের ৫ জানুয়ারি তারিখে কলেজের কর্তৃপক্ষকে লেখা কেরীর একখানি পত্র হইতে জানা যায়—

"Mritoonjuya, formerly Chief Pundit of the College, some years ago at my suggestion undertook the abovementioned work, to which he has given the name of Prabodha-Chundrika. It is a sketch of the whole cycle of Hindoo Literature, illustrated by familiar examples and interspersed with anecdotes intended to exemplify the different sciences described therein...... The work is now in the Serampore Press and will be printed without any application for a subscription. I consider it, however, as a work which as a Class Book will be of great value in the College······"—Home Miscl. No. 565, pp. 388-89.

এই পত্রে মৃত্যুঞ্জয়কে এই সকল গ্রন্থরচনার পরিশ্রমের জন্য পুরস্কৃত করিবার সুপারিশ ছিল। কলেজ কর্তৃপক্ষ পঞ্চাশ খণ্ড 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' কিনিয়া লেখককে পুরস্কৃত করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় তাহার জন্য অপেক্ষা করেন নাই। ইহার কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া যান। ঠিক ১৪ বৎসর পরে ১৮৩৩ সনের মে মাসে 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' শ্রীরামপুর মিশনের মুদ্রাযন্ত্রের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে।

'প্রবোধ চন্দ্রিকা' মৃত্যুঞ্জয়ের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ বই। পরবর্ত্তী কালে বাংলা-সাহিত্যের বহু সমালোচক ও ঐতিহাসিক এই পুস্তকখানি সম্পূর্ণ অধ্যয়ন না করিয়াই ইহার ভাষার নিন্দাবাদ করিয়াছেন। তাঁহারা ইহা লক্ষ্য করা প্রয়োজনই মনে করেন নাই যে, মৃত্যুঞ্জয় নানা গদ্য-রীতির নমুনা দ্বারা এই গ্রন্থখানিকে স্বয়ং সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' দীর্ঘকাল কলিকাতার বাঙালী ছাত্রদের পাঠ্য পুস্তক ছিল; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও এটিকে পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিয়া নিজেরাই ইহার একটি সংস্করণ (১৮৬২ খ্রীঃ) প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে যুগের বাঙালীদের অনেকেরই এই পুস্তকখানির সহিত বিশেষ পরিচয়

ছিল। এই বই লইয়া অনেক আলোচনাও হইয়াছে। কিন্তু যে কারণেই হউক, এই সকল আলোচনাতে মৃত্যুঞ্জয় তাঁহার প্রাপ্য সম্মান পান নাই। পরবর্ত্তী কালে মৃত্যুঞ্জয়কে যাঁহারা সমধিক সমাদর করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে ও শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য। ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'য় অনুসৃত (১) মৌখিক রীতি, (২) সাধু বা সাহিত্যিক রীতি, এবং (৩) সংস্কৃত রীতি লইয়া বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, তিনি প্রধানতঃ অনুবাদস্থলেই সংস্কৃত রীতি ব্যবহার করিয়াছেন।

বস্তুতঃ মৌখিক রীতির প্রতি যে তাঁহার প্রবণতা ছিল, 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' পাঠে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। পুস্তকের ভূমিকায় জন ক্লার্ক মার্শম্যান লিখিয়াছেন—

This work was composed by the late Mrityunjoy Vidyalunkar, one of the most profound scholars of the age······The work, which he left unpublished at his death, consists chiefly of narratives from the Shastrus, written in the purest Bengalee of which indeed it may be considered one of the most beautiful specimens. The writer anxious to exhibit a variety of style, has in some cases indulged in the use of language current only among the lower orders; the vulgarity of which, however, he has abundantly redeemed by his vein of original humour. In other parts of the work he has drawn so freely on the Sungskrit, that the uninitiated student may possibly find it difficult to comprehend some of the sentences at the first glance. All words of foreign parentage, however, he has carefully excluded, which adds not a little to the value of this compilation.

Considering how confined is the number of works written by natives of the country in pure Bengalee which we possess, it is to be hoped that the present work will form a valuable addition to the library of the student. Though he should be occasionally interrupted, in the perusal of it, by words and phrases of unusual occurrence, yet he will be amply repaid for his labour by the purity of its diction, and by the opportunity which it will afford him of appreciating the resources of the Bengalee language. Any person who can comprehend the present work, and enter into the spirit of its beauties, may justly consider himself master of the language.

'প্রবোধ চন্দ্রিকা'র বিবিধ গদ্যরীতির নমুনা স্বল্পপরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়। আমরা তিনটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি, ইহা হইতেই পাঠক মৃত্যুঞ্জয়ের ক্ষমতার পরিচয় পাইবেন।

১। মোরা চাস্ করিব ফসল পাবো রাজার রাজস্ব দিয়া যা থাকে তাহাতেই বছরশুদ্ধ অন্ন করিয়া খাবো ছেলেপিলাগুণি পুষিব। যে বছর শুকা হাজাতে কিছু খন্দ না হয় সে বছর বড় দুঃখে দিন কাটি কেবল উড়িধানের মুড়ী ও মটর মসুর শাক পাত শামুক গুগুলি সিজাইয়া খাইয়া বাঁচি খড়কুটা কাটা শুকনা পাতা কঞ্চী তুঁষ ও বিল ঘুঁটিয়া কুড়াইয়া জ্বালানি করি। কার্পাস তুলি তুলা করি ফুড়ী পিঞ্জী পাঁইজ করি চরকাতে সুতা কাটি কাপড় বুনাইয়া পরি। আপনি মাটে ঘাটে বেড়াইয়া ফলফুলারিটা যা পাই তাহা হাটে বাজারে মাতায় মোট করিয়া লইয়া গিয়া বেচিয়া পোণেক দশগণ্ডা যা পাই। ও মিন্সা পাড়াপড়সিদের ঘরে মুনিস্ খাটিয়া দুই চারি পোণ যাহা পায় তাহাতে তাঁতির বাণী দি ও তেল লুণ করি কাটনা কাটি ভাড়া ভানি ধান কুড়াই ও সিজাই শুকাই ভানি খুদ কুঁড়া ফেণ আমানি খাই। শাক ভাত পেট ভরিয়া যে দিন খাই সে দিন তো জন্মতিথি। কাপড় বিনা কেয়ো পাচা ঠুকরিয়া খায় তেল বিহনে মাতায় খড়ি উড়ে। পৃ. ২৮৯

২। এক স্থানে অনেক বক বসিয়াছিল অকস্মাৎ সেই স্থানে মানস সরোবরনিবাসী এক রাজহংস আসিয়া উপস্থিত হইল। বকেরা ঐ হংসকে দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া লোহিত লোচন লপন চরণ ধবল শরীর তুমি কে হে। হংস কহিল আমি রাজহংস। বকেরা কহিল ওহো তুমিই রাজহংস বটে ভাল এক্ষণে কোথাহইতে আইলা। মানস কাসারহইতে। সে স্থানে কি আছে। সুবর্ণ বর্ণ রাজীবরাজী পীযূষতুল্য জল নানা রত্নেতে নিবদ্ধ আলবাল যারদের এতাদৃশ পাদপপংক্তি প্রতীরেতে বহুবিধ মণিখচিত হিরণ্ময় সোপানাবলি এই সকল তথা আছে। এতদ্রূপ উত্তর প্রত্যুত্তরানন্তর ক্রুঞ্চেরা কহিল সেখানে শামুক আছে হংস কহিল না। এই কথা শ্রবণমাত্রে কঙ্কেরা হংসকে হীহী করিয়া উপহাস করিল। পৃ. ২৬৬

৩। দক্ষিণ দেশে উজ্জয়িনী নামে নগরীতে দাক্ষিণাত্য রাজরাজীশিরোরত্নরঞ্জিতচরণ উজ্জয়িনী বিজয় নামে এক সার্ব্বভৌম মহারাজ ছিলেন। তাঁহার পুত্র বীরকেশরিনামা এক দিবস অরণ্যান্তরালে মৃগয়া করিয়া ইতস্ততো বন ভ্রমণজনিত পরিশ্রমেতে নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া তরুণিস্তনসুন্দর ইন্দীবর কৈরবকোরক সুন্দরীমুখমনোহরান্দোলিতোৎফুল্লরাজীব নির্ম্মল সুস্নিগ্ধজল পুষ্করিণী তটস্থলে বটবিটপিচ্ছায়াতে নিদাঘকালীন দিবাবসান সময়ে বটজটাতে ঘোটক বন্ধন করিয়া নিজভৃত্যজনসমাজাগমন প্রতীক্ষাতে উপবিষ্ট হইলেন। তদনন্তর রাজদ্বারস্থিত ঘটীযন্ত্রস্থ দণ্ডতাম্রীতুল্য দিবাকর জলনিমগ্ন ন্যায় অস্তমিত হইলেন। পৃ. ২৭১-৭২

'বেদান্ত চন্দ্রিকা'—১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। আখ্যাপত্র এইরূপ—

An/ Apology/ for/ The Present System/of/ Hindoo Worship./ Written in the Bengalee Language, and Accompanied by/an

English Translation. /Calcutta: /Printed by A. G. Balfour, at the Government Gazette/Press, No. I, Mission Row. /1817./

মৃত্যুঞ্জয়ের নাম না থাকিলেও ইহা যে তাঁহারই রচনা, কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক (১৮১৯-২০) বিবরণ ও 'ক্যালকাটা রিভিয়ু'তে (১৮৪৫, জুলাই) প্রকাশিত "Vedantism—, what is it ?" প্রবন্ধ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

'বেদান্ত চন্দ্রিকা'য় মৃত্যুঞ্জয় এক নূতন ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। অতি দুরূহ বেদান্ত-দর্শনও যে বাংলা ভাষায় আলোচ্য হইতে পারে, রামমোহন রায় তাহা ইতিপূর্ব্বেই দেখাইয়াছিলেন; কিন্তু বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে কঠোর শাস্ত্রীয় বিচারও যে বাংলা ভাষায় করা যায়, ইহা মৃত্যুঞ্জয়ই প্রমাণ করিলেন। ইঁহাদের উভয়ের চেষ্টায় বাংলা ভাষার বনিয়াদ পাকা হইল; পাঠ্য পুস্তকের স্তর হইতে বাংলা ভাষা একেবারে শাস্ত্রচর্চ্চার আসরে উন্নীত হইয়া সকলের শ্রদ্ধার বস্তু হইয়া উঠিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, এখন পর্য্যন্ত শাস্ত্রীয় বিচারে মৃত্যুঞ্জয়ের এই ভাষাই অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' হইতে দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

১। দুর্গম বন পর্ব্বতে কণ্টকোদ্ধার করিয়া প্রথম পথপ্রবর্ত্তক প্রাচীনতর বিদ্যাজ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিতেরদের কর্তৃক প্রকাশিত পথের পরিষ্কার করিয়া সেই পথের পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমত্বকারীও যদি হউন প্রাচীন পণ্ডিতেরা তথাপি তাদৃশ প্রাচীনতর পণ্ডিতেরদের হইতে বড় হন না যে প্রথম পথপ্রবর্ত্তক সেই বড় ও তৎপ্রবর্ত্তিত ও তদুত্তর পণ্ডিতপরিষ্কৃত যে পথ সেই পথ। মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ইতি। আধুনিক ধনমদমত্ত ভ্রান্তেরদের স্বাহঙ্কার কুজ্ঞানেতে কৃত যে পথ সে কেবল লোকবিনাশার্থ কিম্বা তারদের রাজপথ পরিত্যাগে নূতনপথগামীরা বিপদ্‌গ্রস্ত অবশ্য হয় ও গমনকালে নানা নিষেধবাক্য না মানিয়া তৎপথগামীরা ততোধিক বিপত্তিভাগী হয়। পৃ. ২০৯

২। পরমার্থদর্শী ধার্ম্মিক সৎপুরুষেরদের নির্ম্মলজলবদ্‌বুদ্ধিতে বেদান্তসিদ্ধান্ত বিস্তারার্থে তৈলকণাবৎ বেদান্তসিদ্ধান্তলেশমাত্র প্রক্ষেপ করা গেল আর যেমন মণি পথে ঘাটে পড়িয়া থাকে না কিন্তু তৎপরীক্ষকেরা উত্তম সংপুটেতে অতি যত্নে দৃঢ়তর বন্ধন করিয়া রাখেন তেমনি শাস্ত্রসিদ্ধান্ত নিতান্ত লৌকিক ভাষাতে থাকে না কিন্তু সুপক্ক বদরীফলবৎ বাক্যেতে বদ্ধ হইলেই থাকে। আরো যেমন রূপালঙ্কারবতী সাধ্বী স্থির হৃদয়ার্থবোদ্ধা সুচতুর পুরুষেরা দিগম্বরী অসতি নারীর সন্দর্শনে পরাঙ্মুখ হন তেমনি সালঙ্কারা শাস্ত্রার্থবতী সাধুভাষার হৃদয়ার্থবোদ্ধা সৎপুরুষেরা নগ্না উচ্ছৃঙ্খলা লৌকিক ভাষা শ্রবণ মাত্রেতেই পরাঙ্মুখ হন। পৃ. ২১৩

বাংলা গদ্য-সাহিত্য সম্বন্ধে মৃত্যুঞ্জয়ের কীর্ত্তি বিচার এখনও সুষ্ঠু ও যথাযথ ভাবে হয় নাই; ইহার প্রধান কারণ, মৃত্যুঞ্জয়ের সকল দিক্ একত্র করিয়া বিবেচনা করিবার সুযোগ এত দিন আমাদের ছিল না। পূর্ব্বে বলিয়াছি, মৃত্যুঞ্জয়ই সর্ব্বপ্রথম জড় বাংলা গদ্যে প্রাণ-

এতদুভয় ব্যতিরিক্ত যে যে দশা সে সকলিই মুমুক্ষুর সাধন দশা। অতএব সে সকল দশাতে নিষিদ্ধাচরণ পরিবর্জন পূর্ব্বক বিহিতাচরণের আবশ্যক ।। ০ ।। পরমার্থদর্শী ধার্ম্মিক সত্ পুরুষেরদের নির্ম্মলজলবদ্বুদ্ধিতে বেদান্ত সিদ্ধান্ত বিস্তারার্থে তৈলকণাবৎ বেদান্তসিদ্ধান্তলেশমাত্র প্রক্ষেপকরাগেল আর যেমন মণি পথে ঘাটে পড়িয়া থাকেনা কিন্তু তৎ পরীক্ষকেরা উত্তমসংপুটেতে অতিযত্নে দৃঢ়তর বন্ধন করিয়া রাখেন তেমনি শাস্ত্রসিদ্ধান্তনিতান্ত লৌকিক ভাষাতে থাকে না কিন্তু সুপক্ক বদরীফলবৎ বাক্যেতে বদ্ধহইলেই থাকে। আরো যেমন রূপালঙ্কারবতী সাধ্বীস্ত্রীর হৃদয়ার্থ বোদ্ধা সুচতুরপুরুষেরা দিগম্বরী অসতী নারীর সন্দর্শনে পরাঙ্মুখহন তেমনি সালঙ্কারা শাস্ত্রার্থবতী সাধুভাষার হৃদয়ার্থবোদ্ধা সত্পুরুষেরা নগ্নাউচ্ছৃঙ্খলা লৌকিকভাষাশ্রবণমাত্রেতেই পরাঙ্মুখহন ।। ইতি জ্ঞানকাণ্ডঃ সমাপ্তঃ ।। ০ ।।

ইতি বেদান্তচন্দ্রিকা সমাপ্তা ।।

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত মৃত্যুঞ্জয়ের 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'র শেষ পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

(পৃষ্ঠা ১৬৩)

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য

চরিত্রং।

শ্রীযুত রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়েন

রচিতং।

কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ ধরণীর মাজ
যাহার অধিকারে নবদ্বীপ সমাজ।
পূর্ব্ব বৃত্তান্ত যত করিয়া প্রচার
কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্র পরে কহিব বিস্তার।

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।

১৮০৫।

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' গ্রন্থের টাইটেল-পেজের প্রতিলিপি

(পৃষ্ঠা ১৬[illegible])

সঞ্চার করিয়াছিলেন; সেই প্রদোষান্ধকারে ইহা যে কত বড় কাজ, বর্ত্তমান সমৃদ্ধির উপর চাপিয়া বসিয়া তাহা হয়ত আমরা অনুভব করিতে পারিব না। তথাপি বাংলা গদ্যের প্রথম শিল্পিরূপে মৃত্যুঞ্জয়কে পূজা নিবেদন করিতেই হইবে। মৃত্যুঞ্জয়ের বিরাটত্ব যিনি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সে যুগের সেই শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক এবং বঙ্গভাষাবিদ্ জন ক্লার্ক মার্শম্যানের প্রশস্তি উদ্ধৃত করিয়া আমরা মৃত্যুঞ্জয় প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি—

At the head of the establishment of Pundits [at the College of Fort William] stood Mritunjoy, who, although a native of Orissa, usually regarded as the Bœtia of the country, was a colossus of literature. He bore a strong resemblance to our great lexicographer [Dr. Johnson], not only by his stupendous acquirements and the soundness of his critical judgment, but also in his rough features and unwieldy figure. His knowledge of the Sanscrit classics was unrivalled, and his Bengalee composition has never been surpassed for ease, simplicity, and vigour.

—*The Life and Times of Carey, Marshman, and Ward*, i, 180.

তারিণীচরণ মিত্র

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের সহিত কোনও সম্পর্ক না থাকিলেও হিন্দুস্থানী বিভাগের দ্বিতীয় মুন্শী তারিণীচরণ মিত্র ঐ বিভাগের অধ্যক্ষ জন গিলক্রাইষ্টের উৎসাহে তৎসম্পাদিত, *The Oriental Fabulist or Polyglot Translations of Esop's and Other Ancient Fables from The English Language*··· পুস্তকের বাংলা অংশ অনুবাদ করিয়া বাংলা গদ্যের ইতিহাসে স্থায়ী আসন দখল করিয়া আছেন। 'দি ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিষ্ট' পুস্তকের ফার্সী ও হিন্দুস্থানী অনুবাদও তারিণীচরণকৃত।

তারিণীচরণ মিত্রের কীর্ত্তি ও জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু খবর জানা যায় না। কলিকাতা রঞ্জন পাবলিশিং হাউসের "দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা"র ৫ সংখ্যক গ্রন্থ 'ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিষ্ট'-এর ভূমিকায় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তারিণীচরণ সম্বন্ধে যতটুকু সংবাদ দিয়াছেন, ততটুকুই আমাদের উপজীব্য। তারিণীচরণ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য সেখান হইতেই সঙ্কলিত হইল।

তারিণীচরণ কলিকাতার লোক ছিলেন। কলিকাতার উত্তর-সিমলা বা পুরাতন-সিমলা অঞ্চলে কোথাও তাঁহার বাস ছিল। আনুমানিক ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি তাঁহার যুগের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও প্রসিদ্ধ লেখক ছিলেন;

ইংরেজী, উর্দ্দু, হিন্দী ও বাংলা ভাষায় তাঁহার অধিকার ছিল। উর্দ্দু ও হিন্দী ভাষাতে তাঁহার কয়েকটি মূল ও অনুবাদপুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ মে তারিখে তারিণীচরণ জন্ গিলক্রাইষ্টের অধীনে মাসিক এক শত টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হিন্দুস্থানী বিভাগের দ্বিতীয় মুন্‌শীরূপে নিযুক্ত হন। প্রধান মুন্‌শী হন মীর বাহাদুর আলী। তারিণীচরণ কলেজের দক্ষ কর্ম্মচারী ছিলেন, স্বীয় কর্ম্মনিপুণতায় তিনি দ্রুত উন্নতি করেন। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ ডিসেম্বর হিন্দুস্থানী বিভাগের তৎকালীন প্রধান মুন্‌শী মীর সের আলি আফশোষের মৃত্যু হইলে তারিণীচরণ মাসিক দুই শত টাকা বেতনে ঐ পদে নিযুক্ত হন। ১৮৩০ সনের মে মাস পর্য্যন্ত তিনি দক্ষতার সহিত এই পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া মাসিক এক শত টাকা পেন্‌শনে অবসর গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার বয়স ৫৮ বৎসর।

'দি ক্যালকাটা স্কুলবুক সোসাইটি' ১৮১৭ সনের ৪ জুলাই প্রতিষ্ঠিত হয়। তারিণীচরণ সূত্রপাত হইতেই এই প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম বার্ষিক বিবরণে পরিচালক-সমিতির সদস্যরূপে তিন জন বাঙালীর নাম পাওয়া যায়; মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাধাকান্ত দেব ও তারিণীচরণ মিত্র। তারিণীচরণ সমিতির দেশীয় সম্পাদক (নেটিব সেক্রেটরী) ছিলেন। এই সমিতির উদ্যোগে বাংলা, উর্দ্দু ও হিন্দী ভাষায় কয়েকটি পাঠ্য পুস্তক প্রকাশিত হয়; অধিকাংশই অনুবাদ। অনুবাদে তারিণীচরণের হাত ছিল। তারিণীচরণ দীর্ঘকাল কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির সহিত যুক্ত ছিলেন; ১৮৩০-৩১ সনের কার্য্যবিবরণেও সদস্য হিসাবে তাঁহার নাম পাওয়া যায়। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে এদেশীয় হিন্দু বাঙালী ও হিন্দুস্থানী প্রধান ব্যক্তিরা মিলিত হইয়া "ধর্ম্মসভা" নামে এক সভা স্থাপন করেন; সতীনিবারণ-আইনের বিরুদ্ধে ইঁহারা আন্দোলন করিয়াছিলেন। তারিণীচরণ এই সভার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কবে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল, জানা যায় নাই।

দুইখানি বাংলা অনুবাদ-পুস্তকের সহিত তারিণীচরণের নাম সংযুক্ত আছে। ১। 'ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিষ্ট'। ২। 'নীতিকথা'।

ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিষ্ট (The Oriental Fabulist…) জন্ গিলক্রাইষ্টের তত্ত্বাবধানে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্য পুস্তকরূপে কলেজের অর্থানুকূল্যে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহাতে মূল ইংরেজীর সঙ্গে হিন্দুস্থানী, ফার্সী, আর্বী, ব্রজভাষা, বাংলা ও সংস্কৃত, এই ছয় ভাষায় অনুবাদ মুদ্রিত হইয়াছে। সমগ্র পুস্তকটি রোমান হরফে মুদ্রিত। ইহার আখ্যাপত্র এইরূপ—

The /Oriental Fabulist /or/ Polyglot Translations /of/ Esop's and

other/ Ancient Fables /from/ The English Language, /into / Hindoostanee, Persian, Arabic, /Brij B,hak,ha Bongla, /and/ Sunskrit,/ in the/ Roman Character, /By/ Various Hands /Under/ The Direction and Superintendence /of/ John Gilchrist, /For The Use of/ The College of Fort William. /Calcutta, /Printed At The Hurkaru Office./ 1803./

এই পুস্তকের বাংলা অংশ যে তারিণীচরণের অনুবাদ, তাহা গিল্‌ক্রাইষ্টের ভূমিকা হইতে জানা যায়। তিনি বলিতেছেন—

The names of the Learned Natives who have generally been employed on this Polyglot Translation, are as follows :

Tarnee Churun Mitr, Bungla, Persian & Hindoostanee.

It behoves me now more particularly to specify, that to TARNEE CHURUN MITR'S pateint labour and considerable proficiency in the English Tongue, am I greatly indebted for the accuracy and dispatch, with which the Collection has been at last completed. The public may yet feel, and duly appreciate the benefit of his assiduity and talents, evident in The Bungla Version, ... (Pp. xxiv-xxv).

গিল্‌ক্রাইষ্টের ভূমিকা হইতে আরও জানা যায় যে, বাংলা অংশকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে অর্থাৎ স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। অনুবাদের দিক্ দিয়া বাংলা অংশকেই তিনি শ্রেষ্ঠ মনে করিয়াছিলেন। এই পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, জানা যায় না। রেভারেণ্ড লঙের বাংলা পুস্তকতালিকায় স্বতন্ত্র বাংলা সংস্করণের উল্লেখ নাই।

তারিণীচরণ মিত্রের ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল; মাঝে মাঝে ইংরেজী বাক্যভঙ্গী অনুসৃত হইলেও কমা সেমিকোলেন প্রভৃতি বিরামচিহ্ন প্রয়োগে সহজেই অর্থবোধ হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিষ্টে'র "তৃতীয় কথা পেট ও শরীরের খণ্ডের" কাহিনী অংশতঃ উদ্ধৃত করিতেছি।

একবার এমন সঙ্ঘটন হইল যে শরীরের খণ্ড সকল পেটের চরিত্রে হইতে রুষ্ট হইয়া এই স্থির করিলেক, যে পূর্বাপর মতে ইহাকে আর খাদ্য যোগাইব না। প্রথম জিহ্বা দুষ্ট ভাষাতে তাহাদিগের দুঃখ বিস্তারিত কহিলেক; এবং হাতে পায়ের কৃতিত্ব ও পরিশ্রম অত্যন্ত বাখানিয়া কহিলেক, এ কি প্রমাদ আর অসঙ্গত হইল যে এমন স্থূল ও অলস উদর, যে নিতান্ত অকেজুয়া, আপনার কর্ম্ম আপনি

করিতে অশক্ত, এবং অতিশয় লোভী তাহার নিমিত্তে আমাদিগের শ্রমের ফল নষ্ট হইবেক। এই কথা সকল অঙ্গেরা একত্র হইয়া প্রশংসাপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেক তৎক্ষণাৎ হস্ত কহিলেক আমি আর শ্রম করিব না; পা বলিলেক নাড়ীভুঁড়ীর ভার, যাহাতে অদ্যাবধি আমি আক্রান্ত ছিলাম আর বহিব না; বরং সেই দাঁত অমান্য হইল যে তাহার কারণ এক গ্রাসও চাবাইব না। এমত উৎপাতে পেট তাহাদিগে ব্যগ্রতা করিলেক যে, তোমরা অবধানপূর্ব্বক বিচার করহ; আর নিবু‍র্দ্ধি ন্যায় হুলস্থুল করিও না। তোমাদিগের মধ্যে এমন কেহ নাহি যে জানে না, তোমরা আমাকে যাহা দেও তাহা তৎক্ষণাৎ তোমাদিগের কর্ম্মে আইসে, আর তোমাদিগের সকলের হিতের নিমিত্তে আমার উপলক্ষ্যে সকল শরীরে প্রবেশ হয়। কিন্তু তাহার এ বাদানুবাদ বৃথা হইল, তাহার কারণ এই যে যতক্ষণ রাগের প্রাদুর্ভব থাকে জ্ঞানের কথা প্রায় অনবধান করে। অতএব এ উপদ্রব থামান তাহার অসাধ্য হইল। তাহাদিগের অসহায়তায় সে উপবাস করিলেক, শরীর শুকাইয়া অস্থিসার হইল। অঙ্গ সকল ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া শেষে আপনাদিগের ভুল বুঝিলেন, এবং স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে মনস্থ করিলেন…

এই পুস্তকের কোনও পরবর্ত্তী সংস্করণ আমরা দেখি নাই।

'নীতিকথা'—(*Fables, in the Bengalee Language, for the use of Schools.* First Part.) এই পুস্তকখানি তারিণীচরণ একেলা লেখেন নাই। ইংরেজী ও আর্বী হইতে তারিণীচরণ মিত্র, রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেন ৩১টি কাহিনী বাংলায় অনুবাদ করিয়া কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির উদ্যোগে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'নীতিকথা' প্রকাশ করেন।

পুস্তকটির আখ্যাপত্র এইরূপ—

নীতিকথা | পাঠশালার নিমিত্তে | কলিকাতা স্কুল | বুক সোসাইটি | দ্বারা | বাঙ্গলা-ভাষায় | তর্জ্জমা করিয়া সংগ্রহ ও মুদ্রিত করা গেল। C. S. B. S. | কলিকাতা | শ্রীবিশ্বনাথ দেবের | ছাপাখানায় ছাপা হইল | ইং ১৮১৮ | এপ্রিল মাস |

পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৩৫। কোন্ কাহিনী কাহার অনুবাদ, নির্ণয় করিবার উপায় নাই। আমরা ভাষা ও রচনারীতি দেখাইবার জন্য কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

কোন সময় এক সিংহ একটা বলদ শিকার করিতে মনস্থ করিলেক কিন্তু বলদের বলাধিক্য হওন প্রযুক্ত নিকটে যাইতে পারিলেক না পরে তাহাকে ছলিবার জন্যে নিকটে গিয়া কহিলেক ওহে বলদ আমি একটা হৃষ্টপুষ্ট ভেড়ার ছা মারিয়াছি অতএব আমার বাশনা এই যে অদ্য রাত্রে তুমি আমার গৃহে অধিষ্ঠান হইয়া ভোজন কর বলদ নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেক…

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দেই 'নীতিকথা' প্রথম ভাগের তিনটি সংস্করণ হয়, ১ম সং ৫০০,

২য় সং ১০০০ এবং ৩য় সং ৪০০০। পরে বহু সংস্করণ হইয়াছিল। ঐ বৎসরেই 'নীতিকথা'র দ্বিতীয় খণ্ডও বাহির হয়; এই খণ্ড সংকলন করেন—মে, হার্লি ও পীয়ার্সন। তারিণীচরণ ইহার হিন্দী অনুবাদ করেন। 'নীতিকথা' ১ম ভাগ তৃতীয় সংস্করণে, পুস্তকে ব্যবহৃত বিরামচিহ্ন সম্বন্ধে একটি কৌতুককর মন্তব্য আছে। তাহা এই—", এরূপ চিহ্ন দ্বারা যে বিচ্ছেদ দেওয়া যায় সে স্থানে এক এই উচ্চারণ করিতে যে সূক্ষ্ম কালবিলম্ব হয় তাহার জ্ঞাপন। ; দ্বিতীয় চিহ্ন পূর্ব্বচিহ্ন হইতে দ্বিগুণ বিলম্ববোধক।"

কেদারনাথ মজুমদার-প্রণীত 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য' পুস্তকের (১৯১৭) ৪৪ পৃষ্ঠায় 'নীতিকথা' সম্পর্কে এই মন্তব্য দেওয়া হইয়াছে—

রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর কর্তৃক বিদ্যালয়ের বালকদিগের জন্য ইংরেজী ও আরবী ভাষা হইতে সংগৃহীত। বর্দ্ধমান খৃষ্টীয় সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ষ্টুয়ার্ট সাহেবের কেরাণী তারাচাঁদ মিত্র রাজাবাহাদুরকে ইহার অনুবাদ কার্য্যে সাহায্য করেন। ১৮১৮ অব্দে শ্রীরামপুরের মিশনারীরা এই পুস্তক প্রকাশ করেন।

এই উক্তি সর্ব্বৈব ভুল।

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়

'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' নামক একখানি পুস্তকের জন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রাজীবলোচনের নাম। তাঁহার অন্য কোনও পুস্তক বা রচনার কথা জানা যায় নাই। রাজীবলোচনের জীবনকাহিনীও যতটুকু জানা গিয়াছে, তাহা অতিশয় সংক্ষিপ্ত ; "দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা"র ২ সংখ্যক গ্রন্থ 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং'এর ভূমিকায় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেটুকু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কলেজের কার্য্যবিবরণাদিতে এই পুস্তকের যে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল, তাহাতে লেখকের পরিচয় এইরূপ দেওয়া ছিল—"descended from the family of the Rajah" অর্থাৎ রাজীবলোচন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের (কৃষ্ণনগর) পরিবারসম্ভূত ছিলেন। এইটুকুই তাঁহার বংশ-পরিচয়। তাঁহার কর্ম্মজীবন সম্বন্ধে আমরা এইটুকুমাত্র অবগত হইয়াছি যে, ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ মে তারিখে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগে উইলিয়ম কেরীর অধীনে রাজীবলোচন মাসিক ৪০৲ টাকা বেতনে সহকারী পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কেরীর উৎসাহে তিনি ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া তাঁহারই হস্তে প্রদান করেন। কেরীর সুপারিশে কলেজ-কর্তৃপক্ষ রাজীবলোচনের ১০০৲ টাকা পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন এবং পুস্তক ছাপা হইলে ১০০ খণ্ড ক্রয় করিতে স্বীকৃত হন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে পুস্তক প্রকাশিত হয়। ১৮১৮ সনে প্রকাশিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা ও সংস্কৃত

বিভাগের পণ্ডিতগণের তালিকায় রাজীবলোচনের নাম নাই। কেরীর জীবনীকার এস্. পীয়র্স সম্ভবতঃ ভ্রমক্রমে রাজীবলোচনের কেরীর সহিত দীর্ঘ উনত্রিশ বৎসরকাল যুক্ত থাকার কথা লিখিয়াছেন।

পরবর্ত্তী কালে 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' পুস্তকের অনেকগুলি সংস্করণ হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণ পুস্তকের আখ্যাপত্রের প্রতিকৃতি পৃথক পৃষ্ঠায় ছাপান হইল।

'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' পুস্তকের ভাষা সর্ব্বত্রই সংস্কৃতানুসারী, 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র মত আর্বী ফার্সীর কোনও প্রভাব এই পুস্তকে পরিলক্ষিত হয় না। বাক্যরীতি সরল এবং ভাষা মোটের উপর প্রাঞ্জল। পরবর্ত্তী কালে এই পুস্তকের বহুল প্রচার দেখিয়া মনে হয়, এই ভাষা সেকালে বিশেষ আদৃত হইয়াছিল। কিছু নমুনা দিতেছি।

এক দিবস অন্তঃকরণে হইল শিকারে যাইব পরে ভৃত্যবর্গেরদিগকে আজ্ঞা করিলেন আমি মৃগয়া করিতে যাইব তোমরা সকলে সসজ্জ হও আজ্ঞা প্রমাণে সকলে প্রস্তুত হইল। রাজা অশ্বারোহণে গমন করিয়া নিবিড় বনে মৃগয়া করেন ইতিমধ্যে এক স্থানে উপনীত হইয়া দেখেন অতিরম্য স্থান চারিদিগে নদী মধ্যে এক ক্ষুদ্র দ্বীপ এবং স্থানে২ অনেক পশু পক্ষী আছে নানা প্রকার শব্দ হইতেছে রাজা স্থান নিরীক্ষণ করিলেন এ অপূর্ব্ব স্থান আমি এইখানে কিছু দিন বিশ্রাম করিব রাজাজ্ঞাক্রমে ভৃত্যবর্গেরা রাজার থাকিবার উপযুক্ত স্থান করিয়া দিয়া পশ্চাৎ আপনারদিগের স্থান করিয়া সকলেই সেই স্থানে বাস করেন। পরে রাজা আজ্ঞা করিলেন আমি এই স্থানে পুরী নির্ম্মাণ করিব পাত্রকে শীঘ্র আনয়ন কর রাজাজ্ঞানুসারে দূত গিয়া পাত্রকে আনিল পাত্রকে দেখিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন তুমি এই স্থানে অপূর্ব্বা এক পুরী প্রস্তুতা কর যেন কোনরূপে কেহ নিন্দা না করে। পাত্র নিবেদন করিলেন মহারাজ আপনি রাজধানীতে গমন করুন আমি পুরী নির্ম্মাণ করাই পশ্চাৎ প্রস্তুতা হইলেই মহারাজ আসিয়া দেখিবেন। পাত্রের বাক্যে রাজা রাজধানীতে আগমন করিলেন পাত্র সেই স্থানে থাকিয়া পুরী নির্ম্মাণ করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন চারিদিগে যে নদী আছে সেই গড় হইল দক্ষিণ দিগের নদী বন্ধন করিয়া প্রধান পথ করিলেন এবং সৈন্যের থাকনের স্থান করিলেন বড়২ কামান দুই পার্শ্বে রাখিলেন হঠাৎ পুরমধ্যে শত্রু প্রবেশ করিতে না পারে তৎপরে অপূর্ব্ব অট্টালিকা তৎপরে বাদ্যাগার তার পরে অতি উচ্চ অট্টালিকা তাতে ঘড়ি তদূর্দ্ধে ঘণ্টা তার পর চারি দরজা মধ্যে সদাগরেরদিগের থাকনের স্থান এবং হাট নানা জাতীয় দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় হইবেক তন্মধ্যে বিস্তারিত পথ কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া এক অট্টালিকা তাতে নানা জাতীয় যন্ত্র লইয়া যন্ত্রীরা বাদ্যোদ্যম করিবেক পরে রাজবাটী প্রথম এক চতুঃসীমা দক্ষিণদ্বারী এক অট্টালিকা তাহাতে রাজকীয় ব্যাপার হইবেক। পৃ. ৪৪-৪৬

প্রথম সংস্করণ পুস্তকের পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ১২০।

চণ্ডীচরণ মুন্‌শী

চণ্ডীচরণ মুন্‌শীর জীবন-কাহিনী আমরা বহু চেষ্টা করিয়াও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে তাঁহার মাত্র দুইটি কীর্ত্তির উল্লেখ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বিবরণী-বহিগুলিতে (Buchanan, Roebuck) পাওয়া যায়—১। 'তোতা ইতিহাস', ২। ভগবদ্গীতার বঙ্গানুবাদ। প্রথম পুস্তকখানি বহু সংস্করণের মধ্য দিয়া আমাদের কাল পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে, কিন্তু দ্বিতীয়খানির কোনও সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই। উক্ত বিবরণী-বহিগুলি, *Primitiae Orientales* (তিন খণ্ড) পুস্তকে মুদ্রিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ পুস্তকমালার বিজ্ঞাপন এবং ভারত-সরকারের দপ্তরে রক্ষিত *Home Miscellaneous* No. 559 প্রভৃতি হইতে এইটুকু মাত্র জানা যায় যে, উক্ত পুস্তকের পাণ্ডুলিপি কলেজ-কাউন্সিল কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়াছিল এবং তাহা ছাপাখানার জন্য প্রস্তুত ছিল। পুস্তক ছাপা হইয়া বাহির হইয়াছিল কি না, জানা যায় না। সুতরাং কেবলমাত্র 'তোতা ইতিহাসে'র উপর নির্ভর করিয়াই আমাদিগকে চণ্ডীচরণ সম্বন্ধে বিচার করিতে হইবে।

চণ্ডীচরণের বাড়ী কোথায় ছিল এবং কবে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও জানা যায় না। কলেজের বাংলা-বিভাগ খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে যে সকল পণ্ডিত ও মুন্‌শী নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নামের তালিকায় চণ্ডীচরণের উল্লেখ নাই। তিনি ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের পরে কোনও সময়ে উক্ত বিভাগে নিযুক্ত হইয়া থাকিবেন। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ জানুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত কলেজ-কাউন্সিলের সভায় উপস্থাপিত উইলিয়ম কেরীর পত্রে চণ্ডীচরণের উল্লেখ দেখা যায়। কেরী লিখিতেছেন—

Sir,......

Accompanying this is a translation of the Toteenama from Persian into Bengalee by one of the Pundits of this Class, Chundeechurn. I will thank you to present it to the Council of the College. It is rendered into very plain and good Bengali,—and very fit for a Class Book. Should the Council order him any reward for his labour, it will be gratefully received by him, and as he is a poor man will be a great help to him.

Sd. W. Carey, [Home Misce. Vol. No. 559, p. 904]

সভায় পণ্ডিত চণ্ডীচরণকে বাংলা ভাষায় তুতিনামা অনুবাদের জন্য এক শত টাকা পুরস্কার দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ঐ বৎসরের অক্টোবর মাসেই (৫ অক্টোবর, ১৮০৪) কাউন্সিলের নিকট লিখিত কেরীর অন্য একটি পত্র এই :

To the Council of the College of Fort William.

Gentlemen,

In consequence of the encouragement given to literary merit by the institution Rajeeb Lochun, a Pundit in the Bengalee Department has lately composed an history of Raja Krishnu Chunder Roy (late of Krishnunagar) in the Bengalee Language.

Chundee Churn, another Pundit in the same Department, has, with the help of some learned Brahmans, translated the Bhagvut Geeta into Bengalee.

I have examined these works and think them to be worthy of the patronage of the College, and recommend the writers as deserving some reward for their labours.

Accompanying this I send the manuscripts of these two works, which with the translation of the Tooteh nameh, by Chundee Churun I recommend to be printed for the use of the Bengalee Class.

I am,
Gentlemen,
Your most obedient humble servant,
Sd. W. Carey

[Home Misce. Vol. No. 559, p. 384-5]

College,
5th October, 1804.

১২ নবেম্বর তারিখে কেরীর এই পত্র কাউন্সিলের অধিবেশনে উপস্থিত করা হয়। স্থির হয় যে, রাজীবলোচনের কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের ইতিহাস ও চণ্ডীচরণের তুতিনামার অনুবাদ প্রত্যেকটি এক শত খণ্ড করিয়া কলেজের জন্য খরিদ করা হইবে। কলেজের পুস্তকাগারে রাখিবার জন্য প্রত্যেকটি বইয়ের একটি করিয়া সুলিখিত নকল করাইবার আদেশ দেওয়া হয়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের ইতিহাসের জন্য রাজীবলোচনকে ১০০ সিক্কা টাকা ও ভগবদ্গীতার অনুবাদের জন্য চণ্ডীচরণকে ৮০ সিক্কা টাকা দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৪ সেপ্টেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত কাউন্সিলের অধিবেশনে বিভাগীয় কর্তা কেরী কর্তৃক প্রেরিত বাংলা সংস্কৃত ও মারাঠা ভাষার শিক্ষকদের যে তালিকা (প্রত্যেকের বেতন সহ) পঠিত হয়, তাহাতে দেখা যায় (নং ৫৫৯, পৃ. ৪৪৫), চণ্ডীচরণ সে সময়ে

মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনে একজন সার্টিফিকেট পণ্ডিত ("Certified teacher") ছিলেন।

Home Miscellaneous vol. 559-এর ৩৫০-৫৫ পৃষ্ঠায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগণ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য পুস্তকের যে তালিকা (১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০ সেপ্টেম্বর তারিখে) আছে, তাহাতে "Ready for the Press" শিরোনামায় যথাক্রমে ২২ ও ২৩ সংখ্যক পুস্তক হইতেছে চণ্ডীচণের ভগবদ্গীতা ও তোতা ইতিহাস।*

চণ্ডীচরণ ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ নবেম্বর মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি দিবসে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল-অধিবেশনের বিবরণীতে (Home Misce. vol. 560, p. 554) নিম্নলিখিত সংবাদটি আছে:

Chundee Churn, a Pundit of the fixed Bengalee Establishment having died on the 26th November, 1808—Anund Chunder was appointed on the 2nd December, 1808 to succeed him.

চণ্ডীচরণ সম্বন্ধে ইহার অধিক কিছু জানা যায় না।

'তোতা ইতিহাস'—শুকপক্ষী বা তোতা পাখীর মুখনিঃসৃত বহু কাহিনী প্রাচ্য ভূখণ্ডে দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রচলিত আছে। সংস্কৃত ভাষায় শুকসপ্ততি-জাতীয় গল্প-সংগ্রহ এই সকল কাহিনীর মূল হইতে পারে। চণ্ডীচরণ মুন্শী কিন্তু পুস্তক-রচনায় সংস্কৃতের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। মহম্মদ কাদিরি† প্রণীত ফার্সী তুতিনামার হিন্দুস্থানী অনুবাদ করেন হাইদর বক্স— এই 'তোতা-কাহানী'‡ সে যুগে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। চণ্ডীচরণ হাইদর বক্সের 'তোতা-কাহানী'টিই বঙ্গভাষায় অনুবাদ করেন। ইহাতে মোট ৩৫টি কাহিনী আছে। চণ্ডীচরণের 'তোতা ইতিহাস' ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের পৃষ্ঠা-সংখ্যা আখ্যাপত্র সহ ছিল ২২৪। আখ্যাপত্রটি এইরূপ ছিল:

তোতা ইতিহাস।—| বাঙ্গালা ভাষাতে | শ্রীচণ্ডীচরণ মুন্শীতে রচিত।—| শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—| ১৮০৫।—|

---

* এই তালিকা Primitiae Orientales, vol. III. (p. XXXIV) এবং বুকাননের *The College of Fort William in Bengal* (p. 219-35) পুস্তকেও মুদ্রিত হইয়াছে।

† Primitiæ Orientales, Vol. III (p. XXX)—"Tota Kuhanee; from the Persian of Qadir Bukhsh, by Moonshee Huedur Bukhsh, Nustaleek Character."

‡ *Tota Kuhanee* a Translation into the Hindoostanee Tongue, of the popular Persian Tales, entitled Tootee Namu, by Sueyid Huedur Bukhsh Hueduree, under the superintendence of John Gilchrist ...... printed at the Hindoostanee Press in one Vol. 4to 1804 Roebuck, App. II, p. 24.

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বর্ত্তমান যুগের কোনও কোনও ঐতিহাসিক এই মত পোষণ করিয়া থাকেন যে, সে যুগের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্য পুস্তকগুলির বিশেষ প্রচার ছিল না—সুতরাং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য গঠনে এগুলির প্রাধান্য তাঁহারা স্বীকার করিতে চান না। শুধু 'তোতা ইতিহাসে'র প্রচার দেখাইয়া প্রমাণ করা যায়, এই ধরণের উক্তি ভ্রান্ত। এই পুস্তকগুলি শুধু সে যুগে নয়, দীর্ঘ পরবর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত বহুল প্রচারিত হইয়াছিল; শুধু সম্পূর্ণ পুস্তকাকারে নয়, বহু সংগ্রহ-পুস্তকে স্থান পাইয়া এবং পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়া ছাত্রছাত্রীগণের ভাষা-শিক্ষার সহায়ক হইয়াছিল। যে কয়টি 'তোতা ইতিহাসে'র সন্ধান আমরা পাইয়াছি, তাহার তালিকা দেখিলেই আমাদের উক্তির প্রমাণ মিলিবে।

'তোতা ইতিহাস' প্রথম সংস্করণ ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়। ঠিক পর বৎসরেই (১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে) ইহার একটি সংস্করণ বাহির হয়। এই সংস্করণের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ২১৪। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে ইহার একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৩৮। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে আর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৪০। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাগারে আখ্যাপত্রহীন একটি অতি পুরাতন বিচিত্র সংস্করণ আছে, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৪০; প্রত্যেক পৃষ্ঠায় দুই কলম; ডাহিনে বাংলা এবং বামে ইংরেজি। এতদ্ব্যতীত Sir G. C. Haughton ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত তাঁহার *Bengali Selections*···পুস্তকের গোড়াতেই 'তোতা ইতিহাসে'র দশটি কাহিনী উদ্ধৃত করিয়া ইংরেজি অনুবাদ সহ প্রকাশ করিয়াছেন। J. Wenger কর্ত্তৃক প্রকাশিত Rev. W. Yates-এর *Introduction to the Bengali Language* পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের (কলিকাতা, ১৮৪৭) গোড়াতেই 'তোতা ইতিহাসে'র ১৮টি কাহিনী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত Duncan Forbes-এর *The Bengali Reader* পুস্তকের প্রারম্ভে দশটি কাহিনী (হটনের নির্ব্বাচিত কাহিনীগুলিই) উদ্ধৃত হইয়াছে। হটন,* ইয়েটস্ ও ফরব্স প্রত্যেকেই নির্ব্বাচিত অংশের অনুবাদ, শব্দসূচী, ব্যাকরণ ইত্যাদি প্রকাশ করিয়া এগুলির বহুল প্রচারে সহায়তা করিয়াছিলেন। এগুলি ছাড়াও অন্যান্য অনেক সংগ্রহ-গ্রন্থের মারফতে 'তোতা ইতিহাস' এদেশে সর্ব্বত্র সকল শ্রেণীর পাঠকের মধ্যে প্রচার লাভ করিয়াছিল।

বিষয়-বস্তুর দরুণ সামান্য ফার্সী-হিন্দুস্থানী মিশ্রিত হইলেও 'তোতা ইতিহাসে'র ভাষা সে যুগের তুলনায় অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য। Yates-Wenger তাঁহাদের সংগ্রহের পাদটীকায় লিখিয়াছেন—

The style of these tales, which are translated from the

---

* 'A Glossary, Bengali and English to explain the Tota-itihas' ...... By Sir Graves Chamney Haughton, pp. 124. London. 1825.

Persian or the Urdu, is by no means pure, but deserving of attention as a very fair specimen of the colloquial language and its almost unbounded negligence.

ডক্টর সুশীলকুমার দে তাঁহার *History of Bengali Literature*...পুস্তকে (পৃ. ১৮৮-৯০) চণ্ডীচরণের ভাষার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া 'তোতা ইতিহাসে'র ভাষার বিশেষত্ব দেখাইতেছি :—

এক শৃগাল রাজা হইয়া নষ্ট হইয়াছিল তাহার কথা।—

সূর্য্য পশ্চিমদিগে গেলে চন্দ্র পূর্ব্বদিগ হইতে বাহির হইলে খোজেস্তা বিদায় চাহিতে তোতার নিকট গিয়া তোতাকে উদ্বিগ্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন যে ওহে তোতা বুদ্ধিবান্ কিমর্থে ভাবিত বসিয়া আছ?। তোতা উত্তর করিলেক যে আপনি প্রধান লোকের পরিজন কিন্তু তোমার সখার গোষ্ঠি ও জাতি উত্তম কি নীচ তাহা না জানিয়া ভাবিত আছি যদি তিনি ভাল জাতি হন তবে তাঁহার সহিত তোমার প্রেম করাতে ক্ষেতি নাই এবং অপরামর্শও নয়। ইহা শুনিয়া খোজেস্তা কহিলেন যে তোতা তুমি আমার মনোজ্ঞ যথার্থ বলিতেছ কিন্তু তাহা আমি কিরূপে জ্ঞাত হইব তোতা উত্তর করিলেক যে ভাল মন্দ মনুষ্যের কথোপ-কথনের দ্বারা জানা যায় তুমি এক শৃগালের কথা শুন নাই। খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেক যে সে কি প্রকার আমি জ্ঞাত নহি তাহা তুমি কহ। তোতা কহিতে লাগিল।—

এক শৃগাল সর্ব্বদা এক নগরে লোকেরদের বাটী যাইয়া সকল বস্তুতেই মুখ দিত। পরে এক রাত্রিতে আপন সময়ানুসারে এক নিলকারের বাটী গিয়া নিলের জালাইতে মস্তক প্রবেশ করাইতে সেই জালামধ্যে পড়িয়া শরীর নীলবর্ণ হইয়া বহুশ্রমে জালা হইতে বাহির হইয়া বনে গেল। আরং জন্তুরা তাহার চমৎকার মূর্ত্তি দেখিয়া জ্ঞান করিলেক যে এ কোন বৃহৎ জন্তু হইবেক। পরে সকল পশুরা তাহাকে আপনারদের প্রধান করিয়া সেই শৃগালের আজ্ঞাকারী হইয়া রহিল কিন্তু তাহার শব্দেতেও কাহাকে কেহ চিনিতে পারিলেক না। পরে সেই শৃগাল অন্য ক্ষুদ্র পশুরদিগকে আপন নিকটে দরবারের সময় দাঁড় করাইত শিবারা প্রথম সারিতে এবং খেঁকশিয়ালিরা দ্বিতীয় সারিতে হরিণেরা ও তৃতীয় সারিতে বানরেরা চতুর্থ সারিতে গোবাঘারা পঞ্চম সারিতে ব্যাঘ্রেরা ষষ্ঠ সারিতে হস্তীরা সপ্তম সারিতে সকলে এই প্রকার দাঁড়াইয়া থাকিত যখন শিবারা রব করিত তখন সেই সঙ্গে ঐ শৃগাল শব্দ করিত এ কারণ তাহার রব কেহ অনুমান করিতে পারিত না। কথক দিবস পরে সেই শৃগাল অন্য শিবারদের সহিত কলহ করিয়া তাহারদিগকে দূর করিয়া ব্যাঘ্র আর হস্তীকে আপন নিকটে স্থান দিল রাত্রি হইলে সেই শিবারা শব্দ করিত

সেই শব্দ শুনিয়া সরদার শৃগাল তাহারদিগকে চুপ করাইতে না পারিয়া আপনিও রব করিতে লাগিল তখন নিকটস্থ জন্তুরা সেই রব শুনিয়া লজ্জিত হইয়া সেই শৃগালকে ধরিয়া বধ করিলেক।—

তোতা এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলে যে ও কর্ত্রী ভালমন্দ সকলের কথার দ্বারা জানা যায় অতএব আপন বন্ধুর নিকট যাইয়া তাহার সহিত কথোপকথন কর পরে সকল ভালমন্দ জ্ঞাত হইবা। তাহার পর খোজেস্তা যাইতে ইচ্ছা করিলেই কুক্কুট শব্দ করিল প্রাতঃকাল হইল এজন্যে গমন হইল না।—

—প্রথম সংস্করণ, ১৮০৫, পৃ. ১১১-১৪

চণ্ডীচরণের ভাষা সর্ব্বত্র এইরূপ। দুই চারিটি ফার্সী শব্দ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকিলেও এই বাংলা মূলতঃ সংস্কৃতানুসারিণী এবং কোথাও দুর্বোধ্য নহে। চণ্ডীচরণ সংস্কৃত ব্যাকরণকে কদাচিৎ লঙ্ঘন করিয়াছেন। উপরে উদ্ধৃত গল্পটি যেমন হিতোপদেশের নীলবর্ণ শৃগাল-কথাকে স্মরণ করাইয়া দেয়, তেমনই 'তোতা ইতিহাসে'র অন্যান্য দুই একটি গল্পের আদর্শও সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারকা নাথ রায় 'শুকোপাখ্যান' নাম দিয়া চণ্ডীচরণের 'তোতা ইতিহাসে'র একটি সংশোধিত সংস্করণ (পৃ. ১২৪) প্রকাশ করেন।

রামকিশোর তর্কচূড়ামণি

রোবাকের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ইতিহাসে* রামকিশোর তর্কচূড়ামণি-রচিত ও ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত সংস্কৃত হিতোপদেশের বাংলা অনুবাদের উল্লেখ আছে। সেখানে ভ্রমক্রমে "রামকিশোর তর্কলঙ্কার" লেখা হইয়াছে। ঐ পুস্তকের পরিশিষ্টে কলেজের বাংলা-বিভাগের পণ্ডিতদের যে তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, রামকিশোর তর্কচূড়ামণি বাংলা-বিভাগের পণ্ডিতরূপে ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে নিযুক্ত হন। ১৮১৮ সনের ১লা জুন পর্য্যন্ত তিনি যে চাকুরিতে বাহাল ছিলেন, ঐ তালিকা হইতে তাহা বুঝা যায়।

রামকিশোরের হিতোপদেশের সন্ধান আমরা পাই নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারে এবং অন্যত্র আখ্যাপত্রহীন বহু বাংলা হিতোপদেশ আমাদের নজরে পড়িয়াছে, এগুলির কোনওখানি রামকিশোরের হিতোপদেশ হইলেও হইতে পারে। অনুমানে কিছু স্থির করিবার উপায় নাই। ভবিষ্যতে কেহ এই লুপ্ত গ্রন্থের সন্ধান করিবেন, এই আশায় আমরা এখানে রামকিশোর সম্বন্ধে যে সামান্য তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা লিপি-বদ্ধ করিলাম। Home Miscellaneous No. 559, ৪৪৪ পৃষ্ঠায় ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৪ সেপ্টেম্বর তারিখের কাউন্সিল-অধিবেশনের যে বিবরণী আছে, তাহাতে দেখা যায়, রামকিশোর তখনই সংস্কৃত ও বাংলা-বিভাগে মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে পণ্ডিত নিযুক্ত

*_The Annals of the College of Fort William_ (1819)—Thomas Roebuck, p. 29 (Appendix No.II). "Fables—হিতোপদেশ by Ramkishoru Turkalunkaru, 8vo. 1808."

হইয়াছেন। কলেজ কাউন্সিলের সেক্রেটারি ক্যাপটেন লকেটের নিকট লিখিত উইলিয়ম কেরীর ১০ আগষ্ট, ১৮১৯ তারিখের পত্রে (Home Misce. No. 565, pp. 492-93) জানা যায় যে, বাংলা-বিভাগের পণ্ডিত শিবচন্দ্র ৫৬ বৎসর বয়সে বাতে পঙ্গু হইয়া পড়িলে তাঁহাকে কার্য্য হইতে অবসর দেওয়া হয় এবং তাঁহার স্থলে কেরী রামকিশোরকে নিযুক্ত করিবার জন্য সুপারিশ করেন। ইহার কয়েক মাস পরেই ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ নবেম্বর তারিখে লিখিত কেরীর পত্রে (Home Misce. No. 565, p. 569) আমরা জানিতে পারি যে, রামকিশোরের মৃত্যু হইয়াছে ; তাঁহার নাবালক পুত্র রামগতি শর্ম্মা পিতার মৃত্যুতে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া সাহায্যের জন্য কলেজ-কর্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্ত করিতেছেন।

ভগবদ্গীতার টীকা

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে কলেজ-কাউন্সিলের সেক্রেটারি ক্যাপটেন এ. লকেটের নিকট লিখিত কেরীর পত্রে (Home Misce. No 563, pp. 67-68) আমরা জানিতে পারি যে, কোনও পণ্ডিত বাংলা ভাষায় ভগবদ্গীতার একটি টীকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই পুস্তকেরও সন্ধান আমরা পাই নাই। কেরীর পত্রে এই টীকার যে সামান্য পরিচয় আছে, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :

A Pundit has written in the Bengalee language a commentary on the Bhagvut Geeta which is well executed and highly deserving of a reward, it being calculated to combine the study of the Bengalee language with a valuable piece of assistance in the study of Sanskrit. I therefore request that a small reward, not less than Rs. 50, be given him for the work. At the same time I propose to print the Geeta in Sanskrit with this commentary in the Bengalee language at my own private expence, if the College Council have no objection to its being thus made public.

হরপ্রসাদ রায়

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ-অধ্যায়ের শেষ লেখক হরপ্রসাদ রায় সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু জানা যায় না। তিনি কবি বিদ্যাপতি-প্রণীত 'পুরুষপরীক্ষা' নামক গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন—বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সহিত তাঁহার এইটুকুই সম্পর্ক। রেভারেণ্ড জে. লং তাঁহার *Returns reating to Native Printing Presses &*

Publications in Bengal···(১৮৫৫) পুস্তকের ৪৭ পৃষ্ঠায় হরপ্রসাদকে কাঁচড়াপাড়ার লোক বলিয়াছেন।* মুদ্রাকরপ্রমাদে হরপ্রসাদ "হরিপ্রসাদ" হইয়াছেন।

উইলিয়ম কেরী ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২২ মার্চ তারিখে কলেজ-কাউন্সিলের সহকারী সেক্রেটারি ক্যাপটেন রোবাককে যে পত্র দিয়াছিলেন (Home Misce. No. 563, p. 343), তাহাতে আছে:

Hura Prusada, a Pundit on the Bengalee fluctuating Establishment of the College has translated a Sanskrit work called Pooroosha Pureeksha, into the Bengalee language which he intends to print, if he can obtain the usual encouragement of a subscription of 100 copies. . . .

কলেজ-কাউন্সিলের সেক্রেটারি তাঁহার ৩০ মার্চ তারিখের পত্রে (ঐ, পৃ. ৩৪৪) বিজ্ঞাপিত করেন যে, প্রতি খণ্ড দশ টাকা হিসাবে এক শত খণ্ড 'পুরুষপরীক্ষা' গ্রহণ করিতে কলেজ-কর্তৃপক্ষ স্বীকৃত হইয়াছেন। Home Misce. No. 564, ১৯৬ পৃষ্ঠায় এই সংবাদটি আছে:

Huru Prusad's bill for 100 copies of Purush Pariksha (amounting to 890-8-0 Rs.) received into the Library, sanctioned for payment by Government on 3 August 1816.

কেরীর পত্র হইতে এইটুকু মাত্র জানা যায় যে, হরপ্রসাদ কলেজের এক জন অস্থায়ী পণ্ডিত ছিলেন, সুতরাং রোবাকের পুস্তকের পরিশিষ্টে প্রকাশিত পণ্ডিতগণের তালিকায় তাঁহার নাম নাই।

"পুরুষপরীক্ষা" অপেক্ষাকৃত বৃহৎ গ্রন্থ, ইহাতে পুরুষের বিভিন্ন লক্ষণ-নির্দ্দেশক মোট ৪৪টি গল্প আছে। তা ছাড়া কয়েকটি অধ্যায়ে লক্ষণ-বিবরণও আছে। গ্রন্থের ভূমিকায় পুস্তকের বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে:

অভিনব প্রজ্ঞাবিশিষ্ট বালকেরদিগের নীতি শিক্ষার নিমিত্তে এবং কামকলা কৌতুকাবিষ্ট পুরস্ত্রীগণের হর্ষের নিমিত্তে শ্রীশিবসিংহ রাজার আজ্ঞানুসারে বিদ্যাপতি নামে কবি এই গ্রন্থ রচনা করিতেছেন···। যে গ্রন্থের লক্ষণোক্ত পরীক্ষার দ্বারা পুরুষ সকলের পরিচয় হয় এবং যে গ্রন্থের কথা সকল লোকের মনোরমা সেই পুরুষপরীক্ষা নামে পুস্তক রচনা করা যাইতেছে।

···পৃথিবীতে পুরুষাকার মাত্র অনেক পুরুষ আছে সেই কেবল পুরুষাকার মনুষ্য সকলকে ত্যাগ করিয়া বাস্তব পুরুষকে বর করহ আমি ইহা কহিতেছি। সেই পুরুষ যে প্রকার হয় তাহা কহা যাইতেছে কেবল পুরুষাকার অনেক লোক মিলিতে পারে কিন্তু বক্ষ্যমাণ

*"Hari Prasad Roy, of Kanchrapara, (1) Puresh Parikha, Moral Tales."

লক্ষণেতে যুক্ত যে পুরুষ সে অতি দুর্লভ তাহাও কহিতেছি বীর এবং সুধী ও বিদ্বান আর পুরুষার্থযুক্ত এই চারি প্রকার পুরুষ তদ্ভিন্ন যে লোক সকল তাহারা পুরুষাকার পশু কেবল পুচ্ছরহিত।

'পুরুষপরীক্ষা'ও বহুল-প্রচারিত পুস্তক। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ২৭৩ (আখ্যাপত্র ও এক পৃষ্ঠা "অসঙ্গত সঙ্গত" সহ)। আখ্যাপত্রটি এইরূপ:

শ্রীযুক্ত বিদ্যাপতি পণ্ডিতকর্ত্তৃক সংস্কৃত বাক্যে সংগৃহীতা | পুরুষপরীক্ষা।— | শ্রীহরপ্রসাদরায় কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষাতে রচিতা।— | শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।— | ১৮১৫। |

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কলেজ-লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকায় (১৮৪৩) ও লং-সংগৃহীত ভার্ণাকুলার লিটারেচার কমিটির লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকায় কলিকাতা হইতে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত একটি সংস্করণের উল্লেখ আছে। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে একটি সংস্করণ (পৃ. ২৪২) প্রকাশিত হয়। ডক্টর সুশীলকুমার দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাগারে রক্ষিত ১৮৩৪ ও ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত দুইটি সংস্করণের উল্লেখ করিয়াছেন। পরিষৎ-গ্রন্থাগারে আমরা আখ্যাপত্রহীন দুইটি সংস্করণ পাইয়াছি বটে, কিন্তু সেগুলি যে ১৮৩৪ ও ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত নয়, তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। যে সংস্করণের পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৮৬, তাহারই আর একটি সম্পূর্ণ খণ্ড আছে। সেটি কলিকাতা "জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্রে যন্ত্রিত" ও ১২৫৮ সালে মুদ্রিত। অন্যটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৮৫। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে ১৮৫০ ও ১৮৬৫ সনের সংস্করণ আছে। তালিকা-কর্ত্তা কিন্তু এই দুইটি সংস্করণের তারিখ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ নহেন। এগুলির পৃষ্ঠাসংখ্যা যথাক্রমে ১৮৬ ও ১৮৫। ১৮৫ পাতার একটি সংস্করণ ব্রিটিশ মিউজিয়মেও আছে। ১৩১১ বঙ্গাব্দে কলিকাতার বঙ্গবাসী অফিস 'পুরুষপরীক্ষা'র যে-সংস্করণ প্রকাশ করেন, তাহাতে ভ্রমক্রমে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে গ্রন্থকার বলা হইয়াছে। হটন, ইয়েটস-ওয়েঙ্গার ও ফর্‌বস্‌-এর সংগ্রহ-পুস্তকে 'পুরুষপরীক্ষা' হইতে কয়েকটি গল্প সংগৃহীত হইয়াছে। সংস্কৃতের অনুবাদ বলিয়া 'পুরুষ-পরীক্ষা'র ভাষা স্বভাবতঃই সংস্কৃতানুসারিণী। স্থানে স্থানে কঠিন শব্দপ্রয়োগে দুর্ব্বোধ্য হইলেও হরপ্রসাদ তাঁহার ভাষাকে বিশেষ ওজস্বিতাগুণসম্পন্ন করিতে পারিয়াছেন। 'পুরুষপরীক্ষা' হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া হরপ্রসাদের ভাষার বিশেষত্ব প্রদর্শন করিলাম।

জীবের আশাত্যাগ হইলেই তত্ত্বজ্ঞান হয় অর্থাৎ মোক্ষসাধক জ্ঞান হয় কিন্তু কেবল উত্তম কর্ম্ম করিলে তত্ত্বজ্ঞান হয় না যে পর্য্যন্ত মনেতে চাঞ্চল্য থাকে ও অর্থাভিলাষ থাকে এবং যাবৎ কন্দর্পের আবির্ভাব থাকে আর যাবৎ সকল জীবেতে সমজ্ঞান না হয় ও যে পর্য্যন্ত প্রয়োজনরহিত মিত্রতা না হয় তাবৎ পরমেশ্বর নিবিড় বনের ন্যায় থাকেন অর্থাৎ জীবের জ্ঞানের অগোচর থাকেন যখন বিষয় হইতে মনের নিবৃত্তি হয় তখন তত্ত্বজ্ঞান হয় সেই তত্ত্বজ্ঞানেতে ঈশ্বরদর্শন হইয়া জীবের মুক্তি হয়।

অথ লব্ধসিদ্ধি কথা।—

উজ্জয়িনী নগরীতে এক রাজার তিন পুত্র ছিল। প্রথম পুত্র ভর্ত্তৃহরি দ্বিতীয় শক তৃতীয় বিক্রমাদিত্য এই তিন সহোদরের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভর্ত্তৃহরি তিনি পূর্ব্ব জন্মের পুণ্য হেতুক দ্বেষাদি দোষেতে রহিত ও পবিত্র এবং শান্তান্তঃকরণ আর সকরুণ এবং সকল বিষয়েতে বিরক্ত ছিলেন। পরে রাজা পরলোকগত হইলে জ্যেষ্ঠ পুত্র ভর্ত্তৃহরি রাজ্যবাসনা করিতেন না কিন্তু মন্ত্রিরদিগের অনুনয়েতে কহিলেন যে আমি রাজ্যাভিলাষ করি না কেবল তোমারদের অনুরোধে রাজত্ব স্বীকার করিলাম কিন্তু ধর্ম্মার্থেই কিঞ্চিৎ কাল রাজত্ব করিব কেবল সুখার্থে রাজ্য করিব না আর আমি একবার যে সুখভোগ করিব পুনশ্চ সেই সুখভোগ করিব না এবং তোমরাও আমাকে সেই ভুক্ত ভোজনে প্রবৃত্ত করিবা না। এই পরামর্শ স্থির করিয়া ভর্ত্তৃহরি ঐ রাজ্যে রাজা হইয়া দণ্ডনীতি শাস্ত্রের মতে শত্রুগণকে জয় করিয়া ও শিষ্ট লোকের সম্বর্দ্ধনা এবং দুষ্ট লোকের দমন আর প্রজাবর্গের পালন করিয়া এক বৎসর রাজত্ব করিলেন। পরে মন্ত্রিগণ এই নিবেদন করিলেন হে মহারাজ আপনি এক বৎসর রাজত্ব করিয়া সকল কর্ম্ম সিদ্ধ করিয়া যে রূপ সুখভোগ করিয়াছেন ইহার পর আগামী বৎসরে সেই সকল সুখ পুনশ্চ আসিবে কিন্তু সেই অনুভূত সুখের পুনর্ব্বার অনুভব করিলেই ভুক্তভোজন হইবে কিন্তু আপনি পূর্ব্বে আজ্ঞা করিয়াছেন যে তোমরা আমাকে ভুক্তভোজনে প্রবৃত্ত করিবা না এই নিমিত্তে নিবেদন করিলাম এখন মহারাজের যেমত স্বেচ্ছা হয় তাহাই করুন। রাজা ভর্ত্তৃহরি মন্ত্রিরদিগের ঐ কথা শুনিয়া বিবেচনা করিলেন যদি একবার ভুক্ত বিষয়ের পুনর্ব্বার ভোগ কর্ত্তব্য হয় তবে মনুষ্য কখনও তৃপ্ত হইতে পারে না এবং যে পুরুষ সম্বৎসর পর্য্যন্ত সময় বিশেষের যেং সুখ একবার অনুভব করিয়াছে সে প্রতিবর্ষে পুনশ্চ সেইং সুখের অনুভব করিতে পারে অধিক সুখ ভোগ করিতে পারে না অতএব একবার ভুক্ত সুখের পুনর্ব্বার ভোগ করা উত্তম পুরুষের কর্ত্তব্য নহে অপর ভোগ্য বস্তুর একবার ভোগ করিয়াও যে লোকের পিপাসা নিবৃত্তি না হয় তাহার সেই তৃষ্ণারূপ যে প্রাণান্তক রোগ সেই রোগের চিকিৎসাও হয় না অতএব আর সুখেচ্ছা কিম্বা রাজ্য বাসনা করিব না। রাজা ভর্ত্তৃহরি মন্ত্রিরদিগকে আপনার অভিপ্রায় জানাইয়া এবং রাজ্য ও সমুদায় সুখভোগ ত্যাগ করিয়া শক নামে ভ্রাতাকে রাজ্য দিয়া আপনি তপোবনে প্রবেশ করিলেন। (পৃ. ২৬৮-৭১)

বাংলা গদ্যের প্রথম যুগের ইতিহাস এইখানেই সমাপ্ত হইল। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতেই বাংলা সাহিত্যের উপর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ তথা শ্রীরামপুর মিশনরীদের প্রভাব স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে এবং রামমোহন রায়, রামকমল সেন ও রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে সে যুগের বাঙালী সমাজ সচেতন হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে।

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগ আরম্ভ হইয়াছে। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন রায়ের 'বেদান্ত গ্রন্থ' প্রকাশ, ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি ও হিন্দু কলেজের গোড়াপত্তন, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা স্কুল সোসাইটির পত্তন ও বাংলা সাময়িক-পত্রের প্রচার—দ্বিতীয় যুগের এইগুলিই স্মরণীয় ঘটনা। অবশ্য এই যুগে পাদরি ও অন্যান্য সাহেবদেরও কীর্ত্তি নিতান্ত অল্প নহে। মালদহে এলার্টন, বর্দ্ধমানে স্টুয়ার্ট, চুঁচূড়ায় হার্লি, মে ও পীয়র্সন, শ্রীরামপুরে ফেলিক্স কেরী, জন ক্লার্ক মার্শম্যান এবং পীয়র্স, ম্যাক, ইয়েট্স প্রভৃতি সহৃদয় বৈদেশিকেরা এদেশের শিক্ষা ও সাহিত্য বিস্তারে নানা ভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের কীর্ত্তি দ্বিতীয় যুগের গোড়াতেই আমাদের স্মরণ করিতে হইবে।

———

অনুবাদ সাহিত্য

গৌরশঙ্কর ভট্টাচার্য্য অনূদিত

টলষ্টয়ের

আনা কারেনিনা ২॥০ (তৃতীয় সংস্করণ যন্ত্র

ওঅর অ্যাণ্ড পীস ১ম খণ্ড ৩৲ দ্বিতীয় খণ্ড

কশাকস্ (যন্ত্রস্থ)

ভিকিবাউমের

গ্র্যাণ্ড হোটেল ৩৲

ভূপেন্দ্রনাথ বসু অনূদিত

ডস্টয়ভস্কির

ক্রাইম এ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট ২।০

টুর্গেনেভের

স্মোক ২।০

অনিলেন্দু চক্রবর্ত্তী অনূদিত

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গল্প—প্রতি খণ্ড ৩॥০

দোষের গল্প ২॥০

কৃষ্ণদয়াল বসু অনূদিত

টুর্গেনেভের

ভার্জিন সয়েল ২।০

কৃষ্ণদয়াল বসুর

মেঘদূত (সচিত্র সংস্করণ) ৪॥০

শুভেন্দু মিত্র অনূদিত

ডস্টয়ভস্কির

ইডিয়ট ২॥০

জোলার মোটা ও রোগা